সুশ্রুতসংহিতা।

নিদানস্থান।

প্রথম অধ্যায়

অনন্তর আমরা বাতব্যাধি নিদান ব্যাখ্যা করিতেছি। অমৃতসম্ভূত, ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ধন্বন্তরির চরণদ্বয় বন্দনা করিয়া সুশ্রুত জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বাগ্মাপ্রবর! প্রকৃতস্থ বায়ুর এবং প্রকুপিত বায়ুর স্থান, কর্ম্ম এবং রোগ, এই সকল আমাকে বিশেষরূপে উপদেশ করুন। অনন্তর ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ ধন্বন্তরি, সুশ্রুতের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,— ভগবান্ স্বয়ম্ভুই বায়ু নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইনি স্বতন্ত্র, নিত্য, সকল স্থানব্যাপক, সকল লোককর্ত্তৃক নমস্কৃত, সকলের আত্মাস্বরূপ, এবং প্রাণীসমূহের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের কারণ। বায়ু, স্বয়ং অব্যক্ত অথচ ইহার ক্রিয়াসমুহ প্রত্যক্ষ এবং রুক্ষ, শীত, লঘু, খর, তির্য্যগ্‌গামী, শব্দ ও স্পর্শগুণবিশিষ্ট, রজোগুণবহুল, অচিন্ত্যশক্তি, দোষ সমূহের চালক এবং রোগসমূহের রাজা। ইনি শীঘ্রকার্য্যকারী ও শীঘ্র গমনশীল এবং পক্কাশয় ও গুহ্যদেশ ইহার স্থান। বায়ু দেহেরমধ্যে বিচরণ করিতে থাকিলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহা, বলিতেছি শ্রবণ কর। বায়ু প্রকুপিত না হইলে দোষ, ধাতু ও অগ্নি ইহারা সমভাবে থাকে এবং স্ব স্ব কার্য্য করে। পরন্তু বায়ুর ক্রিয়া

সমূহও সরলভাবে হইয়া থাকে। অগ্নি যেরূপ স্থান, নাম ও ক্রিয়াভেদে পাঁচ প্রকার, একমাত্র বায়ু ও সেইরূপ নাম, স্থান ও ক্রিয়াভেদে পাঁচ প্রকার বলিয়া জানিবে।

প্রাণ, উদান, সমান, ব্যান এবং অপান এই পাঁচ প্রকার বায়ু স্বস্থানে থাকিয়া শরীর রক্ষা করে, তন্মধ্যে মুখমধ্যস্থিত বায়ু কে প্রাণবায়ু বলে। এই প্রাণবায়ুই দেহিদিগের দেহরক্ষা করিয়া থাকে। এবং ভুক্তদ্রব্যসমূহকে অধোদিকে প্রেরণ করে, সুতরাং প্রাণধারণ ইহার উপরই নির্ভর করে। প্রাণবায়ু প্রকুপিত হইলে প্রায়ই হিক্কা—শ্বাসাদি রোগ জন্মিয়া থাকে। যে বায়ু ঊর্দ্ধদিকে বিচরণ করে, তাহাকে উদান বায়ু বলে। এই উদান বায়ুকর্ত্তৃক কথা বলা ও গীতাদি কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এই বায়ুপ্রকুপিত হইয়া, ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগসমূহ জন্মাইয়া থাকে। আমাশয় এবং পক্বাশয়স্থিত বায়ুকে সমান বায়ু বলে। এই বায়ু অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া ভুক্ত অন্ন সমূহ পরিপাক করে, এবং তজ্জাত রসসমূহ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া ভাগ করে। প্রকুপিত সমান বায়ু—গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য এবং অতিসার প্রভৃতি রোগ জন্মাইয়া থাকে। ব্যান নামক বায়ু. সকল দেহে বিচরণ করতঃ আহারজনিত রস সমূহ সকল দেহে বহন করে এবং ঘর্ম্ম নিঃসারণ ও রক্তস্রাবাদি পঞ্চ প্রকার কার্য্যসম্পন্ন করিয়া থাকে, এই বায়ুপ্রকুপিত হইয়া দেহগত সকল প্রকার রোগ জন্মাইয়া থাকে। অপান বায়ু, পক্বাশয়ে অবস্থানকরতঃ মল, মূত্র, শুক্র, গর্ভ এবং আর্ত্তব প্রভৃতি অধোদিকে প্রেরণ করে। এই বায়ু প্রকুপিত হইয়া বস্তিগত ও মলদ্বারগত ভয়ঙ্কর রোগসমূহ জন্মায়। ব্যান বায়ু ও অপান বায়ু প্রকুপিত হইয়া শুক্রদোষ এবং প্রমেহরোগ জন্মায়। পরন্তুসকল বায়ু এককালীন প্রকুপিত হইলে দেহভেদ করিয়া গমন করে।

অনন্তর নানাস্থানগত প্রকুপিত বায়ুজন্য—রোগসমূহ বলিতেছি। আমাশয়স্থিত প্রকুপিত বায়ু, বমনাদিরোগ. জন্মায়। এবং মোহ, মূর্চ্ছা ও পিপাসা. এবং হৃদয় ও পার্শ্বদেশে বেদনা ইত্যাদি

নানাবিধ উপদ্রব জন্মাইয়া থাকে,। পক্বাশয়স্থিত বায়ু প্রকুপিত হইলে অন্ত্রকূজন (পেটেরমধ্যেকোঁকাঁশব্দ) নাভিদেশে শূলবেদনা, অতিকষ্টে মল ও মূত্র নিঃসরণ, আনাহ এবং কটিদেশে বেদনা এই সকল উপদ্রব জন্মে। শ্রোত্রাদিই—ন্দ্রিয়গর্ত বায়ু প্রকুপিত হইলে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহ বিকৃত হইয়া যায়। ত্বকৃস্থ বায়ুপ্রকুপিত হইলে ত্বকের বিবর্ণতা, স্পন্দন, রুক্ষতা, সুপ্তি (অসাড়তা) চুম্‌চুম-শব্দ ও বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব জন্মিয়া থাকে। বায়ু, রক্তগত হইলে ব্রণাদি জন্মায়, মাংসগত হইলে বেদনাযুক্ত গ্রন্থিরোগ জন্মায়। মেদগত হইলে অল্পবেদনাযুক্ত গ্রন্থি ও ব্রণাদি জন্মায়। শিরাগত হইলে শিরা মধ্যে শূলবিদ্ধবৎ বেদনা এবং শিরাসমূহ সঙ্কোচ ও পূর্ণ হইয়া থাকে। স্নায়ুগত হইলে স্তম্ভ, কম্পন, বেদনা ও আক্ষেপ প্রভৃতি হয়। সন্ধি-গত হইলে সন্ধিসমূহকে নষ্ট করে এবং বেদনা ও শোথ জন্মায়। অস্থিগত হইলে অস্থিসমূহকে শুষ্ক করে এবং অস্থিভেদ ও অস্থিশূল জন্মায়। মজ্জাগত হইলে বেদনা জন্মায় এবং এই বেদনার কখনই শান্তি হয় না। শুক্রগত হইলে কখন শুক্রস্রাব হয়, কখন বা শুক্র বন্ধ হইয়া যাইয়া শুক্র বিকৃত হইয়া থাকে। সর্ব্বস্থানগত বায়ু, ক্রমশঃ হস্ত, পাদ, শির এবং ধাতুসমূহে বিচরণ করে, কখন বা সমস্ত শরীর ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে সকল স্থান ব্যাপ্ত হইলে স্তম্ভ, আক্ষেপ, নিদ্রা, শোথ এবং বেদনা এই সকল জন্মিয়া থাকে! বায়ু পূর্ব্বোক্ত স্থানসমূহের মধ্যে এক বা ততোঽধিক স্থান প্রাপ্ত হইলে মিশ্ররোগ উৎপন্ন করে, কোন অবয়ব প্রাপ্ত হইলে সেই অবয়বে সমস্ত রোগই জন্মে। বায়ু-পিত্তযুক্ত হইলে দাহ, সন্তাপ এবং মূর্চ্ছারোগ জন্মে। কফযুক্ত হইলে শৈত্য, শোথ এবং শরীরের গুরুত্ব জন্মায়। রক্তের সহিত মিলিত হইলে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, স্পর্শাসহিষ্ণুতা এবং নিদ্রা জন্মায়। প্রাণবায়ু পিত্ত দ্বারা আবৃত হইলে বমি ও দাহজন্মায়। কফ দ্বারা আবৃত হইলে দুর্ব্বলতা, অবসন্নতা, তন্দ্রা এবং বিবর্ণতাপ্রভৃতি জন্মায়। উদানবায়ু, পিত্ত দ্বারা আবৃত হইলে মূর্চ্ছা, দাহ, ভ্রম এবং ক্লান্তি

জন্মায়। কফ দ্বারা আবৃত হইলে ঘর্ম্ম হয় না এবং লোমহর্ষ, (রোমাঞ্চ), মন্দাগ্নি, শীত এবং স্তম্ভ জন্মিয়া থাকে। সমান বায়ু, পিত্তযুক্ত হইলে ঘর্ম্ম, দাহ, উষ্ণতা ও মূর্চ্ছা জন্মায়। কফ দ্বারা আবৃত হইলে মলমূত্র পরিমাণে কম দেখা যায় এবং লোমহর্ষ হয়। অপানবায়ু, পিত্তযুক্ত হইলে দাহ, উষ্ণতা এবং অসৃগ্দর নামক রোগ জন্মে। কফযুক্ত হইলে শরীরের অধোভাগ গুরু হয়। ব্যানবায়ু, পিত্ত দ্বারা আবৃত হইলে গাত্রদাহ, গাত্রবিক্ষেপ ও ক্লান্তি জন্মায়। কফ দ্বারা আবৃত হইলে সকল শরীর ভারবোধ, অস্থি ও পর্ব্বসমূহের স্তব্ধতা এবং কার্য্যে নিশ্চেষ্টতা প্রভৃতি জন্মে। মিথ্যা আহার ও বিহার, শোক, অতিশয় স্ত্রীসংসর্গ, মদ্যপান, অতিরিক্ত ব্যায়াম, ঋতু ও প্রকৃতির বিপরীত আহার ও আচরণ, স্নেহ দ্রব্যসমূহের অযথাসেবন, একেবারে স্ত্রীসংসর্গ না করা এবং স্থূলতা এই সকল কারণে কোমলপ্রকৃতি ব্যক্তিদিগের দেহে বাতরক্ত প্রকুপিত হয়। হস্তী, অশ্ব এবং উষ্ট্র এই সকল দ্বারা কিংবা অন্য কোন যানে দ্বারা গমন করিলে অথবা বায়ু-প্রকোপ-জনক অন্য কোন দ্রব্য সেবন করিলে বায়ুপ্রকুপিত হয়। তীক্ষ্ণ উষ্ণ, অম্ল, ক্ষার, শাকাদি ভোজ্যদ্রব্য এবং সন্তাপাদি, এই সকল অতিশয় সেবন করিলে অতিশীঘ্রই রক্তদূষিত হয় এবং ঐ দূষিতরক্ত বায়ুর পথরুদ্ধ করে, বায়ুর পথ রুদ্ধ হওয়াতে বায়ু অতিশয় প্রকুপিত হইয়া বর্দ্ধিতরক্তকে শীঘ্রই অতিশয় দূষিত করে এবং দূষিতরক্তের সহিত প্রবৃদ্ধদূষিত বায়ু মিলিত হয় বলিয়া এই রোগকে বাতরক্ত বলে। এইরূপ দূষিত রক্তের সহিত পিত্ত এবং শ্লেষ্মাও মিলিত হইয়া রোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে। বাতরক্তে পাদদ্বয় স্পর্শে দুঃখবোধ এবং তোদ (সূচীবিদ্ধবৎবেদনা) ভেদ, শোষ ও অসাড়ের ন্যায় বোধ ইত্যাদি লক্ষণ লক্ষিত হয়। পিত্তরক্তে পাদদ্বয়ে অতিশয় দাহ, অতিশয় উষ্ণতা এবং রক্তবর্ণ অল্প শোথ জন্মে। শ্লেষ্মা কর্তৃক রক্তদূষিত হইলে পাদ-দ্বয় কণ্ডুযুক্ত, শ্বেতবর্ণ, শীতল, শোথযুক্ত, স্থূল ও স্তব্ধ হইয়া থাকে। সকল দোষ দ্বারা রক্তদূষিত হইলে, পাদদ্বয়ে প্রত্যেক দোষেরই স্ব স্ব

লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগের পূর্ব্বরূপে পাদদ্বয় শিথিল, ঘর্ম্মাক্ত, শীতল, স্বভাবের বিপরীত, বিবর্ণতা তোদ, অসাড়তা এবং গুরুতা জন্মিয়া থাকে। পাদদ্বয়ের বা হস্তদ্বয়ের মূল হইতে সেই প্রকুপিত রক্ত মূষিকবিষের ন্যায় সকল শরীর ব্যাপ্ত হইতে থাকে। যে সময় জানুদ্বয় স্ফুরিত বা ভিন্ন হইয়া দূষিত রক্তস্রাব হইতে থাকে এবং প্রাণ ও মাংসপ্রভৃতি ক্ষয়রূপ উপদ্রব দ্বারা পীড়িত হইতে থাকে সেই সময় এই বাতরক্ত রোগ অসাধ্য বলিয়া জানিবে। এক বৎসর যাবৎ এই রোগ জন্মিলে যাপ্য বলিয়া জানিবে। যে সময় প্রকুপিত বায়ু, ধমনী মধ্যে প্রবেশ করে, সেই সময় দেহকে পুনঃপুনঃ আকুঞ্চন করে এবং সকল দেহে বিচরণ করিতে থাকে। পুনপুনঃ দেহকে এইরূপ আক্ষেপ (আকুঞ্চন) করে বলিয়া ইহাকে আক্ষেপক বায়ু বলে। এই আক্ষেপক রোগী মধ্যে মধ্যে ভূতলে পতিত হইলে তাহাকে অপতানক বলিয়া জানিবে। বায়ু, কফের সহিত মিলিত হইয়া শিরাসমূহে অবস্থিতি করতঃ যদি দেহকে দণ্ডের ন্যায় স্তম্ভিত করে, তাহা হইলে তাহাকে দণ্ডাপতনক বলিয়া জানিবে। এই দণ্ডাপতনক রোগ অতিশয় কৃচ্ছ্রসাধ্য, পরন্তু দণ্ডাপতানক রোগ হইতে হনুগ্রহ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং হনুগ্রহ রোগে রোগী অতিকষ্টে অন্ন ভোজন করিয়া থাকে। যে রোগে রোগী ধনুর ন্যায় নত হয়, তাহাকে ধনুস্তম্ভ বলে। ধনুস্তম্ভরোগে বায়ু, অঙ্গুলি, গুল্‌ফ জঠর হৃদয়, চক্ষু এবং গলদেশ এই সকল স্থান আশ্রয় করিয়া থাকে। যৎকালে সেই বায়ু বেগবান্ হইয়া স্নায়ু সমূহকে ক্ষেপণ করিতে থাকে, তৎকালে চক্ষুদ্বয় আকুলিত, হনুদ্বয় স্তম্ভিত ও পার্শ্বদ্বয় ভগ্ন এবং মুখ হইতে কফস্রাব হইয়া থাকে। বলবান্ বায়ু যে রোগে রোগীর দেহকে সম্মুখের দিকে ধনুর ন্যায় নত করে, তাহাকে অভ্যন্তরায়াম রোগ বলে, এবং যে রোগে রোগীর বাহিরের শিরা সমূহে অবস্থান করতঃ দেহকে পশ্চাৎদিকে নত করে, তাহাকে বাহ্যায়াম রোগ বলে। এই রোগে বক্ষঃস্থল, কটীদেশ এবং উরুতে ভগ্নের ন্যায় বেদনা হয়। পরন্তু চিকিৎসকগণ এই উভয়বিধ রোগকেই অসাধ্য

বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বায়ু, স্বয়ংই হউক কিংবা পিত্ত অথবা কফের সহিত মিলিত হইয়াই হউক, এই ত্রিবিধ কারণে তিন প্রকার আক্ষেপনাশক রোগ উৎপন্ন হয় এবং চতুর্থ অভিঘাতজন্য অন্য এক প্রকার আক্ষেপ রোগ জন্মিয়া থাকে। গর্ভস্রাব-জন্য, অতিশয় রক্ত-স্রাবজন্য এবং অভিঘাতজন্য যে সকল অপতানক রোগ জন্মে তাহা অসাধ্য বলিয়া জানিবে। অতিশয় প্রকুপিত বায়ু যে সময় অধঃ, ঊর্দ্ধ এবং তির্য্যগগামিনী ধমনী সমূহকে প্রাপ্ত হয়, সেই সময় দেহের এক পক্ষের সন্ধিবন্ধন বিশ্লিষ্ট করতঃ এক পক্ষ বিনাশ করিয়া থাকে। এক পক্ষ বিনষ্ট হয় বলিয়া চিকিৎসকগণ এই রোগকে পক্ষাঘাত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে বায়ু পীড়িত ব্যক্তির সমস্ত অঙ্গ বা অর্দ্ধ অঙ্গ অসাড় হওত অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, সেই ব্যক্তি ভূতলে পতিত হয় অথবা প্রাণত্যাগ করে। কেবল মাত্র বায়ুজন্য পক্ষাঘাত রোগ অতিশয় কৃচ্ছ্রসাধ্য; পিত্ত বা শ্লেষ্মের সহিত মিলিত হইলে সাধ্য এবং ক্ষয়জন্য হইলে অসাধ্য বলিয়া জানিবে। প্রকুপিত বায়ু স্বকীয়স্থান হইতে ঊর্দ্ধদিকে, হৃদয়ে এবং মস্তকে গমন করিলে ললাটের পার্শ্বদ্বয় পীড়িত হয়। সমস্ত অঙ্গ আক্ষেপযুক্ত ও নত হয়। চক্ষুদ্বয় নিমীলিত ও স্পন্দনরহিত অথবা স্থিরদৃষ্টি হয়, কূজন অর্থাৎ কোঁ কোঁ শব্দ করে, উচ্ছ্বাস থাকে না, কিম্বা অতি কষ্টে শ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকে, বায়ু কফের সহিত মিলিত হইয়া হৃদয়দেশ আবৃত করিলে মোহ হয় এবং হৃদয়মুক্ত হইলে সুস্থ বোধ করে। এই রোগকে অপতন্ত্রক বলিয়া জানিবে। শ্লেষ্মাবৃত সেই বায়ু দিবা-নিদ্রা, অসমান স্থান, বিকৃত বা ঊর্দ্ধদৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা মন্যাস্তম্ভ নামক রোগ জন্মিয়া থাকে। গর্ভিণী, নবপ্রসূতি, বালক, বৃদ্ধ এবং ক্ষীণ হইলে, রক্তক্ষয় হইলে, উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিলে, কঠিন দ্রব্য অতিমাত্রায় ভোজন করিলে, অতিরিক্ত হাস্য, জৃম্ভা বা ভারবহন করিলে এবং বিপ-রীতভাবে শয়ন করিলে—মস্তক, নাসিকা, ওষ্ঠ, চিবুক, ললাট এবং চক্ষুদ্বয় এই সকলের সন্ধিস্থানগত প্রকুপিত বায়ু রক্তদেশ পীড়িত

করিয়া অর্দ্দিত রোগ জন্মায়। এই অর্দ্দিতরোগে মুখের অর্দ্ধেক ও গ্রীবাদেশ বক্র হইয়া থাকে। এবং শিরশ্চালন, বাক্যরোধ ও চক্ষুপ্রভৃতির বিকৃতি এবং মুখের যে পার্শ্ব বক্র হয়, সেই পার্শ্বের গ্রীবা, চিবুক এবং দন্ত সমূহের বেদনা, রোমহর্ষ, কম্প, আবিলদৃষ্টি, বায়ুর ঊর্দ্ধদিকে গতি, ত্বকের অসাড়তা, শূলবিদ্ধবদ্বেদনা, মন্যাগ্রহ (ঘাড় ফিরাইতে সমর্থ না থাকা) এবং হনুগ্রহপ্রভৃতি লক্ষণ জন্মিয়া থাকে। ব্যাধি-নির্ণয়বিষয়ে খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ ইহাকে অর্দ্দিতরোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

ক্ষীণব্যক্তি, নিমেষরহিতব্যক্তি, প্রসক্ত ও অব্যক্তভাষীব্যক্তি এবং তিনবৎসর পর্য্যন্ত পীড়িতব্যক্তি ও কম্পনশীল ব্যক্তি, এইসকল ব্যক্তির অর্দ্দিতরোগ অসাধ্য বলিয়া জানিবে। যে রোগে অঙ্গুলিসমূহের পার্ষ্ণি ও কণ্ডরা (প্রধান প্রধান নাড়ী) সমূহ বায়ুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় এবং সক্থি ও উরুদ্বয়ের চালনাশক্তি বিনষ্ট হয়, তাহাকে গৃধ্রসী রোগ বলে। বাহুদ্বয়ের পৃষ্ঠভাগ হইতে অঙ্গুলিতলস্থিত কণ্ডরা পর্য্যন্ত বায়ুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে উহাকে বিশ্বচী নামক রোগ বলে। এই রোগে বাহুদ্বয়ের কোনপ্রকার কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না। জানুর মধ্যে অতিশয় বেদনাযুক্ত, শৃগালমস্তকসদৃশ বাতরক্ত-জন্য যে স্থূল শোথ জন্মে, তাহাকে ক্রোষ্টুকশির নামক রোগ বলে। কটিদেশ-স্থিত বায়ু, উরুদেশস্থ কণ্ডরাসমূহকে আক্ষেপ করিলে মনুষ্যগণ খঞ্জ হইয়া থাকে এবং ঐ উরুদ্বয়ের কার্য্য করিবার ক্ষমতা না থাকিলে তাহাকে পঙ্গু বলে। গমন করিবার সময় শরীর কম্পিত হইলে এবং খঞ্জের ন্যায় গমন করিলে ও সন্ধিসমূহ শিথিল হইলে তাহাকে কলায়-খঞ্জ বলে। যে রোগে পাদদ্বয় বিষমভাবে ন্যস্ত করিলে বায়ুকর্ত্তৃক বেদনাযুক্ত হয়, তাহাকে বাতকণ্টক রোগ বলে। পরন্তু এই রোগ খুড়ক (গুড়মুড়া) দেশ আশ্রয় করিয়া জন্মিয়া থাকে। প্রকুপিতবায়ু, পিত্ত ও রক্তের সহিত মিলিত হইয়া পাদদ্বয়ে দাহ জন্মাইয়া থাকে, ইহাকে পাদদাহ রোগ বলে। পরন্তু এই রোগে গমন করিবার সময়

পাদদ্বয়ে অতিশয় দাহ হইয়া থাকে। যে রোগে পাদদ্বয় সর্ব্বদা হর্ষ (শিহরিয়া ওঠা) হইয়া থাকে, এবং অসাড় হইয়া যায়, তাহাকে পাদ-হর্ষ রোগ বলে। এই রোগ প্রকুপিত কফ ও বায়ুকর্ত্তৃক জন্মিয়া থাকে। স্কন্ধদেশস্থিত বায়ু স্কন্ধদেশের বন্ধন, শোষণ এবং শিরাসমূহকে আকুঞ্চনকরতঃ অববাহুক নামক রোগ জন্মাইয়া থাকে। বায়ু স্বয়ং কিম্বা শ্লেষ্মার সহিত মিলিত হইয়া যদি শব্দবাহীস্রোত সমূহকে আবরণ করিয়া অবস্থিতি করে, তাহা হইলে বধিরতা জন্মে। যে রোগে বায়ু-কর্ত্তৃক হনু, শঙ্খ, মস্তক এবং গ্রীবাদেশ ভেদ করিয়া যেন কর্ণদ্বয়ের মধ্যে শূল প্রবেশের ন্যায় বেদনা জন্মায়, তাহাকে কর্ণশূল বলে। বায়ু, কফের সহিত মিলিত হইয়া শব্দবাহিনী ধমনীসমূহকে আবৃত করিয়া অবস্থিতি করিলে মনুষ্যগণ অকর্ম্মণ্য, মূক, মিম্মিন্ এব গদ্গদ্-ভাষী হইয়া থাকে। যে রোগে মলাশয় ও মূত্রাশয় হইতে বেদনা উত্থিত হইয়া অধোভাগে মলদ্বারে ও প্রস্রাবদ্বারে ভেদের ন্যায় বেদনা জন্মাইয়া থাকে, তাহাকে তূণী নামক রোগ বলে। মলদ্বার ও প্রস্রাব-দ্বারোত্থিত সেই বেদনা অতি বেগের সহিত প্রতিলোমভাবে পক্বাশয় গমন করিলে উহাকে প্রতিতূণী নামক রোগ বলে। যে রোগে বায়ু-রুদ্ধ হইয়া উদরে আটোপ (গুড়্গুড়া শব্দ), অতিশয় বেদনা, এবং আধ্মান জন্মায়, তাহাকে আধ্মান নামক রোগ বলিয়া জানিবে। আটোপ ও আধ্মানাদি, পার্শ্ব এবং হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া আমাশয়ে উত্থিত হইলে উহাকে প্রত্যাধ্মান রোগ বলে। এই রোগ শ্লেষ্মাদ্বারা আকুলিতবায়ুকর্ত্তৃক জন্মিয়া থাকে। যে রোগে অষ্ঠীলার ন্যায় ঘন গ্রন্থিসমূহ উর্দ্ধদিগে আয়ত ও উন্নতভাবে অবস্থান করত বাহিরের পথ রুদ্ধ করিয়া অবস্থিতি করে, তাহাকে বাতাষ্ঠীলা রোগ বলে। য... হ্যাই বেদনাযুক্ত হইয়া বায়ু এবং মলমূত্র রুদ্ধ করত উদরে বক্রভা... অবস্থান করিলে ইহাকে প্রত্যষ্ঠীলা বলে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অনন্তর আমরা অর্শনিদান ব্যাখ্যা করিব। অর্শরোগ ছয়প্রকার, যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, শোণিতজ, সন্নিপাতজ এবং সহজ। অহিতাচারী ব্যক্তির যথোক্ত প্রকোপকর বিরুদ্ধ ভোজন (যথা ক্ষীর-মৎস্যাদি), অধ্যশন (পূর্ব্বভুক্ত অন্ন জীর্ণ না হইতে ভোজন করা), স্ত্রীপ্রসক্ত, উৎকুট (উবু হইয়া বসা) হইয়া বসা, পৃষ্ঠযান এবং মলমূত্রাদির বেগধারণ প্রভৃতি কারণে দোষসমূহ প্রকুপিত হইয়া একটী কিম্বা দুইটী অথবা সমস্ত একত্রে শোণিতের সহিত মিলিত হইয়া যথোক্তরূপে প্রসারিত ধমনীর অধোভাগ প্রাপ্ত হওত গুহ্যদেশে আগমন করিয়া বলিসমূহকে দূষিত করে এবং মাংসাঙ্কুর জন্মাইয়া থাকে। মন্দাগ্নি-ব্যক্তিদিগের এই রোগ অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। তৃণ, কাষ্ঠ, উপল, লোষ্ট্র, বস্ত্রাদি অথবা শীতল জল স্পর্শ এই সকল কারণে মাংসাঙ্কুর সমূহ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই মাংসাঙ্কুর সকলকে অর্শ বলিয়া জানিবে। স্থূল অন্ত্রযুক্ত অর্দ্ধপঞ্চাঙ্গুল স্থানকে গুহ্যদেশ বলে। সেই অর্দ্ধপঞ্চাঙ্গুলপরিমিত গুহ্যদেশের অর্দ্ধাঙ্গুল অন্তরে প্রবাহণী, বিসর্জ্জনী এবং সম্বরণী নামক তিনটী বলি আছে, উক্ত বলিত্রয় চারি অঙ্গুলি আয়ত, বক্রভাবে স্থিত এবং উর্দ্ধদিকে একাঙ্গুল শঙ্খের আবর্ত্তের ন্যায় রেখাবিশিষ্ট গোলাকার হইয়া উপর্য্যুপরি সংস্থিত। ইহাদের বর্ণ হস্তির তালুদেশের ন্যায় বলিয়া জানিবে। গুহ্যদেশস্থ রোমের অন্তভাগ হইতে যবার্দ্ধপরিমিত স্থানকে গুদৌষ্ঠ বলে। প্রথম বলি গুদৌষ্ঠ হইতে দুই অঙ্গুলিপরিমিত স্থানে অবস্থিত। অর্শ জন্মিবার পূর্ব্বে আহারে অরুচি, অতিশয় কষ্টে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক, অম্লোদ্গার, উরুদ্বয়ে ভারবোধ, পেটের অভ্যন্তরে গুড়গুড়শব্দ, অতিরিক্ত উদ্গার, কৃশতা, চক্ষুদ্বয়ে শোথ, অন্ত্রকূজন এবং গুহ্যদেশকর্ত্তনের ন্যায় আশঙ্কা ইত্যাদি লক্ষণ জন্মিয়া থাকে। পাণ্ডুরোগ, গ্রহণী এবং শোষরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের বলি জন্মিলে কাস, শ্বাস, ভ্রম, তন্দ্রা, নিদ্রা এবং

ইন্দ্রিয়সমূহের দুর্ব্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ জন্মিয়া থাকে। বায়ুজন্য বলি, শুষ্ক, রক্তবর্ণ, মধ্যদেশ বিষম এবং কদম্বপুষ্প, তুণ্ডিকেরী, নাড়ীমুখ ও সূচীমুখের ন্যায় আকৃতি হইয়া থাকে। বায়ুজনিত বলিদ্বারা পীড়িত হইলে বলিস্থান সর্ব্বদা বেদনাযুক্ত হয় এবং রোগী সংহত হইয়া উপবেশন করে ও কটী, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, মেঢ্র, গুহ্যদেশ এবং নাভী এই সকল স্থানে বেদনা জন্মে। অর্শরোগ হইতে গুল্ম, অষ্ঠীলা, প্লীহা এবং উদররোগ জন্মিয়া থাকে। পরন্তু রোগীর নখ, চক্ষু, দন্ত, মুখ, মূত্র ও মল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

পিত্তজনিত বলির অগ্রভাগ নীলবর্ণ ও সূক্ষ্ম এবং বিসর্পী (ক্রমশ বিস্তার হইয়া যাওয়া) পীতবর্ণ কিম্বা যকৃতের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, শুকজিহ্বা ও যবের মধ্যভাগের ন্যায় এবং জলৌকার মুখের ন্যায় আকৃতি ও সর্ব্বদা ক্লেদযুক্ত হইয়া থাকে। পিত্তজনিত বলিদ্বারা পীড়িত হইলে রোগী দাহযুক্ত রক্ত স্রাব করে। পরন্তু এই রোগে জ্বর, দাহ, পিপাসা ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপদ্রব জন্মিয়া থাকে এবং ত্বক্, নখ, চক্ষু, দন্ত, মূত্র ও পূরীষ পীতবর্ণ হয়। শ্লেষ্মাজন্য বলি, শ্বেতবর্ণ, মহামূলযুক্ত, কঠিন, গোলাকার, স্নিগ্ধ, পাণ্ডুবর্ণ, করীর (বংশকরীর) পণশাস্থি (কাঁঠালের আঠী) বা গোস্তনের আকৃতিবিশিষ্ট, দৃঢ়, স্রাবহীন এবং বহুল কণ্ডুবিশিষ্ট হইয়া থাকে। শ্লেষ্মাজন্য বলিতে বহুলপরিমাণে শ্লেষ্মা ও মাংসধৌত জলের ন্যায় জলস্রাব হয়। পরন্তু শোথ, শীতজ্বর, অরুচি, অপরিপাক এবং মস্তকের গুরুতা প্রভৃতি রোগ এই রোগ হইতে জন্মিয়া থাকে। রোগীর ত্বক্, নখ, চক্ষুদ্বয়, দন্ত, মুখ, মূত্র এবং মল প্রভৃতি শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে। রক্তজন্য বলিতে, বলির আকার বটের কুঁড়ি, বিদ্রুম (প্রবাল) এবং কাকণন্তি (কুঁচ) ফলের সদৃশ ও পিত্তজন্য বলির সমস্ত লক্ষণবিশিষ্ট হয়। ইহাতে যদি মল কঠিন হয়, তাহা হইলে সহসা অধিকপরিমাণে দূষিত রক্তস্রাব হইতে থাকে। এইরূপ অতিশয় রক্তস্রাব হইতে থাকিলে রক্তের অতিযোগজন্য নানাবিধ উপদ্রব জন্মিয়া থাকে। সন্নিপাতজন্য অর্শরোগে সকল প্রকার

দোষজন্য অর্শরোগের লক্ষণ হইয়া থাকে। সহজ অর্শ পিতামাতার দুষ্ট শুক্র শোণিত হইতে জন্মে। ইহার চিকিৎসা দোষ অনুসারে করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ এই সহজ অর্শের বলি দেখিতে ভয়ঙ্কর, পরুষ (খস্‌খসে) পাণ্ডুবর্ণ ও কঠিন এবং অন্তর্মুখ জন্মিয়া থাকে। এই রোগে রোগী কৃশ ও অল্পাহারী হয় এবং গাত্রের সিরাসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। সন্তান অল্প জন্মে, শুক্রক্ষয় হয়, পরন্তু রোগী ক্ষীণস্বর, ক্রোধশীল এবং মন্দাগ্নিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাতে নাসিকা, মস্তক, চক্ষু ও কর্ণে নানাবিধ রোগ জন্মে এবং সর্ব্বদা উদরে শব্দ, অন্ত্রকূজন, শ্লেষ্মাদ্বারা বক্ষঃস্থলে লেপের ন্যায় বোধ এবং অরুচিদ্বারা পীড়িত হইয়া থাকে।

মলদ্বারের বহির্ভাগে বা মধ্যদেশে বলি জন্মিলে চিকিৎসক প্রতিকারের চেষ্টা করিবে। কিন্তু অন্তর্মুখ বলি হইলে প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে। দোষসমূহ প্রকুপিত হইয়া মেঢ্রকে আশ্রয় করত মাংস এবং শোণিতকে দূষিত করিয়া কণ্ডু জন্মায়। পরে ঐ কণ্ডুয়নদ্বারা মেঢ্র ক্ষত হইয়া যায়, অনন্তর ঐ ক্ষতস্থানে মাংসাঙ্কুরসমূহ জন্মায় এবং তাহা হইতে পিচ্ছিল রক্তস্রাব হইতে থাকে। বঙ্ক্ষণের উপরিভাগে কিম্বা অভ্যন্তরে জন্মিলে মেঢ্র বিনষ্ঠ হয় কিম্বা পুরুষত্ব নাশ হয়। সেই প্রকুপিত দোষ যোনিদেশ প্রাপ্ত হইলে, সুকোমল, দুর্গন্ধযুক্ত, পিচ্ছিল, রক্তস্রাবী ওছত্রাকার অঙ্কুরসমূহ জন্মাইয়া থাকে। উক্ত প্রকুপিত দোষ ঊর্দ্ধগত হইয়া কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা এবং মুখপ্রভৃতি স্থানে অর্শ জন্মাইয়া থাকে। এই সকলের মধ্যে কর্ণে জন্মিলে, বধিরতা, কর্ণশূল এবং কর্ণের দুর্গন্ধতা, প্রভৃতি জন্মে। নেত্রে জন্মিলে বর্ত্মের অবরোধ, বেদনা, আস্রাব এবং দৃষ্টিশক্তির নাশ হইয়া থাকে। নাসিকায় জন্মিলে প্রতিশ্যায়, অতিশয় হাঁচি, কষ্টে শ্বাসত্যাগ, নাসিকার দুর্গন্ধতা, অনুনাসিক বাক্যবলা এবং মস্তকবেদনা প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে। বক্ত্রদেশ, কিম্বা কণ্ঠ, ওষ্ঠ এবং তালু ইহার যে কোন স্থান আশ্রয় করিয়া জন্মিলে কথার জড়তা, রসবোধের হীনতা এবং মুখরোগ জন্মিয়া থাকে। ব্যানবায়ু প্রকুপিত হইয়া শ্লেষ্মাকে আশ্রয় করত

বহির্ভাগে দৃঢ় কীলকের ন্যায় যে অর্শরোগ জন্মিয়া থাকে, তাহাকে চর্ম্মকীলক অর্শরোগ বলে। সেই সকল কীলকের মধ্যে বায়ুজন্য কীলক বেদনাযুক্ত হয়। শ্লেষ্মাজন্য কীলক শ্লেষ্মার সমান বর্ণ এবং গ্রন্থিবিশিষ্ট হয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পিত্তশোণিত-জন্য কীলক রুক্ষ, কৃষ্ণবর্ণ বা শুক্লবর্ণ এবং খরস্পর্শ হইয়া থাকে। এই সকল চর্ম্মকীলকের লক্ষণ বলিয়া জানিবে।

সামান্যতঃ অর্শসমূহের লক্ষণ বিস্তারপূর্ব্বক বলা হইল। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণসমূহ বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া চিকিৎসকগণ চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিবেন। যে স্থলে অর্শরোগে দুই দোষের লক্ষণ দেখা-যাইবে, তখন সংসর্গ জন্য অর্শরোগ বলিয়া জানিবে। সাংসর্গিক অর্শ-রোগ ছয়প্রকার। ত্রিদোষ জন্য অর্শরোগে অল্প লক্ষণ লক্ষিত হইলে যাপ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। দ্বন্দ্বজ অর্শ দ্বিতীয় বলি আশ্রয় করিয়া জন্মিলে কষ্টসাধ্য বলিয়া জানিবে। এবং যে সকল অর্শরোগ একবৎসর-কাল অতীত হইয়া গিয়াছে তাহাও অসাধ্য বলিয়া জানিবে। সন্নিপাত জন্য অর্শরোগীকে এবং সহজ অর্শরোগীকে পরিত্যাগ করিবে। অর্শ-রোগদ্বারা সমস্ত বলি দূষিত হইলে অপানবায়ু প্রকুপিত হওত ব্যানের সহিত মিলিত হইয়া শরীরের কান্তি বিনষ্ট করিয়া ফেলে।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

অশ্মরীরোগ।

অশ্মরী অর্থাৎ পাথুরীরোগ চারিপ্রকার। শ্লেষ্মাই ইহাদের অধি-ষ্ঠান বলিয়া জানিবে। শ্লেষ্মা, বায়ু, পিত্ত এবং শুক্রকর্ত্তৃক অশ্মরীরোগ জন্মে। অসংশোধনশীল এবং অপথ্যশীল ব্যক্তির শ্লেষ্মাপ্রকুপিত হইয়া মূত্রের সহিত মিলিত হওত বস্তিদেশে প্রবেশ করত অশ্মরীরোগ জন্মা-ইয়া থাকে। ইহাদের পূর্ব্বরূপে বস্তিস্থানে বেদনা, অরুচি, মূত্রকৃচ্ছ্র,

এবং বস্তি, মস্তক, মুষ্ক, (অণ্ডকোষ) এবং শেফ (পুংঅঙ্গ) এই সকল স্থানে বেদনা হয় এবং জ্বর, শরীরের অবসন্নতা ও মূত্রে ছাগগন্ধেরন্যায় গন্ধ ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। অশ্মরীর পূর্ব্বরূপসমূহ লক্ষিত হইলে রোগী বেদনাযুক্ত, দূষিত, ঘন ও ঘোলাটে মূত্র অতি কষ্টে পরিত্যাগ করে। অশ্মরীরোগ জন্মিলে প্রস্রাব করিবার সময় নাভি, বস্তি, সেবনী এবং উপস্থ (পুংঅঙ্গ) ইহার যে কোন একটী স্থান বেদনা করিয়া থাকে এবং ধারাহীন, রুধিরযুক্ত, গোমেদকসদৃশবর্ণবিশিষ্ট, আবিল (ঘোলাটে) এবং সিকতা (বালুকা) যুক্ত মূত্র, বিকীর্ণভাবে পরিত্যাগ করে। ধাবন, লম্ফপ্রদান, উপবাস, পৃষ্ঠযান এবং পথগমন প্রভৃতি কারণে বস্তিপ্রভৃতি স্থানে বেদনা হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজন্য অশ্মরীরোগ, শ্লেষ্মকর দ্রব্য অতিশয় ভাজন করিলে বর্দ্ধিত হইয়া বস্তিমুখ আশ্রয়-করতঃ স্রোতঃসমূহ বদ্ধ করিয়া থাকে। স্রোতসমূহ বন্ধ হওয়াতে প্রস্রাব ঐ স্থানে আসিয়া আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায়, ভেদকরণের ন্যায় এবং সূচিবিদ্ধকরণের ন্যায় বেদনা জন্মায়। পরন্তু বস্তিদেশ অতিশয় গুরু ও শীতল হইয়া থাকে। শ্লেষ্মাজন্য অশ্মরী, শ্বেত, স্নিগ্ধ, বৃহৎ এবং কুক্কুটডিম্ব ও মধূকপুষ্পের তুল্য বর্ণ বলিয়া জানিবে। পিত্তমিশ্র শ্লেষ্মা, সংহত ও পূর্ব্বোক্তরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বস্তিমুখ আশ্রয় করত স্রোতমার্গ বন্ধ করিয়া থাকে। স্রোতমার্গ বন্ধ হওয়ায় দাহ, চোষ ও পক্ক হইবার ন্যায় বেদনা হয়। পরন্তু বস্তিদেশ উষ্ণ ও বাতযুক্ত হয়। পৈত্তিক-জন্য অশ্মরী রক্তমিশ্রিত, পীত-বর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা ভল্লাতকের অস্থির ন্যায় বা মধুর ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। বায়ুযুক্ত শ্লেষ্মা, সংহত ও পূর্ব্বের ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া বস্তিস্থান আশ্রয় করত স্রোতপথ রুদ্ধ করিয়া থাকে। স্রোত-পথ রুদ্ধ হওয়াতে মূত্র প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া ভয়ানক বেদনা জন্মাইয়া থাকে। বেদনাদ্বারা অতিশয় পীড়িত হইলে রোগী দন্তদ্বারা দন্তঘর্ষণ নাভি ও মেঢ্রদেশ মর্দ্দন এবং মলদ্বার স্পর্শ করে ও মলদ্বার প্রসারিত হওত দাহ জন্মাইয়া থাকে। পরন্তু অতি কষ্টে কুন্থন করত বায়ু,

মূত্র ও মল নিঃসারণ করে। বাতিকজন্য অশ্মরী শ্যামবর্ণ, পরুষ, বিষম, খরখরে এবং কদম্বপুষ্পের ন্যায় কণ্টকিত হইয়া থাকে। দিবাস্বপ্ন, সমশন, অধ্যশন (ভুক্ত অন্ন জীর্ণ না হইতে ভোজন) এবং শীতল, স্নিগ্ধ, গুরু ও মধুর দ্রব্য বালকগণের একান্ত প্রিয় বলিয়া পূর্ব্বোক্ত তিনপ্রকার অশ্মরীরোগ প্রায়ই বালকগণের জন্মিয়া থাকে। বালকদিগের শরীর ও বস্তিদেশ অল্পায়ত ও মাংস বৃদ্ধি না হওয়ায় বস্তিদেশ হইতে অশ্মরী সহজে আনয়ন করা যায়। অধিক বয়ঃস্থ ব্যক্তিদিগের শুক্রজন্য শুক্রাশ্মরী জন্মিয়া থাকে। মৈথুনের অভিঘাতে কিম্বা অতিরিক্ত মৈথুনে চলিতশুক্র নিঃসৃত না হইয়া বিপথে গমন করিয়া থাকে। অনন্তর বায়ুকর্ত্তৃক বিপথগামী শুক্র সংগৃহীত হইয়া মেঢ্র এবং মুষ্কের দ্বারদেশে সঞ্চিত হওত শুষ্ক হয়। সেই শুক্র মূত্রমার্গ আবরণকরতঃ মূত্রকৃচ্ছ্র, বস্তিদেশে বেদনা এবং মুষ্কে শোথ জন্মাইয়া থাকে। ঐস্থান পীড়ন করিলে ঐ স্থানেই বিলয় হইয়া যায়। ইহাকেই শুক্রাশ্মরী বলে। শর্করা, সিকতা, ও ভস্ম নামক এই ত্রিবিধ মেহও অশ্মরীর বিকার বলিয়া জানিবে। শর্করা মেহের লক্ষণ এবং বেদনাদি অশ্মরীর তুল্য বলিয়া জানিবে। পরন্তু এইমাত্র বিশেষ যে, বায়ুর অনুগুণ হইয়া অল্পমাত্র নিঃসরণ হইয়া থাকে। বায়ুকর্ত্তৃক অন্যরূপ হওয়াতেই শর্করা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই রোগে হৃদয়ের পীড়া, সক্থিদ্বয়ের অবসন্নতা, কুক্ষিতে বেদনা, কম্প, তৃষ্ণা, বায়ুর ঊর্দ্ধদিকে গতি, শরীরের কৃষ্ণত্ব, দুর্ব্বলতা, শরীরের পাণ্ডুবর্ণতা, অরুচি এবং অপরিপাক প্রভৃতি লক্ষণ জন্মিয়া থাকে। এই শর্করা মূত্রপথে প্রবেশকরত সঞ্চিত হইলে দুর্ব্বলতা, অবসন্নতা, কৃশতা, কুক্ষিদেশে বেদনা, অরুচি, পাণ্ডুতা, গাত্রের উষ্ণতা, তৃষ্ণা, হৃদয়ে বেদনা এবং বমি প্রভৃতি উপদ্রব জন্মিয়া থাকে। নাভি, পৃষ্ঠ, কটী, মুষ্ক, মলদ্বার, বঙ্ক্ষণ এবং উপস্থ এই সকল একদ্বার সংলগ্ন। ইহাদের মধ্যে বস্তি অধোমুখে স্থিত, সেই দ্বার বা অন্ত্রি, অলাবুর ন্যায় স্থিত এবং সমস্ত শিরা ও স্নায়ু উহার সহিত মিলিত। বস্তি, বস্তির শিরা সমূহ, উপস্থ, মুষ্কদ্বয় ও মলদ্বার

ইহাদের প্রত্যেকেরই মলদ্বারস্থ অস্থির ছিদ্রের সহিত সংযোগ থাকায় পরস্পর সংবদ্ধ বলা যায়। মূত্রাশয় ও মলাধার প্রাণের উত্তম আশ্রয়। নদীসমূহ যেরূপ সাগরাভিমুখে জলবহন করে, সেইরূপ পক্বাশয়গত মূত্রবহ নাড়ীসমূহও বস্তিদেশে মূত্রবহন করে। যে সমস্ত নাড়ী, আমাশয় হইতে মূত্রবহন করিয়া থাকে, সেই সকল নাড়ীর মুখ অতিশয় সূক্ষ্ম বলিয়া ঐ সকল নাড়ীর মুখ সহজে উপলব্ধি হয় না। জাগ্রত অবস্থায় কিম্বা স্বপ্নাবস্থায় মূত্র ক্ষরিত হইয়া মূত্রাশয়কে পরিপূর্ণ করিয়া রাখে। যেরূপ নূতন ঘট জলদ্বারা পূর্ণ থাকিলে তাহার পার্শ্বস্থিত অপর ঘট নলদ্বারা পরিপূর্ণ হয়, সেইরূপ বস্তিস্থানও মূত্রদ্বারা পূর্ণ হইয়া থাকে। এই প্রকার বায়ু, পিত্ত কিম্বা কফ, মূত্রের সহিত মিলিত হইয়া বস্তিমধ্যে প্রবেশকরতঃ অশ্মরীরোগ জন্মায়। যেরূপ নূতন কলসিতে রক্ষিত স্বচ্ছ জল, কালে ক্রমশঃ তাহাতে পঙ্ক জন্মে, সেইরূপ বস্তি-মধ্যে অশ্মরী জন্মিয়া থাকে। যেপ্রকার আকাশীয় বায়ু, অগ্নি এবং বিদ্যুতের দ্বারা জল সংহত হইয়া থাকে, সেইরূপ বায়ু ও পিত্ত একত্রে মিলিত হইয়া বস্তি মধ্যস্থিত শ্লেষ্মাকে সংহতকরত বস্তিদেশে অশ্মরী নামক রোগ জন্মায়। বায়ু সরল থাকিলে বস্তিস্থানে উত্তমরূপে মূত্র সঞ্চিত হয় কিন্তু যদি ঐ বায়ু প্রকুপিত হয়, তাহা হইলে নানাবিধ ব্যাধি জন্মাইয়া থাকে। মূত্রাঘাত, প্রমেহ, শুক্রদোষ এবং মূত্রদোষ প্রভৃতি সকল রোগই বস্তিস্থানে জন্মিয়া থাকে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা ভগন্দরনিদান ব্যাখ্যা করিতেছি। বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, সন্নিপাত এবং আগন্তুক এই পাঁচটী কারণ হইতে শতপোনক, উষ্ট্রগ্রীব, পরিস্রাবী, শম্বুকাবর্ত্ত ও উন্মার্গী এই পাঁচপ্রকার ভগন্দর নামক রোগ জন্মিয়া থাকে। মলদ্বারে এবং বস্তিদেশে বিদারণবৎ

বেদনা জন্মায় বলিয়া এই সকলকে ভগন্দররোগ বলা যায়। এই সকল রোগকে অপক্কাবস্থায় পিড়কা বলে এবং পক্কাবস্থায় ভগন্দর বলে। ভগন্দর জন্মিবার পূর্ব্বে কটীদেশে ও কপালে বেদনা, এবং মলদ্বারে কণ্ডু, দাহ ও শোথ হইয়া থাকে। অপথ্যাহারী ব্যক্তিদিগের বায়ু প্রকুপিত ও নিশ্চল হইয়া অর্থাৎ ঊর্দ্ধগামী না হইয়া মলদ্বারের চারিদিকে এক অঙ্গুলি কিম্বা দুই অঙ্গুলিপরিমিত স্থানের মাংস এবং শোণিত দূষিত করিয়া রক্তবর্ণ পিড়কা জন্মাইয়া থাকে। এই পিড়কাদ্বারা মলদ্বারে তোদ (সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা) প্রভৃতি নানাবিধ বেদনা জন্মাইয়া থাকে। পরন্তু এই সময় চিকিৎসা না করিলে পাকিয়া উঠে। এবং মূত্রাশয়ের সহিত মিলিত থাকায় ব্রণ ক্লেদযুক্ত হয় ও শতপোনকের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মুখেরদ্বারা ব্রণ ক্লেদপূর্ণ হইয়া থাকে। ঐ সকল মুখ হইতে অধিকতর ফেণাযুক্ত আস্রাব নির্গত হইয়া থাকে এবং ব্রণস্থান তাড়িত হওয়ার ন্যায় ও ছিন্ন, ভিন্ন কিম্বা সূচীদ্বারা বিদ্ধ হওয়ার ন্যায় বেদনা জন্মিয়া থাকে। পরন্তু ব্রণস্থান বিদীর্ণ হওয়ায় ঐ সকল মুখ হইতে বায়ু, মূত্র, পুরীষ এবং শুক্র নির্গত হইয়া থাকে। এই রোগকে শত-পোনকনামক ভগন্দররোগ বলে।

প্রকুপিত পিত্ত, বায়ুকর্ত্তৃক নিম্নদিকে সঞ্চালিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় মলদ্বারে অবস্থিতিকরতঃ রক্তবর্ণ, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম, উন্নতউষ্ট্রগ্রীবার ন্যায় পিড়কা জন্মায়। এই অবস্থায় ঐ পীড়কায় উষ্ণতা এবং দাহ প্রভৃতি নানাপ্রকার যাতনা উপস্থিত হয় এবং এই সময় চিকিৎসা না করিলে ঐ পীড়কা পাকিয়া উঠে। পরন্তু ব্রণে অগ্নি এবং ক্ষারদগ্ধের ন্যায় দাহ জন্মে এবং ব্রণ হইতে যে সকল আস্রাব নির্গত হয়, তাহা উষ্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। এই সময় এ রোগ উপেক্ষিত হইলে ব্রণ হইতে বায়ু, মূত্র পুরীষ এবং শুক্র নির্গত হইয়া থাকে। এই রোগকে উষ্ট্রগ্রীব নামক ভগন্দররোগ বলে। প্রকুপিত শ্লেষ্মা বায়ুকর্ত্তৃক নিম্ন-দেশে প্রেরিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় মলদ্বারে অবস্থানকরতঃ শুক্লবর্ণ, স্থির ও কণ্ডুযুক্ত পীড়কা জন্মাইয়া থাকে। ঐ পীড়কায় কণ্ডু প্রভৃতি উপ-

দ্রব হইয়া থাকে। এই সময় চিকিৎসিত না হইলে পীড়কা পাকিয়া উঠে। এবং ব্রণস্থান কঠিন (সক্ত), সংরম্ভী ও কণ্ডুযুক্ত হয়। এ অবস্থায় ব্রণ হইতে যে নিরন্তর আস্রাব নির্গত হয় তাহা পিচ্ছিল হইয়া থাকে। এবং এই সময় যদি চিকিৎসা না করা হয়, তাহাহইলে ব্রণ হইতে বায়ু, মূত্র, পুরীষ এবং শুক্র নির্গত হইয়া থাকে। এই রোগকে পরিস্রাবী নামক ভগন্দররোগ বলে। প্রকুপিত বায়ু, প্রকুপিত পিত্ত ও শ্লেষ্মার সহিত মিলিত হইয়া অধোদিকে গমন করত পূর্ব্বের ন্যায় মলদ্বারে অবস্থানপূর্ব্বক পাদাঙ্গুষ্ঠপরিমিত ও পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত পীড়কা জন্মায়। এই সময় পীড়কায় তোদ, দাহ এবং কণ্ডু প্রভৃতি নানাপ্রকার যাতনা উপস্থিত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় চিকিৎসিত না হইলে ঐ পীড়কা পাকিয়া উঠে এবং ব্রণ হইতে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আস্রাব নির্গত হয়। পরিপূর্ণ নদীর ন্যায় এবং শম্বুকের (শামুকের) আবর্ত্তের ন্যায় বেদনাবিশেষ ব্যাপ্ত হয় বলিয়া এই রোগকে শম্বুকাবর্ত্ত নামক ভগন্দররোগ বলে। মূঢ় ও মাংসলুব্ধ-ব্যক্তিরা অন্নের সহিত যে সকল মাংসের অস্থিভোজন করে, তাহা গাঢ়তর মলের সহিত মিশ্রিত হইয়া অপানবায়ু-কর্ত্তৃক নিম্নে প্রেরিত হওয়ায়, মল নির্গমকালে মলদ্বার ক্ষত হইয়া থাকে এবং ক্ষত হওয়ায় শোথ জন্মে। জলার্দ্রভূমিতে যেরূপ কীট জন্মে, সেইরূপ পূয ও রক্তাদিদ্বারা আর্দ্র সেই শোথ স্থানে কৃমি অর্থাৎ পোকা জন্মিয়া থাকে। এই সকল কৃমিকর্ত্তৃক মলদ্বারের চারিপার্শ্ব ভক্ষিত হওয়ায় বিদীর্ণ হয়। ক্রিমিকৃত ছিদ্র হইতে বায়ু, মূত্র, পূরীষ এবং শুক্র নির্গত হয়। এই রোগকে উন্মার্গী নামক ভগন্দররোগ বলে। বায়ুর নির্গমস্থানে যে অল্প উপদ্রব ও শোথ জন্মিয়া অল্পকালের মধ্যেই নিবৃত্তি হয় তাহাকে পীড়কা বলে। এই পীড়কা ভগন্দর হইতে ভিন্নপ্রকার। ভগন্দরজনক পীড়কা, ঐ পীড়কার বিপরীত বলিয়া জানিবে। যে পীড়কা হইতে ভগন্দররোগ উৎপন্ন হয়, সেই পীড়কা মলদ্বারের দুই অঙ্গুলিপরিমিত স্থানে জন্মে। এই পীড়কা গূঢ়মূল ও বেদনা এবং জ্বরযুক্ত হইয়া

থাকে। ভগন্দররোগ জন্মিবার পূর্ব্বে যানাদিতে গমনকালে, এবং মলপরিত্যাগ করিবার সময় মলদ্বারে কণ্ডু, বেদনা, দাহ, শোথ এবং কটীদেশে বেদনা হইয়া থাকে। সকল ভগন্দররোগই অশেষ দুঃখের কারণ বলিয়া জানিবে এবং এই সকলের মধ্যে ত্রিদোষজন্য ও ক্ষতজন্য ভগন্দররোগ অসাধ্য বলিয়া জানিবে।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা কুষ্ঠনিদান বলিতেছি। অনুচিত আহার ও আচরণ করিলে এবং অতিশয় গুরু, বিরুদ্ধ, অসাত্ম্য, অজীর্ণকর ও অহিতকর আহার সেবন করিলে ও অতিশয় স্নেহদ্রব্য (ঘৃততৈলাদি) পান করিলে এবং নিত্য বমন করিলে, কিম্বা ব্যায়াম ও গ্রাম্যধর্ম্ম (স্ত্রীসংসর্গ) অবৈধরূপে সেবন করিলে এবং নিত্য গ্রাম্য, আনূপ, ও জলজাত জন্তুর মাংস দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, কিম্বা সূর্য্যের তাপ বা অগ্নির তাপদ্বারা সন্তপ্ত হইয়া জলে অবগাহন করিলে, বায়ু বর্দ্ধিত হইয়া প্রকুপিত পিত্ত এবং শ্লেষ্মাকে গ্রহণকরতঃ বক্র শিরাসমূহকে প্রাপ্ত হইয়া বাহ্যপথের চারিদিকে বিক্ষিপ্ত করে। শরীরের যে যে স্থানে দোষসমূহ বিক্ষিপ্ত হয়, সেই সেই স্থানে মণ্ডলাকার হইয়া থাকে। এই প্রকারে ত্বকের বাহিরে মণ্ডলাকার জন্মিলে দোষসমূহ ঐ স্থানে গমন করত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এই সময় যদি প্রতীকারের চেষ্টা না করা হয়, তাহাহইলে শরীরস্থ ধাতুসমূহকে দূষিত করিয়া থাকে। এই রোগ জন্মিবার পূর্ব্বে, ত্বকের পরুষতা, অকস্মাৎ রোমাঞ্চ, কণ্ডু ও শরীরের কোন কোন স্থানে অতিশয় ঘর্ম্ম, কিম্বা একেবারে ঘর্ম্ম না হওয়া, অতিরিক্ত নিদ্রা, এবং ক্ষতস্থান হইতে নিঃসৃত রক্তের কৃষ্ণবর্ণতা ইত্যাদি লক্ষণ জন্মিয়া থাকে। সাতপ্রকার মহাকুষ্ঠ এবং একাদশপ্রকার ক্ষুদ্র কুষ্ঠ, সর্ব্বশুদ্ধ অষ্টাদশপ্রকার কুষ্ঠরোগ বলিয়া জানিবে। এই সকলের মধ্যে অরুণ, ঔডুম্বর,

ঋষ্যজিহ্ব, কপালক, কাকণক, পুণ্ডরীক এবং দদ্রুকুষ্ঠ এই সাতপ্রকার মহাকুষ্ঠ। স্থূলারুষ্ক, (আয়তব্রণ) মহাকুষ্ঠ, এককুষ্ঠ, চর্ম্মদল, বিসর্প, পরিসর্প, সিধ্ম, বিচর্চ্চিকা, কিটিম, পামা, এবং রকসা এই একাদশ-প্রকার ক্ষুদ্র কুষ্ঠ। সকলপ্রকার কুষ্ঠরোগই বায়ু, পিত্ত, ও শ্লেষ্মা এবং ক্রিমি হইতে জন্মিয়া থাকে। বায়ুকর্ত্তৃক অরুণ, পিত্তকর্ত্তৃক ঔডুম্বর, ঋষ্যজিহ্ব, কপাল এবং কাকণক ও শ্লেষ্মাকর্ত্তৃক পৌণ্ডরীক, এবং দদ্রু নামক কুষ্ঠ জন্মিয়া থাকে। ইহারা যত অধিক সংখ্যক ধাতু মধ্যে প্রবেশ করে, ততই অধিক চিকিৎসা-সাধ্য ও অসাধ্য হইয়া থাকে। যে সকল কুষ্ঠ অরুণবর্ণ, তনু (পাতলা) বিসর্পী (চারিদিকে ব্যাপনশীল) তোদ ও (সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা) ভেদ (ভেদনবৎ পীড়া,) যুক্ত এবং মলিন, সেই সকল কুষ্ঠরোগকে অরুণনামক কুষ্ঠরোগ বলিয়া জানিবে। পিত্তকর্ত্তৃক পক্ব উডুম্বর ফলের ন্যায় আকার ও বর্ণবিশিষ্ট কুষ্ঠকে ঔডুম্বর, এবং ঋষ্যের(মৃগবিশেষ) জিহ্বার ন্যায় খরখরে কুষ্ঠকে ঋষ্যজিহ্ব, ও কৃষ্ণবর্ণ কপালিকার (খোলা) ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট কুষ্ঠকে কপালক, এবং কাকণন্তিকা (কুঁচ) ফলসদৃশ অতিশয় রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট কুষ্ঠকে কাকণন্তিকা-নামক কুষ্ঠ বলিয়া জানিবে। এই চারিপ্রকার কুষ্ঠে ওষ, চোষ (চুষনবৎ পীড়া) দাহ, ধূম্রবর্ণ, শীঘ্র উত্থান্, পাক, ভেদ (ভেদনবৎ পীড়া) ও ক্রিমি, এই সকল সামান্য লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। পুণ্ডরীকনামক কুষ্ঠ পদ্মপত্রের ন্যায় আকৃতি ও বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। দদ্রুনামক কুষ্ঠ অতসীপুষ্পের বর্ণ কিম্বা তাম্রবর্ণ ও বিসর্পনশীল এবং পীড়কাযুক্ত হইয়া থাকে। এই উভয় প্রকার কুষ্ঠেই উন্নত, গোলাকার, কণ্ডু এবং বিলম্বে উত্থান ইত্যাদি সামান্য লক্ষণ জন্মিয়া থাকে। অতঃপর আমরা ক্ষুদ্র কুষ্ঠের বিষয় বলিতেছি। সন্ধিস্থানে যে স্থূল ও অতিশয় দারুণ, কঠিন এবং অরুণবর্ণবিশিষ্ট ব্রণ জন্মে তাহাকে স্থূলারুষ্কনামক কুষ্ঠ বলে। ত্বকের সংকোচ, ভেদ (খাওয়া), মলিনতা এবং অঙ্গের অবসন্নতা প্রভৃতি মহাকুষ্ঠের লক্ষণ বলিয়া জানিবে। যে কুষ্ঠে শরীর কৃষ্ণ ও অরুণবর্ণ হয়, তাহাকে এক কুষ্ঠ বলে। পরন্তু এই কুষ্ঠরোগ অসাধ্য

বলিয়া জানিবে। যে কুষ্ঠে পদতলে বা হস্ততলে কণ্ডু, বেদনা, দাহ, এবং চুষনবৎ পীড়া জন্মে, তাহাকে চর্ম্মদলনামক কুষ্ঠ বলে। যে কুষ্ঠে ত্বক্, রক্ত এবং মাংস দূষিত হইয়া সকল শরীর ব্যাপ্ত হয় এবং মূর্চ্ছা, দাহ, চিত্তচাঞ্চল্য, সূচীবিদ্ধবদ্বেদনা এবং পাক জন্মায়, তাহাকে বিসর্পনামক কুষ্ঠরোগ বলে। যে কুষ্ঠে পীড়কাহইতে অল্প অল্প স্রাব হওতঃ সকল শরীর ব্যাপ্ত হয়, তাহাকে পরিসর্পিনামক কুষ্ঠ বলে। যে কুষ্ঠ, কণ্ডুযুক্ত, শ্বেতবর্ণ, অপায়ী এবং প্রায়ই উর্দ্ধকায়ে জন্মে তাহাকে সিধ্মনামক কুষ্ঠরোগ বলে। যে কুষ্ঠে শরীর রক্তবর্ণ, অতিশয় কণ্ডু, পীড়া, বেদনা এবং রুক্ষ হয়, তাহাকে বিচর্চ্চিকা নামক কুষ্ঠরোগ বলে। যে কুষ্ঠরোগে কণ্ডু, দাহ এবং বেদনা হইয়া থাকে তাহাকে বিপাদিকা নামক কুষ্ঠরোগ বলে। পরন্তু এই রোগ প্রায় পাদদ্বয়েই জন্মিয়া থাকে। যে কুষ্ঠরোগ স্রাবশীল, গোলাকার, ঘন, উগ্র, কণ্ডুযুক্ত, স্নিগ্ধ এবং কৃষ্ণবর্ণ, ঋষিগণ তাহাকে কিটিম নামক কুষ্ঠরোগ বলিয়াছেন। স্রাব ও কণ্ডু যুক্ত, দাহবিশিষ্ট, অল্প অল্প পীড়কাযুক্ত কুষ্ঠকে পামা নামক কুষ্ঠরোগ বলে। যে কুষ্ঠরোগে দাহযুক্তস্ফোটক জন্মে, তাহাকে কচ্ছনামক কুষ্ঠরোগ বলে। পরন্তু এই রোগ নিতম্ব, হস্ত এবং পাদদেশে জন্মে। যে কুষ্ঠরোগে কণ্ডুযুক্ত পীড়কা জন্মে এবং স্রাব না হয়, তাহাকে রকসানামক কুষ্ঠরোগ বলে। অরু, সিধ্ম, রকসা, মহাকুষ্ঠ এবং এককুষ্ঠ, এই সকল কুষ্ঠরোগ কফজন্য বলিয়া জানিবে। প্রকুপিত বায়ুকর্ত্তৃক পরিসর্পিনামক একপ্রকার কুষ্ঠ জন্মে, অবশিষ্ট সকল প্রকার কুষ্ঠরোগই পিত্তজন্য বলিয়া জানিবে। কিলাসকেও কুষ্ঠ বলিয়া জানিবে। এই কুষ্ঠরোগ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা, ভেদে তিন প্রকার বলিয়া জানিবে। কুষ্ঠ এবং কিলাস এই উভয়ের প্রভেদ এই যে কিলাসরোগ ত্বগ্‌গত হইয়াও স্রাবহীন হইয়া থাকে। বায়ুজন্য কিলাসরোগ—মণ্ডলাকার, রক্তবর্ণ, পরুষ, (খরখরে) এবং পরিধ্বংসি। পিত্তজন্য কিলাসরোগ—পদ্মপত্রের ন্যায় সুগোল এবং দাহযুক্ত। শ্লেষ্মাজন্য কিলাসরোগ—শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, ঘন এবং কণ্ডুযুক্ত হইয়া থাকে। এইসকলের মধ্যে মণ্ডলাকার, রক্তবর্ণ, রোমযুক্ত, অভ্যন্তরজাত

এবং অগ্নিদগ্ধ কুষ্ঠরোগ অসাধ্য বলিয়া জানিবে। বায়ুজন্য কুষ্ঠরোগে বেদনা, চর্ম্মের সংকোচভাব, মলিনতা, ঘর্ম্ম, শোথ, ভেদ ও স্বরভঙ্গ ইত্যাদি লক্ষণ জন্মিয়া থাকে। পিত্তজন্য কুষ্ঠরোগে পাক, অবদারণ (ফাটিয়া যাওয়া) অঙ্গুলিপতন, কর্ণ এবং নাসিকার ভগ্নতা, এবং চক্ষুরোগ প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে। শ্লেষ্মাজন্য কুষ্ঠরোগে কণ্ডু, ভেদ (ভেদনবৎ পীড়া) শোথ, আস্রাব এবং শরীরের গুরুতা প্রভৃতি লক্ষণ জন্মিয়া থাকে। পিতামাতার শুক্রশোণিতের দোষে পুণ্ডরীক ও কাকণকনামক কুষ্ঠ-রোগ জন্মে। পরন্তু এই রোগ অসাধ্য বলিয়া জানিবে। কালক্রমে বৃক্ষ-সমূহের মূল যেরূপ বৃষ্টিদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া ভূমির মধ্যে প্রবেশকরত সমস্ত ভূমি ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ কুষ্ঠরোগ চিকিৎসা না করিলে কালক্রমে ত্বকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত সমস্ত ধাতু ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। কুষ্ঠ, ত্বকাশ্রিত হইলে, ত্বকের অসাড়তা, ঘর্ম্ম, অল্পকণ্ডু, বিবর্ণ এবং রুক্ষতা প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে। শোণিতাশ্রিত কুষ্ঠরোগে চর্ম্মের অসাড়তা, রোমাঞ্চ, ঘর্ম্ম, কণ্ডু এবং অত্যন্ত পূয নির্গম হইয়া থাকে। মাংসাশ্রিত কুষ্ঠরোগে অতিশয় মুখশোষ, কর্কশতা, পীড়কা, ভেদ (সূচীবিদ্ধ-বদ্বেদনা) স্ফোটক এবং স্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণ জন্মে। মেদাশ্রিত কুষ্ঠরোগে দুর্গন্ধ, উপদেহ (কীটবিশেষ) পূয়, কৃমি এবং গাত্রের বেদনা প্রভৃতি জন্মে। অস্থি এবং মজ্জাশ্রিত কুষ্ঠরোগে নাসিকা ভঙ্গ, চক্ষুরোগও ক্ষতস্থানে ক্রিমি এবং স্বরভঙ্গ হইয়া থাকে। শুক্রাশ্রিত কুষ্ঠরোগে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণসমূহ লক্ষিত হয় এবং কুণতা, অঙ্গসঞ্চালন-ক্রিয়ার হীনতা, বেদনা এবং ক্ষতস্থান বিস্তৃত হইয়া থাকে। কুষ্ঠরোগযুক্ত স্ত্রীপুরুষসম্বন্ধীয় শুক্রশোণিতের দূষিতাবস্থায় যে সন্তান জন্মে, তাহারও কুষ্ঠরোগ জন্মিয়া থাকে। আত্মবান্ ব্যক্তির ত্বক্, রক্ত, এবং পিশিতা-শ্রিত কুষ্ঠরোগ হইলে সাধ্য এবং মেদগত হইলে যাপ্য। এতদ্ভিন্ন অন্য সকল প্রকার কুষ্ঠরোগই অসাধ্য। ব্রাহ্মণ, স্ত্রী এবং সাধু হত্যা করিলে, কিম্বা পরদ্রব্য অপহরণ করিলে এই পাপে কুষ্ঠরোগ জন্মিয়া থাকে। কুষ্ঠরোগে যাহার মৃত্যু হয়, জন্মান্তরেও তাহার ঐ রোগ

জন্মিয়া থাকে। অতএব কুষ্ঠরোগ যেরূপ দুঃখদায়ক এইরূপ আর কোন রোগই নহে। আহারআচারের দ্বারা অথবা শাস্ত্রোক্ত কোন ক্রিয়াদ্বারা অথবা বিশেষ কোন ঔষধের দ্বারা বা তপস্যাদ্বারা, এই রোগ হইতে মুক্ত হইবার সম্ভাবনা। পরন্তু এই সকল ক্রিয়াদ্বারা মুক্ত হইলে পবিত্র গতিলাভ হইয়া থাকে। গাত্র সংস্পর্শ করিলে নিশ্বাস লাগিলে এবং একত্র ভোজন করিলে, এক শয্যায় শয়ন করিলে কিম্বা একাসনে উপবেশন করিলে অথবা কুষ্ঠরোগীর বস্ত্র, মাল্য ও অনুলেপন ব্যবহার করিলে কুষ্ঠ, জ্বর, শোষ এবং নেত্রাভি-ষ্যন্দিপ্রভৃতি ঔপসর্গিক রোগ এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিতে সংক্রামিত হইয়া থাকে। ইতি কুষ্ঠরোগ সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা প্রমেহনিদান ব্যাখ্যা করিতেছি। যে সকল ব্যক্তি দিবানিদ্রা, ব্যায়াম, আলস্যপ্রভৃতিতে একান্ত আসক্ত এবং শীতল, স্নিগ্ধ, মধুর, অপবিত্র ও দ্রব অন্ন, কিম্বা পাণীয় প্রভৃতির একান্ত সেবা করে, তাহাদের ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই প্রমেহরোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। উক্তপ্রকার আচরণশীল ব্যক্তিদিগের যে সময় বায়ু, পিত্ত এবং শ্লেষ্মা, পরিপক্কাবস্থাতে মেদধাতুর সহিত মিলিত হইয়া মূত্রবাহি-স্রোতসমূহে অনুগমন করত অধোদিকে গমন করিয়া বস্তিদেশের মুখ আশ্রয়পূর্ব্বক ভেদের ন্যায় বেদনা জন্মায়, সেই সময় প্রমেহরোগ জন্মিয়া থাকে। প্রমেহরোগ জন্মিবার পূর্ব্বে হস্ততলে ও পদতলে দাহ, শরীর স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল ও গুরু এবং মূত্র মধুর ও শুক্লবর্ণ, তন্দ্রা, অবসন্নতা, পিপাসা, দুর্গন্ধ, শ্বাস এবং তালু, গলদেশ, জিহ্বা ও দন্ত-প্রভৃতিতে ময়লা জন্মে, কেশসমূহে জটা বাঁধে এবং নখসমূহের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সকলপ্রকার প্রমেহরোগেই মূত্রের আবিলতা(ঘোলাটে

ভাব) প্রচুরতা হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক মেহরোগেই পিড়কার সহিত দোষসমূহের বৃদ্ধি হয়। উদকমেহ, ইক্ষুমেহ, সুরামেহ, সিকতামেহ, শনৈর্ম্মেহ, লবণমেহ, পিষ্টমেহ, সান্দ্রমেহ, শুক্রমেহ এবং ফেণমেহ এই দশবিধমেহ কফ হইতে জন্মে ; পরন্তু এই দশবিধ-মেহেরই দোষদূষ্যের একপ্রকার চিকিৎসা এবং এই নিমিত্ত উক্ত দশ-বিধ প্রমেহই সাধ্য বলিয়া জানিবে। নীলমেহ, হরিদ্রামেহ, অম্ল-মেহ, ক্ষারমেহ, মঞ্জিষ্ঠামেহ এবং রক্তমেহ, এই ছয়প্রকার মেহ পিত্ত-হইতে জন্মে। পরন্তু এই ছয়প্রকার প্রমেহ দোষদূষ্যের বিষমক্রিয়া-প্রযুক্ত অর্থাৎ বিপরীত চিকিৎসাহেতু যাপ্য বলিয়া জানিবে। সর্পি (ঘৃত) মেহ, বসামেহ, মধুমেহ এবং হস্তিমেহ, এই চারিপ্রকার প্রমেহ বায়ু হইতে জন্মে ; পরন্তু এই চারিপ্রকার মেহের চিকিৎসা সম্পূর্ণ বিপরীত, এই নিমিত্ত উক্ত চতুর্ব্বিধ মেহই অসাধ্য বলিয়া জানিবে। বায়ু, পিত্ত এবং মেদধাতুর সহিত মিলিত শ্লেষ্মা, শ্লেষ্ম-জন্য মেহরোগ জন্মায়। বায়ু, কফ এবং শোণিতের সহিত মিলিত পিত্ত, পিত্ত-জন্য মেহ-রোগ জন্মায়। অপর কফ, পিত্ত, বসা ও মজ্জার সহিত মিলিত বায়ু, বায়ুজন্য মেহরোগ জন্মাইয়া থাকে। শ্লেষ্মজন্য যে দশপ্রকার মেহ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে উদকমেহরোগে শুক্লবর্ণ, বেদনাহীন, জলের ন্যায় মেহ নির্গত হইয়া থাকে। ইক্ষুমেহে ইক্ষুরসসদৃশ, সুরামেহে সুরাসদৃশ, সিকতামেহে অধিকতর যন্ত্রণার সহিত সিকতাসদৃশ প্রস্রাব নির্গত হয়। শনৈর্ম্মেহে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মার সহিত সিকতা-বিশিষ্ট প্রস্রাব নির্গত হয়। লবণমেহে লবণসদৃশ এবং পিষ্টমেহে পিষ্ট-রসতুল্য প্রস্রাব নির্গত হয়, পরন্তু প্রস্রাব করিবার সময় মেহরোগীর শরীর রোমাঞ্চ হইয়া থাকে। সান্দ্রমেহে প্রস্রাব আবিল ও সান্দ্র হয়। শুক্রমেহে শুক্রসদৃশ এবং ফেণমেহে প্রস্রাব ফেণার সহিত মিলিত হইয়া অল্পে অল্পে নির্গত হইয়া থাকে। অতঃপর আমরা পিত্তজন্য ছয়প্রকার মেহের বিষয় বলিতেছি। নীলনামক মেহরোগে রোগী ফেণাযুক্ত, নির্ম্মল এবং নীলবর্ণ প্রস্রাব করিয়া থাকে। হরিদ্রানামক

মেহরোগে রোগী হরিদ্রাবর্ণ প্রস্রাব করে, পরন্তু প্রস্রাব করিবার সময় অতিশয় দাহ হইয়া থাকে। অম্লনামক মেহরোগে রোগী অম্লরসযুক্ত ও গন্ধবিশিষ্ট প্রস্রাব করে। ক্ষারনামক মেহরোগে ক্ষারপরিস্রুত জলের ন্যায় প্রস্রাব হইয়া থাকে। মঞ্জিষ্ঠানামক মেহরোগে মঞ্জিষ্ঠার জলের ন্যায় রক্তবর্ণ প্রস্রাব হয় এবং শোণিতমেহে শোণিতের ন্যায় প্রস্রাব হইয়া থাকে। অতঃপর বায়ুজন্য মেহরোগের বিষয় বলিতেছি। সর্পী-নামক মেহরোগে সর্পীতুল্য, বসামেহে বসাতুল্য এবং ক্ষৌদ্রমেহে-ক্ষৌদ্রতুল্য রস এবং বর্ণবিশিষ্ট প্রস্রাব হইয়া থাকে। হস্তিমেহে মত্তহস্তির ন্যায় প্রস্রাবের পরক্ষণেই লিঙ্গ বৃদ্ধি হয়। শ্লেষ্মজন্য মেহ-রোগে শরীরে মক্ষিকার পতন, আলস্য, মাংসবৃদ্ধি, প্রতিশ্যায় অঙ্গসমূ-হের শিথিলতা, অরুচি, পরিপাক না হওয়া, কফনিঃসরণ, বমি, কাস এবং শ্বাস, এই সকল উপদ্রব জন্মিয়া থাকে। পিত্তজন্য মেহরোগে বৃষণের (অণ্ডকোষ) অবদরণ (ঝুলিয়া পড়া), বস্তিভেদ, মেঢ্রেতোদ, (পুং অঙ্গে সূচীবিদ্ধবদ্বেদনা), হৃদিশূল (হৃদয়ে শূলবিদ্ধবদ্বেদনা) অম্লিকা (অম্লোদ্গার) জ্বর, অতিসার, অরুচি, বমি, চতুর্দ্দিকে ধূমদর্শন, গাত্রদাহ, মূর্চ্ছা, পিপাসা অনিদ্রা, পাণ্ডুরোগ, এবং মলমূত্রের পীতবর্ণতা এই সকল উপদ্রব জন্মিয়া থাকে। বায়ুজন্য মেহরোগে হৃদ্‌গ্রহ (হৃদয়ে বেদনাবিশেষ), মনের চাঞ্চল্য, অনিদ্রা, স্তম্ভন, কম্পন, শূল (শূলবিদ্ধ-বদ্বেদনা) এবং মলবদ্ধতা, এই সকল উপদ্রব জন্মিয়া থাকে। শরীরে বসা ও মেদধাতু অধিক পরিমাণে থাকিলে এবং শরীরস্থ অন্যান্য ধাতু-সমূহ বায়ু, পিত্ত এবং শ্লেষ্মাদ্বারা দূষিত হইলে, প্রমেহরোগীর শরীরে দশপ্রকার পিড়কা জন্মে। যথা—শরাবিকা, সর্ষপিকা, কচ্ছপিকা, জালিনী, বিনতা, পুত্রিণী, মসূরিকা, অলজী, বিদারিকা এবং বিদ্রধিকা। শরাবের ন্যায় পরিমাণ ও শরাবের ন্যায় আকারবিশিষ্ট এবং মধ্যস্থল নিম্ন হইলে তাহাকে শারাবিকা বলে। শ্বেতসর্ষপের ন্যায় পরিমাণ এবং শ্বেতসর্ষপের ন্যায় শরীরে অবস্থিতি করিলে, তাহাকে সর্ষপিকা বলে। দাহযুক্ত ও কুর্ম্মের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট যে পিড়কা, তাহাকে

কচ্ছপিকা বলে। তীব্রদাহযুক্ত ও মাংসজালদ্বারা আবৃতের ন্যায় যে পিড়কা লক্ষিত হয়, তাহাকে জালিনী বলে। নীলবর্ণ ও বিনত যে পিড়কা, তাহাকে বিনতা বলে। সঙ্কুচিত ও উন্নত পীড়কাকে পুত্রিণী বলে। মসূরের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট পিড়কাকে মসূরিকা বলে। যে পিড়কা রক্ত ও শুক্লবর্ণ, কঠিন এবং স্ফোটকযুক্ত তাহাকে অলজী বলে। যে পিড়কা, ভূমিকুষ্মাণ্ডের ন্যায় গোল ও কঠিন, তাহাকে বিদারিকা বলে। বিদ্রধির লক্ষণবিশিষ্ট পিড়কাকে বিদ্রধি বলে। যে পিড়কা মলদ্বারে, বক্ষঃস্থলে, মস্তকে, স্কন্ধদ্বয়ে, পৃষ্ঠে অথবা মর্ম্মস্থানে জন্মে এবং যে পিড়কা উপদ্রবযুক্ত ও দুর্ব্বল ব্যক্তির যে পিড়কা, তৎসমস্তই অসাধ্য বলিয়া জানিবে। এই সকল পিড়কা-বিশিষ্ট রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। সমস্ত শরীর পীড়নকরত যদি মেদ, মজ্জা এবং বসাসংযুক্ত আস্রাব, বায়ুকর্ত্তৃক অধোভাগে স্রাবিত হয়, তাহাহইলে উহা বায়ুজন্য এবং অসাধ্য বলিয়া জানিবে। প্রমেহ জন্মিবার পূর্ব্বলক্ষণ দৃষ্ট হইলে এবং মূত্রের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে লক্ষিত হইলে প্রমেহ বলিয়া জানিবে। পূর্ব্বরূপের সমস্ত লক্ষণ কিম্বা কয়েকটী লক্ষণ দৃষ্ট হইলে ও অতি-রিক্ত মূত্রত্যাগ করিলে প্রমেহরোগ জন্মিয়াছে বলিয়া জানিবে। পিড়কায় যদি অত্যন্ত যন্ত্রণা ও উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহাহইলে মধুমেহ বলিয়া জানিবে। মধুমেহ অসাধ্য, পরন্তু মধুমেহরোগী কোথাও গমন করিলে ক্লেশপ্রযুক্ত উপবেশন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকে এবং উপবেশন করিলে শয়ন করিতে ইচ্ছা করে; পরন্তু শয়ন করিলে নিদ্রা যাইতে ইচ্ছা করে। যেমন পাঁচটী প্রধান বর্ণের মিশ্রণের তারতম্যে শবল, বভ্রু, কপিল, কপোত এবং মেচকপ্রভৃতি নানাবিধ বর্ণের সৃষ্টি হইয়া থাকে, সেইরূপ দোষ, ধাতু, মল ও আহারীয় দ্রব্যের সংযোগের তারতম্যানুসারে প্রমেহরোগও নানাপ্রকার হইয়া থাকে। সকলপ্রকার প্রমেহরোগই অনেক দিন গত হইলে এবং চিকিৎসিত না হইলে মধুমেহে পরিণত হইয়া

থাকে। পরন্তু মধুমেহে পরিণত হইলে সর্ব্বপ্রকার মেহই অসাধ্য হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা উদরনিদান ব্যাখ্যা করিতেছি। ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ও ইন্দ্রতুল্য রাজর্ষি ধন্বন্তরি, বিনয়াবনত শিষ্য ব্রহ্মর্ষি পুত্র সুশ্রুতকে উপদেশ দিতেছেন। শরীরস্থ দোষসমূহ পৃথক্ পৃথক্‌রূপে কিংবা মিলিত হইয়া প্লীহোদর, বদ্ধগুদ, আগন্তুক এবং দকোদর প্রভৃতি নানাবিধ উদররোগ জন্মাইয়া থাকে। শুষ্ক এবং পূতি (পচা) অন্ন সেবন ও তৈলঘৃতাদির অযথা ব্যবহারদ্বারা মন্দাগ্নিবিশিষ্ট ও অহিতকর দ্রব্যভোজনশীল ব্যক্তিদিগের দোষসমূহ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। উক্ত বর্দ্ধিত দোষ, কোষ্ঠদেশে গমন করতঃ গুল্মাকৃতি এবং স্পষ্ট লক্ষণযুক্ত অতি ভয়ানক উদরীনামক রোগ জন্মাইয়া থাকে। তৈলঘৃতাদি দ্রব্যের ন্যায় আহারীয় দ্রব্যের সারাংশ পক্বাশয় হইতে নিঃসৃত হইয়া প্রকুপিত বায়ুকর্ত্তৃত চালিত হওত, ত্বক্‌স্ফীত করিয়া ক্রমশঃ জঠরদেশ বর্দ্ধিত করিতে থাকে। উদররোগ জন্মিবার পূর্ব্বে বল ও বর্ণের হানি এবং অরুচি ও জঠরদেশের শিরাসমূহ দৃষ্টহওয়া ইত্যাদি লক্ষণ জন্মিয়া থাকে। বায়ুজন্য উদরীরোগে, আহারীয় দ্রব্যের জীর্ণবোধ না হওয়া এবং ভুক্তান্নের অম্লতাদ্বারা গলাজ্বালা, বস্তিস্থানে বেদনা, পাদদ্বয়ে শোথ, পার্শ্ব, উদর, পৃষ্ঠ এবং নাভি এই সকল স্থানের বৃদ্ধি ও সমস্ত শরীর কৃষ্ণবর্ণশিরাসমূহদ্বারা-আবৃত এবং উদরে শূলবিদ্ধের ন্যায় বেদনা, আনাহের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ এবং তোদ (শূচীবিদ্ধের ন্যায় বেদনা) ও ভেদের ন্যায় বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ জন্মিয়া থাকে। পিত্তজন্য উদর-রোগে মুখশোষ, তৃষ্ণা, জ্বর, দাহ, সকল শরীর পীতবর্ণ শিরাদ্বারা আবৃত, চক্ষুঃদ্বয়, মলমূত্র, মুখ এবং নখের পীতবর্ণতা ইত্যাদি লক্ষণ

জন্মিয়া থাকে, পরন্তু পিত্তজন্য উদরীরোগে উদর অতিশয় স্নিগ্ধ ও শোথযুক্ত হইয়া থাকে এবং অতি সত্বরই বৃদ্ধি হইতে থাকে। শ্লেষ্ম-জন্য উদররোগে জঠরদেশ শীতল ও শুক্লবর্ণ শিরাসমূহদ্বারা আবৃত, নখ ও মুখ শুক্লবর্ণ, অতিশয় শোথ, এবং শরীরের অবসন্নতা ইত্যাদি লক্ষণ জন্মিয়া থাকে, পরন্তু কফজন্য উদররোগ কিঞ্চিৎ বিলম্বে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অসৎ চরিত্রান্বিতা স্ত্রীলোককর্ত্তৃক প্রদত্ত অন্ন ও পানীয় এবং নখ, রোম, মূত্র, মল, অথবা আর্ত্তবযুক্ত অন্ন ও পানীয় সেবনদ্বারা কিম্বা শত্রুকর্ত্তৃক প্রদত্ত বিষদ্বারা, অথবা দূষিত জল ও বিষসেবনদ্বারা রক্ত এবং দোষসমূহ কুপিত হইয়া জঠরদেশে সন্নিপাত লক্ষণবিশিষ্ট অতিশয় ভয়ানক উদরীরোগ জন্মাইয়া থাকে। যে দিবস শীতল বায়ু প্রবাহিত ও মেঘাবৃত হয়, সেই দিবস উক্ত উদররোগে দোষসমূহ প্রকুপিত হইয়া দাহ জন্মাইয়া থাকে, পরন্তু রোগী মূর্চ্ছিত, পাণ্ডুবর্ণ-বিশিষ্ট, কৃশ এবং তৃষ্ণায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া থাকে। এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট-উদররোগকে দূষ্যোদরী বলে। অনন্তর প্লীহোদরীনামক ভয়ানক উদররোগের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। যে সকল ব্যক্তি বিদাহী ও অভিষ্যন্দজনক দ্রব্য সেবনে অতিশয় অনুরক্ত, তাহাদের রক্ত এবং শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া প্লীহাকে অতিশয় বর্দ্ধিত করে এবং ইহাকেই প্লীহোদর বলে। পরন্তু প্লীহা বামপার্শ্বে অবস্থিতি করে ও ঐ স্থান ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইহাতে রোগী অতিশয় শীর্ণ হইয়া থাকে। দক্ষিণভাগস্থিত যকৃৎ দূষিত হইলে অল্প অল্প জ্বর ও মন্দাগ্নি উপ-স্থিত হয়। পরন্তু কফ ও পিত্তের লক্ষণ জন্মে এবং রোগী অতি-শয় দুর্ব্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে, ইহাকেই যকৃদুদরী বলে।

যে ব্যক্তির অন্ত্র মধ্যে উপলেপী অন্নাদি সেবনদ্বারা দূষিত মল সঞ্চিত হইয়া মালার ন্যায় নাড়ীমধ্যে অবস্থিতি করে, তাহার ঐ সঞ্চিত মল মলাধারে বদ্ধ হইয়া অতি কষ্টে অল্প অল্প নির্গত হইতে থাকে। এই অবস্থাতে হৃদয় ও নাভি এই উভয়ের মধ্য হইতে উদর বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং বমনকালিন মলের গন্ধ বাহির হয়; পরন্তু

ইহাকেই বদ্ধগুদ নামক উদররোগ বলে। অনন্তর পরিস্রাবী নামক উদরীরোগের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। আহারীয় দ্রব্যে যদি কোনপ্রকার শল্য থাকে এবং ঐ শল্য নিঃসরণ হওয়ায় অথবা অন্য কোন কারণে অন্ত্রভেদ হইয়া জলের ন্যায় স্রাব, মলদ্বার দিয়া পুনঃ পুনঃ নির্গত হয়, তাহা হইলে নাড়ীর অধোভাগের উদরদেশ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পরন্তু এই রোগে তোদ ও দাহ জন্মে। ইহাকে পরিস্রাবী নামক উদররোগ বলে। অনন্তর দকোদরের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। স্নেহাদিপানদ্বারা অনুবাসিত হইলে অথবা বমন ও বিরেচনক্রিয়া করা হইলে কিংবা নিরূহবস্তি প্রয়োগ করা হইলে যদি শীতল জল পান করে, তাহাহইলে জলবাহিনী নাড়ী সেই শীতল জলদ্বারা দূষিত হইয়া পূর্ব্ববৎ উদরের অভ্যন্তরস্থ অন্ত্রসমূহকে স্নেহোপলিপ্ত করিয়া দকোদর নামক উদরীরোগ জন্মাইয়া থাকে। এই রোগে নাভিদেশ স্নিগ্ধ এবং গোলাকার, উন্নত ও জলপূর্ণের ন্যায় হইয়া থাকে। চর্ম্মখণ্ড জলের দ্বারায় পূর্ণ হইলে যেরূপ ক্ষুব্ধ, কম্পিত এবং শব্দবিশিষ্ট হয়, দকোদরও সেইরূপ হইয়া থাকে। আধ্মান, গমন-করিতে অসক্ত, দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, শোথ, শরীরের অবসন্নতা, বায়ু ও মলবদ্ধতা এই সকল উপদ্রব সকলপ্রকার উদররোগেই জন্মিয়া থাকে।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা মূঢ়গর্ভ নিদান ব্যাখ্যা করিতেছি। গ্রাম্যধর্ম্ম, জানবাহন, পথশ্রম, স্খলন (হোঁচোট খাওয়া) পতন, পীড়ন, ধাবন (দ্রুতগমন) অভিঘাত, বিপরীতভাবে শয়ন কিংবা উপবেশন, উপবাস, মলমূত্রের বেগধারণ এবং রুক্ষ, কটু ও তিক্তাদিদ্রব্য সেবন ; শাক কিম্বা অতিশয় ক্ষার ভোজন অথবা অতিসার, বমন, বিরেচন ও অজীর্ণকরদ্রব্য ভোজন এবং গর্ভস্রাবকর কোন দব্য সেবন ইত্যাদি কারণে, বৃন্ত

(বোঁটা) চ্যুত ফলের ন্যায় গর্ভবন্ধন শিথিল হইয়া থাকে। গর্ভবন্ধন শিথিল হইলে সমান নামক বায়ু গর্ভাশয় অতিক্রম করিয়া যকৃৎ ও প্লীহার অন্ত্রবিবরে প্রবেশ করতঃ কোষ্ঠদেশ আলোড়ন করিতে থাকে। এইরূপে কোষ্ঠ আলোড়িত হওয়ায় অপানবায়ু নিশ্চেষ্ট থাকিয়া পার্শ্ব, বস্তি, মস্তক, উদর এবং যোনিদেশে শূলবিদ্ধবৎ বেদনা, আনাহ (মল মূত্ররোধ) এই সকলের মধ্যে যে কোন একটী উপদ্রব জন্মাইয়া গর্ভ নষ্ট করিয়া থাকে। অপক্বগর্ভ রক্তস্রাবের দ্বারা নষ্ট হইয়া থাকে। উক্ত গর্ভ বৃদ্ধি পাইয়া প্রসবকালে সকল শরীর প্রসবদ্বারে না আসিলে কিম্বা অপানবায়ুকর্ত্তৃক প্রসবদ্বার রুদ্ধ হইলে উহাকে মূঢ়গর্ভ বলে। উক্ত মূঢ়-গর্ভ চারিপ্রকার যথা—কীল, প্রতিখুর, বীজক এবং পরিঘ। যে গর্ভে বাহুদ্বয়, মস্তক এবং পাদদ্বয় ঊর্দ্ধদিকে ও শরীর নিম্নদিকে অবস্থিতি করতঃ কীলকের ন্যায় প্রসবদ্বার রোধ করিয়া থাকে, তাহাকে কীলক নামক মূঢ়গর্ভ বলে। একটী হস্ত এবং একটী পাদ ও মস্তক বাহির হইয়া অপর শরীর অভ্যন্তরে রুদ্ধ থাকিলে উহাকে প্রতিখুর নামক মূঢ়গর্ভ বলে। একটী হস্ত এবং মস্তক বাহির হইয়া অপর সমস্ত শরীরঅভ্যন্তরে থাকিলে উহাকে বীজক নামক মূঢ়গর্ভ বলে। পরিঘার ন্যায় প্রসবদ্বার আবৃত করিয়া থাকিলে উহাকে পরিঘা নামক মূঢ়গর্ভ বলে। কোন কোন পণ্ডিতেরা উক্ত চারিপ্রকার মূঢ়গর্ভ স্বীকার করেন না। কেননা প্রকুপিত বায়ুকর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া গর্ভ প্রসবদ্বারে নানাপ্রকারে অবস্থিতি করে, সুতরাং মূঢ়গর্ভও নানাপ্রকার হইয়া থাকে। কোন কোন গর্ভের সক্থিদ্বয়, কোন কোন গর্ভের বা একটীমাত্র সক্থি কিঞ্চিৎ বক্রভাবে যোনিমুখ আবৃত করিয়া থাকে। কোন কোন গর্ভ বা সক্থিদ্বয় ও শরীর কিঞ্চিৎ বক্র এবং নিতম্বদেশ তির্য্যক্‌ভাবে অবস্থিতি করত যোনিমুখ আবৃত করিয়া থাকে। কোন কোন গর্ভ বা হৃদয়, পার্শ্ব এবং পৃষ্ঠ এই তিনটীর মধ্যে যে কোন একটী অঙ্গদ্বারা প্রসবদ্বার রোধ করিয়া থাকে। কোন কোন গর্ভ বা প্রসবদ্বারের এক পার্শ্বে স্বতন্ত্রভাবে থাকিয়া একটীমাত্র বাহু বাহির করিয়া থাকে, কাহার বা দুই টীবাহু

দৃষ্ট হইয়া থাকে, কাহারও বা সমস্ত শরীর তির্য্যক্‌ভাবে থাকে। কাহার কাহারও পাদ এবং মস্তক প্রথমে দৃষ্ট হয় এবং কাহারও বা একখানি পদমাত্র প্রসবদ্বারে থাকে এবং অপর পদখানি গুহ্যদেশে অবস্থিতি করে। মূঢ়গর্ভের প্রসবকালে সংক্ষেপত এই আট প্রকার অবস্থা ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত মূঢ়গর্ভের মধ্যে শেষোক্ত অবস্থাদ্বয় অসাধ্য বলিয়া জানিবে। অবশিষ্ট সকলপ্রকার অবস্থাতেই ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অভাব, আক্ষেপ, প্রসবদ্বার রোধ, মক্কলনামক রোগ, শ্বাস, কাশ এবং ভ্রম ইত্যাদি জন্মিয়া থাকে, পরন্তু এইরূপ মূঢ়গর্ভ রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। ফল যেরূপ উপযুক্ত সময়ে বৃন্ত (বোঁটা) হইতে চ্যুত হয়, গর্ভও সেইরূপ উপযুক্ত সময় নাড়ীবন্ধন মুক্ত করিয়া প্রসবদ্বারে উপস্থিত হয়। ফল যেরূপ কীট, বায়ু এবং অভিঘাতাদি-দ্বারা অকালে বৃন্ত চ্যুত হয়, গর্ভও সেইরূপ কারণান্তর-দ্বারা অকালে নাড়ীবন্ধন মুক্ত হইয়া প্রসবদ্বারে উপস্থিত হয়। চতুর্থমাসপর্য্যন্ত গর্ভস্রাব হইয়াও গর্ভ নির্গত হয়, ইহার পর অর্থাৎ পঞ্চ ও ষষ্ঠমাসে গর্ভস্থ শরীর কিঞ্চিৎ কঠিন হয় বলিয়া পতনদ্বারা গর্ভ নির্গত হইয়া থাকে। যে স্ত্রীলোক গর্ভাবস্থায় মস্তক বেদনাদ্বারা অভিভূত, শীতলাঙ্গ ও লজ্জাশীল এবং যে স্ত্রীলোকের সর্ব্বশরীর নীলবর্ণ শিরাসমূহদ্বারা আবৃত হইয়া থাকে, তাহার গর্ভ বিনষ্ট হয় এবং গর্ভিণীরও প্রাণ বিনাশ ঘটিয়া থাকে। যে গর্ভিণীর গর্ভ স্পন্দিত না হয় এবং শরীর শ্যাবও পাণ্ডুবর্ণ হয় ও শ্বাসপ্রশ্বাসে দুর্গন্ধ বাহির হয়, অভ্যন্তরে শূলবিদ্ধবদ্বে-দনা হয়, তাহার গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হইয়াছে বলিয়া জানিবে। মাতা কোনরূপ মানসিক আগন্তুক দুঃখদ্বারা অভিভূত হইলে কিম্বা কোন ব্যাধিদ্বারা পীড়িত হইলে গর্ভস্থ সন্তান বিনষ্ট হয় বলিয়া জানিবে। প্রসবের কাল উপস্থিত হইলে গর্ভিণী যদি বস্তমারদ্বারা আক্রান্ত হয় এবং তাহাতেই যদি কুক্ষিদেশ স্পন্দিত হয়, তাহাহইলে তৎক্ষণাৎ গর্ভভেদ করিয়া গর্ভস্থ সন্তান বাহির করিবে।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা বিদ্রধিনিদান ব্যাখ্যা করিব। দেবতাদিগের গুরু নিদানতত্ত্ববিৎ শ্রীমান্ কাশিপতি ধন্বন্তরি, শিষ্যকে সকলপ্রকার বিদ্রধির লক্ষণ বলিয়াছিলেন। দোষসমূহ, ত্বক্, রক্ত, মাংস এবং মেদধাতু দূষিত করিয়া অস্থিসমূহকে আশ্রয় করত ক্রমশঃ অতিশয় উন্নত শোথ জন্মায়। ঐ শোথ, মহামূল, বেদনাবিশিষ্ট, গোলাকার এবং বিস্তৃত হইয়া থাকে। চিকিৎসাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ইহাকে বিদ্রধিনামক রোগ বলিয়া থাকেন। উক্ত বিদ্রধিরোগ ছয়প্রকার। দোষসমূহ পৃথক্ পৃথক্ রূপে এবং মিলিত হইয়া ও শোণিতের ক্ষয়হেতু ছয়প্রকার বিদ্রধি জন্মিয়া থাকে। উক্ত ছয়প্রকার বিদ্রধির লক্ষণ বলা যাইতেছে। কৃষ্ণ কিম্বা অরুণবর্ণ, পরুষ, অতিশয় বেদনাযুক্ত এবং নানাপ্রকারে উত্থিত ও পাকিয়া উঠা ইত্যাদি লক্ষণ বায়ুজন্য বিদ্রধিরোগে জন্মিয়া থাকে। শ্যাব অথবা পক্ব যজ্ঞডুম্বর ফলের ন্যায় বর্ণ, জ্বর, দাহ, অতিসত্বর উত্থান ও পাকিয়া উঠা ইত্যাদি পিত্তজন্য বিদ্রধির লক্ষণ বলিয়া জানিবে। শরাবের ন্যায় আকার, পাণ্ডুবর্ণ, অঙ্গের শীতলতা, ও স্তব্ধতা, অল্প অল্প বেদনা, ক্রমশঃ উত্থান ও পাকিয়া উঠা এবং কণ্ডুবিশিষ্ট এই সকল লক্ষণ কফজন্য বিদ্রধিরোগে জন্মিয়া থাকে। বায়ু, পিত্ত এবং কফজন্য বিদ্রধি হইতে যে স্রাব নির্গত হইয়া থাকে, তাহা পাতলা, পীত এবং কৃষ্ণ ইত্যাদি বিবিধ বর্ণের হইয়া থাকে। সন্নিপাত-জন্য বিদ্রধিরোগে নানাপ্রকার পিড়কা, আস্রাব, বিষম, মহান্ ও বিষম ভাবে পাকিয়া উঠা ইত্যাদি লক্ষণ জন্মিয়া থাকে। অহিতাহারী ব্যক্তিদিগের ক্ষতস্থান পূর্ব্বোক্ত কোনপ্রকার দোষদ্বারা দূষিত হইয়া উষ্ণ হয় এবং ঐ উষ্ণতা বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত হইয়া শোণিত-পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। ইহাতে জ্বর, তৃষ্ণা এবং দাহ হইয়া থাকে। পরন্তু ইহাকে আগন্তু বিদ্রধি বলিয়া জানিবে। আগন্তু বিদ্রধির লক্ষণ পিত্তজন্য বিদ্রধির ন্যায় জানিবে এবং কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটকদ্বারা আবৃত, শ্যাববর্ণ, অতিশয়

দাহ, বেদনা এবং জ্বর এই সকল লক্ষণও জন্মিয়া থাকে। রক্তজন্য বিদ্রধিতেও পিত্তবিদ্রধির ন্যায় লক্ষণ হইয়া থাকে। সকল প্রকার বিদ্রধির লক্ষণ বলা হইল। এই সকল বিদ্রধির মধ্যে সন্নিপাত-জন্য বিদ্রধি অসাধ্য বলিয়া জানিবে। অনন্তর উদরাভ্যন্তরস্থিত বিদ্রধির বিষয় বলা যাইতেছে। গুরুদ্রব্য, অহিতকর দ্রব্য এবং বিরুদ্ধ, শুষ্ক ও ক্লিন্ন অন্ন ভোজন করিলে, অতিরিক্ত মৈথুন করিলে, ব্যায়াম না করিলে, মলমূত্রের বেগ ধারণ করিলে কিম্বা বিদাহীদ্রব্য ভোজন করিলে দোষ-সমূহ পৃথক্ পৃথক্ রূপে বা মিলিত হইয়া প্রকুপিত হইয়া থাকে। ঐ প্রকুপিত দোষসমূহ, দেহের অভ্যন্তরে বল্মীকের ন্যায় উন্নত এবং গুল্মের ন্যায় গোলাকার বিদ্রধি জন্মাইয়া থাকে। গুহ্যদ্বারে, বস্তি-মুখে, নাভিদেশে, কুক্ষিতে, বঙ্ক্ষণদেশে এবং বৃক্ক, প্লীহা, যকৃৎ, বক্ষঃস্থল এবং ক্লোম ইত্যাদি স্থানে আভ্যন্তরিক বিদ্রধি জন্মিয়া থাকে। অভ্যন্তরস্থিত বিদ্রধির লক্ষণ সমূহও বাহ্যবিদ্রধির ন্যায় জানিবে। অন্যান্য স্ফোটকাদির পক্কাপক্ক নির্ণয়ের ন্যায় ইহাদেরও পক্কাপক্ক নির্ণয় করিবে। স্থানের বিভিন্নতা অনুসারে যে সকল বিদ্রধি পৃথক্ পৃথক্‌রূপে জন্মে তাহার লক্ষণ শ্রবণ কর। গুহ্যদ্বারে হইলে বায়ুনিঃসরণ করিতে পারে না, বস্তিদেশে হইলে মূত্র অতি-কষ্টে অল্প অল্প নির্গত হয়। নাভিদেশে হইলে হিক্কা এবং আটোপ প্রভৃতি জন্মে। কুক্ষিদেশে হইলে বায়ু প্রকুপিত হইয়া থাকে। বঙ্ক্ষণদেশে হইলে কটী এবং পৃষ্ঠদেশে অতিশয় বেদনা জন্মে। বক্ষঃ-স্থলের দুই পার্শ্বে হইলে পার্শ্বদেশ সঙ্কুচিত হয়। প্লীহাতে হইলে অতিকষ্টে শ্বাস নির্গত হয়। হৃদয়ে হইলে সর্ব্বাঙ্গ বেদনা এবং বক্ষঃ-স্থলে শূলবিদ্ধবদ্বেদনা হইয়া থাকে। যকৃতে হইলে অতিশয় শ্বাস এবং তৃষ্ণা হয়, ক্লোমে হইলে অতিশয় পিপাসা হয়। বিদ্রধিপক্ক কিম্বা বিস্তৃত না হইলেও মর্ম্মস্থানে হইলে অতিশয় ক্লেশকর হইয়া থাকে। বিদ্রধি যদি নাভির ঊর্দ্ধে জন্মিয়া পাকিয়া উঠে, তাহাহইলে পূয়াদি ঊর্দ্ধপথ হইতেই নির্গত হইয়া থাকে। অন্যান্য স্থানস্থ

বিদ্রধির পূয়াদি অধোদেশ হইতে নির্গত হইয়া থাকে। বিদ্রধির পূয়াদি অধোদিকে নিঃসৃত হইলে বাঁচিবার সম্ভাবনা; কিন্তু ঊর্দ্ধদিক হইতে নিঃসৃত হইলে কিছুতেই বাঁচে না। হৃদয়, নাভি, এবং বস্তিদেশস্থিত বিদ্রধি ভিন্ন অন্যান্য সকলপ্রকার বিদ্রধিই শরীরের বহির্দ্দেশে বিদীর্ণ হইলে পুরুষ কদাচিৎ বাঁচে কিন্তু স্ত্রীলোক বাঁচে না। স্ত্রীলোক বন্ধ্যা বা পুত্রবতী হইয়া অহিতাচারিণী হইলে অতিশয় দাহ এবং জ্বরযুক্ত রক্তবিদ্রধি জন্মে। যথোপযুক্তরূপে সন্তানাদি জন্মিয়াও যদি স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব না হয়, তাহাহইলে কুক্ষিদেশে মক্কল নামে রক্তবিদ্রধিরোগ জন্মে। এই সময় হইতে যদি সপ্তাহ মধ্যে প্রশমিত না হয়, তাহাহইলে পাকিতে আরম্ভ হয়। বিদ্রধি এবং গুল্ম এই উভয়ই এক কারণ হইতে জন্মে। কিন্তু কি নিমিত্ত গুল্ম পাকিয়া উঠে না এবং বিদ্রধি পাকিয়া থাকে, তাহার কারণ বলিতেছি। দোষসমূহ প্রকুপিত হইয়া স্বয়ংই গুল্মাকারে পরিণত হয় এবং বিদ্রধিরোগ রক্তমাংস দূষিত করিয়া জন্মিয়া থাকে। জলে যেরূপ বুদ্বুদ জন্মে, গুল্মরোগও সেইরূপ শিরা-বিবরগামী দোষসমূহে জন্মিয়া থাকে, এ নিমিত্ত গুল্ম পাকে না। বিদ্রধি-রোগে মাংস এবং শোণিতের ভাগ অতিরিক্ত থাকে বলিয়া বিদ্রধি পাকিয়া থাকে। এইপ্রকার গুল্মরোগে মাংসশোণিতের অভাব বলিয়া গুল্মরোগ পাকে না পরন্তু দোষসমূহ স্বয়ংই গুল্মরূপে পরিণত হইয়া থাকে। বিদ্রধিরোগ মাংসশোণিত কর্ত্তৃক জন্মে, এইনিমিত্ত বিদ্রধিরোগ পাকিয়া থাকে। হৃদয়, নাভি, এবং বস্তিদেশস্থিত ত্রিদোষজ বিদ্রধি পাকিলে বিদ্রধিরোগীকে পরিত্যাগ করিবে। বিদ্রধি-রোগে যদি মজ্জধাতু পাকিয়া উঠে, তাহাহইলে রোগ ভয়ানক হইয়াছে বলিয়া জানিবে। বিদ্রধি পাকিলে যদি পূয়াদি নির্গমের পথ রুদ্ধ হয়, তাহাহইলে রোগী অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হওয়ার ন্যায় দগ্ধ হইতে থাকে, এবং অস্থি ও মজ্জস্থ উষ্ণতা দ্বারা কৃশ হইতে থাকে। শল্যের ন্যায় এই বিদ্রধি রোগে রোগীকে অনেক দিন পর্য্যন্ত কষ্টদিয়া থাকে। যদি

কোনরূপে পূয় নির্গমের দ্বার জন্মে, তাহা হইলে ঐ দ্বার দিয়া মেদ-সদৃশ, স্নিগ্ধ, শুক্ল, শীতল এবং গুরু আস্রাব নির্গত হইয়া থাকে। যদি অস্থি ভেদ করিয়া পূয় নির্গম হয়, তাহা হইলে উহাকে অস্থিগত বিদ্রধি রোগ বলে। সকলপ্রকার দোষকর এবং অত্যন্ত বেদনা-দায়ক বিদ্রধি রোগ, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকুশল চিকিৎসকগণ প্রশমিত করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা বিসর্প, নাড়ী এবং স্তনরোগের নিদান বলিতেছি। প্রকুপিত দোষসমূহ, ত্বক্, মাংস ও শোণিতের সহিত মিলিত এবং সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করত স্বস্ব লক্ষণ প্রকাশ করিতে থাকে। এই রোগে সকল শরীর ব্যাপ্ত হইয়া উন্নত শোথ জন্মায় বলিয়া ইহাকে বিসর্প নামক রোগ বলে। বাতজন্য বিসর্পরোগ, কৃষ্ণবর্ণ, অতিশয় কোমল, পরুষ, অঙ্গমর্দ্দ, সম্ভেদ (ফেটে যাওয়া) এবং বাত-জন্য জ্বরলক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে। যদি এই রোগে গ্রন্থি জন্মে, তাহা হইলে চিকিৎসায় কোন ফল দর্শে না। পিত্তজন্য বিদ্রধিরোগ অতি সত্বর সকল শরীর ব্যাপ্ত হয় এবং এই রোগে জ্বর, গাত্রদাহ, পক্কতা, স্ফোটক, অতিশয় ভেদ, (ফাটিয়া যাওয়া,) এবং ক্ষত হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ জন্মিয়া থাকে। পিত্তজন্য বিসর্পরোগে যদি দোষসমূহ বৃদ্ধি হইয়া মাংস, শিরা এবং ওজ নামক ধাতুকে ক্ষয়করত কর্দ্দমের ন্যায় আস্রাব নির্গত করিতে থাকে, তাহা হইলে পিত্তজন্য বিসর্পরোগ আরোগ্য হয় না। শ্লেষ্মজন্য বিসর্প ক্রমশঃ প্রসারিত হয়, এবং অতি শীঘ্রই পাকিয়া উঠে। এবং স্নিগ্ধ, শুক্লবর্ণ, শোথযুক্ত, অল্পবেদনা ও অতিশয় কণ্ডূবিশিষ্ট হইয়া থাকে। সন্নিপাতজন্য বিসর্প ত্রিবিধ বর্ণবিশিষ্ট, বেদনাযুক্ত, এবং গভীর ও শীঘ্র পাকিয়া উঠে। পরন্তু সন্নিপাতজন্য বিসর্প পাকিলে মাংস, শিরা এবং শোণিতকে দূষিত করে বলিয়া উক্ত

সন্নিপাতজন্য বিসর্পরোগ অসাধ্য বলিয়া জানিবে। শরীরের কোন স্থান ক্ষত হইলে, ঐ ক্ষতস্থান আশ্রয় করিয়া পিত্ত এবং রক্ত মিলিত হইয়া ক্ষতস্থানে শোথ জন্মায়। শোথস্থানের আকার পক্ককুলত্থের ন্যায় হইয়া থাকে। পরন্তু এই ক্ষতজন্য বিসর্পরোগে ক্ষতস্থান শ্যাব ও লোহিত বর্ণ হয়, এবং রোগী জ্বর ও দাহ প্রভৃতিদ্বারা পীড়িত হইয়া থাকে। বায়ু, পিত্ত এবং শ্লেষ্মজন্য বিসর্পরোগ আরোগ্য হয়, কিন্তু ক্ষত এবং সন্নিপাতজন্য বিসর্পরোগ প্রশমিত হয় না। পিত্ত কিম্বা বায়ুর লক্ষণযুক্ত যে সকল বিসর্পরোগ মর্ম্মস্থানে জন্মে, তাহা অতি কষ্টে প্রশমিত হয়। পক্কব্রণ এবং পূয়বহুল ব্রণ অপক্ক বলিয়া উপেক্ষিত হইলে, পূয় সকল পূর্ব্বস্থান ভেদ করিয়া শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এই ব্রণরোগে পূয়ের অতিশয় গমন হয় বলিয়া এই ব্রণরোগকে গতিব্রণ বলে। এবং নাড়ীর ন্যায় পূয়াদি বহন করে বলিয়া ইহাকে নাড়ীব্রণও বলে। পূয়াদি অভ্যন্তরে বদ্ধ থাকে বলিয়া দোষসমূহ মিলিত হইয়া শরীরের অভ্যন্তরে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করে। এই নাড়ীব্রণরোগ পৃথক্ তিন দোষদ্বারা এবং সন্নিপাতজন্য ও শল্য নিমিত্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বায়ুজন্য নাড়ীব্রণ হইলে ব্রণস্থান পরুষ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুখ এবং শূলবিদ্ধের ন্যায় বেদনাবিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং রাত্রিকালে প্রচুর পরিমাণে ফেণাযুক্ত আস্রাব নির্গত হয়।

পিত্তজন্য নাড়ীব্রণ হইলে তৃষ্ণা, গাত্রের উষ্ণতা, তোদ এবং সূচীবিদ্ধবদ্বেদনা, অবসন্নতা, জ্বর ও ভেদনবৎপীড়া হয় এবং এই সকল কারণে দিবাভাগে ব্রণ হইতে পীতবর্ণ উষ্ণ আস্রাব নির্গত হইতে থাকে। কফজন্য ব্রণরোগে, রাত্রিকালে বন্য অর্জ্জুন বৃক্ষের ক্ষীরের ন্যায় আস্রাব নির্গত হয় এবং ব্রণ অল্প অল্প বেদনাযুক্ত, কঠিন, ও কণ্ডূবিশিষ্ট হইয়া থাকে। নাড়ীব্রণ রোগে দুই দোষের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, ত্রিদোষ জন্য ব্রণ হইয়াছে বলিয়া জানিবে। ত্রিদোষজন্য ব্রণরোগে দাহ, জ্বর, শ্বাস, মূর্চ্ছা এবং মুখশোষ প্রভৃতি লক্ষণ জন্মে। এই ত্রিদোষজন্য ব্রণ অতি ভয়ানক কাল রাত্রির ন্যায় প্রাণনাশক

বলিয়া জানিবে। পূর্ব্বোক্ত স্থানে যদি সূক্ষ্মশল্যও প্রবেশ করিয়া বহির্গত না হয়, তাহা হইলে সেই শল্য অতি শীঘ্রই শরীরের অভ্যন্তরে যে কোন স্থানে গমন করে। উক্ত ব্রণস্থান হইতে ফেণাযুক্ত নির্ম্মল শোণিত মিশ্রিত উষ্ণ আস্রাব বেদনার সহিত নির্গত হয়। যে সকল কারণে পূয়ের গতি হয়, সেই সকল কারণে স্ত্রীলোকদিগের সকল প্রকার স্তনরোগ জন্মে। বালিকাদিগের স্তনাশ্রিত ধমণীর পথ রুদ্ধ থাকে বলিয়া দোষসমূহ প্রবেশ করিতে পারে না, এইজন্য বালিকাদিগের স্তনরোগ জন্মে না। গর্ব্ভিণী কিম্বা পুত্রবতী স্ত্রীলোকদিগের স্তনাশ্রিত ধমনীপথ স্বভাবত প্রসারিত থাকে বলিয়া, পুত্রবতী ও গর্ব্ভিণীদিগের স্তনরোগ জন্মিয়া থাকে। আহারীয় দ্রব্যসমূহ পরিপাক হইয়া যে প্রসন্ন ও মধুর রস জন্মে, ঐ রসই সমস্ত দেহ হইতে স্তনদ্বয়ে সঞ্চালিত হয়, এইনিমিত্ত উহাকে স্তন্য অর্থাৎ স্তনদুগ্ধ বলে। শুক্র যেরূপ সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত থাকে, অথচ কোন একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু যুবতীর দর্শন, স্মরণ, শব্দশ্রবণ, এবং স্পর্শন, এই সকল নানাপ্রকার হর্ষজনক কার্য্যে শুক্র নিঃসৃত হইয়া থাকে, এবং শুক্র নির্গত হওয়ার প্রতি মনের হর্ষই প্রধান কারণ। স্ত্রীজাতিদিগের স্তন্যও সেইরূপ সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত থাকে অথচ কোন একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকে না, কিন্তু শিশুর দর্শন, স্মরণ, শব্দশ্রবণ, স্পর্শন এবং গ্রহণ প্রভৃতি নানাবিধ হর্ষজনক কার্য্যে স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হইয়া থাকে। এইরূপ স্তন্যসঞ্চার হওয়ার প্রতি শিশুর উপর স্নেহই প্রধান কারণ বলিয়া জানিবে। যে সকল স্ত্রীলোকের বাতপ্রধান শরীর, তাহাদের স্তনদুগ্ধ কষায়রস এবং জলে নিক্ষেপ করিলে ডুবিয়া যায়। পিত্তপ্রধান শরীরের দুগ্ধ, অম্ল ও কটুরসবিশিষ্ট এবং জলে নিঃক্ষেপ করিলে পীতবর্ণ দৃষ্ট হয়। শ্লেষ্মপ্রধান স্ত্রীলোকদিগের স্তনদুগ্ধ ঘন, পিচ্ছিল এবং জলে নিক্ষেপ করিলে মগ্ন হইয়া যায়। তিন দোষদ্বারা বা অভিঘাতদ্বারা দূষিত যে স্তন্য, তাহাতে উক্ত বায়ু, পিত্ত এবং শ্লেষ্মা এই তিন

দোষের লক্ষণই দৃষ্ট হয়। যে স্তন্য জলে নিক্ষেপ করিলে একত্রে মিলিত হয় এবং শুক্লবর্ণ, মধুর রস, ও অবিকৃত বর্ণ, সেই স্তন্য নির্দ্দোষ বলিয়া জানিবে। স্ত্রীলোকদিগের স্তনে দুগ্ধ থাকুক, কি, না থাকুক, স্তনদ্বয়ে দোষের প্রকোপ হইলেই রক্ত এবং মাংসকে দূষিত করিয়া স্তনরোগ জন্মাইয়া থাকে। রক্তজন্য বিদ্রধি ভিন্ন অপর পাঁচ প্রকার বাহ্য বিদ্রধির যে সকল লক্ষণ জন্মে, উক্ত পাঁচ প্রকার স্তন রোগেরও সেই সকল লক্ষণ জন্মিয়া থাকে।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা গ্রন্থি, অপচি, অর্ব্বুদ, এবং গলগণ্ড নিদানের বিষয় বর্ণন করিতেছি। বাতাদি দোষ সমূহ প্রকুপিত হইয়া মাংস, রক্ত, এবং কফযুক্ত মেদধাতুকে দূষিত করিয়া, গোলাকার, উন্নত এবং গ্রন্থিযুক্ত শোথ জন্মায় বলিয়া এই রোগকে গ্রন্থিরোগ বলে। বাতজন্য গ্রন্থিরোগ হইলে গ্রন্থি আয়ত, ব্যথিত ও বেদনাযুক্ত হয় এবং শরীর টেনেধরার ন্যায় বোধ হয়, ও বিদারণের ন্যায় বেদনা হয়। গ্রন্থি কৃষ্ণবর্ণ, মৃদু এবং বস্তিদেশের ন্যায় আয়ত হইয়া থাকে। পরন্তু গ্রন্থি বিদীর্ণ হইলে তাহা হইতে অজস্র রক্ত নির্গত হইতে থাকে। পিত্ত কর্ত্তৃক রক্ত বা পীতবর্ণ গ্রন্থিরোগ হইলে শরীরে পুনঃ পুনঃ দাহ, অতিশয় কম্প এবং ঐ গ্রন্থি পুনঃ পুনঃ পাকিয়া উঠে, ও উহাতে অতিশয় জ্বালা জন্মে, এবং গ্রন্থি বিদীর্ণ হইয়া অত্যন্ত উষ্ণ রক্ত স্রাব হইয়া থাকে। কফজন্য গ্রন্থিরোগ হইলে শরীর শীতল, বিবর্ণ, অল্প বেদনা ও অতিশয় কণ্ডুযুক্ত, গ্রন্থি স্থানে আঘাত করিলে পাথরের ন্যায় বোধ হয়, ও বিলম্বে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পরন্তু গ্রন্থি বিদীর্ণ হইলে উহা হইতে শুক্ল (শাদা) এবং ঘন পূয় নির্গত হয়। মেদজন্য গ্রন্থিরোগে শরীর বৃদ্ধি হয় না, এবং বর্দ্ধিত শরীরও ক্ষয় হইতে থাকে। উক্ত গ্রন্থিরোগে স্থান স্নিগ্ধ,

অতিশয় বিস্তৃত, অল্প বেদনাযুক্ত, এবং অত্যন্ত কণ্ডুয়নকর হয়। পরন্তু উহা অতিরিক্ত বিদীর্ণ হইলে উহা হইতে পিন্যাক (তিলাদির কল্ক) ও ঘৃতের ন্যায় মেদনির্গত হইয়া থাকে। দুর্ব্বল ব্যক্তির ব্যায়ামাদি জন্য যে সকল গ্রন্থিরোগ জন্মে, তৎকর্ত্তৃক বায়ু প্রকুপিত হইয়া বিস্তৃত সিরা সমূহকে আক্ষিপ্ত, পীড়িত, সঙ্কুচিত এবং শুষ্ক করিয়া অতিশীঘ্র উন্নত ও গোলাকার শোথ জন্মায়। গ্রন্থিরোগ যদি সিরা সমূহেতে জন্মে এবং চঞ্চল অর্থাৎ শরীরের স্থানে স্থানে চলিয়া বেড়ায় ও বেদনাযুক্ত হয় তাহা হইলে গ্রন্থিরোগ কৃচ্ছ্রসাধ্য বলিয়া জানিবে। যদ্যপি উক্ত গ্রন্থিরোগ বেদনাযুক্ত ও চঞ্চল নাও হয়, তথাপি যদি মর্ম্মস্থানে জন্মে, তাহা হইলে গ্রন্থিরোগ অসাধ্য বলিয়া জানিবে। হনু, অস্থি, কক্ষা, মুষ্ক, বাহু, সক্থি, মন্যা এবং গলদেশে মেদধাতু সঞ্চিত হইয়া স্থির, (নিশ্চল) গোলাকার অথবা বিস্তৃত, ও স্নিগ্ধ, কফযুক্ত এবং অল্প বেদনা বিশিষ্ট গ্রন্থিরোগ জন্মাইয়া থাকে। এই গ্রন্থিরোগ হইতে আমলকীর আঠির ন্যায় অথবা মৎস্য-ডিম্বের জালের ন্যায় কিম্বা এই-রূপ অন্য কোন আকার বিশিষ্ট, অন্যান্য বর্ণ এবং মাংসের সমান বর্ণ-বিশিষ্ট শোথ জন্মে। উক্ত শোথ মেদধাতু সঞ্চিত হইয়া জন্মে বলিয়া উহাকে অপচী নামক রোগ বলে। উক্ত অপচী নামক রোগ কণ্ডুযুক্ত ও অল্প বেদনাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। অপচী বিদীর্ণ হইলে উহা হইতে স্রাব নির্গত হইয়া আরোগ্য হইয়া যায় এবং ঐ স্থানে অন্য একটী অপচী জন্মে। এই রোগ মেদধাতু ও কফ কর্ত্তৃক জন্মিয়া থাকে, পরন্তু এই রোগ কৃচ্ছ্রসাধ্য ও বহুকাল স্থায়ী বলিয়া জানিবে। শরীরের কোন কোন স্থানে দোষ সমূহ বর্দ্ধিত হইয়া মাংসকে দূষিত করত, গোলা-কার, নিশ্চল, অল্প বেদনাযুক্ত, বৃহৎ, গাঢ় মূলবিশিষ্ট শোথ জন্মে, এই শোথ অধিক বিলম্বে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং পাকিয়া উঠে। আয়ু-র্ব্বেদপণ্ডিতগণ ইহাকে অর্ব্বুদ নামক রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া-ছেন। এই অর্ব্বুদ নামক রোগ বায়ু, পিত্ত, কফ, রক্ত, মাংস এবং মেদ কর্ত্তৃক জন্মিয়া থাকে। ইহার লক্ষণ গ্রন্থিরোগের

ন্যায় বলিয়া জানিবে। প্রকুপিত দোষসমূহ রক্তকে দূষিত এবং শিরা সমূহকে পীড়িত ও সঙ্কুচিত করিয়া পাক জন্মায়, ইহাতে উহা অতি শীঘ্রই উন্নত, আস্রাব-যুক্ত, মাংসপিণ্ড সমূহদ্বারা ব্যাপ্ত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। এবং ঐ সকল মাংসাঙ্কুর হইতে নিরন্তর দূষিত রক্তের আস্রাব নির্গত হইয়া থাকে। এই রক্ত-জন্য-অর্ব্বুদ নামক রোগ অসাধ্য বলিয়া জানিবে। এই রক্ত-জন্য-অর্ব্বুদ রোগে রক্তক্ষয়-জন্য উপদ্রব দ্বারা পীড়িত হইয়া রোগী পাণ্ডুবর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। মুষ্টিপ্রভৃতি যে কোন প্রকার আঘাত দ্বারা শরীর আহত হইলে, মাংস সমূহ দূষিত হইয়া শোথ জন্মিয়া থাকে। উক্ত শোথ বেদনারহিত, স্নিগ্ধ, ত্বকের সমানবর্ণ, পাকহীন, প্রস্তরখণ্ডসদৃশ এবং স্থির। এই সকল লক্ষণ-বিশিষ্ট অর্ব্বুদরোগকে মাংসার্ব্বুদ বলে। এই রোগ মাংসাহারী ব্যক্তিদিগের শরীরের মাংস দূষিত হইয়া অতি শীঘ্রই জন্মিয়া থাকে। পরন্তু এই রোগ অসাধ্য। সাধ্য হইলেও পরিত্যাগপূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে। কোন মর্ম্মস্থানে আস্রাব যুক্ত অর্ব্বুদ অথবা শরীরের কোন স্রোতদেশে স্থির অর্ব্বুদ জন্মিলে, কিংবা পূর্ব্বজাত অর্ব্বুদের উপরে অর্ব্বুদ জন্মিলে তাহাকে অধ্যর্ব্বুদ নামক রোগ বলে। একেবারে অথবা ক্রমশঃ দুই দোষ কর্ত্তৃক দূষিত হইয়া অর্ব্বুদ রোগ জন্মিলে তাহাকে দ্বিরর্ব্বুদ নামক অর্ব্বুদরোগ বলে। এই দ্বিরর্ব্বুদ নামক রোগ অসাধ্য বলিয়া জানিবে। কফের আধিক্যে অর্ব্বুদ নামক রোগ জন্মে। মেদধাতু হইতে যে সকল অর্ব্বুদ জন্মে, সেই সকল অর্ব্বুদ-রোগ পাকে না। বাতাদি দোষ সমূহ এক স্থানে অচলভাবে গ্রথিত-থাকাপ্রযুক্ত অর্ব্বুদ সমূহ আপনা হইতেই জন্মিয়া থাকে। বায়ু এবং শ্লেষ্মা গলদেশে বৃদ্ধি হইলে এবং ঘাড়ের পশ্চাৎভাগে মেদধাতু সঞ্চিত হইলে মেদের লক্ষণযুক্ত গজকুম্ভের ন্যায় শোথ গলদেশে লম্বিত হইয়া থাকে, ইহাকে গলগণ্ড নামক রোগ বলে। উক্ত গলগণ্ড রোগ বেদনা-যুক্ত, কৃষ্ণবর্ণশিরাদ্বারা ব্যাপ্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ অথবা রক্তবর্ণবিশিষ্ট হইলে বায়ু-জন্য গলগণ্ড রোগ বলিয়া জানিবে। মেদযুক্ত শোথ

দ্বারা গলদেশ উন্নত হইলে, ঐ স্থান বেদনাযুক্ত, পরুষ (খরখরে) এবং বিলম্বে বৃদ্ধি হয় ও উহা পাকে না, কখন কখন বা পাকিয়া উঠে ও মুখের বিরসতা এবং তালু ও গলদেশ শুষ্ক হইয়া যায়। পরন্তু ঐ উন্নত স্থান দৃঢ়, ত্বকের তুল্যবর্ণ, অল্প বেদনাযুক্ত, অতিশয় কণ্ডুবিশিষ্ট, শীতল এবং আয়ত হইয়া থাকে। এই রোগকে কফ-জন্য গলগণ্ড রোগ বলে। মেদ-জন্য গলগণ্ড রোগ হইলে, গলগণ্ড দীর্ঘকালে বৃদ্ধি হয় ও বিলম্বে পাকিয়া উঠে। কখন কখন উহাতে অল্প বেদনা জন্মে। ইহাতে মুখের মধুরতা এবং তালু ও গলদেশ লেপের ন্যায় বোধ ইত্যাদি লক্ষণ জন্মে এবং পীড়িত স্থান স্নিগ্ধ, মৃদু (কোমল) পাণ্ডুবর্ণ, দুর্গন্ধবিশিষ্ট, বেদনারহিত, ও অতিশয় কণ্ডুযুক্ত হইয়া থাকে। এই গলগণ্ড রোগ দীর্ঘকালের হইলে উহার মূলদেশ ক্রমশঃ অল্পায়ত হইয়া অলাবুর ন্যায় লম্বিত হয় এবং দেহের ক্ষয় ও বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহারও ক্ষয় বা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পরন্তু রোগীর মুখ স্নিগ্ধ ও গলদেশে সর্ব্বদা শব্দ হইয়া থাকে। রোগী অতিকষ্টে শ্বাসপ্রশ্বাস নির্গত করিলে ও সকল গাত্র অতিশয় কোমল হইলে, একবৎসর অতীত হইলে, অরুচি জন্মিলে, শরীর ক্ষীণ হইলে, এবং স্বরভঙ্গ হইলে গলগণ্ডরোগীকে পরিত্যাগ করিবে। গলদেশে শোথ জন্মিয়া মুষ্কের ন্যায় লম্বিত হইলে, বড়ই হউক কিংবা ছোটই হউক, উহাকে গণ্ডরোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা বৃদ্ধি, উপদংশ ও শ্লীপদনিদান ব্যাখ্যা করিতেছি। বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, শোণিত, মেদ, মূত্র এবং অন্ত্র এই সাতটী, বৃদ্ধিরোগের কারণ বলিয়া জানিবে। এই সকলের মধ্যে মূত্র ও অন্ত্রজন্য

বৃদ্ধি রোগ, বায়ুকর্ত্তৃক জন্মিয়া থাকে, কেবলমাত্র ইহাদিগের উৎপত্তির হেতুই ভিন্ন। পূর্ব্বোক্ত দোষ সমূহের মধ্যে কোন একটী দোষ প্রকুপিত হইয়া ফলকোষবাহিনী ধমনী প্রাপ্ত হওতঃ ফলকোষের বৃদ্ধি জন্মাইয়া থাকে। ইহাকেই বৃদ্ধি রোগ বলে। এই বৃদ্ধিরোগের পূর্ব্বরূপে বস্তি, কটী, মুষ্ক এবং মেঢ্রদেশে বেদনা, বায়ু-জন্য পীড়া ও ফলকোষে শোথ ইত্যাদি জন্মিয়া থাকে। বায়ু-নিমিত্ত বৃদ্ধি রোগ হইলে, উক্ত বৃদ্ধি বায়ুপূর্ণবস্তির ন্যায় আয়ত, এবং পরুষ (খরখরে) হইয়া থাকে এবং ঐ স্থানে বিনাকারণে বায়ু-জন্য নানাবিধ বেদনা জন্মিয়া থাকে। পিত্ত-জন্য বৃদ্ধি রোগ হইলে বৃদ্ধিস্থান পক্কডুমুরের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয় এবং রোগীর জ্বর, দাহ ও শরীরের উষ্ণতা প্রভৃতি লক্ষিত হইয়া থাকে। পরন্তু ঐ বৃদ্ধি অতি শীঘ্রই ফুলিয়া উঠে ও পাকিয়া থাকে। শ্লেষ্ম-জন্য বৃদ্ধি রোগ হইলে বৃদ্ধি—কঠিন, অল্প-বেদনাযুক্ত, শীতল এবং কণ্ডুবিশিষ্ট হইয়া থাকে। রক্তজন্য বৃদ্ধি রোগ হইলে বৃদ্ধি স্থান, কৃষ্ণবর্ণস্ফোটক সমূহদ্বারা আবৃত হয় এবং পিত্ত-জন্য বৃদ্ধি রোগের লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। মেদ-জন্য বৃদ্ধি রোগ হইলে বৃদ্ধি স্থান, কোমল, স্নিগ্ধ, কণ্ডুযুক্ত ও অল্পবেদনা-বিশিষ্ট এবং তাল ফলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। মূত্রের বেগ-ধারণ করিলে মূত্রবৃদ্ধি জন্মিয়া থাকে এবং সেই সঞ্চিত মূত্রনির্গত হই-বার সময়, ফলকোষ (অণ্ডকোষ) জলপূর্ণ চর্ম্মস্থলীর ন্যায় ক্ষুব্ধ হইতে থাকে, ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র, কোষদ্বয়ে বেদনা ও কোষে শোথ জন্মে, পরন্তু ইহাকে মূত্রবৃদ্ধি বলিয়া জানিবে। ভারবহন, বলবানের সহিত যুদ্ধাদি, বৃক্ষ হইতে পতন ও অন্যান্য পরিশ্রমকর কার্য্যাদিদ্বারা প্রবৃদ্ধ বায়ু প্রকু-পিত হইয়া সূক্ষ্ম অন্ত্রের কোন একটী স্থানকে রজ্জুর ন্যায় দ্বিগুণভাবে গ্রহণ করিয়া অধোদেশে গমন করতঃ বঙ্ক্ষণের সন্ধিস্থান প্রাপ্ত হইয়া গ্রন্থিরূপে অবস্থিতি করে। এই সময় ইহার প্রতীকার না করিলে, কালক্রমে ঐ গ্রন্থি, কোষমধ্যে প্রবেশ করত কোষদ্বয়ে শোথ জন্মাইয়া থাকে। কোষদ্বয় টিপিলে উহা শব্দ করত ঊর্দ্ধদিকে উঠে এবং ছাড়িয়া

দিলে পুনর্ব্বার কোষমধ্যে আসিয়া থাকে। এইরূপ অন্ত্রবৃদ্ধিকে অসাধ্য বলিয়া জানিবে। অতিশয় স্ত্রীসংসর্গ করিলে বা একেবারে স্ত্রীসংসর্গ না করিলে, অথবা ব্রহ্মচারিণী বা একেবারে সংসর্গরহিতা, রজঃস্বলা, যোনিদেশে অধিক রোমযুক্তা কিংবা কর্কশ ও সঙ্কীর্ণ বা নিগূঢ় রোম-যুক্তা, অথবা যে সকল স্ত্রীলোকের যোনিদেশ অল্প আয়ত বা অতিশয় বড়, কিংবা যে সকল স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয় দূষিত জলদ্বারা ধৌত বা একেবারে অধৌত এবং যে সকল স্ত্রীলোক অপ্রিয় ও অপ্রিয়কার্য্য করে অথবা যে সকল স্ত্রীলোকের যোনি, যোনিরোগযুক্ত বা স্বভাবত দূষিত, সেই সকল স্ত্রীলোকের সহিত অতিরিক্ত সংসর্গ করিলে, অথবা নখ, অস্থি, দন্ত এবং বিষ বা শূক, লিঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিলে, কিংবা মর্দ্দন বা হস্তদ্বারা কোন প্রকার আঘাত করিলে, অথবা চতুষ্পদী অর্থাৎ পশু প্রভৃতি গমন করিলে, দূষিত জলদ্বারা ধৌত করিলে, পীড়ন করিলে, শুক্র এবং মূত্রের বেগ ধারণ করিলে ও স্ত্রীসংসর্গের পর ধৌত না করিলে, প্রকুপিত বায়ু প্রভৃতি দোষসমূহ মেঢ্রদেশে (পুং অঙ্গে) গমন করতঃ মেঢ্রক্ষত হউক বা না হউক, মেঢ্র দেশে শোথ জন্মাইয়া থাকে। পরন্তু ইহাকেই উপদংশ অর্থাৎ গরমী রোগ বলে। উপদংশ রোগ পাঁচ প্রকার, যথা—বায়ুজন্য, পিত্তজন্য, শ্লেষ্মাজন্য, সন্নিপাতজন্য এবং রক্তজন্য। এই সকলের মধ্যে বায়ু-জন্য উপদংশ রোগ হইলে চর্ম্মের পরুষতা, ত্বক্‌ভেদ, লিঙ্গের স্তব্ধতা, ফুলার বিষমতা এবং অন্যান্য নানাপ্রকার বেদনা জন্মিয়া থাকে। পিত্তজন্য উপদংশ রোগ হইলে, জ্বর, শোথ, পক্কযজ্ঞডুমুরের ন্যায় বর্ণ, অতিশয় দাহ, শীঘ্র পাকিয়া উঠা ও অন্যান্য নানাপ্রকার পিত্ত-জন্য বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ জন্মিয়া থাকে। শ্লেষ্মজন্য উপদংশ রোগ জন্মিলে শোথ, কণ্ডু, কঠিনতা, স্নিগ্ধ এবং শ্লেষ্মজন্য নানা-প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। রক্তজন্য উপদংশ রোগ জন্মিলে কৃষ্ণ-বর্ণ স্ফোটক, অত্যন্ত রক্তনিঃসরণ, অধিক পরিমাণে পিত্তের লক্ষণ, জ্বর, দাহ এবং শোষ ইত্যাদি লক্ষণ জন্মিয়া থাকে। পরন্তু কোন

কোন সময় এই রক্তজন্য উপদংশ রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হইয়া যাপ্য হইয়া থাকে। সন্নিপাত জন্য উপদংশরোগে পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার দোষের লক্ষণ জন্মে এবং মেঢ্রের বিদারণ (ফেটে যাওয়া) কৃমি উৎপাদন এবং মৃত্যু হইয়া থাকে।

প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত এবং শ্লেষ্মা, বঙ্ক্ষণ, উরু, জানু এবং জঙ্ঘা, এই সকল স্থানে অবস্থান করতঃ কালক্রমে পাদদ্বয় আশ্রয় করিয়া আস্তে আস্তে শোথ জন্মাইয়া থাকে। এই শোথকে শ্লীপদ রোগ বলে। শ্লীপদরোগ তিনপ্রকার,—বায়ুজন্য, পিত্তজন্য এবং শ্লেষ্মজন্য। এই সকলের মধ্যে বায়ুজন্য শ্লীপদরোগ হইলে, খরতা, কৃষ্ণতা, পরুষতা, বিনাকারণসম্ভূত বায়ুজন্য নানাবিধ বেদনা এবং নানাপ্রকার স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া থাকে। পিত্তজন্য শ্লীপদরোগ হইলে, ঈষৎ পীতবর্ণ, মৃদু, জ্বর এবং দাহযুক্ত হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজন্য শ্লীপদরোগ, শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, অল্পবেদনাযুক্ত, ভারবোধ, বৃহৎ গ্রন্থিযুক্ত এবং কণ্টকের ন্যায় উন্নত হইয়া থাকে। এই সকল শ্লীপদরোগীর মধ্যে একবৎসরাতীত, বৃহৎ বল্মীকের ন্যায় উন্নত এবং স্রাবযুক্ত যে সকল শ্লীপদরোগী, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। উক্ত তিনপ্রকার শ্লীপদরোগেরই মূল কারণ কফ বলিয়া জানিবে। যেহেতু কফ ব্যতীত গুরু এবং বৃহৎ হয় না। যে দেশের জল সর্ব্বদা বদ্ধ থাকে এবং সকল ঋতুই শীতল, সেই দেশে এই শ্লীপদরোগ অধিক পরিমাণে জন্মে। কোন কোন শ্লীপদরোগবিৎপণ্ডিত বলেন যে, কর্ণে, চক্ষুদ্বয়ে, নাসিকাতে এবং ওষ্ঠদেশেও শ্লীপদরোগ জন্মে।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা ক্ষুদ্র রোগনিদান বর্ণন করিতেছি। সংক্ষেপতঃ চুয়াল্লিশটী ক্ষুদ্ররোগ যথা—অজগল্লিকা (১) যবপ্রখ্যা (২) অন্ধা-

লজী (৩) বিবৃতা (৪) কচ্ছপিকা (৫) বল্মীক (৬) ইন্দ্রবৃদ্ধা (৭) পনসিকা (৮) পাষাণগর্দ্দভী (৯) জলগর্দ্দভ (১০) কক্ষা (১১) বিস্ফোটক (১২) অগ্নিরোহিণী (১৩) চিপ্প (১৪) কুনখ (১৫) অনুশয়ী (১৬) বিদারিকা (১৭) শর্করার্বুদ (১৮) পামা (১৯) বিচর্চ্চিকা (২০) রকসা (২১) পাদদারিকা (২২) কদরমল (২৩) অলস (২৪) ইন্দ্রলুপ্ত (২৫) দারুণক (২৬) অরুংষিকা (২৭) পলিত (২৮) মসূরিকা (২৯) যৌবনপীড়কা (৩০) পদ্মিনীকণ্টক (৩১) জতুমণি (৩২) মশক (৩৩) চর্ম্মকোল (৩৪) তিলকালক (৩৫) ন্যচ্ছ (৩৬) ব্যঙ্গ (৩৭) পরিকর্ত্তিকা (৩৮) অবপাটিকা (৩৯) নিরুদ্ধপ্রকশ (৪০) নিরুদ্ধগুদ (৪১) অহিপূতন (৪২) বৃষণকচ্ছু (৪৩) এবং গুদভ্রংশ (৪৪) ইত্যাদি। (১) অজগল্লিকা নামক ক্ষুদ্র রোগ বালকদিগেরই জন্মিয়া থাকে। এই রোগ কফ ও বায়ু হইতে জন্মে। ইহার আকৃতি স্নিগ্ধ, চর্ম্মের সমান বর্ণ, গ্রন্থিযুক্ত, বেদনারহিত এবং মুদ্গের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। (২) যব প্রখ্যা নামক ক্ষুদ্র রোগ—যবের ন্যায় আকার ও অতিশয় কঠিন, গ্রন্থিযুক্ত ও মাংসাবৃত। এই রোগ ব্রণজাতীয় ও ইহার উৎপত্তি কফ এবং বায়ু হইতে হইয়া থাকে। (৩) অন্ধালজী নামক ক্ষুদ্র রোগ-শরীরে ঘনসন্নিবিশিষ্ট এবং সরলভাবে উন্নত ও গোলাকৃতি হইয়া জন্মিয়া থাকে। পরন্তু এই রোগে অল্প পূয জন্মে এবং কফ ও বায়ু হইতে উৎপন্ন হয়। (৪) বিবৃতা নামক ব্রণরোগের মুখ কিঞ্চিৎ বিবৃত ও পক্ক যজ্ঞডুমুরের ন্যায় বর্ণ এবং দাহযুক্ত ও গোলাকৃতি। পরন্তু এই রোগ পিত্ত হইতে জন্মে। (৫) কচ্ছপিকা নামক ক্ষুদ্র রোগ কফ ও বায়ুহইতে জন্মে। এই ব্রণরোগ কচ্ছপের ন্যায় ক্রমশঃ উন্নত হইয়া পাঁচটী বা ছয়টী গ্রন্থির ন্যায় জন্মিয়া থাকে। পরন্তু এই রোগ অতিশয় কষ্টকর বলিয়া জানিবে। (৬) বল্মীক নামক রোগ—হস্ত ও পদতলে, সন্ধিস্থানে, গ্রীবাদেশে এবং জতুর ঊর্দ্ধভাগে বল্মীকের ন্যায় ক্রমশঃ উপরিভাগে বর্দ্ধিত হইয়া গ্রন্থিরূপে জন্মিয়া থাকে। এই গ্রন্থির চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ উৎপন্ন হয় এবং ঐ সকল ব্রণে নানাবিধ বেদনা, দাহ

এবং কণ্ডু জন্মে ও উহা হইতে রস নির্গত হয়। পরন্তু এই রোগ বায়ু, পিত্ত ও কফ হইতে উৎপন্ন হয়। (৭) ইন্দ্রবৃদ্ধা নামক রোগ—বায়ু ও পিত্ত হইতে জন্মিয়া থাকে। ইহার আকার পদ্মবীজের ন্যায় ও উহার চারিদিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণদ্বারা ব্যাপ্ত থাকে। (৮) পনসিকা—এই রোগ বায়ু ও কফ হইতে জন্মে। এই জাতীয় ব্রণ পৃষ্ঠের সমস্ত স্থানে ও কর্ণ-দ্বয়ের মধ্যে জন্মিয়া থাকে, পরন্তু এই রোগ অতিশয় কষ্টকর হইয়া থাকে। (৯) পাষাণগর্দ্দভ—এই রোগ কফ ও বায়ু হইতে জন্মে এবং ইহা হনুদেশের সন্ধিস্থানে অত্যন্ত কঠিন শোথরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরন্তু ইহাতে অল্পবেদনা জন্মে। (১০) জালগর্দ্দভ নামকরোগ বিস্তাররূপে শরীরে অল্প পরিমাণে ব্যাপ্ত হয়। ইহাতে জ্বর ও দাহ জন্মে এবং ইহা পাকিয়া উঠে না। পরন্তু এই রোগ পিত্ত ও শ্লেষ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।(১১) কক্ষা নামকরোগ পিত্ত প্রকুপিত হইয়া বাহু পার্শ্বে, স্কন্ধদেশে ও কক্ষদেশে কৃষ্ণবর্ণ ও বেদনাবিশিষ্ট ব্রণরূপে জন্মিয়া থাকে।(১২) বিস্ফোটক নামক রোগ রক্ত ও পিত্ত বিকৃত হইয়া সকল শরীরে বা শরীরের একদেশে অগ্নিদগ্ধের স্ফোটকের ন্যায় জন্মিয়া থাকে। পরন্তু এই রোগে জ্বর জন্মে। (১৩) যে স্ফোটক মাংসভেদ করিয়া কক্ষদেশে জন্মে ও প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় দাহকর এবং যাহা হইতে অতিশয় দাহ জন্মে, তাহাকে অগ্নিরোহিণীনামক রোগ বলে। এই রোগ ত্রিদোষ হইতে জন্মিয়া থাকে। এই রোগে মানবগণ সাতদিন, বারদিন অথবা একপক্ষ মধ্যে যমালয়ে গমন করে। পরন্তু এই রোগ একান্ত অসাধ্য বলিয়া জানিবে। (১৪) পিত্ত এবং বায়ু নখ, মাংস, আশ্রয় করতঃ চিপ্প নামক রোগ জন্মাইয়া থাকে। এই রোগ কখন কখন পাকিয়া উঠে, এবং ইহাতে বেদনা ও দাহ উপস্থিত হয়। ইহাকে ক্ষতরোগ এবং উপনখ নামক রোগও বলা যাইতে পারে। (১৫) কোনরূপ আঘাত লাগিয়া নখ রুক্ষ ও কৃষ্ণবর্ণ এবং খর হইলে উহাকে কুনখ বলে, ইহার অন্য একটী নাম কুলীন। (১৬) যে ব্রণরোগের অভ্যন্তর অতিশয় গভীর ও বহির্ভাগ অল্প বিস্তার এবং বর্ণ চর্ম্মের সমান ও উপরিভাগ সমানভাবে অবস্থিত,

অর্থাৎ উপরে পাকিবার লক্ষণ কিছু মাত্রই লক্ষিত হয় না, অথচ অভ্যন্তরে পাকিয়া পূয়াদি শুষ্ক হইয়া থাকে, তহাকে অনুশয়ী নামক রোগ বলে। পরন্তু এই রোগ কফ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। (১৭) কক্ষদেশে ও বঙ্ক্ষণদেশে (কুচ্‌কীর সন্ধিস্থানে) রক্তবর্ণ ও বিদারিকন্দের ন্যায় গোলাকার যে ব্রণ জন্মে, তাহাকে বিদারি নামক রোগ বলে। এই রোগ বায়ু, পিত্ত ও কফ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। (১৮) শ্লেষ্মা, মেদ, ও বায়ু, ইহারা মাংস, শিরা এবং স্নায়ু প্রভৃতিতে গমন করিলে, এক প্রকার গ্রন্থি জন্মে; ঐ গ্রন্থি হইতে মধু, সর্পি এবং বসার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট স্রাব নির্গত হইতে থাকে। ইহাতে বায়ু বর্দ্ধিত হইয়া মাংসকে শুষ্ক করত পুনর্ব্বার গ্রন্থিযুক্ত শর্করা উৎপাদন করে। এবং উহার শিরা হইতে অধিক পরিমাণে নানাবর্ণের দুর্গন্ধ—যুক্তক্লেদ ও রক্ত নির্গত হইতে থাকে। ইহাকে শর্করার্ব্বুদ নামক রোগ বলে। (১৯) (২০) (২১) পামা, বিচর্চ্চিকা এবং রকসা ইহারা কুষ্ঠরোগের মধ্যে পরিগণিত বলিয়া জানিবে। (২২) যে ব্যক্তি সর্ব্বদা গমনশীল, তাহার পাদদ্বয় রুক্ষ হইলে, বায়ুর প্রকোপ বশতঃ পাদতল অতিশয় ফাটিয়া যায়, ইহাকে পাদদারিকা নামক রোগ বলে। পরন্তু এই রোগে অতিশয় বেদনা জন্মিয়া থাকে। (২৩) প্রস্তর বা কণ্টকাদি দ্বারা পাদদ্বয় ক্ষতহইলে, অথবা মেদধাতু ও রক্তদূষিত হইলে কদরমল নামক রোগ জন্মে। এই রোগে কীলযুক্ত কঠিন কুলের ন্যায় গ্রন্থি দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থির মধ্যদেশ উন্নত বা নিম্ন হইয়া থাকে। পরন্তু এই রোগে অতিশয় যাতনা উপস্থিত হয় ও রস নির্গত হইতে থাকে। (২৪) পাদদ্বয় পরিষ্কার না থাকিলে দূষিত কর্দ্দম সংস্পর্শে অঙ্গুলির মধ্যে ক্লেদযুক্তকণ্ডু, দাহ এবং নানাপ্রকার বেদনা উপস্থিত হয়। ইহাকে অলস নামক রোগ বলে। (২৫) পিত্ত রোমকূপে গমন করতঃ বায়ুর সহিত বর্দ্ধিত হইয়া কেশসমূহকে পতিত করিয়া থাকে। অনন্তর শ্লেষ্মা, রক্তের সহিত মিলিত হইয়া রোমকূপসমূহ বদ্ধ করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত পুনর্ব্বার আর কেশ

জন্মে না। ইহাকে ইন্দ্রলুপ্তনামক রোগ বলে। ইহার অপর একটী নাম খালিত্য বা রুজ্যা। (২৬) প্রকুপিত কফ এবং বায়ু কর্ত্তৃক কেশ-স্থানে যে অতিশয় রুক্ষ—কণ্ডু জন্মে, তাহাকে দারুণক নামক রোগ বলে। (২৭) প্রকুপিত রক্ত, কফ, ও কৃমি কর্ত্তৃক মনুষ্যদিগের মস্তকে অতিশয় ক্লেদযুক্ত ও বহুমুখবিশিষ্ট যে সকল ব্রণ জন্মে, তাহাদিগকে অরুংষিকা বলে। (২৮) ক্রোধ, শোক এবং শ্রমপ্রভৃতি দ্বারা শরীরস্থ উষ্ণ ও পিত্ত শিরঃস্থ হইয়া কেশসমূহকে পাকাইয়া থাকে, ইহাকে পলিত নামক রোগ বলে। (২৯) যে সকল ব্রণ, দাহ, জ্বর ও বেদনাযুক্ত এবং তাম্র ও পীতবর্ণবিশিষ্ট হইয়া শরীরে, মুখে ও শরীরের অভ্যন্তরে জন্মে, তাহাদিগকে মসূরিকা নামক রোগ বলে। (৩০) কফ, বায়ু এবং রক্তকর্ত্তৃক,মুখকান্তির হানিকর, শাল্মলীকণ্টক নামক এক প্রকার পিড়কা যুবকদিগের মুখে জন্মিয়া থাকে, উহাকে যৌবনপীড়কারোগ বলে।(৩১) পদ্মের কণ্টকের ন্যায় গোলাকার ও পাণ্ডুবর্ণ মণ্ডলবিশিষ্ট যে ব্রণ জন্মে, তাহাকে পদ্মিনীকণ্টক নামক রোগ বলে। পরন্তু এই রোগ কফ ও বায়ু হইতে জন্মে। (৩২) যে সকল ব্রণ কফ ও রক্তকর্ত্তৃক জন্মে ও ঈষৎরক্তবর্ণ এবং গোলাকার, সেই সকল ব্রণকে জতুমণি নামক ব্রণরোগ বলে।

(৩৩) মাষকলায়ের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, শরীর হইতে কিঞ্চিৎ উন্নত, বেদনারহিত এবং চিরকাল স্থায়ী যে সকল ব্রণ মনুষ্যদিগের শরীরে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকে মশক নামক রোগ বলে।এই রোগ, বায়ুকর্ত্তৃক জন্মিয়া থাকে। (৩৪) শরীরের সহিত সমানভাবে স্থিত, বেদনাশূন্য এবং কৃষ্ণবর্ণ যে সকল তিলের ন্যায় চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে তিলকালক নামক রোগ বলে। পরন্তু এই রোগ বায়ু, পিত্ত এবং শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত হইয়া জন্মিয়া থাকে। (৩৫—৩৬) ছোট কিম্বা বড়, শ্যামবর্ণ অথবা শুক্লবর্ণ, গোলাকার, বেদনাহীন এবং শরীরের সহিত এক সময়জাত যে সকল চিহ্ন মনুষ্য-দিগের শরীরে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে ন্যচ্ছ নামক রোগ

বলে। এই রোগের উৎপত্তি এবং কারণভেদে ইহাকেই চর্ম্মকীল নামক রোগ বলে। পিত্তের সহিত মিলিত বায়ু, ক্রোধ এবং শ্রম প্রভৃতি দ্বারা প্রকুপিত হইয়া সহসা মুখমণ্ডলে আসিয়া গোলাকার চিহ্ন উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহার আকার ক্ষুদ্র এবং কৃষ্ণবর্ণমুখবিশিষ্ট। ইহাতে কোন প্রকার বেদনা লক্ষিত হয় না, পরন্তু ইহাকে ব্যঙ্গ নামক রোগ বলে। সকল শরীরে ভ্রমণশীল বায়ু, মর্দ্দন, পীড়ন এবং অন্যান্য অতিশয় অভিঘাতাদি দ্বারা পুংচিহ্নের চর্ম্মকে যে সময় আশ্রয় করে, সেই সময় ঐ বাতাশ্রিত চর্ম্ম, স্ত্রীসংসর্গে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে এবং পুংচিহ্নের অগ্রভাগের নিম্নদেশে ও কোষের উপরিদেশে গ্রন্থির ন্যায় লম্বমান হইতে থাকে। তখন উহাতে বেদনা ও জ্বালা জন্মে, কখন বা পাকিয়া উঠে। এই রোগকে পরিকর্ত্তিকা নামক রোগ বলে। এই রোগ দুই প্রকার অর্থাৎ বায়ুজনিত ও আগন্তুজ অর্থাৎ হঠাৎ কোন প্রকার আঘাতাদির দ্বারাও জন্মিয়া থাকে। এই রোগ যদি শ্লেষ্মজন্য হয়, তাহা হইলে কণ্ডুযুক্ত ও কঠিন হইয়া থাকে। ইহাকে শ্লেষ্মজন্য পরিকর্ত্তিকা নামক রোগ বলে। অপ্রশস্ত অর্থাৎ অল্পবিস্তৃত যোনিবিশিষ্টা স্ত্রী অথবা বালিকাস্ত্রীতে গমন করিলে কিম্বা হস্তাদির অভিঘাতাদিদ্বারা বলপূর্ব্বক পুংচিহ্নের চর্ম্ম উদ্বর্ত্তিত করিলে বা মর্দ্দন ও পীড়ন করিলে কিম্বা শুক্রের বেগধারণজন্য চর্ম্ম উৎপাটিত হইলে তাহাকে অবপাটিকা নামক রোগ বলে। পুংঅঙ্গের চর্ম্ম, বায়ুদ্বারা আক্রান্ত হইয়া মণিস্থানকে আশ্রয় করিলে ও মণি, চর্ম্মের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া মূত্রস্রোতকে রোধ করিলে মণিস্থান বিদীর্ণ না হইয়া অল্প ধারায় প্রস্রাব নির্গত হইতে থাকে। ইহাকে নিরুদ্ধপ্রকশ নামক রোগ অথবা দুরূঢ়অবপাটিকা নামক রোগ বলে। মলের বেগধারণ করিলে বায়ু বাধা প্রাপ্ত হইয়া গুহ্যদেশ আশ্রয় করতঃ মল নির্গমনের প্রধান পথ রুদ্ধ করিয়া থাকে এবং উহার পরিবর্ত্তে একটী ক্ষুদ্র দ্বার প্রস্তুত করিয়া দেয়, পথের অল্পবিস্তারপ্রযুক্ত ঐ দ্বার দিয়া অতিশয় কষ্টে মল নির্গত হইয়া থাকে। এই রোগকে নিরুদ্ধগুদ নামক রোগ বলে।

এই রোগ অতিশয় কষ্টসাধ্য বলিয়া জানিবে। বালকেরা মলমূত্র পরিত্যাগ করিয়া গুহ্যদেশ ধৌত না করিলে গুহ্যদেশের উক্ত ময়লায় স্বেদ জন্মিয়া অপরিষ্কৃত হইলে উহাতে রক্ত ও শ্লেষ্মাজন্য কণ্ডু জন্মিয়া থাকে এবং উহা কণ্ডুয়ন করিলে ঐ স্থানে স্ফোট জন্মে এবং উক্ত স্ফোটক হইতে রস স্রাব হইতে থাকে। ঐ সকল ব্রণ একত্র হইয়া অতিশয় ভয়ানক দৃষ্ট হয়, পরন্তু এই রোগকে অহিপুতন নামক রোগ বলে। মুষ্কদেশ ধৌত ও পরিষ্কৃত না করিলে উহাতে ময়লা জন্মিয়া ঘর্ম্মদ্বারা ক্লেদযুক্ত হয় এবং কণ্ডু উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু কণ্ডুয়ন করিলেই স্ফোট জন্মে এবং ঐ স্ফোট হইতে রস স্রাব হইতে থাকে, এই রোগকে বৃষণকচ্ছু নামক রোগ বলে। ইহা শ্লেষ্মা ও বায়ুর প্রকোপ দ্বারা জন্মিয়া থাকে। রুক্ষ ও দুর্ব্বল ব্যক্তি প্রবাহন অর্থাৎ কোঁথ পাড়িলে ও অতিসার হইলে মলদ্বারের মাংস বাহিরে নির্গত হয়, এই রোগকে গুদভ্রংশ রোগ বলে।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা শুকদোষনিদান বর্ণন করিতেছি। যে সকল ব্যক্তি অনর্থক পুংচিহ্ন বৃদ্ধি করিতে অভিলাষী হয়, তাহাদের এই অষ্টাদশ প্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে যথা—সর্ষপিকা, অষ্ঠীলিকা, গ্রথিত, কুম্ভীকা, অলজী, মৃদিত, সম্মূঢ়পিড়কা, অবমন্থ, পুষ্করিকা, স্পর্শহানি, উত্তমা, শতপোনক, ত্বক্‌পাক, শোণিতার্ব্বুদ, মাংসপাক, বিদ্রধি এবং তিলকালক ইত্যাদি। শুক, নিয়মপূর্ব্বক প্রয়োগ না করিলে অর্থাৎ শুক দ্বারা যে সকল প্রলেপাদি প্রদানের নিয়ম কথিত আছে, সেই সকল প্রলেপাদি নিয়মানুসারে প্রয়োগ না করা হইলে কফ ও রক্ত বিকৃত হইয়া শ্বেতসর্ষপ তুল্য পীড়কা জন্মে। আয়ুর্ব্বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ ইহাকে সর্ষপিকা নামক ব্যাধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

উক্ত শুক বিষম অর্থাৎ অপ্রশস্তরূপে উত্তোলিত ও বিষসংযুক্ত হওয়ায় উহার প্রলেপে বায়ু প্রকুপিত হইলে যে পীড়কা জন্মে, তাহাকে অষ্ঠীলিকা নামক রোগ বলে। ইহা অতিশয় কঠিন বলিয়া জানিবে। পুংচিহ্ন সর্ব্বদা শুক দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিলে শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া যে পীড়কা জন্মায়, তাহাকে গ্রথিত নামক রোগ বলে। শুক দ্বারা প্রলেপ প্রদান করিলে রক্ত এবং পিত্ত প্রকুপিত হইয়া জম্বুবীজ অর্থাৎ জামের আটির ন্যায় যে পীড়কা জন্মাইয়া থাকে, তাহাকে কুম্ভীকা নামক রোগ বলে। এই রোগ অতিশয় অনিষ্টকারী বলিয়া জানিবে।

ইতিপূর্ব্বে প্রমেহ রোগে যে অলজী নামক রোগের লক্ষণ কথিত হইয়াছে, যদি শুক দ্বারা প্রলেপ দিলে উক্ত লক্ষণাক্রান্ত পিড়কা জন্মে, তাহা হইলে ঐ পীড়কাকে অলজী নামক রোগ বলে। শুক দ্বারা প্রলেপ প্রদান করিলে যদি বায়ুর প্রকোপবশতঃ পুংচিহ্ন পীড়িত হইয়া ফুলিয়া উঠে, তাহা হইলে উহাকে মৃদিত নামক রোগ বলে। হস্ত দ্বারা অতিশয় পিড়ন করিলে যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে সংমূঢ় পীড়কা নামক রোগ বলে। যে সকল পীড়কা অধিক পরিমাণে জন্মিয়া দীর্ঘাকৃতি হওত মধ্যদেশ বিদীর্ণ হইয়া যায়, তাহাদিগকে অবমন্থ নামক রোগ বলে। রক্ত এবং কফ প্রকুপিত হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়, পরন্তু এই রোগে গাত্রে অতিশয় বেদনা ও রোমাঞ্চ হইয়া থাকে। যে সকল পীড়কার আকার পদ্মবীজের ন্যায় এবং চতুষ্পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইয়া জন্মে, তাহাকে পুষ্করিকা নামক রোগ বলে। পরন্তু এই রোগ পিত্ত ও রক্ত হইতে জন্মে বলিয়া জানিবে। দুষ্ট শুক দ্বারা রক্ত দূষিত হইয়া যে পীড়কা জন্মে, তাহাকে স্পর্শহানি নামক রোগ বলে। শুক দ্বারা প্রলেপ প্রদান করিলে গাত্রে যে রক্তবর্ণ, মুদ্গ ও মাষকলায়ের ন্যায় আকারবিশিষ্ট পীড়কা জন্মে, তাহাকে উত্তমা নামক পীড়কা বলে। এই পীড়কা রক্ত ও পিত্ত দূষিত হইয়া জন্মে। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র দ্বারা পুংচিহ্নের চারিদিক্ ব্যাপ্ত হইলে উহাকে শত-

পোনক নামক রোগ বলে। এই রোগ বায়ু ও রক্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে পীড়কা পিত্ত এবং রক্ত হইতে জন্মে এবং দাহ ও জ্বরযুক্ত হয়, তাহাকে ত্বক্‌পাক নামক রোগ বলে। বস্তিস্থানের চারিদিক্ রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ পীড়কাসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত হইলে এবং ঐ পীড়কা স্থানে অতি ভয়ানকরূপ বেদনা জন্মিলে উহাকে রক্তজন্য অর্ব্বুদ রোগ বলিয়া জানিবে। মাংসার্ব্বুদ মাংস দূষিত হইয়া জন্মে। শুকদোষ-জনিত ব্রণ জন্মিলে যদি মাংসসমূহ বিশীর্ণ হইয়া যায় এবং গাত্রে নানা-বিধ বেদনা জন্মে, তাহা হইলে উহাকে মাংসপাক নামক ব্যাধি বলে। চিকিৎসকগণ এই রোগকে সন্নিপাতজন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া-ছেন। ত্রিদোষ জন্য বিদ্রধির যে সকল লক্ষণ কথিত হইয়াছে, সেই সকল লক্ষণাক্রান্ত যে সকল পীড়কা জন্মে, তাহাকে বিদ্রধি নামক পীড়কা রোগ বলে। কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা নানাবর্ণে বিচিত্র বিষাক্ত শুক দ্বারা প্রলেপ প্রদান করিলে যদি পুংচিহ্নের চারিদিক্ পাকিয়া উঠে এবং মাংসখণ্ড সকল কাল হইয়া খসিয়া পড়ে, তাহা হইলে উহাকে তিল-কালক নামক রোগ বলে। এই রোগ ত্রিদোষ হইতে জন্মে। উক্ত অষ্টাদশপ্রকার শুকদোষজনিত ব্যাধিসমূহের মধ্যে মাংসার্ব্বুদ, মাংস-পাক, বিদ্রধি এবং তিলকালক এই চারিপ্রকার ব্যাধি অসাধ্য বলিয়া জানিবে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

অনন্তর ভগ্ননিদান বর্ণন করিতেছি। পতন, পীড়ন, প্রহার, ইতস্ততঅঙ্গবিক্ষেপ, হিংস্রপশুর দন্তদ্বারা আঘাত, ইত্যাদি নানা-প্রকারে অস্থিভগ্ন হইয়া থাকে। কিন্তু অস্থিভগ্ন নানাপ্রকার হইলেও প্রধানত দুই প্রকার বলিয়া জানিবে যথা—সন্ধিমুক্ত এবং কাণ্ডভগ্ন। উক্ত সন্ধিমুক্ত নামক ভগ্নরোগ ছয়প্রকার যথা—(১) উৎপিষ্ট,

(২) বিশ্লিষ্ট, (৩) বিবর্ত্তিত (৪) অবক্ষিপ্ত, (৫) অতিক্ষিপ্ত, (৬) এবং তির্য্যক্‌ক্ষিপ্ত। সন্ধিমুক্ত নামক ভগ্নের সামান্যত এই কয়েকটী লক্ষণ জন্মে যথা—অঙ্গসমূহের বিস্তারকরণ, আকুঞ্চন, ফিরান এবং ইতস্ততঃ বিক্ষেপন, এই সকল কার্য্যে অসমর্থতা এবং অতিশয় বেদনা ও স্পর্শ করিলে অসহ্য যাতনা জন্মে। উৎপিষ্ট নামক ভগ্ন-রোগে উভয় সন্ধিস্থানে শোথ, বেদনা এবং বিশেষতঃ রাত্রিকালে নানাপ্রকার বেদনা উপস্থিত হয়। (১) সন্ধিস্থান বিশ্লিষ্ট হইলে অল্প শোথ ও সর্ব্বদা বেদনা এবং সন্ধিস্থানের বিকৃতি জন্মিয়া থাকে। (২) সন্ধিস্থান বিবর্ত্তিত হইলে অঙ্গসমূহ বিকৃত ও বেদনা-যুক্ত হইয়া থাকে। (৩) সন্ধিস্থান অতিক্ষিপ্ত হইলে, সন্ধিস্থানের বিশ্লেষ এবং অতিশয় বেদনা জন্মে। (৪) সন্ধিস্থান অবক্ষিপ্ত হইলে সন্ধি ও অস্থি এই উভয় স্থানের অতিক্রান্ততা এবং বেদনা জন্মিয়া থাকে। (৫) সন্ধিস্থান তির্য্যক্‌ক্ষিপ্ত হইলে, শরীরস্থিত কোন একটী অস্থির উপরে অপর একটী অস্থি আসিয়া পড়ে। এবং অতিশয় বেদনা জন্মে (৫)। অনন্তর আমরা কাণ্ডভগ্ন বর্ণন করিতেছি। কাণ্ডভগ্ন দ্বাদশ প্রকার, যথা—(১) কর্কটক, (২) অশ্বকর্ণ, (৩) চূর্ণিত, (৪) পিচ্চিত, (৫) অস্থিছলিত, (৬) কাণ্ডভগ্ন, (৭) মজ্জানুগত, (৮) অতিপাতিত (৯) বক্র, (১০) ছিন্ন, (১১) পাটিত এবং (১২) স্ফুটিত। কাণ্ড-ভগ্নরোগের সাধারণতঃ এই কয়েকটী লক্ষণ কথিত হইয়াছে। যথা—অতিশয় শোথ, শরীর কম্পন, বিবর্ত্তন, স্পর্শ করিলে অসহ্য বেদনা, টিপিয়া ধরিলে শব্দ হওয়া, অঙ্গসমূহের শিথিলতা, নানাপ্রকার বেদনা এবং সকল সময়েই মনের অশান্তি ইত্যাদি। এক্ষণে উক্ত দ্বাদশ-প্রকার কাণ্ডভগ্নের লক্ষণ পৃথক্ পৃথক্ রূপে বলা যাইতেছে। অস্থির উভয়দিক্ ভগ্ন হইয়া মধ্যদেশ গ্রন্থির ন্যায় উন্নত হইলে উহাকে কর্কটক নামক রোগ বলে। অস্থিদেশ অশ্বকর্ণের ন্যায় উন্নত হইলে তাহাকে অশ্বকর্ণ নামক রোগ বলে। অস্থিচূর্ণ হইলে উহাকে চূর্ণিত নামক রোগ বলে। এই রোগ শব্দ ও স্পর্শ দ্বারা জানা

যায়। অস্থি অত্যন্ত স্থূল ও অতিশয় শোথবিশিষ্ট হইলে উহাকে পিচ্চিত নামক রোগ বলে। উভয়পার্শ্বের ছোট ছোট অস্থি উঠিয়া গেলে তাহাকে অস্থিচ্ছল্লিত নামক রোগ বলে। হস্তাদি বিস্তার করিবার সময় কম্পিত হইলে তাহাকে কাণ্ডভগ্ন নামক রোগ বলে। কোন একখানি অস্থিখণ্ড ভগ্ন হইয়া অস্থিমধ্যে প্রবেশ করতঃ মজ্জাকে বিদ্ধ করিলে উহাকে মজ্জানুগত নামক রোগ বলে। অস্থি নিঃশেষরূপে ছিন্ন অর্থাৎ দুইখণ্ড হইলে উহাকে অস্থিপাতিত নামক রোগ বলে। অস্থি কিঞ্চিৎ বক্র হইলে অথচ একেবারে বিশ্লিষ্ট না হইলে উহাকে বক্র নামক রোগ বলে। অস্থি ভগ্ন হইয়া এক পার্শ্বে কিঞ্চিৎ সরিয়া গেলে উহাকে ছিন্ন নামক রোগ বলে। নানাপ্রকারে অস্থি অতিশয় বিদীর্ণ হইয়া বেদনাযুক্ত হইলে তাহাকে পাটিত নামক রোগ বলে। শুঙ্গার ন্যায় কোন দ্রব্য শরীরে প্রবিষ্ট হওয়ার ন্যায় ফুলিয়া উঠিলে উহাকে স্ফুটিত নামক রোগ বলে। উক্ত রোগসমূহের মধ্যে চূর্ণিত, ছিন্ন, অতিপাতিত ও মজ্জানুগত রোগসমূহ কষ্টসাধ্য বলিয়া জানিবে। কৃশ, বৃদ্ধ এবং বালকদিগের এবং ক্ষত, ক্ষীণ, ক্ষয়রোগী এবং কুষ্ঠ ও শ্বাসরোগীদিগের সন্ধিস্থান ভগ্ন হইলে উহা কৃচ্ছ্রসাধ্য বলিয়া জানিবে। যে সকল ব্যক্তির কপাল ভিন্ন হইয়াছে, কটীদেশের সন্ধিস্থান মুক্ত বা ভ্রষ্ট ও জঘনদেশ পিষিয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে চিকিৎসক পরিত্যাগ করিবে। যাহাদের কপালের অস্থি বিশ্লিষ্ট ও কপাল চূর্ণিত হইয়া গিয়াছে, এবং স্তনমধ্য, শঙ্খ, (কপালের দুই পার্শ্ব) পৃষ্ঠদেশ এবং মস্তক ভগ্ন হইয়া গিয়াছে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তির অস্থি ও সন্ধিস্থান প্রথমেই বিকৃতি প্রাপ্তহয় কিম্বা যাহার অস্থি সম্যকৃরূপ মিলিত হইলেও মন্দরূপ বিন্যাস ও বন্ধনজন্য বিকৃত হয় অথবা কোন রূপ সঞ্চালন করিতে বিকৃত হয়, সুযোগ্য চিকিৎসক তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন। এই তিন প্রকার অবস্থা কথিত হইল, ইহার মধ্যে চিকিৎসাকুশল চিকিৎসকদ্বারা চিকিৎসিত হইলে মধ্যম বয়স্ক ব্যক্তির অস্থি ও সন্ধিস্থান পূর্ব্বের ন্যায় অবিকৃত হইয়া থাকে।

তরুণ নামক অস্থি নত অর্থাৎ নিম্ন হয়। নলক নামক অস্থি ভগ্ন, কপাল নামক অস্থি বিভিন্ন অর্থাৎ দুই ভাগ হইয়া যায় এবং রুচক নামক অস্থি স্ফটিত হইয়া থাকে।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা মুখরোগের নিদান বর্ণন করিতেছি। মুখরোগ পঞ্চষষ্টি (৬৫) প্রকার। এই সকল রোগ সাতটীস্থানে জন্মে, যথা ওষ্ঠদ্বয়, দন্তমূল, দন্ত, জিহ্বা, তালু, কণ্ঠ, এবং একত্রে এই সকল স্থানে। এই সকলের মধ্যে ওষ্ঠে আট প্রকার (৮) দন্তমূলে পঞ্চদশ (১৫) প্রকার, দন্তে আট (৮) প্রকার, জিহ্বাতে পাঁচ (৫) প্রকার, তালুদেশে নয় (৯) প্রকার, কণ্ঠদেশে সপ্তদশ (১৭) প্রকার এবং একত্রে মুখের সকলস্থানে তিন (৩) প্রকার মুখরোগ জন্মিয়া থাকে। বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, সন্নিপাত, রক্ত, মাংস, মেদ এবং কোন প্রকার আঘাতাদি দ্বারা এই আট প্রকার কারণ হইতে ওষ্ঠের প্রকোপ জন্মে। বায়ুর প্রকোপহইতে যে ওষ্ঠ রোগ জন্মে, তাহাতে ওষ্ঠদ্বয় কর্কশ, পরুষ (খস্‌খসে) স্তব্ধতা, কৃষ্ণবর্ণতা, অতিশয় বেদনা, বিদীর্ণ (ফেটে যাওয়া) এবং অবিদীর্ণ অর্থাৎ ছাল উঠিয়া যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। পিত্তের প্রকোপ জন্য ওষ্ঠদ্বয় প্রকুপিত হইলে ওষ্ঠদ্বয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্ষপের ন্যায় ব্রণ সমূহদ্বারা ব্যাপ্ত হয়, দাহ জন্মে, পাকিয়া উঠে ও উহা হইতে রসস্রাব হইতে থাকে, পরন্তু ঐ পক্কস্থান এবং পক্কস্থান হইতে নিঃসৃত রস নীল ও পীত বর্ণ হইয়া থাকে। শ্লেষ্মা কর্তৃক ওষ্ঠদ্বয়ে মাংসের সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা জন্মে এবং ঐ পীড়কা বেদনা রহিত হইয়া থাকে পরন্তু ঐ পীড়কা চুলকায়, ফুলিয়াউঠে এবং পিচ্ছিল ও শীতল হইয়া থাকে। সন্নিপাতজন্য ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় কখন কৃষ্ণবর্ণ কখন পীতবর্ণ কখন বা শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ সমূহদ্বারা ব্যপ্ত হইয়া থাকে।

রক্তজন্য ওষ্ঠরোগ হইলে ওষ্ঠদ্বয় খর্জ্জুরফলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও ছোট ছোট ব্রণসমূহদ্বারা ব্যাপ্ত হয় এবং উহা হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে, দূষিত মাংসকর্ত্তৃক ওষ্ঠরোগ জন্মিলে ওষ্ঠদ্বয় ভারি, স্থূল এবং মাংসপিণ্ডের ন্যায় উন্নত হয় এবং ওষ্ঠের দুইপার্শ্বে অর্থাৎ শৃক্কনিদেশে কৃমি জন্মে। মেদজন্য ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় ঘৃতের উপরিভাগের সরের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, কণ্ডুযুক্ত, স্থির ও কোমল হয় এবং উহা হইতে স্ফটিকেরন্যায় নির্ম্মল আস্রাব নির্গত হইয়া থাকে। কোন প্রকার আঘাতাদিদ্বারা ওষ্ঠরোগ জন্মিলে ওষ্ঠদ্বয় রক্তবর্ণ এবং দুইভাগে বিভক্ত হওত বিদীর্ণ ও কণ্ডুযুক্ত হয়।

দন্তমূলগত রোগসমূহ যথা—শীতাদ, দন্তপুপ্পুটক, দন্তবেষ্টক, শৌষীর, মহাশৌষীর, পরিদর, উপকুশ, দন্তবৈদর্ঘ্য এবং অধিমাংস ও পাঁচপ্রকার নালীঘা ইত্যাদি পঞ্চদশপ্রকার রোগ দন্তমূলে জন্মিয়া থাকে। শীতাদ নামক রোগ জন্মিলে অকস্মাৎ দন্তমূল হইতে অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ ও ক্লেদযুক্ত রক্ত অল্পে অল্পে স্রাব হইতে থাকে এবং দন্তস্থিত মাংস সমূহ শীর্ণ হইয়া পরষ্পর পাকিয়া উঠে, ইত্যাদি লক্ষণ জন্মিয়া থাকে। পরন্ত এই রোগ কফ ও রক্ত হইতে উৎপন্ন হয়। দন্তপুপ্পুটক নামক রোগ জন্মিলে দুইটী কি তিনটী দন্তমূলে বেদনা জন্মে ও দন্তমূল ফুলিয়া উঠে। এই রোগও কফ এবং রক্ত হইতে জন্মে। দন্তবেষ্টক নামক রোগে দন্তমূল হইতে পূঁয ও রক্তস্রাব হইয়া থাকে এবং দন্ত চালিত হয় অর্থাৎ দন্ত নড়িতে থাকে। এইরোগ দূষিত রক্ত হইতে জন্মে। শৌষীর নামক রোগ জন্মিলে দন্তমূল ফুলিয়া উঠে এবং বেদনা, লালাস্রাব ও কণ্ডুজন্মে, এইরোগ কফ ও রক্ত হইতে জন্মে। মহাশৌষীর নামক রোগ জন্মিলে দন্তমূল হইতে দন্ত সকল বিচলিত হয় এবং তালু, ওষ্ঠ ও দন্তমূল বিদীর্ণ হয়, এবং দন্তমূলের মাংস পচিয়া উঠে ও মুখে একপ্রকার যন্ত্রণা জন্মে। পরন্ত এই রোগ ত্রিদোষ হইতে জন্মে। পরিদর নামক রোগ জন্মিলে দন্তমূলস্থ মাংস-

সমূহ শীর্ণ হইয়া যায় এবং থুথু ফেলিবার সময় উহা হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে; এইরোগ পিত্ত, রক্ত ও কফ হইতে জন্মে। উপকুশ নামক রোগ জন্মিলে দন্তমূলে অতিশয়যন্ত্রণা জন্মে ও পাকিয়া উঠে এবং দন্ত সকল চলিত হওয়ায় দন্ত ঈষৎ ঘর্ষণ করিলেই তাহাহইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে এবং রক্তস্রাবের পর ফুলিয়া উঠে ও মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ জন্মে। এইরোগ রক্তপিত্ত হইতে জন্মিয়া থাকে। দন্তমূল ঘর্ষণ করিলে অতিশয় যন্ত্রণা জন্মে, ফুলিয়া উঠে ও পাকিতে থাকে এবং দন্ত সকল চালিত হয়, ইহাকে বৈদর্ভ নামক রোগ বলে। এই রোগ কোন প্রকার আঘাত হইতে জন্মে। বায়ুকর্ত্তৃক স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক দন্ত জন্মিয়া থাকে, এই দন্তের উৎপত্তিকালে দন্তমূলে অতিশয় বেদনা জন্মে, এবং দন্ত উঠিলে বেদনার শান্তি হইয়া থাকে ইহাকে বর্দ্ধননামক রোগ বলে। গালের ভিতরে অর্থাৎ দন্তের শেষভাগে অতিশয় ফুলা ও বেদনা জন্মিলে এবং উহাহইতে লালা-স্রাব হইতে থাকিলে তাহাকে অধিমাংসক নামক রোগ বলে, এই রোগ কফকর্ত্তৃক জন্মে। দন্তমূলে অপর পাঁচপ্রকার নালী জন্মে। দন্তরোগসমূহ যথা—দালন, কৃমিদন্তক, দন্তহর্ষ, ভঞ্জনক, শর্করা, কপালিকা এবং হনুমোক্ষ। যেরোগে দন্তসমূহে বিদীর্ণহওয়ার ন্যায় বেদনা জন্মে, তাহাকে দালন নামক রোগ বলে। এই রোগ বায়ু কর্ত্তৃক জন্মিয়া থাকে। দন্তসমূহ কৃষ্ণবর্ণ, ছিদ্রবিশিষ্ট ও চলিত হইলে এবং উহা হইতে লালাস্রাব হইলে ও অকারণ অর্থাৎ না টিপিলেও অতিশয় কট্‌কট করিলে এবং যন্ত্রণা হইলে তাহাকে কৃমি-দন্ত নামক রোগ বলে। এইরোগ বায়ুকর্ত্তৃক উৎপন্ন হয়। দন্তে শীতল বা উষ্ণ স্পর্শ সহ্য না হইলে তাহাকে দন্তহর্ষ নামক রোগ বলে। এইরোগও বায়ুকর্ত্তৃক জন্মিয়া থাকে। মুখ বক্র ও দন্ত সমূহ ভগ্ন হইলে এবং অতিশয় বেদনা জন্মিলে তাহাকে ভঞ্জন নামক রোগ বলে। এই রোগ কফ ও বায়ু হইতে জন্মে। দন্তস্থিত ময়লা সঞ্চিত হইয়া শর্করারন্যায় কঠিন হইলে দন্তের গুণ নষ্ট করে, ইহাকে দন্ত-শর্করা

নামক রোগ বলে। এই শর্করার সহিত দন্তমূলের মাংস নিম্ন হইয়া পড়িলে তাহাকে কপালিকা নামক রোগ বলে। ইহাতে দন্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে। রক্তমিশ্রিত পিত্তকর্ত্তৃক দন্ত দগ্ধহইয়া শ্যাম কিম্বা নীলবর্ণ হইলে তাহাকে শ্যাবদন্তক নামক রোগ বলে। বায়ু দ্বারা সন্ধিস্থান বিশ্লিষ্ট হইলেও নানাপ্রকার উপদ্রব জন্মিলে তাহাকে হনুমোক্ষ নামক রোগ বলে। এই রোগে অর্দ্দিতবায়ুর লক্ষণসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়।

জিহ্বাগত রোগ সমূহ যথা—সন্নিপাতজন্য কণ্টকরোগ তিনপ্রকার এবং অলাস ও উপজিহ্বিকা এই পাঁচপ্রকার রোগ জন্মে। বায়ুকর্ত্তৃক স্ফুটিত অর্থাৎ ফেটে যাওয়া, রসজ্ঞানের হীনতা এবং শাকপত্রের ন্যায় বর্ণ ইত্যাদি লক্ষণ জন্মে। পিত্তকর্ত্তৃক পীতবর্ণ, দাহ এবং রক্তবর্ণ কণ্টক দ্বারা আবৃত ইত্যাদি লক্ষণ জন্মে। কফকর্ত্তৃক ভারবোধ এবং জিহ্বার মাংস উন্নত এবং শিমূলকাঁটার ন্যায় অধিক সংখ্যক উন্নত মাংসাঙ্কুর জন্মে। বায়ু, পিত্ত এবং শ্লেষ্মাজন্য এই তিনপ্রকার লক্ষণযুক্ত রোগ জিহ্বাতে জন্মে। জিহ্বার উপরিভাগে অতিশয় শোথ জন্মিলে তাহাকে অলাস নামক রোগ বলে। এই রোগ কফ ও রক্তকর্ত্তৃক জন্মে পরন্তু এই ফুলা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া জিহ্বাকে স্তব্ধকরিলে, জিহ্বামূল পাকিয়া উঠিলে এবং জিহ্বার অগ্রভাগ ফুলিয়া উন্নত ও উহা হইতে লালাস্রাব হইলেএবং কণ্ডু ও দাহ জন্মিলে উহাকে উপজিহ্বিকা নামক রোগ বলে। এই রোগ কফ ও রক্ত হইতে জন্মে। তালুগত রোগসমূহ যথা—গলশুণ্ডিকা, তুণ্ডিকেরী, অধ্রুষ, মাংসকচ্ছপী, অর্ব্বুদ, মাংসসংঘাত, তালুপুপ্পুট, তালুশোষ ও তালুপাক এই নয়প্রকার তালুগত রোগ বলিয়া জানিবে। শ্লেষ্মা এবং রক্তকর্ত্তৃক তালুমূলে বায়ুপূর্ণ বস্তির ন্যায় দীর্ঘ ও উন্নত শোথ জন্মিলে এবং পিপাসা, কাস ও শ্বাস জন্মিলে তাহাকে গলশুণ্ডিকা নামক রোগবলে। তালুদেশ ফুলিয়া উঠিলে এবং স্থূল, বেদনা, ও দাহ থাকিলে কিম্বা পাকিয়া উঠিলে উহাকে তুণ্ডিকেরী নামক রোগ বলে। তালুদেশে

ফুলা, স্তব্ধভাব ও রক্তবর্ণ হইলে তাহাকে অধ্রুষ নামক রোগ বলে। এই রোগ রক্তকর্ত্তৃক জন্মিয়া থাকে। পরন্তু এই রোগে অতিশয় জ্বর জন্মে। তালুদেশ কচ্ছপের ন্যায় উন্নত ও বেদনা রহিত হইলে ও ফুলা ক্রমশ অল্পে অল্পে বৃদ্ধি হইলে তাহাকে কচ্ছপী নামক রোগ বলে। এইরোগ শ্লেষ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তালুর মধ্য-দেশ পদ্মেরন্যায় হইয়া ফুলিয়া উঠিলে তাহাকে রক্তজন্য অর্ব্বুদ নামক রোগ বলে, ইহার লক্ষণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তালুর অভ্যন্তরে শ্লেষ্মাকর্ত্তৃক দূষিত মাংস, বেদনারহিত যে ফুলাজন্মায়, তাহাকে মাংসসংঘাত নামক রোগ বলে। তালুদেশে বেদনারহিত, স্থায়ী ও কুলের ন্যায় যে ফুলা জন্মে, তাহাকে পুপ্পুট নামক রোগ বলে। এই রোগ কফ ও মেদ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বায়ু ও পিত্তকর্ত্তৃক তালুদেশ শুষ্ক ও বিদীর্ণ হইলে এবং তদ্দ্বারা তালু শোষ হইলে তাহাকে তালুশোষ নামক রোগ বলে। পিত্ত-কর্ত্তৃক তালুদেশ পাকিয়া উঠিলে তাহাকে তালুপাক নামক রোগ বলে।

কণ্ঠস্থিত রোগসমূহ যথা—রোহিণীরোগ, কণ্ঠশালুক, অধিজিহ্বা, বলয়, বলাস, একবৃন্দ, বৃন্দ, শতঘ্নী, গিলায়ু, গলবিদ্রধি, গলৌঘ, স্বরঘ্ন, মাংসতান এবং বিদারী। গলদেশে বায়ু, পিত্ত, কফ এবং শোণিত পৃথক্ পৃথক্‌রূপে অথবা একত্রে মিলিত হইয়া বৃদ্ধি হইয়া থাকে, ইহাতে মাংস দূষিত হইয়া মাংসাঙ্কুর জন্মে এবং গলনালী রোধ হইয়া থাকে ও অতিশীঘ্রই প্রাণ বিনষ্ট হয়। ইহাকে রোহিণী নামক রোগ বলে। জিহ্বার চারিদিকে অতিশয় বেদনাযুক্ত যে মাংসাঙ্কুর সমূহ জন্মিয়া কণ্ঠনালী রোধ করে এবং বায়ুজন্য নানাপ্রকার উপদ্রব জন্মে, তাহাকে বায়ুজন্য রোহিণী নামক রোগ বলে। ঐ সকল মাংসাঙ্কুর শীঘ্র উত্থিত হইয়া পাকিয়া উঠিলে এবং অতিশয় জ্বর হইলে তাহাকে পিত্তজন্য রোহিণী নামক রোগ বলে। পিত্তজন্য রোহিণী রোগের মাংসাঙ্কুর সমূহ গলনালীর পথ রোধ করিলে এবং

অল্প পাকবিশিষ্ট ও স্থির হইলে তাহাকে কফজন্য রোহিণী নামক রোগ বলে। কণ্ঠদেশ গম্ভীরভাবে পাকিয়া উঠিলে এবং চিকিৎসাদিকরিলে ও রোগের কোন প্রকার শান্তি না হইলে এবং ত্রিদোষেরই লক্ষণ সমূহ লক্ষিত হইলে তাহাকে সন্নিপাতজন্য রোহিণী নামক রোগ বলে। কণ্ঠদেশ স্ফোটেরদ্বারা ব্যাপ্ত এবং পিত্তের লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হইলে তাহাকে রক্তজন্য রোহিণী নামক রোগ বলে। কণ্ঠদেশে কুলের আঠির ন্যায় গ্রন্থি জন্মিলে এবং উহাতে গলদেশ কণ্টক বা শুঁয়ার ন্যায় বোধ হইলে ও খরস্পর্শ এবং কঠিন বোধ হইলে তাহাকে কণ্ঠ-শালূক নামক রোগ বলে। পরন্তু এই রোগ শস্ত্রচিকিৎসার দ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে। জিহ্বার অগ্রভাগ ফুলিয়া উঠিলে এবং উহার উপরিভাগ রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইলে তাহাকে অধিজিহ্বা নামক রোগ বলে। পরন্তু এই রোগে জিহ্বা পাকিয়া উঠিলে রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। শ্লেষ্মাকর্ত্তৃক গলদেশে আয়ত ও উন্নত শোথ উৎপন্ন হইয়া ভুক্তদ্রব্যের গমনেরপথ রোধ করিলে তাহাকে বলয় নামক রোগ বলে। এইরোগ অসাধ্য বলিয়া জানিবে। শ্লেষ্মা ও বায়ুকর্ত্তৃক গলদেশে ফুলা জন্মিয়া শ্বাসউপস্থিত হইলে তাহাকে মর্ম্মভেদক দুস্তর বলাস নামক রোগ বলে। গলদেশে গোল ও উন্নত হইয়া শোথ জন্মিলে এবং ঐশোথ, দাহ, কণ্ডূযুক্ত, গুরু ও কোমল হইলে এবং নাপাকিলে তাহাকে একবৃন্দ নামক রোগ বলে। এই রোগ শ্লেষ্মা ও রক্ত কর্ত্তৃক জন্মিয়া থাকে। গলদেশে অতিশয় গোল ও উন্নত শোথ জন্মিলে এবং তীব্র জ্বর থাকিলে তাহাকে বৃন্দ নামক রোগ বলে। এই রোগ রক্ত ও পিত্ত হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাতে অতিশয় বেদনা থাকিলে এইরোগ বাতরক্ত জন্য বলিয়া জানিবে। গলনালীতে মোটা পলিতারন্যায় শোথ জন্মিয়া তাহার চারিদিক মাংসাঙ্কুর সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত হইলে এবং উহাতে নানাপ্রকার যন্ত্রণা থাকিলে তাহাকে, ত্রিদোষজন্য শতঘ্নী নামক রোগ বলে। পরন্তু এই রোগ অসাধ্য বলিয়া জানিবে। কণ্ঠদেশে আমলকীর আঁঠির ন্যায়

গ্রন্থি জন্মিয়া কঠিন ও অল্প বেদনাযুক্ত হইলে এবং কফও রক্ত জন্য রোগের ন্যায় দৃষ্ট হইলে অপিচ ভোজনকালে ভুক্তদ্রব্য গলদেশেসংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে এমত বোধ হইলে তাহাকে গিলায়ু নামক রোগ বলে। পরন্তু এই রোগ শস্ত্রসাধ্য বলিয়া জানিবে।গলদেশের সমস্ত স্থান শোথ দ্বারা ব্যাপ্ত হইলে এবং উহাতে নানাপ্রকার যন্ত্রণা জন্মিলে তাহাকে গলবিদ্রধি নামক রোগ বলে। এইরোগ সকল দোষ প্রকুপিত হইয়া জন্মে। গলদেশ অতিশয় ফুলিয়া ভুক্তদ্রব্য বা জলপ্রবেশের পথ রুদ্ধ এবং বায়ুরগতি রহিত হইলেও অতিশয় জ্বর জন্মিলে তাহাকে গলৌঘ নামক রোগ বলে। এই রোগ কফ ও রক্ত হইতে জন্মে। রোগী মূর্চ্ছিত হইয়া অতিশয় শ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকিলে এবং স্বরভঙ্গ ও গলনালী শুষ্ক হওত বদ্ধ হইলে স্বরঘ্ন নামক রোগ বলা যায়। পরন্তু শ্বাসের পথ কফকর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়া এইরোগ জন্মিয়া থাকে। গলদেশের ফুলা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া গলনালী প্রায় রোধ করিলে ও ফুলা লম্বিত হইয়া ঝুলিয়া পড়িলে তাহাকে মাংসতান নামক রোগ বলে। এই রোগ সন্নিপাত জন্য ও অতিশয় ক্লেশদায়ক এবং প্রাণ বিনাশক বলিয়া জানিবে। গলদেশের অভ্যন্তরে ঈষৎ রক্তবর্ণ, দাহ এবং বেদনাযুক্ত ফুলা জন্মিলে ও ঐস্থানের মাংস শীর্ণ হওত দুর্গন্ধযুক্ত হইলে তাহাকে বিদারী নামক রোগ বলে। এই রোগ পিত্তকর্ত্তৃক জন্মে। পরন্তু রোগী যেপার্শ্বে শয়ন করে, সেই পার্শ্বে এই রোগ অধিক পরিমাণে জন্মে। সর্ব্বসরা নামক রোগ বায়ু পিত্ত, কফ এবং শোণিত হইতে জন্মিয়া থাকে। বেদনাবিশিষ্ট স্ফোট সমূহ দ্বারা মুখের সকল স্থান ব্যাপ্ত হইলে তাহাকে বায়ু জন্য সর্ব্বসরা নামক রোগ বলে। ঈষৎ পীতযুক্তরক্তবর্ণ এবং দাহবিশিষ্ট স্ফোটসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত হইলে তাহাকে পিত্ত জন্য সর্ব্বসরা নামক রোগ বলে। কণ্ডুবিশিষ্ট, অল্পবেদনাযুক্ত ত্বকের সমান বর্ণস্ফোটদ্বারা ব্যাপ্ত হইলে তাহাকে শ্লেষ্মা জন্য সর্ব্বসরা নামক রোগ বলে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, রক্তকর্ত্তৃক পিত্ত চালিত হইয়া এক প্রকারমাত্র সর্ব্বসরা নামক

রোগ জন্মিয়া থাকে। ইহাকে মুখপাক নামক রোগ বলে। ইতি নিদান স্থানে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

নিদান স্থান সমাপ্ত।

শারীরস্থান।

প্রথম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা সর্ব্বভূত চিন্তা শারীর নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিতেছি। অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি, সকলভূতের কারণ, কিন্তু অব্যক্ত স্বয়ংকারণ রহিত। সত্ব, রজ, তম এই তিন গুণের লক্ষণযুক্ত অষ্টরূপ বিশিষ্ট এবং সকলজগতের (উৎপত্তি মন্তের) উৎপত্তির হেতু। যেরূপ সমুদ্র সকল জলাশয়ের আশ্রয়ের স্বরূপ, সেইরূপ সেই একমাত্র অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতিই অনন্ত ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের আশ্রয়ের স্বরূপ। এই অব্যক্ত হইতেই অব্যক্ত লক্ষণবিশিষ্ট মহত্ত্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং উক্ত মহত্ত্ব হইতে মহত্ত্বের লক্ষণবিশিষ্ট অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। অহঙ্কার তিন প্রকার যথা—বৈকারিক, তৈজস এবং ভূতাদি। তৈজসের সংযোগে বৈকারিক অহঙ্কারের দ্বারা অহঙ্কারের লক্ষণযুক্ত একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই একাদশ ইন্দ্রিয় যথা—শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক্, হস্ত, উপস্থ, পায়ু, পাদ এবং মন। এই সকলের মধ্যে প্রথমপাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পরেরপাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। এই উভয় ইন্দ্রিয়ের গুণরিশিষ্ট মন তৈজস অহঙ্কারের সংযোগে ভূতাদির অহঙ্কার হইতে অহঙ্কারেরলক্ষণবিশিষ্ট পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই পঞ্চতন্মাত্র যথা—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, এবং গন্ধতন্মাত্র। এই পঞ্চতন্মাত্রের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই পাঁচটী গুণ। উক্ত পঞ্চতন্মাত্র হইতে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী এই পঞ্চভূত উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরন্তু এই সকলকেই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত

বুদ্ধীন্দ্রিয়ের অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ প্রভৃতির যথাক্রমে শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, এবং ঘ্রাণ এই পাঁচটী বিষয় বলিয়া জানিবে। এবং বচন, আদান, আনন্দ, বিসর্গ ও বিহরণ এই পাঁচটী যথাক্রমে বাক্, হস্ত, উপস্থ, পায়ু এবং পাদ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় বলিয়া জানিবে। অব্যক্ত, মহান্, অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্র এই আট্টীকে প্রকৃতি বলে ও অবশিষ্ট ষোলটীকে বিকৃতি বলে। এই সকলের স্ব স্ব বিষয় আপন আপন অধিভূত এবং অধ্যাত্মই তাহাদের অধিদৈবত। বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা, অহঙ্কারের ঈশ্বর, মনের চন্দ্রমা, শ্রবণেন্দ্রিয়ের দিক্, ত্বকের বায়ু, দর্শনেন্দ্রিয়ের সূর্য্য, রসনেন্দ্রিয়ের জল, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পৃথিবী, বাক্যের অগ্নি, হস্তদ্বয়ের ইন্দ্র, পাদদ্বয়ের বিভু, পায়ুর মিত্র এবং শিশ্নের প্রজাপতি, ইহারা সকলেই চেতনাহীন। পুরুষ এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতীত পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব। এই পুরুষই কার্য্য এবং কারণ বিশিষ্ট ও সকলের চৈতন্যসম্পাদক। পুরুষ চৈতন্যরহিত হইলেও পুরুষের কৈবল্যার্থ শাস্ত্রসমূহে উপদেশ করিয়াছেন এবং এবিষয় ক্ষীরাদির হেতুও উদাহরণ দেখাইয়াছেন। অনন্তর প্রকৃতি ও পুরুষের সাধর্ম্ম্য এবং বৈধর্ম্ম্য বলা যাইতেছে যথা— প্রকৃতি এবং পুরুষ এই উভয়ই অনাদি, অনন্ত এবং চিহ্নরহিত, অনিত্য সকলের অপর ও সর্ব্বগত। একমাত্র প্রকৃতি চৈতন্যহীনা, ত্রিগুণবিশিষ্ট। বীজধর্ম্মিণী এবং প্রসবধর্ম্মিণী ও অমধ্যস্থধর্ম্মিণী। পুরুষ— চৈতন্যবিশিষ্ট, নির্গুণ, অবীজধর্ম্মী অপ্রসবধর্ম্মী, এবং অমধ্যস্থধর্ম্মী। কার্য্য, কারণের অনুরূপ হইয়া থাকে এই বিবেচনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিশেষণ সমূহকেই সত্ব, রজ ও তমোময় বলা যাইতে পারে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, তদঞ্জনত্ব ও তন্ময়ত্ব হেতু পুরুষ সকল গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। চিকিৎসা গ্রন্থে কথিত আছে যে সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতেরা স্বভাব, ঈশ্বর, কাল, যদৃচ্ছা, নিয়তি, এবং পরিণাম এই কয়েকটীকে প্রকৃতি বলেন। তন্ময়ত্বও সেই সকল গুণ ও লক্ষণ বিশিষ্ট, অনন্তভূতসমূহ প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ভূতসমূহ ভিন্ন এই

চিকিৎসাশাস্ত্রে অন্যকোন বিষয়ের চিন্তা নাই; এইনিমিত্ত ভূতসমূহই চিকিৎসাশাস্ত্রের চিন্তনীয় বিষয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রকৃতি হইতে যে কিছু উৎপন্ন হয়, সেই সমুদয়ই ভূতগ্রাম বলিয়া জানিবে। ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়, এই উভয়ই ভৌতিক বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মানবগণ, ইন্দ্রিয় দ্বারাই ইন্দ্রিয়সমূহের স্ব স্ব বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয় সমানযোনি বলিয়া একইন্দ্রিয়, অপর ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না।

আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে এরূপ কোন উপদেশ নাই যে, পুরুষ নিত্য এবং সর্ব্বগত ও ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ, অসর্ব্বগত ও নিত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবার নানাবিধ কারণ কথিত হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে অসর্ব্বগত ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষসমূহ, পুণ্য ও পাপানুষ্ঠান দ্বারা তীর্য্যগ্-যোনি, মানবযোনি এবং দেবযোনি প্রভৃতিতে বিচরণ করিতে থাকে এইরূপ উপদেশ আছে। এইসকল ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষই অনুমানগ্রাহ্য, শ্রেষ্ঠ, সূক্ষ্ম, চেতনা-বিশিষ্ট, নিত্য এবং শুক্রশোণিতের সংযোগ দ্বারা প্রকাশিত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পঞ্চমহাভূত এবং দেহী এই উভয়ের সমবায়কে পুরুষ বলে। এই কর্ম্মপুরুষই চিকিৎসার অধীন। সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, প্রাণ, অপান, নিমেষ, উন্মেষ, বুদ্ধি, মন, সংকল্প, বিচার, স্মৃতি, বিজ্ঞান, অধ্যবসায় এবং বিষয়ের জ্ঞান ইত্যাদি ঐ পুরুষের গুণ। অনৃশংসতা, সংবিভাগরুচিতা অর্থাৎ স্বার্থশূন্যতা, তিতিক্ষা অর্থাৎ শীতোষ্ণাদিসহনশীলতা, সত্য, ধর্ম্মে বিশ্বাস, জ্ঞান, বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতি, ধৈর্য্য এবং সঙ্গবর্জ্জন এইসমস্ত সাত্ত্বিক গুণের লক্ষণ। দুঃখাধিক্য, চাঞ্চল্য, ধৈর্য্যহীনতা, অহঙ্কার, মিথ্যার আশ্রয়, দয়াহীনতা, দম্ভ, মান, আহ্লাদ এবং কাম ও ক্রোধ এইগুলি রজোগুণের লক্ষণ। বিষণ্নহওয়া, ধর্ম্মে অবিশ্বাস, অধর্ম্মশীলতা, বুদ্ধির নিরোধ, অজ্ঞানতা, মেধাহীনতা, অকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা এবং নিদ্রালুতা, এইগুলি তমোগুণের লক্ষণ। শব্দ, শব্দেন্দ্রিয়, সচ্ছিদ্রতা এবং প্রকাশমানতা, এইগুলি

আকাশ হইতে জাত। স্পর্শ, স্পর্শেন্দ্রিয়, কর্ম্মক্ষমতা, শরীরের স্পন্দনতা ও লঘুতা, এইগুলি বায়ুসম্ভূত। রূপ, রূপেন্দ্রিয়, দীপ্তিশালিতা, পাচকশক্তি, ক্রোধ, তীক্ষ্ণতা এবং শৌর্য্য এই সমস্ত তেজ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। রস, রসনেন্দ্রিয়, দ্রববস্তু সমূহ এবং গুরুতা এইসকলগুলি জল হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। গন্ধ, গন্ধেন্দ্রিয়, মূর্ত্তিবিশিষ্ট দ্রব্যসমূহ এবং গুরুত্ব, এই সমস্ত পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হয়। আকাশ সত্ত্বগুণ বহুল, বায়ু রজগুণ বহুল, অগ্নি সত্ত্ব ও রজ এইউভয়গুণ বহুল, জল সত্ত্ব এবং তম এই দুই গুণ বহুল ও পৃথিবী তমগুণ বহুল, উক্ত পঞ্চতন্মাত্র পরস্পর মিলিত হইয়া স্বীয় স্বীয় দ্রব্যে অর্থাৎ পৃথিবী জল এবং অগ্নিপ্রভৃতিতে পঞ্চভূতের লক্ষণ সমূহ প্রকাশ করিয়া থাকে। অষ্ট প্রকৃতি ও ষোড়শ বিকার এবং স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের বিষয় সংক্ষেপে বলা গেল।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অনন্তর শুক্র ও শোণিতের শুদ্ধের বিষয় বলা যাইতেছে,-বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, কুণপ, গ্রন্থি, পূতি, পূয়, ক্ষীণ, মূত্র, এবং পুরীষ এই সমস্ত দোষদ্বারা শুক্র দূষিত হইলে সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে না। শুক্র, বায়ুকর্ত্তৃক দূষিত হইলে বায়ু জন্য বর্ণ ও বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে। পিত্তকর্ত্তৃক শুক্র দূষিত হইলে পিত্তজনিত বেদনা ও বর্ণযুক্ত হইয়া থাকে। শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক শুক্র দূষিত হইলে শ্লেষ্মাজন্য বর্ণ ও বেদনাযুক্ত হয়। রক্তকর্ত্তৃক শুক্র দূষিত হইলে রক্তের ন্যায় বর্ণ ও বেদনা এবং দুর্গন্ধ ও অধিক পরিমাণে নিঃসরণ হয়। শুক্র, বায়ু ও শ্লেষ্মার দ্বারা গ্রন্থির ন্যায় হইয়া থাকে। পিত্ত ও শ্লেষ্মা দ্বারা দুর্গন্ধ-যুক্ত পূযের ন্যায় হইয়া থাকে। বায়ু ও পিত্তের দ্বারা ক্ষীণ হইয়া থাকে, এবং সন্নিপাত দ্বারা শুক্র দূষিত হইলে মূত্র কিম্বা পুরীষের ন্যায় গন্ধ-

বিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই সকলের মধ্যে দুর্গন্ধযুক্ত, গ্রন্থিসদৃশ দুর্গন্ধযুক্ত, পূয়ের ন্যায় এবং ক্ষীণ, এইসকল শুক্রদুষ্টি কষ্টসাধ্য বলিয়া জানিবে। মূত্র এবং পুরীষের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত হইলে অসাধ্য বলিয়া জানিবে। এতদ্‌ব্যতীত অন্যান্য শুক্রদোষ সাধ্য বলিয়া জানিবে।

বায়ু, পিত্ত এবং শ্লেষ্মা ও শোণিত এই চারিটী পৃথক্ পৃথক্‌রূপে অথবা দুইটী কিম্বা সমস্ত মিলিতহইয়া আর্ত্তব দূষিত করিয়া থাকে। আর্ত্তব দূষিত হইলেও সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে না। এই রক্ত দুষ্টিতাও পূর্ব্বোক্ত শুক্রদুষ্টির ন্যায় বর্ণ ও বেদনাদ্বারা জানা যায়। আর্ত্তব দুর্গন্ধ, গ্রন্থিসদৃশ, দুর্গন্ধযুক্ত, পূয়সদৃশ কিম্বা ক্ষীণ অথবা মূত্র ও পুরীষ সদৃশ দুর্গন্ধযুক্ত হইলে অসাধ্য ; এতদ্‌ভিন্ন অন্যান্য লক্ষণযুক্ত হইলে সাধ্য বলিয়া জানিবে। পূর্ব্বোক্ত প্রথম তিনটী শুক্রদোষ জন্মিলে স্নেহ ও মেদাদি ক্রিয়াবিশেষদ্বারা এবং উত্তর বস্তিদ্বারা চিকিৎসা করিবে। শুক্রে দুর্গন্ধ হইলে ঘৃত পান করিতে দিবে কিম্বা ধাতকী পুষ্প, খদির, দাড়িম এবং অর্জ্জুনবৃক্ষ এই সকলের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া কিম্বা সালসারাদি গণোক্ত দ্রব্য সমূহের দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া উহা পান করিতে দিবে। শুক্রে গ্রন্থি জন্মিলে একমাত্র শরের ক্বাথ অথবা উক্ত শরের ক্বাথেরসহিত পলাশ কাষ্ঠের ভস্ম মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। শুক্র পূয়ের ন্যায় হইলে পরুষক এবং ন্যগ্রধাদি-গণোক্ত দ্রব্য সমূহ দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া পান করিতে দিবে। শুক্র ক্ষীণ হইলেও এই ঘৃত পান করা বিধেয়। শুক্রে পুরীষসদৃশ গন্ধ হইলে চিতা, বেনারমূল এবং হিঙ্গু এই সকলের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে। স্নেহপ্রয়োগ, বমন, তৈল বা ক্বাথ দ্বারা বিরেচন প্রভৃতি শুক্রদোষে প্রয়োগ করিয়া পরে উত্তরবস্তিপ্রয়োগ করিবে। স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার শোণিতদোষ সংশোধনার্থ প্রথমে স্নেহপ্রয়োগ ও বমনাদি প্রয়োগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ক্বাথ ও ঘৃতাদি পান করিতে দিবে। শোণিত গ্রন্থিযুক্ত হইলে আকনদ (আকনাদি) ত্রিকটু এবং কুড়চি এই সকলের ক্বাথ পান

করিতে দিবে। শোণিত দুর্গন্ধযুক্ত ও পূয়যুক্ত হইলে কর্পূর অথবা চন্দনের ক্বাথ সেবন করিতে দিবে। এতদ্‌ভিন্ন অন্যান্য আর্ত্তবের দোষ লক্ষিত হইলে শুক্র দোষে যেরূপ চিকিৎসা লিখিত হইয়াছে, সেই-রূপ চিকিৎসা করিবে। এই আর্ত্তবদোষে শালিতণ্ডুলের অন্ন, যব, মদ্য এবং মাংস প্রভৃতি পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্যসমূহ ভোজন করা প্রশস্ত। স্ফটিকেরন্যায়বর্ণ, দ্রব, স্নিগ্ধ, মধুর রস ও মধুর সদৃশ গন্ধ এই সকল নির্দ্দোষ শুক্রের লক্ষণ বলিয়া জানিবে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, শুক্র তৈল বা মধুর ন্যায় হইলে তাহাই দোষ রহিত শুক্র। যে আর্ত্তবের বর্ণ শশকের রক্তের ন্যায় রক্তবর্ণ অথবা লাক্ষার রসের ন্যায় এবং যাহাতে বস্ত্র রঞ্জিত না হয়, তাহাকে বিশুদ্ধ আর্ত্তব বলে। ঋতু-কাল ব্যতীত অন্যসময় অধিকপরিমাণে আর্ত্তব নিঃসরণহইলে তাহাকে অসৃগ্দর বলে।

এই অসৃগ্দররোগে রক্তের অন্যপ্রকার লক্ষণ হইয়া থাকে। অসৃগ্দর রোগে অঙ্গমর্দ্দ এবং বেদনা জন্মে। ইহাতে অধিক পরিমাণে শোণিত নিঃসরণ হইলে শরীরের দুর্ব্বলতা, ভ্রম, মূর্চ্ছা, অন্ধকারদর্শন, তৃষ্ণা, দাহ, প্রলাপ (ভুলবকা), পাণ্ডুবর্ণ, তন্দ্রা, এবং বায়ুজন্য অন্যান্য উপদ্রব জন্মে। অহিতআহারকারিণী যুবতিদিগের অল্প উপদ্রব বিশিষ্ট রোগ জন্মিলে রক্তপিত্তের চিকিৎসার ন্যায় চিকিৎসা করিবে। বাতাদি দোষকর্ত্তৃক শোণিত নিঃসরণের পথ রুদ্ধ থাকিলে তাহাকে আর্ত্তবনাশ বলে। এইরোগে মৎস্য, কুলত্থ (কুলথি-কলাই), অম্ল, তিল, মাষকলাই, মদ্য, দধি, শুক্ত, এবং গোমূত্র এই সকল দ্রব্য অতিশয় হিতকর। ক্ষীণরক্তের লক্ষণ এবং চিকিৎসা একপ্রকার ইতি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এবং পূর্ব্বোক্ত নষ্টার্ত্তবের বিধানানুসারেও ইহার চিকিৎসা করা যাইতে পারে। দূষিত শুক্র এবং শোণিতের সংশোধনপ্রণালী বলা হইল। বিশুদ্ধ আর্ত্তব-বিশিষ্টা স্ত্রী ঋতুর প্রথম দিবস হইতে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে এবং দিবানিদ্রা, চক্ষুদ্বয়ে অঞ্জনপ্রয়োগ, অশ্রুবিসর্জ্জন, স্নান, গাত্রে চন্দ-

নাদি অনুলেপন, তৈলাদি মর্দ্দন, নখচ্ছেদন, জলে সন্তরণ, অতিশয় হাস্যকরণ বা অতিশয় উচ্চশব্দে কথা বলা, অতিশয় ভয়ানক শব্দ শ্রবণ, মাটিতে আঁকপড়া, বায়ু সেবন এবং পরিশ্রমকর কার্য্য ইত্যাদি পরিত্যাগ করিবে। এই সকল নিষিদ্ধকার্য্য অনুষ্ঠান করিলে সন্তানও ঐ সকল দোষযুক্ত হইয়া জন্মে।

ঋতুকালে নিদ্রা যাইলে সন্তান দিবানিদ্রাদ্বারা নিদ্রাশীল হইয়া থাকে, অঞ্জন প্রদান করিলে সন্তান অন্ধ হইয়া থাকে, অশ্রুবিসর্জ্জন করিলে সন্তান বিকৃতিদৃষ্টিবিশিষ্ট দৃষ্ট হয়; স্নান এবং অনুলেপন করিলে দুঃখশীল; তৈলমর্দ্দন করিলে কুষ্ঠরোগী; নখচ্ছেদন করিলে কুনখী; জলে সন্তরণকরিলে চঞ্চলস্বভাবযুক্ত, অতিশয় কথাবলিলে প্রলাপী; অত্যন্ত শব্দশ্রবণ করিলে বধির; মাটিতে আঁক পাড়িলে চঞ্চল-স্বভাব, বায়ু সেবন করিলে ও পরিশ্রমকর কার্য্য করিলে উন্মত্ত এবং অতিশয় হাস্য করিলে দন্ত, ওষ্ঠ, তালু এবং জিহ্বা শ্যাববর্ণ হয়। এই সকল কারণে যুবতিগণ ঋতুকালে এইসকল অবশ্য পরিত্যাগ করিবে। ঋতুরসময় তিনদিবস কুশাসনে শয়ন এবং হস্তে বা শরাবপাত্রে হবিষ্যান্ন সেবন করিবে এবং স্বামীর সহবাস পরিত্যাগ করিবে। চতুর্থ দিবসে স্নান করিয়া বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করত স্বস্তি-বাচনপূর্ব্বক প্রথমে স্বামীকে দর্শন করিবে, কারণ ঋতুস্নানের পর যেমন পুরুষ দর্শন করিবে, সেইরূপ আকৃতিবিশিষ্ট সন্তান জন্মিবে। অনন্তর সন্তান জন্মিবার জন্য যে সকল বিধান উক্ত আছে, পুরোহিত সেই সকল অনুষ্ঠান করিবেন; অনন্তর স্বামী একমাস পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-চর্য্য অবলম্বন করত ঋতুর চতুর্থদিবসে অপরাহ্নে ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত শালিতণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিবে; অনন্তর ভার্য্যা এক মাস পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করত ঋতুর চতুর্থ দিবসে গাত্রে তৈলমর্দ্দন করত স্নান এবং মাষকলাইয়ের সহিত যেকোনদ্রব্য ভোজন করিবে। পরে স্বামী বেদির উপরে বিশ্বাসপূর্ব্বক পুত্রকাম হইয়া উপবেশন করিবে এবং ঐ রাত্রে কিম্বা ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম অথবা দ্বাদশ দিবসে

ভার্য্যাতে উপরত হইবে। ঋতুর চতুর্থদিবস হইতে দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত উত্তর উত্তর যত পরে ভার্য্যাতে উপগত হওয়া যায়, সন্তান ততই সমধিক সৌভাগ্যশালী, ঐশ্বর্য্যশালী এবং বলবান্ হইয়া থাকে। কন্যা ইচ্ছাকরিলে পঞ্চম, সপ্তম, নবম অথবা একাদশদিবসে ভার্য্যা গমন করিবে, ত্রয়োদশদিবসাবধি আর ভার্য্যাগমন করিবে না। ঋতুর প্রথম দিবস গমন করিলে আয়ু ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া থাকে; যদি এইদিবসে গর্ভ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ গর্ভ প্রসব সময় স্রাব হইয়া থাকে; দ্বিতীয় দিবসে গমন করিলেও ঐরূপ গর্ভস্রাব হয় কিম্বা প্রসব হওয়া মাত্রেই সূতিকাগৃহে সন্তান নষ্ট হইয়া থাকে; তৃতীয়দিবসে গমন করিলেও ঐরূপ ফল হয় কিম্বা সন্তানের অঙ্গ অসম্পূর্ণ অথবা সন্তান অল্পায়ুবিশিষ্ট হইয়া থাকে; চতুর্থ দিবসে গমন করিলে সন্তান সম্পূর্ণাবয়ববিশিষ্ট এবং দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত আর্ত্তব স্রাব হইতে থাকে, সেই পর্য্যন্ত বীজ অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেও কোন ফল হয় না। যেরূপ নদীর স্রোতের প্রতিকূলে কোন একটী দ্রব্য নিঃক্ষিপ্ত হইলে ঊর্দ্ধদিকে গমন করিতে না পারিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ বীজও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া প্রতি-নিবৃত্ত হইয়া থাকে। অতএব ঋতুর তিন দিবস ভার্য্যাগমন করিবে না। ঋতুকালের দ্বাদশ দিবস অতীত হইলে পুনরায় একমাস পর গমন করিবে। দ্বাদশদিবসের মধ্যে গর্ভ উৎপন্ন হইলে লক্ষণার মূল, বটের শুঙ্গা (বটের অঙ্কুর), বেড়েলা কিম্বা গোরক্ষচাকুলে এই সকলের মধ্যে যে কোন একটী দ্রব্য দুগ্ধের দ্বারা পেষণ করত উহার তিন চারি বিন্দু পুত্রকামা স্ত্রীর দক্ষিণ নাসিকায় প্রদান করিবে। পরন্তু উহা নিষ্ঠিবন দ্বারা বহির্গত করিবে না। ক্ষেত্রে বীজ এবং জল এই উভয় যথোপযুক্তরূপে সংযোজিত হইলে যেরূপ বীজ হইতে উত্তম অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, সেইরূপ যথোপযুক্তরূপে বীজ, ঋতুকালে সংযোজিত হইলে উত্তমগর্ভ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে সন্তান জন্মিলে ঐ সন্তান রূপবান্, বলবান্, বুদ্ধিমান্, আয়ুষ্মান্, ধনবান্, এবং পিতৃপরা-

য়ণ হইয়া থাকে। তেজধাতুই বর্ণসমূহের আকর, এই তেজধাতু গর্ভোৎপত্তির সময় অধিক পরিমাণে জলীয়ধাতুর সহিত মিশ্রিত হইলে গর্ভ গৌরবর্ণ হইয়া থাকে। পৃথিবীও আকাশধাতুর সহিত মিশ্রিত হইলে কৃষ্ণ ও শ্যামবর্ণ সন্তান উৎপন্ন হয়, অধিক পরিমাণে জলীয় ও আকাশধাতুরসহিত মিলিত হইলে গর্ভ গৌর ও শ্যামবর্ণ হয়, কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, গর্ভাবস্থায় যেরূপ বর্ণের দ্রব্য অধিক পরিমাণে ভোজন করে, গর্ভস্থসন্তানও সেইরূপ বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। তেজধাতু যদি দৃষ্টিশক্তির সহিত মিলিত না হয়, তাহা হইলে গর্ভস্থ সন্তানও জন্মান্ধ হইয়া থাকে।

তেজধাতু রক্তকে আশ্রয় করিলে গর্ভস্থ সন্তান রক্তবর্ণচক্ষুবিশিষ্ট হইয়া থাকে। পিত্তকে আশ্রয় করিলে চক্ষু পীতবর্ণ হয়, শ্লেষ্মাকে আশ্রয় করিলে চক্ষু শুক্লবর্ণ এবং বায়ুকে আশ্রয় করিলে বিকৃতচক্ষু-বিশিষ্ট অর্থাৎ ট্যারা সন্তান জন্মে। ঘৃত যেমন অগ্নিসংযোগে তরল হয়, স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তবও পুরুষের সংযোগে ঐরূপ দ্রব হইয়া থাকে। বীজ বায়ুকর্ত্তৃক দুইভাগে বিভক্ত হইলে কুক্ষিদেশে দুইটী জীবের সঞ্চার হইয়া থাকে। ইহাকে যমজসন্তান বলে। পিতার অতি অল্পপরিমাণ বীজ হইতে যে সন্তান জন্মে, তাহাকে আসেক্য বলে। শুক্রের ভোজনে ইহার ধ্বজ উত্থিত হয়। দুর্গন্ধযুক্ত যোনিতে সন্তান জন্মিলে তাহাকে সৌগন্ধিক বলে; যোনিদেশের আঘ্রাণে ইহার সমধিক বল জন্মে। যে ব্যক্তি স্বীয় পায়ুরন্ধ্রে অব্রহ্মচর্য্য আচরণ করে কিম্বা স্ত্রীতে পুরুষের ন্যায় প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে কুম্ভিক বলে। অপরের ব্যবায় (স্ত্রীসংসর্গ) দর্শন করিয়া যে ব্যক্তি স্ত্রী-সংসর্গে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে ঈর্ষক বলে। কোনব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ নিজে নারীর ন্যায় ভার্য্যা গমন করে এবং উহাতে যদি সন্তান জন্মে, তাহা হইলে ঐ সন্তান নারীর ন্যায় আকারবিশিষ্ট হয় এবং কার্য্যাদিও নারীর ন্যায় করিয়া থাকে, ইহাকে ষণ্ড বলে। ঋতুকালে স্ত্রীলোক যদি বিপরীতরূপে অর্থাৎ পুরুষের ন্যায় সংসর্গ করে এবং ঐ সংসর্গে

কন্যাসন্তান জন্মে, তবে ঐ কন্যার সংসর্গ প্রবৃত্তি পুরুষের ন্যায় হয়। আসেক্য, সুগন্ধি, কুম্ভিক এবং ঈর্ষক ইহাদের শুক্র ধাতু জন্মে, কিন্তু ষণ্ডের শুক্রধাতু জন্মে না। এই প্রকার স্বভাবের অন্যথাচরণের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত কুম্ভিক ও ঈর্ষক প্রভৃতির শুক্রবাহিনী নাড়ীর মুখ প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে ও ইহা দ্বারা ধ্বজ উত্থিত হইয়া থাকে। স্ত্রীপুরুষের যেরূপ আহার আচার এবং চেষ্টা প্রভৃতি হইয়া থাকে সন্তানের ও সেইরূপ আহার আচার এবং চেষ্টা প্রভৃতিতে ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে। বৃষস্যন্তী দুইটি স্ত্রী পরস্পর উপগত হইয়া কোনরূপে শুক্র পরিত্যাগ করিলে অস্থিহীন সন্তান জন্মিয়া থাকে। ঋতুস্নাতা স্ত্রী স্বপ্নে কোন পুরুষের সহবাস করিলে ঐ স্ত্রীর আর্ত্তব বায়ু কর্ত্তৃক কুক্ষিদেশে চালিত হইয়া গর্ভোৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহাতে মাসে মাসে ক্রমশঃ গর্ভের লক্ষণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এই গর্ভ পিতৃগুণ বর্জ্জিত। এইগর্ভ, সর্প, বৃশ্চিক, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতির আকার বিশিষ্ট হইয়া জন্মে, এইরূপ গর্ভ স্ত্রীলোকের পাপ হইতে জন্মে বলিয়া জানিবে। গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর যে যে বিষয় অভিলাষ জন্মে, তাহা পূর্ণ না হইলে বায়ু প্রকুপিত হইয়া গর্ভস্থ সন্তানকে কুব্জ, কুনী, পঙ্গু, মূক, মিম্মিন প্রভৃতি করিয়া থাকে। পিতামাতার নাস্তিকতা কিম্বা পূর্ব্বজন্মের অশুভ কর্ম্ম বশতঃ বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া গর্ভকে বিকৃত করিয়া থাকে, মলের অল্পতা বশতঃ ও পক্বাশয়স্থ বায়ুর সংযোগ না থাকা বশতঃ গর্ভে বায়ু, মূত্র, পুরীষ প্রভৃতি নিঃসরণ হইতে পারে না। জরায়ু নাড়ী কর্ত্তৃক মুখ বদ্ধহইয়া থাকা প্রযুক্ত এবং কফকর্ত্তৃক কণ্ঠ বদ্ধথাকা প্রযুক্ত এবং বায়ু কর্ত্তৃক পথ রুদ্ধ থাকাবশতঃ গর্ভাবস্থায় সন্তান রোদন করিতে পারে না। মাতার নিশ্বাস, উচ্ছাস, চাঞ্চল্য এবং নিদ্রা এই সকল অবস্থায় গর্ভস্থ সন্তানেরও শ্বাস, উচ্ছাস, চঞ্চলতা এবং নিদ্রা প্রভৃতি হইয়া থাকে। শরীরের অঙ্গসমূহের যথাস্থানে সন্নিবেশ, দন্তাদির পতন ও উৎপত্তি এবং হস্ততলে ও পদতলে রোম না জন্মান, এই সকল স্বভাবতই হইয়া থাকে। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত-

গণ সর্ব্বদা শাস্ত্রচিন্তা করায় ও সত্ত্বগুণের আধিক্য থাকায় জাতিস্মরা হইয়া থাকে। জীব, জন্মান্তরে যেসকল কর্ম্ম করে, ইহজন্মে সেই সকল কর্ম্মের ফলভোগ করিতে থাকে এবং পূর্ব্বজন্মের যে সকল গুণ অভ্যস্ত থাকে, পরজন্মেও সেই সকল গুণ বর্ত্তে।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

অনন্তর আমরা গর্ভাবক্রান্তি অধ্যায় বর্ণন করিতেছি। শুক্র, সমগুণ বহুল এবং আর্ত্তব, অগ্নিগুণ বহুল; অপর অপর ভূতসকল পরস্পরের সংযোগে শুক্রে এবং আর্ত্তবে অবস্থিতি করে। স্ত্রীপুরুষের সংযোগে বায়ুকর্ত্তৃক স্ত্রীপুরুষের শরীর হইতে তেজ নিঃসৃত হইয়া থাকে। তেজ ও বায়ুর সংযোগে শুক্র ক্ষরিত হইয়া যোনিমধ্যে প্রবেশ করতঃ গর্ভ উৎপাদন করিয়া থাকে। অগ্নি এবং সমসংযোগ হইতে উৎপদ্যমান গর্ভ, গর্ভাশয়ে অবস্থিতি করিয়া থাকে। ক্ষেত্রজ্ঞ, বেদয়িতা, স্পৃষ্টা, ঘ্রাতা, দ্রষ্টা, শ্রোতা ও রসয়িতা পুরুষ, স্রষ্টা, গন্তা, সাক্ষী, ধাতা, এবং বক্তা এইসকল পর্য্যায় বাচক নামদ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। এইরূপ অক্ষয়, অব্যয় ও অচিন্ত্য পুরুষ; ভূতাত্মার সহিত মিলিত হওত সত্ত্ব, রজ, এবং তম গুণের সংযোগে দেবাসুর প্রভৃতির ভাবে বায়ুকর্ত্তৃক চালিত হইয়া গর্ভাশয়ে প্রবেশ করতঃ অবস্থিতি করিয়া থাকে। শুক্রের আধিক্যে পুরুষ, রক্তাধিক্যে স্ত্রী এবং শুক্র ও আর্ত্তবের সমতায় নপুংসক জন্মিয়া থাকে। ঋতুর দ্বাদশ রাত্র পর্য্যন্ত আর্ত্তব দৃষ্ট হয়। কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, কোন কোন স্ত্রীলোকের আর্ত্তব দৃষ্ট হয় না। স্ত্রীলোকের মুখ পীন ও প্রসন্ন হইলে এবং পুরুষার্থিণী ও প্রিয়ভাষিণী হইলে কুক্ষিদেশ, চক্ষু ও কেশ স্রস্ত হইলে বাহুদ্বয়, স্তনদ্বয়, শ্রোণী, নাভি, উরু, জঘন এবং নিতম্বদেশ স্পন্দিত হইলে ও সন্তুষ্ট এবং ঔৎসুক্যযুক্ত হইলে ঋতুমতী বলিয়া জানিবে। দিবসে যে

রূপ পদ্ম মুদিত হয়, সেইরূপ ঋতুর সময় অতীত হইলেও স্ত্রীলোকদিগের যোনি মুদিত হইয়া থাকে। আর্ত্তবশোণিত একমাসে সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং ঐ আর্ত্তবশোণিত কৃষ্ণবর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া বায়ুকর্তৃক ধমনীদ্বয়ের দ্বারা যোনিমুখে নীত হইয়া যথাসময় নিঃসরণ হইয়া থাকে। দ্বাদশ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ হইয়া পঞ্চাশৎ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আর্ত্তব নিঃসরণ হইয়া থাকে। পরে শরীর ক্রমশঃ জীর্ণ হইলে উহাও ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে থাকে। ঋতুর সময় যুগ্ম দিবসে গমন করিলে পুত্র এবং অযুগ্ম দিবসে গমন করিলে কন্যা জন্মিয়া থাকে। অতএব অপত্যার্থিব্যক্তি পবিত্রমনা হইয়া ঋতুকালে ভার্য্যা গমন করিবে। শ্রমবোধ, গ্লানি, তৃষ্ণা, উরুদেশের ভারবোধ, শুক্রশোণিত বদ্ধ থাকা এবং যোনিদেশের স্পন্দন, এইসকল লক্ষণ গর্ভগ্রহণমাত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্তনদ্বয়ের অগ্রভাগের কৃষ্ণবর্ণতা, রোমসমূহের উন্নতি, চক্ষুর পক্ষ্মদ্বয়ের সম্মিলন, অরুচিবশতঃ বমন, সুগন্ধিদ্রব্যে বিরক্তি, মুখে জল উঠা এবং শরীরের অবসন্নভাব এই সকল লক্ষণ গর্ভাবস্থায় জন্মিয়া থাকে। এই সকল লক্ষণ জন্মিলে পরিশ্রম, উপবাস, অল্পাহার, পুরুষের সমাগম (মৈথুন), অপুষ্টিকর দ্রব্য আহার, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, যানাদি আরোহণ, শোক, ভয়, উবু হয়ে বসা, অতিশয় স্নিগ্ধদ্রব্য সেবন ও স্নেহক্রিয়া, রক্তমোক্ষণ এবং মলমূত্রের বেগ ধারণ এই সকল নিয়ত পরিত্যাগ করিবে। বাতাদির অভিঘাত দ্বারা গর্ভিণীর যে যে অঙ্গ পীড়িত হয়, গর্ভস্থ সন্তানেরও সেই সেই অঙ্গে পীড়া হইয়া থাকে। গর্ভের প্রথম মাসে কলল জন্মে, দ্বিতীয় মাসে শুক্র এবং শোণিত শীতোষ্ণবায়ু দ্বারা ঘন হইয়া থাকে, এই ঘন পদার্থ যদি পিণ্ডাকার হয়, তাহা হইলে পুরুষ এবং পেশীর ন্যায় হইলে স্ত্রী ও অর্ব্বুদের ন্যায় হইলে নপুংসক জন্মিয়া থাকে। তৃতীয় মাসে হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় এবং মস্তক এই পাঁচটী অবয়বের পাঁচটী স্থূল পিণ্ড জন্মে, এই পিণ্ডে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রেখা দৃষ্ট হইয়া থাকে। চতুর্থ মাসে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়া

থাকে, এবং হৃদয় জন্মে ও চৈতন্য হইয়া থাকে। যেহেতু এইসময় চৈতন্যের আধার হৃদয় জন্মিয়া থাকে, সেইহেতু এই সময় ইন্দ্রিয়সমূহের কোন কোন্ বিষয় ভোগ করিবার বাসনা জন্মে। এই সময় স্ত্রীলোক দুই হৃদয়বিশিষ্টা (আপনার ও গর্ভস্থ সন্তানের হৃদয়) বলিয়া এই সময়ের অভিলাষকে দৌহৃদ বলে। এই সময় গর্ভিণীর যে সকল অভিলাষ জন্মে, সেই সকল অভিলাষ পূর্ণ না হইলে গর্ভস্থ সন্তান, কুব্জ, কুনি, খঞ্জ, জড়, বামন, বিকৃতচক্ষু এবং অন্ধ হইয়া থাকে। অতএব গর্ভ অবস্থায় অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। গর্ভিণীর দৌহৃদ জন্মিলে সন্তান বলবান্ ও দীর্ঘায়ুবিশিষ্ট হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় ইন্দ্রিয়সমূহের যে যে বিষয় ভোগ করিতে অভিলাষ হইয়া থাকে, গর্ভের কোন রূপ ব্যাঘাত না হয় এই আশঙ্কায় সেই সেই অভিলাষ পূর্ণ করিবে। গর্ভিণীর দৌহৃদ উপস্থিত হইলে গর্ভিণী গুণবান্ পুত্র প্রসব করিয়া থাকে। দৌহৃদ না জন্মিলে গর্ভ সম্বন্ধে নানাপ্রকার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়া থাকে। গর্ভিণীর যে যে ইন্দ্রিয়ের অভিলাষ পূর্ণ না হয়, গর্ভস্থ সন্তানেরও সেই সেই ইন্দ্রিয়ের পীড়া জন্মে। গর্ভিণীর রাজদর্শনে অভিলাষ জন্মিলে গর্ভস্থ সন্তান অতিশয় ভাগ্যবান্ ও ধনবান্ হইয়া থাকে। পট্টবস্ত্রে ও কৌষেয় (রংকরা) বস্ত্রে, এবং অলঙ্কারাদিতে দৌহৃদ জন্মিলে অলঙ্কারপ্রিয় ও মনোহরদর্শন পুত্র জন্মিয়া থাকে। ঋষিদিগের আশ্রমদর্শন করিতে অভিলাষ জন্মিলে সন্তান ধর্ম্মাত্মা ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া থাকে। দেবতা ও প্রতিমাদর্শনে অভিলাষ জন্মিলে সন্তান পার্ষদতুল্য হইয়া থাকে। সর্পপ্রভৃতি ব্যাধ জাতির দর্শনে অভিলাষ জন্মিলে হিংসাপরায়ণ সন্তান জন্মে। গোধা (গোসাপের) মাংস ভোজনে অভিলাষ জন্মিলে সন্তান অধিক নিদ্রাযুক্ত ও গম্ভীরস্বভাব বিশিষ্ট হইয়া থাকে। গোমাংস ভোজনে অভিলাষ জন্মিলে বলবান্ ও ক্লেশসহিষ্ণু সন্তান জন্মে। মহিষমাংস ভোজনে অভিলাষ জন্মিলে ধীর, রক্তাক্ষ ও লোমবিশিষ্ট সন্তান জন্মে। শূকর মাংস ভোজনে

অভিলাষ জন্মিলে নিদ্রালু ও বীরসন্তান জন্মে। জঙ্গালজন্তুর মাংসভোজনে অভিলাষ জন্মিলে বনচর সন্তান জন্মে। সৃমর (মৃগ বিশেষের) মাংসভোজনে অভিলাষ জন্মিলে উদ্বেগযুক্ত সন্তান জন্মে। তিত্তিরজাতীয় পক্ষীর মাংসভোজনে অভিলাষ জন্মিলে সন্তান ভীত হইয়া থাকে। এইসকল জন্তু ভিন্ন অপর যে জাতীয়জন্তুর মাংস ভোজনে অভিলাষ জন্মিবে, সন্তানেরও সেই জাতীয়জন্তুর যেরূপ স্বভাব ও আচার, তাহাই হইয়া থাকে। পঞ্চমমাসে গর্ভস্থ সন্তানের মন জন্মে। ছয়মাসে বুদ্ধি জন্মে। সাতমাসে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ উত্তমরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। আটমাসে গর্ভস্থ সন্তানের অস্থি এবং দেহে ওজধাতু জন্মে, যেহেতু এই সময় ওজধাতু না জন্মিলে রসহীনতাপ্রযুক্ত অষ্টম মাসে জন্মিয়া জীবিত থাকিতে পারিত না। এই সময় গর্ভিণীকে বলি ও মাংসান্ন প্রভৃতি ভোজন করিতে দেওয়া বিধেয়। গর্ভস্থ সন্তান নবম, দশম, একাদশ কিম্বা দ্বাদশমাসে ভূমিষ্ট হইয়া থাকে। এই সময় অতীত হইয়া সন্তান ভূমিষ্ট হইলে গর্ভের বিকৃতি জন্মিয়াছিল বলিয়া জানিবে। মাতার রসবাহিনী নাড়ীর সহিত গর্ভস্থ শিশুর নাভিনাড়ী মিলিত থাকে। মাতার ঐ রসবাহিনী নাড়ী মাতার আহারীয়দ্রব্যের রস ও বীর্য্য গর্ভমধ্যে বহন করিয়া থাকে। এই রস অর্থাৎ স্নেহসদৃশ পদার্থ দ্বারা গর্ভস্থ সন্তান বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। স্তন্যদুগ্ধ নিঃসরণ হইতে আরম্ভ হওয়া অবধি সর্ব্ব-শরীরগামিনী এবং রসবাহিনী ও বক্রগামিনী ধমনীর অভ্যন্তরে মাতার আহারসম্ভূত রস প্রবাহিত হইয়া থাকে, ইহাতে গর্ভের অপ্রকাশিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ পরিপুষ্ট হইতে থাকে। শৌনক বলেন যে, গর্ভে প্রথমে মস্তক জন্মে, কারণ মস্তকই শরীরের এবং ইন্দ্রিয় সমূহের মূল। কৃতবীর্য্য বলেন যে, গর্ভস্থ সন্তানের সর্ব্বপ্রথমে হৃদয় জন্মে, যেহেতু হৃদয়ই বুদ্ধি এবং মনের আধারস্বরূপ। পরাশর বলেন যে, নাভিদেশই সর্ব্বপ্রথমে জন্মে, কারণ নাভিস্থান হইতেই দেহীর সমস্ত শরীর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। মার্কণ্ডেয় বলেন যে, প্রথমে

হস্তদ্বয় ও পাদদ্বয় জন্মে, যেহেতু হস্তপদই সকল ক্রিয়ার মূল। গৌতম মুনি বলেন যে, শরীরের মধ্যভাগ সর্ব্বপ্রথমে জন্মে, যেহেতু শরীরের মধ্যভাগেই সমস্ত অবয়ব জন্মে। এই সকল ঋষিদিগের মত সঙ্গত নহে। ধন্বন্তরি বলেন যে, গর্ভস্থ সন্তানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহ একসময় জন্মিয়া থাকে, কিন্তু আম্রফল কিম্বা বংশাঙ্কুর যেরূপ অতি সূক্ষ্মত্বপ্রযুক্ত সহজে উপলব্ধি হয় না এবং ঐ ফল পাকিয়া উঠিলে উহার কেশর, মাংস, অস্থি ও মজ্জা প্রভৃতি পৃথক পৃথকরূপে দৃষ্ট হয়, আবার এই ফলের তরুণ অবস্থায় কেশর প্রভৃতি অতি সূক্ষ্মভাবে থাকে, পরে ক্রমশ কালসহকারে ঐ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেই-রূপ গর্ভস্থ সন্তানেরও তরুণ অবস্থায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ বর্ত্তমান থাকিলেও সূক্ষ্মতাপ্রযুক্ত উহার উপলব্ধি হয় না। পরে ক্রমশ কালসহকারে ঐ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে।

গর্ভস্থ সন্তানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহের মধ্যে কোন্ অঙ্গটী পিতৃজ ও কোন্ অঙ্গটী মাতৃজ, কোন্টী বা রসজ, তাহার বিশেষ বিবরণ বলা যাইতেছে। কেশ, শ্মশ্রু, লোম, অস্থি, নখ, দন্ত, শিরা, স্নায়ু, ধমনী এবং শুক্র প্রভৃতি কঠিন পদার্থ পিতৃজ অর্থাৎ শুক্র হইতে জন্মে। মাংস, শোণিত, মেদ, মজ্জা, হৃদয়, নাভি, যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্র এবং মলাশয়প্রভৃতি মৃদু পদার্থ মাতৃজ অর্থাৎ শোণিত হইতে জন্মে। শরীরের উপচয় (বৃদ্ধি), বল, বর্ণ, স্থিতি এবং বিনাশ এইসকল রসজাত অর্থাৎ রসধাতু হইতে জন্মে। ইন্দ্রিয়সমূহ, জ্ঞান, বিজ্ঞান, পরমায়ু এবং সুখদুঃখ প্রভৃতি আত্মজ অর্থাৎ চেতনপদার্থ হইতে জন্মে। সত্ত্ব হইতে যে যে অংশ জন্মে, তাহা পরে বলিব। বীর্য্য, আরোগ্য, বল, বর্ণ এবং মেধা প্রভৃতি সাত্ম্যজ অর্থাৎ স্বভাবত আত্মার সঙ্গে সঙ্গে জন্মে। যে সকল গর্ভিণীদিগের দক্ষিণ স্তনে প্রথমে দুগ্ধ জন্মে এবং দক্ষিণ চক্ষু বড় হয় ও দক্ষিণ উরু অতিশয় স্থূল হয়, অথবা পুংলিঙ্গবাচক দ্রব্যসমূহে সমধিক অভিলাষ জন্মে ও নিদ্রিত অবস্থায় পদ্ম, উৎপল, কুমুদ ও আম্রাতক প্রভৃতি পুংলিঙ্গ দ্রব্য প্রাপ্ত

হয় এবং মুখ ও বর্ণ নির্ম্মল হয়, সেইসকল গর্ভিণীর পুত্রসন্তান জন্মে। এইসকলের বিপরীত হইলে কন্যাসন্তান জন্মে। যে গর্ভিণীর উভয় পার্শ্ব উন্নত এবং উদর সম্মুখদিকে ঝুলিয়া পড়ে ও পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হয়, তাহার নপুংসক সন্তান জন্মে। যে গর্ভিণীর উদরের মধ্যদেশ নিম্ন এবং দ্রোণীরন্যায় অতিশয় বৃহৎ, সেই গর্ভিণী যমজ সন্তান প্রসব করে। গর্ভিণী যদি দেবতা ও ব্রাহ্মণপরায়ণ এবং শুদ্ধাচারিণী ও অপরের হিতকরকার্য্যে প্রবৃত্তা হয়, তাহা হইলে সন্তান অতিশয় গুণবান্ হইয়া থাকে। এইসকলের বিপরীত লক্ষণ দৃষ্ট হইলে সন্তান গুণহীন হইয়া থাকে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহ স্বভাবতই জন্মিয়া থাকে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহে যদি কোনরূপ দোষ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে উহা গর্ভের ধর্ম্মাধর্ম্ম-জন্য বলিয়া জানিবে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা গর্ভ-ব্যাকরণ নামক শারীর ব্যাখ্যা করিতেছি। অগ্নি, সোম, বায়ু, সত্ব, রজঃ, তম এবং পঞ্চেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ এইসকলকে ভূতাত্মা বা জীবাত্মা বলে। শুক্র এবং শোণিত পরিপাক হইয়া শরীরের আকারে পরিণত হইবার সময় দুগ্ধে যেরূপ সর জন্মে, সেইরূপ দেহের উপরিভাগে উপর্য্যুপরি সাতটী ত্বক্ জন্মে। প্রথমে যে ত্বক্ জন্মে, তাহাকে অবভাষিণী নামক ত্বক্ বলে। এই ত্বক্ দ্বারা শরীরের বর্ণ এবং পাঁচ প্রকার ছায়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই ত্বকের বেদ একটী ধান্যের অষ্টাদশ ভাগের একভাগ। দ্বিতীয় ত্বকের নাম লোহিতা, ইহার বেদ একটী ব্রীহির ষোলভাগের একভাগ। এই ত্বকে সিধ্ম ও পদ্মকণ্টকাদি নামক রোগ জন্মে। তৃতীয় ত্বকের নাম শ্বেতা। এই ত্বকে তিলকালক ও ন্যচ্ছ ব্যঙ্গ নামক রোগ জন্মে। এই ত্বকের বেদ একটী ধান্যের বার ভাগের একভাগ। চতুর্থ ত্বকের নাম তাম্রা।

এই ত্বকের বেদ একটী ধান্যের আটভাগের একভাগ। এই ত্বকে চর্ম্মদল, অজগল্লী ও মসক নামক রোগ উৎপন্ন হয়। পঞ্চম ত্বকের নাম বেদিনী। ইহার বেদ একটী ধান্যের পাঁচভাগের একভাগ। এই ত্বকে কল্মস নামক রোগ জন্মে। ষষ্ঠ ত্বকের নাম রোহিনী, ইহার বেদ একটী ধান্য পরিমাণ। এই ত্বকে কুষ্ঠ ও দদ্রুরোগ জন্মে। সপ্তম ত্বকের নাম মাংসধরা। এই ত্বকের পরিমাণ দুইটী ধান্যের সমান। এই ত্বকে ভগন্দর ও বিদ্রধি নামক রোগ জন্মে। এই পরিমিত ত্বক্ মাংসলস্থানে জন্মে, ও ললাট কিম্বা সূক্ষ্ম অঙ্গুলীপ্রভৃতিতে হইয়া থাকে, কারণ ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, উদরে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত গভীর করত বিদ্ধ করিবে। সপ্তধাতুর স্থানভেদে সপ্তপ্রকার কলা জন্মিয়া থাকে। কাষ্ঠছেদন করিলে তাহাতে যেমন সারভাগ দেখা যায়, সেইরূপ মাংসছেদন করিলেও ধাতু দৃষ্ট হয়, প্রত্যেক কলাই স্নায়ুদ্বারা আবৃত ও জরায়ু কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত এবং শ্লেষ্মা দ্বারা বেষ্টিত থাকে। প্রথম কলার নাম মাংসধরা। এই কলাতে শিরা, স্নায়ু, ধমনী এবং নাড়ী সমূহ অবস্থিতি করে। পঙ্কোদকে যেরূপ বিষ, মৃণাল প্রভৃতি বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ মাংসধরা কলাতেও শিরা প্রভৃতি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় কলার নাম রক্তধরা, এই মাংসের অভ্যন্তরে বিশেষত মাংসস্থ শিরাতে এবং যকৃৎ ও প্লীহাসংযুক্ত শিরাসমূহে রক্ত অবস্থিতি করিয়া থাকে। কোন একটী ক্ষীরবিশিষ্ট বৃক্ষে আঘাত করিলে যেরূপ তাহা হইতে ক্ষীর নিঃসৃত হয়, সেইরূপ মাংসে কোনরূপ ক্ষত করিলে তাহা হইতে রক্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে। তৃতীয় কলার নাম মেদধরা। প্রাণীসমূহের উদরে ও সূক্ষ্ম অস্থিসমূহেতে মেদ অবস্থিতি করে। বৃহৎ অস্থির অভ্যন্তরস্থিত মেদকে মজ্জা বলে। স্থূলঅস্থি সমূহের অভ্যন্তরে মজ্জা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, পরন্তু উহাকেই মেদ বলিয়া জানিবে। এই মজ্জা রক্তমিশ্রিত হইয়া সূক্ষ্মঅস্থিতে সংযুক্ত হইলে তাহাকে মেদ বলে। মাংসের স্নেহকে বসা বলে। শ্লেষ্মধরা নামক চতুর্থকলা অস্থিসমূহে অবস্থিতি করে, কোনএকটী চক্রের (চাকার) অক্ষমধ্যে

স্নেহ প্রদান করিলে চক্র যেরূপ অতি সহজেই ঘুরিয়া বেড়ায়, সেইরূপ সন্ধিস্থানসমূহ শ্লেষ্ম দ্বারা সংশ্লিষ্ট থাকায় সন্ধিস্থানসমূহ অনায়াসে চালনা করিতে পারা যায়। পুরীষধরা নামক পঞ্চমকলা পক্বাশয়ে অবস্থিতি করিয়া কোষ্ঠের মল বিভাগ করিয়া দেয়। যকৃৎ যেরূপ কোষ্ঠের চতুর্দ্দিকস্থ অন্ত্রসমূহকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেইরূপ উণ্ডুকস্থ মলও পুরীষধরা কলাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। পিত্তধরা-কলা নামক ষষ্ঠকলা, এই পিত্তধরা কলাতে আহারীয় দ্রব্য সমূহ আমাশয় হইতে চালিত হইয়া পক্বাশয় মধ্যে অবস্থিতি করে, যে সকল পানীয় দ্রব্য পান করা যায়, কিম্বা আহারীয় দ্রব্য ভোজন করা যায় অথবা লেহন করা যায়, সেই সকল দ্রব্য পক্বাশয়স্থ হইয়া পিত্তাগ্নিকর্ত্তৃক সংশোধিত হওত যথাকালে পরি-পাক হইয়া থাকে। শুক্রধরা নামক সপ্তমকলা। এই শুক্রধরা কলা দেহীদিগের সকল শরীর ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করে। দুগ্ধে যেরূপ ঘৃত এবং ইক্ষুরসেতে যেরূপ গুড় সর্ব্বাবয়ব ব্যাপিয়া থাকে, শুক্রও সেইরূপ শরীরের সকল স্থান ব্যাপিয়া থাকে। বস্তিদ্বয়ের নিম্নদেশে দক্ষিণপার্শ্বে দুই অঙ্গুল অন্তর যে মূত্রনালী আছে, তাহা হইতে পুরুষের শুক্র নিঃসৃত হইয়া থাকে। শুক্র, সকল শরীর আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। কিন্তু মন প্রফুল্ল থাকিলে ও স্ত্রীলোকদিগের সহিত ব্যায়াম করিলে এবং শরীর সুস্থ থাকিলেই উহা নির্গত হইয়া থাকে। গর্ভিণী স্ত্রীদিগের আর্ত্তববাহিনী নাড়ীর পথ গর্ভকর্ত্তৃক রুদ্ধ থাকায় তাহাদিগের আর্ত্তব দৃষ্ট হয় না। এই সময় আর্ত্তব অধো-দেশে নিঃসৃত হইতে না পারায় ঊর্দ্ধদিগে গমন করে। এই আর্ত্তবের কতকাংশদ্বারা শরীর পরিপুষ্ট হয় এবং অবশিষ্টাংশ দুগ্ধরূপে পরিণত হইয়া স্তনদ্বয়ে প্রবেশ করে। এই নিমিত্ত গর্ভিণীদিগের স্তনদ্বয় স্থূল ও উন্নত হইয়া থাকে। গর্ভের যকৃৎ ও প্লীহা শোণিত হইতে জন্মে। শোণিতের ফেণা হইতে ফুস্‌ফুস্ ও মল হইতে উণ্ডুক অর্থাৎ মলাশয় জন্মে, রক্ত এবং শ্লেষ্মার সারভাগ পিত্তকর্ত্তৃক পক্ব ও বায়ুকর্ত্তৃক চালিত

হইয়া অন্ত্রসমূহ জন্মে। উদরে যে সকল ধাতু পরিপাক হয়, তাহার সারভাগ হইতে মলদ্বার ও বস্তি জন্মে। কফ, শোণিত এবং মাংসের সারভাগ হইতে জিহ্বা জন্মে। বায়ু, উষ্ম সহযোগে শিরাপথ দ্বারা মাংস মধ্যে প্রবেশকরতঃ মাংসকে পেশীরূপে পরিণত করে। মেদ-ধাতুর স্নেহের সহিত বায়ু মিলিত হইলে শিরাসমূহই স্নায়ুরূপে পরিণত হয়, মৃদু পদার্থ দ্বারা শিরা এবং খর পদার্থ দ্বারা স্নায়ু জন্মে। উৎ-পত্তি কালে শরীরস্থ যে ধাতু যে স্থানে সর্ব্বদা অবস্থিতি করে, সেই স্থানই সেই ধাতুর আশয় বলিয়া জানিবে। রক্ত এবং মেদধাতুর সংযোগে বৃক্কদ্বয় জন্মে। মাংস, রক্ত, কফ এবং মেদধাতুর সহযোগে মুকদ্বয় জন্মে। শোণিত এবং শ্লেষ্মার সংযোগে হৃদয় জন্মে। প্রাণবায়ু-বাহিণী ধমনীসমূহ এই হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে, হৃদয়ের অধোদেশের বামদিকে প্লীহা এবং ফুস্‌ফুস্‌ ও দক্ষিণদিকে যকৃৎ ও ক্লোম অবস্থিতি করে। এই হৃদয়ই চেতনার আশ্রয়, হৃদয় অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হইলে প্রাণিগণ নিদ্রিত হয়, হৃদয় অধোমুখে অবস্থিতি করিয়া জাগ্রত অবস্থায় পদ্মের ন্যায় প্রকাশ পাইতে থাকে এবং নিদ্রিতাবস্থায় উহা মুদিত হইয়া থাকে। নিদ্রা বৈষ্ণবীশক্তি, ইহা সকল প্রাণিকেই অভি-ভূত করিয়া থাকে। যে সময় সংজ্ঞাবহ শিরাসমূহ তমপ্রধান শ্লেষ্মার দ্বারা আবৃত হইতে থাকে, সেই সময় তামসী নামে নিদ্রা উপস্থিত হয়। মৃত্যুকালে যে নিদ্রা উপস্থিত হয়, তাহাকে অনববোধিনী নাম্নী নিদ্রা বলে। তমগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের দিবা ও রাত্রি উভয়কালেই নিদ্রা হইয়া থাকে, রজগুণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের বিনা কারণে নিদ্রা উপস্থিত হয়, সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের অর্দ্ধরাত্রে নিদ্রা হয়। যে সকল ব্যক্তিদিগের শ্লেষ্মা ক্ষীণ হইয়াছে, ও যাহাদের বায়ু অতি-শয় প্রবল, এবং যাহাদের মন ও শরীর সন্তাপযুক্ত, সেই সকল ব্যক্তি-দিগের নিদ্রা বিরুদ্ধ নহে। হৃদয় চেতনাস্থান বলিয়া পূর্ব্বে উক্ত হই-য়াছে। হে সুশ্রুত! দেহীদিগের ঐ হৃদয় তম কর্ত্তৃক অভিভূত হইলে দেহীগণ নিদ্রিত হইয়া থাকে। তমই নিদ্রার হেতু এবং সত্ত্বগুণই

জাগরণের হেতু বলিয়া জানিবে। অথবা স্বভাবই নিদ্রা এবং জাগরণের প্রধান হেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রাণীগণ পূর্ব্বজন্মকৃত শুভবিষয় সমূহ নিদ্রিতাবস্থায় রজোগুণযুক্ত মনদ্বারা গ্রহণ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়সমূহ মুগ্ধ হইলে ও অজ্ঞানতা বৃদ্ধি হইলে জীবাত্মা নিদ্রিত না থাকিলেও নিদ্রিতের ন্যায় বলা যাইতে পারে। গ্রীষ্মঋতু ব্যতীত অন্যান্য সকল ঋতুতেই দিবানিদ্রা যাওয়া নিষিদ্ধ বলিয়া জানিবে। কিন্তু বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রীসংসর্গ হেতু কৃশ, ক্ষত, ক্ষীণ, এবং মদ্যপানজনিত উন্মত্ত ব্যক্তি অথবা যানাদি বাহনে কিম্বা পথগমনে পরিশ্রান্ত ব্যক্তি ও অপর কোন কার্য্যের দ্বারা পরিশ্রান্তব্যক্তি এবং অভুক্তব্যক্তি কিম্বা যাহাদের মেদ, ঘর্ম্ম, কফ, রস, রক্ত প্রভৃতির হীনতা দৃষ্ট হয় এবং অজীর্ণরোগী, এই সকল ব্যক্তি দিবসে দুইদণ্ড কাল নিদ্রা যাইবে। যদি কোন কার্য্যবশতঃ রাত্রি জাগরণ করিতে হয়, তাহা হইলে নিদ্রা যাইবার নিয়মিত সময় হইতে যে পরিমিত কাল জাগরণ করিতে হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধপরিমিত কাল দিবসে নিদ্রা যাইবে। দিবানিদ্রা দেহীদিগের পক্ষে ব্যাধিস্বরূপ। দিবানিদ্রাতে অধর্ম্ম এবং সকল দোষের প্রকোপ হইয়া থাকে। দোষের প্রকোপ হইলে কাস, শ্বাস, প্রতিশ্যায়, মস্তকে ভার বোধ, অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি, জ্বর এবং অগ্নিমান্দ্য এইসকল রোগ জন্মিয়া থাকে। রাত্রিকালে জাগরণ করিলে বায়ু ও পিত্তজন্য নানাবিধ উপদ্রব জন্মিয়া থাকে। অতএব দিবানিদ্রা ও রাত্রি জাগরণ পরিত্যাগ করিবে। এই উভয়ই দোষকর বলিয়া জানিবে, সুতরাং পরিমিতরূপে নিদ্রা যাওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। যথোপযুক্ত নিদ্রা যাইলে দেহ রোগশূন্য, বল ও বর্ণযুক্ত হয়, এবং স্থূল বা কৃশ না হইয়া মধ্যভাবে থাকে ও শ্রীমান্ হয়, মন প্রফুল্ল হয় এবং একশতবৎসর কাল জীবিত থাকে। নিদ্রা আয়ত্ত থাকিলে দিবসেই হউক কিংবা রাত্রি কালেই হউক, জাগ্রত থাকিলেই বা নিদ্রিত থাকিলে কোনরূপ দোষ ঘটে না। বায়ুজন্য, পিত্তজন্য, মনস্তাপজন্য, ক্ষয়জন্য এবং অভিঘাতজন্য নিদ্রার নাশ হইয়া থাকে। এই সকল

কারণে নিদ্রানাশ হইলে দোষের বিপরীত ক্রিয়া করিবে, তাহা হইলেই দোষ-প্রকোপ প্রশমিত হইয়া নিদ্রা হইবেক। নিদ্রা না হইলে সর্ব্বাঙ্গে ও মস্তকে অধিক পরিমাণে তৈলাদি মর্দ্দন করিবে এবং গাত্র উদ্বর্ত্তন ও সংবাহনাদি দ্বারা সুস্থ করিবে। শালি তণ্ডুলের ও গোধুমের অন্ন, ইক্ষুরস যুক্ত মধুর ও স্নিগ্ধ দ্রব্য, দুগ্ধ, মাংসরস এবং বিলেশয় বা বিস্কির জাতীয় জন্তুর মাংসযুক্ত দ্রব্য, রাত্রিকালে দ্রাক্ষা, শর্করা ও গুড়যুক্ত দ্রব্য ভোজন করিতে দিবে এবং কোমল ও মনোহর শয্যায় শয়ন এবং আসন প্রভৃতিতে উপবেশন করিবে। এই সকল কার্য্য একেবারে নিদ্রা না হইলে করিরে, নিদ্রা অধিক পরিমাণে হইলে বমন, সংশোধন, উপবাস ও রক্তমোক্ষণ প্রভৃতি করিতে থাকিবে এবং যাহাতে মন অস্থির হয় এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। কফ বা মেদ বিশিষ্ট ব্যক্তি অথবা বিষ-পীড়িত ব্যক্তি রাত্রি জাগরণ করিবে। তৃষ্ণা, শূল, হিক্কা, অজীর্ণ ও অতীসাররোগে দিবা নিদ্রা সমধিক উপকারী। ইন্দ্রিয়সমূহের স্বস্ব বিষয় অর্থাৎ শব্দস্পর্শ প্রভৃতিতে জ্ঞান না থাকা, শরীরের গুরুতা, জৃম্ভা, ক্লান্তি, এবং নিদ্রায় কাতরতা এই সকল তন্দ্রার লক্ষণ। মুখব্যাদন করিয়া বাহিরের বায়ু গ্রহণ করতঃ পুনরায় তাহা চক্ষের জলের সহিত পরিত্যাগ করাকে জৃম্ভা বলে। পরিশ্রম না করিলেও শ্রান্তি বোধ হইলে এবং শ্বাস রোধ হইলে তাহাকে ক্লান্তি বলে। শরীর ক্লান্ত হইলে ইন্দ্রিয় সমূহের কার্য্যের ব্যাঘাত হইয়া থাকে। বমন করিলে আহারীয় দ্রব্য নির্গত না হইয়া হৃদয়ে লালা ও শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া পীড়া বোধ হইলে তাহাকে উৎক্লেশ বলে। মুখের মধুরতা, তন্দ্রা, হৃদয়ের উদ্‌বেষ্টন অর্থাৎ বমনেচ্ছা, ভ্রম এবং অন্নে অরুচি প্রভৃতি হইলে তাহাকে গ্লানি বলে; গাত্র যেন আর্দ্র চর্ম্ম দ্বারা আবৃত এইরূপ বোধ হইলে এবং মস্তক ভার বোধ হইলে তাহাকে গৌরব বলে। পিত্ত, তমগুণ বিশিষ্ট হইলে মূর্চ্ছা এবং রজ গুণবিশিষ্ট হইলে ভ্রম জন্মাইয়া থাকে। বায়ু, তমগুণ বিশিষ্ট হইয়া শ্লেষ্মার সহিত মিলিত হইলে নিদ্রা

হইয়া থাকে। রসজন্য ও বায়ুর আধ্মানজন্য গর্ভ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

গর্ভস্থ শিশুর নাভির মধ্যে জ্যোতি স্থান। এই জ্যোতিস্থানে বায়ু সর্ব্বদা ধমন অর্থাৎ কামারের জাঁতার ন্যায় করিতে থাকে। বায়ুর এইরূপ ধমনে গর্ভস্থ শিশুর শরীর ক্রমশ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। উক্ত ধমিত বায়ু উষ্ণতাসহযোগে দেহের স্রোতপথ সমূহদ্বারা উর্দ্ধ, অধঃ এবং তির্য্যগ্‌ভাগে গমন করে। দৃষ্টি এবং রোমকুপসমূহ কখনই বৃদ্ধি হয় না। মনুষ্যসম্বন্ধে এইনিয়মই নিশ্চয় বলিয়া ধন্বন্তরি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শরীর ক্ষয় হইলেও স্বভাবতই প্রকৃতি হইতে নখ এবং কেশ সমূহ সর্ব্বদা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। দোষ সকল পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে এবং দুই দুইটী করিয়া ও সমস্ত একত্রে মিলিত ভাবে সপ্তপ্রকার প্রকৃতি বলিয়া জানিবে। শুক্র এবং শোণিতের সংযোগ-কালে বায়ু, পিত্ত এবং কফের মধ্যে যে দোষের প্রাবল্য হয়, জীবের প্রকৃতিও সেই দোষ জন্য হয় বলিয়া জানিবে। ঐ সকল বাতাদি প্রকৃতির লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। জাগরণশীল, শীতল দ্রব্যে দ্বেষ, অলক্ষণযুক্ত, মাৎসর্য্যবিশিষ্ট, নীচতা, আস্বাদপ্রিয়তা, হস্ততলের বা পদতলের রক্তবর্ণতা, শ্মশ্রু, নখ এবং কেশের রুক্ষতা, ক্রোধশীলতা, দন্তনখখাদিতা, ধৈর্য্যহীনতা, মিত্রতায় অদৃঢ়তা, কৃতঘ্নতা, শরীরের কৃশতা ও কার্কশ্য, শিরা সমূহদ্বারা ব্যাপ্ততা, বাচালতা, দ্রুতগমন-শীলতা, চাঞ্চল্য, নিদ্রাবস্থায় শূন্যে গমনশীলতা, চঞ্চল বুদ্ধি ও চঞ্চল-দৃষ্টিতা, ধন ও মিত্র সঞ্চয়ে মন্দতা, এবং অসম্বদ্ধভাষিতা, বাত প্রকৃতি মনুষ্য এইসকল লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। অশ্ব, ছাগ, গোমায়ু, শশক, মূষিক, উষ্ট্র, কুক্কুর, গৃধ্র, কাক এবং গর্দ্দভ বাতপ্রকৃতি মনুষ্য এইসকল জন্তুর প্রকৃতির ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। অঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত, দুর্গন্ধযুক্ত, পীতবর্ণ ও শিথিল এবং নখ, চক্ষু, তালু, জিহ্বা, ওষ্ঠ, হস্ত ও পদতল তাম্রবর্ণ, শ্রীভ্রষ্ট, বলিপলিতযুক্ত, কৃশ, বহুভোজী, উষ্ণদ্বেষী, শীঘ্রক্রোধনশীল, ও শীঘ্র শান্তনশীল, মধ্যমবল ও আয়ু-

বিশিষ্ট, মেধাবী, নিপুণবুদ্ধি, যুক্তিপূর্ব্বক কথনশীল, তেজস্বী, যুদ্ধে দুর্দ্দান্ত, নিদ্রাবস্থায় সুবর্ণ, পলাশপুষ্প, কর্ণিকাপুষ্প, অগ্নি, বিদ্যুৎ ও উল্কা দর্শন করে, কাহারও নিকটে নত হয় না, স্মরণাগত ব্যক্তিকে আশ্রয় দান করে, এবং গমনকালে ব্যথিতের ন্যায় গমন করে, পিত্তপ্রকৃতি মনুষ্য এইসকল লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। সর্প, উলূক, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, বিড়াল, বানর, ব্যাঘ্র, ভল্লূক, এবং নকুল, পিত্তপ্রকৃতি মনুষ্যের এইসকল জন্তুর প্রকৃতির ন্যায় প্রকৃতি হইয়া থাকে। দূর্ব্বা, ইন্দীবর, নিস্ত্রিংশ, আদা, অরিষ্ট এবং শরকাণ্ড এই সকলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, শ্রীমান্. প্রিয়দর্শন, মধুর রসপ্রিয়, কৃতজ্ঞ, ধৈর্য্যশীল, সহিষ্ণু, লোভশূন্য, বলবান্, চিরগ্রাহী, অর্থাৎ শীঘ্র কোন কথা বুঝিতে পারে না, শত্রুতা সাধনে সমর্থ, শুক্লবর্ণ চক্ষু, স্থির, কুটীল, ও কৃষ্ণবর্ণ কেশ, লক্ষ্মীমান্, মেঘ, মৃদঙ্গ, অথবা সিংহের ন্যায় শব্দ এবং নিদ্রাকালে পদ্ম, হংস, ও চক্রবাকবিশিষ্ট সরোবর দর্শনশীল, রক্তবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট, সুন্দর গঠন, স্নিগ্ধ, সত্বগুণবিশিষ্ট, ক্লেশসহিষ্ণু, এবং পূজ্য ব্যক্তির সম্মানকারী, এইসকল শ্লেষ্মপ্রকৃতি মনুষ্যের লক্ষণ। শ্লেষ্মপ্রকৃতি মনুষ্যের মিত্র এবং ধন স্থির থাকে এবং শাস্ত্রে দৃঢ়বুদ্ধি জন্মে। ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, বরুণ, সিংহ, অশ্ব, গজ, গো, বৃষ, হংস, শ্লেষ্মাপ্রকৃতি মনুষ্যের এইসকল জন্তুর প্রকৃতির ন্যায় প্রকৃতি হইয়া থাকে। দুই কিম্বা তিনপ্রকৃতি মিলিত হইয়া যে সকল প্রকৃতি জন্মে, তাহা পূর্ব্বোক্ত বাতাদি প্রকৃতির মিশ্রিত লক্ষণ দ্বারা নির্দ্দেশ করিবে। প্রকৃতি স্বভাবত প্রকুপিত, বিকৃত বা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। যদি স্বভাবত ঐ সকল ঘটে, তাহা হইলে আয়ুঃ শেষ হইয়াছে বলিয়া জানিবে। বিষে যে কীট জন্মে, বিষ কর্ত্তৃক তাহার যেমন কোনরূপ অনিষ্ট উৎপাদন হয় না, সেইরূপ প্রকৃতি হইতে জীবের কোনরূপ অনিষ্ট উৎপাদন হয় না। কোন কোন পণ্ডিত ভৌতিক পদার্থকে মনুষ্যদিগের প্রকৃতি বলিয়া থাকেন। ভৌতিক পদার্থের মধ্যে বায়ু, অগ্নি, জল, এইতিনটী প্রকৃতির বিষয় বলিয়া

জানিবে। পার্থিব প্রকৃতি হইলে শরীর দৃঢ় ও বিপুল এবং ক্ষমাশীল হইয়া থাকে। আকাশীয় প্রকৃতি হইলে পবিত্রমনা ও দীর্ঘায়ুবিশিষ্ট হয়। শৌচ, আস্তিক্য (ধর্ম্মে বিশ্বাস) বেদাভ্যাস, গুরুপূজা, অতিথি-প্রিয়তা এবং যজ্ঞ, এইসকল ব্রহ্মকায়ের লক্ষণ, মহাশয়ত্ব, বীর্য্য, প্রভুত্ব, শাস্ত্রে নিপুণবুদ্ধিতা, ভৃত্যপ্রতিপালনশীল এইসকল মহেন্দ্র কায়ের লক্ষণ। শীতলদ্রব্য সেবন, ধৈর্য্যশীলতা, পিঙ্গলবর্ণতা, কেশের কপিলতা (নীল মিশ্রিত পীতবর্ণ হওয়া) এবং প্রিয়ভাষিতা এইসকল বারুণ প্রকৃতির লক্ষণ। মধ্যস্থতা, ধৈর্য্যশীলতা, ধন উপার্জ্জন ও সঞ্চয়কারিতা, এবং নূতন কৌশল আবিষ্কার করিতে ইচ্ছা, এইসকল কৌবের কায়ের লক্ষণ। গন্ধদ্রব্যে, পুষ্পমালায় এবং নৃত্যবাদ্যাদিতে একান্তপ্রিয়তা ও বিহারশীলতা এইসকল গন্ধর্ব্ব কায়ের লক্ষণ। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, উপস্থিতমাত্র কার্য্যনির্ব্বাহ করা, দৃঢ়সংকল্প পূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া, ভয়শূন্যতা, মেধাবী ও শুচি হওয়া, এবং ক্রোধ, মোহ, ভয়, ও হিংসা বর্জ্জিত হওয়া এই-সকল যমপ্রকৃতির লক্ষণ। জপ, ব্রত, ব্রহ্মচর্য্য, হোম, অধ্যয়ন, এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানসম্পন্ন হওয়া এই সকল ঋষিসত্ত্বের লক্ষণ। এই সপ্তপ্রকার সাত্বিক প্রকৃতির বিষয় বলা হইল। এখন রাজসিক প্রকৃতির বিষয় বলা যাইতেছে শ্রবণ কর। ধনশালী, ভয়ঙ্কর, শূর, অতিশয় অসূয়াকারী, একাহারী, এবং উদরপরায়ণ এইসকল লক্ষণবিশিষ্ট পুরুষকে অসুর প্রকৃতিবিশিষ্ট পুরুষ বলে। অধিক পরিশ্রমকারী, ভীরু, অতিশয় মায়াবী, গমনে কিম্বা অপর কোন কার্য্যাদিতে চঞ্চল, এইসকল লক্ষণবিশিষ্ট পুরুষকে সর্প প্রকৃতিবিশিষ্ট পুরুষ বলে। অভিলষিত বিষয় সিদ্ধি করিতে তৎপর, অতিশয় ভোজনশীল, ক্রোধ-শীল ও চঞ্চল এই সকল পুরুষ শাকুন প্রকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া জানিবে। কার্য্যে আগ্রহাতিশয়, ভয়জনক, বাহিরে ধর্ম্মশীল, অতিশয় চঞ্চল, এবং তমোগুণবিশিষ্ট, এইসকল লক্ষণযুক্ত পুরুষকে রাক্ষসপ্রকৃতি পুরুষ বলিয়া জানিবে। উচ্ছিষ্ট আহার করা, উগ্রস্বভাব, অতিরিক্ত সাহস,

স্ত্রী বিষয়ে লোভ, এবং নির্লজ্জতা, এই সকল পৈশাচিক প্রকৃতির লক্ষণ। কার্য্যের বিশৃঙ্খলতা, আলস্য, দুঃখশীলতা, অসূয়াকারী, লোভ এবং কৃপণ, এই সকল প্রেত প্রকৃতির লক্ষণ। এই ছয় প্রকার রাজসিক প্রকৃতির লক্ষণ। তামসিক প্রকৃতির লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। মেধা না থাকা, অনিদ্রা, নিত্যস্ত্রীসংসর্গকারিতা, নিরাকরিষ্ণুতা, এইসকল পাশব প্রকৃতির লক্ষণ বলিয়া জানিবে। চাঞ্চল্য, মূর্খতা, ভীরুতা, জলপানে সমধিক অভিলাষ, পরস্পর অভিমর্দ্দন, এই সকল মৎস্য প্রকৃতির লক্ষণ। একস্থানে নিত্যবাস, একমাত্র আহারে রত, এইসকল বনস্পতি প্রকৃতির লক্ষণ। এইসকল প্রকৃতিবিশিষ্ট পুরুষ সত্বগুণ ও ধর্ম্ম, কাম, ও অর্থ বর্জ্জিত। তামসিক প্রকৃতি তিন প্রকার বলা হইল। শরীরের প্রকৃতি অবগত হইয়া প্রকৃতির অনুরূপ চিকিৎসা করিবে। উপরি উক্ত প্রকৃতিসমূহ সত্ত্ব, রজ এবং তমগুণ হইতে উৎপন্ন। প্রকৃতিসমূহ লক্ষণের সহিত বলা হইল, চিকিৎসকগণ ঐ সকল লক্ষণ চিন্তা করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবেন।

ইতি চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা শরীর সংখ্যার বিষয় বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করিতেছি। স্বকীয় প্রকৃতির বিকারস্বরূপ যে শুক্র ও শোণিত, সেই শুক্র শোণিত গর্ভাশয়ে সংমূর্চ্ছিত হইয়া গর্ভ এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই গর্ভ চেতন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, বায়ুকর্ত্তৃক বিভাগীকৃত, তেজকর্ত্তৃক পক্ক, জলকর্ত্তৃক রসবিশিষ্ট, পৃথিবী কর্ত্তৃক সংহত এবং আকাশ কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এইপ্রকারে বর্দ্ধিত গর্ভের যখন হস্ত, পাদ, জিহ্বা, নাসিকা, কর্ণ, এবং নিতম্ব প্রভৃতি অঙ্গসমূহ প্রকাশিত হয়, সেই সময় গর্ভ, "শরীর" এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শরীর ছয় অঙ্গবিশিষ্ট যথা—হস্তদ্বয়, পাদদ্বয়, এবং মধ্যভাগ ও মস্তক।

অনন্তর প্রত্যঙ্গ সমূহের বিষয় বলা যাইতেছে। মস্তক, উদর, পৃষ্ঠ, নাভি, ললাট, নাসিকা, চিবুক, বস্তি, গ্রীবা, এই সকল প্রত্যেকে এক একটী। কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা, ভ্রূ, শঙ্খ, অংশ, গণ্ড, কক্ষ, স্তন, মুষ্ক, পার্শ্ব, নিতম্ব, জানু, বাহু, এবং উরু এইসকল প্রত্যেকে দুই দুইটী। অঙ্গুলি বিংশতি, স্রোতসমূহ পরে বলা যাইতেছে। প্রত্যঙ্গ সমূহের বিভাগ এইরূপে কথিত হইল। প্রত্যঙ্গ সমূহের সংখ্যা যথা—ত্বক্, কলা, ধাতুসমূহ, মল, দোষসমূহ, যকৃৎ, প্লীহা, ফুস্ফুস্, উণ্ডুক, হৃদয়, আশয়, অন্ত্র, বৃক্কক্, স্রোতসমূহ, কণ্ডরা, জাল, রজ্জু, সেবনী, সংঘাত, সীমন্ত, অস্থি, সন্ধি, স্নায়ু, পেশী, মর্ম্ম, শিরা, ধমনী, এবং যোগবহ স্রোতসমূহ। ত্বক্ সাতটী. কলা সাতটী, আশয় সাতটী, ধাতু সাতটী, শিরা একশত সাতটী, পেশী একশত পাঁচটী, স্নায়ু একশত নয়টী, অস্থি একশত তিনটী, সন্ধি দুইশত দশটী, একশত সাতটী মর্ম্ম, চব্বিশটী ধমণী, তিনপ্রকার দোষ, তিন প্রকার মল এবং নয়টী দ্বার সংক্ষেপত এই সকল বলা হইল। অতঃপর বিস্তার পূর্ব্বক বলা যাইতেছে। ত্বক্, কলা, ধাতু ও মল, দোষ, যকৃৎ, প্লীহা, ফুস্ফুস্, উণ্ডুক, হৃদয় এবং যকৃৎ, এই সকল সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। বাতাশয়, পিত্তাশয়, শ্লেষ্মাশয়, রক্তাশয়, আমাশয়, পক্বাশয়, এবং মূত্রাশয় এইসাতটী আশয়, স্ত্রীলোকদিগের ইহা হইতে গর্ভাশয় নামক একটী অতিরিক্ত আশয় আছে। সুতরাং স্ত্রীলোকদিগের আশয় আটটী এবং পুরুষের আশয় সাতটী। পুরুষদিগের অন্ত্রি সাড়েতিন ব্যাম, স্ত্রীলোকদিগের অন্ত্রি তিন ব্যাম, শ্রবণ, নেত্র, বদন, ঘ্রাণ, মলদ্বার এবং মেঢ্র, পুরুষের শরীরে এই নয়টী দ্বার আছে। স্ত্রীলোকদিগের শরীরে এই কয়েকটী বহির্দ্বার ব্যতীতও অপর তিনটী দ্বার আছে, স্তনদ্বয় ও অধদেশে রক্তবহ দ্বার আছে। কণ্ডরা ষোড়শ যথা—হস্ত, পদ, গ্রীবা এবং পৃষ্ঠ এই সকলের প্রত্যেকস্থানে চারিটী করিয়া কণ্ডরা আছে, হস্তও পাদস্থিত কণ্ডরা হইতে নখ জন্মে, গ্রীবা ও হৃদয়ের অধভাগস্থ কণ্ডরা হইতে মেঢ্র জন্মে এবং শ্রোণি, পৃষ্ঠ ও নিতম্বস্থিত কণ্ডরা হইতে বিম্ব জন্মে

মাংসজাল, শিরাজাল, স্নায়ুজাল এবং অস্থিজাল, এইসকলের প্রত্যেকে চারিটী করিয়া জাল আছে, এইসকল প্রত্যেকে পরস্পর সংশ্লিষ্ট হওত পরস্পরের ছিদ্রের সহিত মিলিত হইয়া মণিবন্ধ হইতে গুল্‌ফ পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়া থাকে। কূর্চ্চ ছয়টী যথা—দুই হস্তে দুইটী, দুই পাদে দুইটী, গ্রীবা এবং মেঢ্রে এক একটী। প্রধান মাংসরজ্জু চারিটী, পৃষ্ঠদণ্ডের উভয় পার্শ্বে পেশী বন্ধনার্থ দুইটী ও ঐ দণ্ডের বাহিরে ও অভ্যন্তরে দুইদিকে দুইটী। সেবনী সাতটী, মস্তকে পাঁচটী এবং জিহ্বা ও উপস্থে এক একটী। শরীরে শস্ত্রপ্রয়োগকালে তাহাদিগকে সাবধানপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ যাহাতে ঐ সেবনীতে না লাগে; এইরূপভাবে শস্ত্র প্রয়োগ করিবে। অস্থির সংঘাত চৌদ্দটী যথা—গুল্‌ফ, জানু ও বঙ্ক্ষণদেশে তিনটী, এইরূপ সন্ধিদেশে তিনটী, বাহুদ্বয়ে ছয়টী এবং কটি ও মস্তকে এক একটী। সীমন্ত চৌদ্দটী, অর্থাৎ অস্থিসংঘাতের সংখ্যা যত, সীমন্তের সংখ্যাও তত। যেহেতু অস্থিসংঘাতের স্থানেই সীমন্ত থাকে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, অস্থিসংঘাত আঠারটী। আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন যে, অস্থির সংখ্যা তিনশত ছয়, কিন্তু শল্যতন্ত্রে উক্ত আছে যে, অস্থি তিনশত। হস্ত ও পাদে একশত বিংশতিখণ্ড অস্থি। শ্রোণি, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষ এইসকল স্থানে একশত সপ্তদশখণ্ড এবং গ্রীবার ঊর্দ্ধভাগে ত্রিষষ্টি (৬৩) খণ্ড; পায়ের অঙ্গুলির প্রত্যেকে তিনটী করিয়া পঞ্চদশটী; তল, কূর্চ্চ এবং গুল্‌ফদেশে দশটী, পার্ষ্ণিদেশে একটী, জঙ্ঘাতে দুইটী, জানুদেশে একটী ও উরুতে একটী, এইরূপে প্রত্যেক শক্‌থিদেশে ত্রিশখণ্ড করিয়া ষষ্টিখণ্ড অস্থি আছে, বাহুদ্বয়েও ঐরূপ ত্রিশখণ্ড করিয়া ষষ্টিখণ্ড অস্থি আছে। কটীদেশে পাঁচখণ্ড অস্থি আছে। এইসকলের মধ্যে গুহ্যদেশ, যোনিদেশ এবং নিতম্বদ্বয়ে চারিখণ্ড ও কটিদেশের নিম্নভাগে ত্রিকস্থানে একখণ্ড, প্রত্যেক পার্শ্বে ষটত্রিংশৎ (৩৬) খণ্ড, পৃষ্ঠদেশে ত্রিশখণ্ড, বক্ষঃস্থলে আটখণ্ড, অক্ষ নামক দেশে দুই খণ্ড, গ্রীবাদেশে নয়খণ্ড, কণ্ঠদেশে চারিখণ্ড, হনুদ্বয়ে দুইখণ্ড, দন্তে দ্বাত্রিংশৎখণ্ড, নাসি-

কাতে তিনখণ্ড, তালুতে একখণ্ড ; গণ্ড, কর্ণ ও শঙ্খদেশে এক একখণ্ড এবং মস্তকে ছয়খণ্ড। অস্থি পাঁচপ্রকার যথা—কপাল, রুচক, তরুণ, বলয় এবং নলক। জানু, নিতম্ব, স্কন্ধ, গণ্ড, তালু, শঙ্খ এবং মস্তক। এই সকল স্থানের অস্থিখণ্ড সমূহকে কপাল নামক অস্থি বলে ; দন্তের অস্থি খণ্ডকে রুচক বলে। নাসিকা, কর্ণ, গ্রীবা এবং চক্ষুকোষস্থিত অস্থি-খণ্ডকে তরুণ নামক অস্থি বলে ; হস্ত, পাদ, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, উদর এবং বক্ষ এইসকল স্থানস্থিত অস্থিসমূহকে বলয় নামক অস্থি বলে। অবশিষ্ট অস্থিসমূহকে নলক নানক অস্থি বলে। বৃক্ষ যেরূপ অভ্য-ন্তরস্থিত সারভাগ আশ্রয় করত অবস্থিতি করিয়া থাকে, সেইরূপ অস্থিসার আশ্রয় করত দেহ অবস্থিতি করিয়া থাকে। সুতরাং শরী-রের ত্বক্ এবং মাংস প্রভৃতি বিনষ্ট হইলেও অস্থির বিনাশ হয় না। অস্থি-সমূহই দেহের সার পদার্থ ; শিরা ও স্নায়ুদ্বারা মাংসসমূহ অস্থিতে সম্বদ্ধ থাকে। অতএব অস্থি অবলম্বন করিয়া থাকাতেই মাংস শীর্ণ বা পতিত হইতে পারে না। সন্ধি দুইপ্রকার ক্রিয়াবিশিষ্ট এবং স্থির ; হস্ত, পাদ, হনু এবং কটি এইসকল স্থানের সন্ধিসমূহ ক্রিয়াবিশিষ্ট, অবশিষ্ট সন্ধিসমূহ নিশ্চল। সন্ধির সংখ্যা। দুই শত দশ এই সকলের মধ্যে হস্তে ও পাদে অষ্টষষ্টি (৬৮) কোষ্ঠদেশে একোনষষ্টি (৫৯) গ্রীবার উর্দ্ধদেশে ত্র্যশীতি (৮৩) প্রত্যেক পাদাঙ্গুলীতে তিনটী করিয়া ও বৃদ্ধাঙ্গুলীতে দুইটী করিয়া চতুর্দ্দশটী। জানু, গুল্ফ এবং বঙ্ক্ষণ এই কয়েকটী স্থানে প্রত্যেকে এক একটী সন্ধি অবস্থিতি করে। এইপ্রকার এক একটী পার্শ্বে সপ্তদশ (১৭) সংখ্যক সন্ধি আছে, অপর পাদদ্বয়ে ও বাহুদ্বয়ে এই প্রকার সন্ধি আছে। কটি ও কপাল-দেশে তিনটী, পৃষ্ঠদেশে চতুর্ব্বিংশতিটী (২৪) উভয় পার্শ্বেও চতুর্ব্বিং-শতিটী ; বক্ষস্থলে এবং গ্রীবাদেশে আটটী, কণ্ঠদেশে তিনটী, নাড়ী, হৃদয় এবং ক্লোমস্থানে অষ্টাদশটী, দন্তসন্ধির পরিমাণ দন্তমূল অর্থাৎ যে কয়েকটী দন্তমূল সেই কয়েকটী দন্তসন্ধি। কাকলকে অর্থাৎ কণ্ঠদেশে একটী, নাসিকাতে একটী, চক্ষুদ্বয়ে দুইটী, গণ্ড, কর্ণ ও

শঙ্খদেশে এক একটী, হনু সন্ধি দুইটী, ভ্রূর উপরিভাগে দুইটী, শঙ্খদ্বয়ে দুইটী, মস্তকের খুলিতে পাঁচটী এবং মূর্দ্ধদেশে একটী। এইসকল সন্ধি আটপ্রকার। কোর, উদুখল, সামুদ্গ, প্রতর, তুন্নসেবনী, বায়সতুণ্ড, মণ্ডল এবং শঙ্খাবর্ত্ত। অঙ্গুলি, মণিবন্ধ, গুল্‌ফ, জানু ও কূর্পর এইসকল স্থানের সন্ধিকে কোর নামক সন্ধি বলে। কক্ষ, বঙ্ক্ষণ এবং দশনের সন্ধিকে উদুখল নামক সন্ধি বলে। স্কন্ধ, মলদ্বার, যোনিদেশ এবং নিতম্ব এই সকল স্থানের সন্ধিকে সামুদ্গ নামক সন্ধি বলে। গ্রীবা ও পৃষ্ঠদণ্ডের সন্ধিকে প্রতর নামক সন্ধি বলে। মস্তক, কটি ও কপালদেশের সন্ধিকে তুন্নসেবনী নামক সন্ধি বলে। হনুদ্বয়ের সন্ধিকে বায়সতুণ্ড নামক সন্ধি বলে। কণ্ঠ, হৃদয়, চক্ষু, ক্লোম এবং নাড়ীর সন্ধিকে মণ্ডল নামক সন্ধি বলে। কর্ণ এবং শৃঙ্গাটকের সন্ধিকে শঙ্খাবর্ত্ত নামক সন্ধি বলে। এইসকল সন্ধির নামদ্বারাই আকারের বিষয় একপ্রকার বলা হইল। যে সকল সন্ধির বিষয় বলা হইল, তাহা কেবল অস্থিসন্ধি সম্বন্ধীয় বলিয়াই জানিবে, যেহেতু পেশী, স্নায়ু, শিরা প্রভৃতির সন্ধির সংখ্যা নাই। স্নায়ু নয়শত, এইসকলের মধ্যে হস্তে ও পাদে ছয়শত, কোষ্ঠদেশে দুইশত ত্রিশ, গ্রীবা ও তাহার ঊর্দ্ধদেশে সপ্ততি (৭০) প্রত্যেক পাদাঙ্গুলিতে ছয়টী করিয়া সমুদায়ে ত্রিশটী; তলকূর্চ্চ ও গুল্‌ফদেশে ত্রিশটী, জঙ্ঘাতে ত্রিশটী, জানুদেশে দশটী, উরুদেশে চল্লিশটী, বঙ্ক্ষণদেশে দশটী এইরূপে প্রত্যেকে দেড়শত করিয়া দুই পায়ে তিনশত স্নায়ু আছে; বাহুদ্বয়েও তিনশত স্নায়ু আছে। কটিদেশে ষষ্টি (৬০) সংখ্যা এবং মূর্দ্ধদেশে চতুস্ত্রিংশৎ (৩৪) সংখ্যক স্নায়ু আছে, সমস্তে নয়শত স্নায়ু। স্নায়ু চারিপ্রকার যথা—প্রতানবতী অর্থাৎ শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট, বৃত্ত (গোল); পৃথু (স্থূল) এবং শুষির (ছিদ্রবিশিষ্ট)। হস্তপাদএবং সন্ধিস্থানের স্নায়ুসমূহই প্রতানবতী, কণ্ডরায় স্নায়ুসমূহ বৃত্ত অর্থাৎ গোল। আমাশয় ও পক্কাশয়ের অন্তভাগে এবং বস্তিদেশের স্নায়ুসমূহ শুষির। পার্শ্বদেশ, বক্ষ, পৃষ্ঠ এবং মস্তকের স্নায়ু পৃথু। কাষ্ঠফলক সমূহ বহুবিধ বন্ধনদ্বারা সংশ্লিষ্ট থাকিলে যেমন

জলে মনুষ্যের ভারবহনে সমর্থ হয়, সেইরূপ শরীরের সন্ধিসমূহও স্নায়ুদ্বারা সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ বদ্ধ থাকিলে মনুষ্যের ভারবহন করিতে সমর্থ হয়। অস্থি, পেশী, শিরা কিম্বা সন্ধি বিনষ্ট হওয়া অপেক্ষা স্নায়ুর বিনষ্ট হইলে মনুষ্যের সমধিক অনিষ্ট হইয়া থাকে। শরীরের বাহ্য ও অভ্যন্তরস্থিত স্নায়ুসমূহ যিনি পরিজ্ঞাত আছেন, তিনিই দেহ হইতে অতিশয় গূঢ় শল্যও বাহির করিতে সমর্থ হন। পেশী পাঁচশত, হস্ত-পাদে চারিশত, কোষ্ঠদেশে ষট্‌ষষ্টি (৬৬) গ্রীবা ও উহার ঊর্দ্ধদেশে চতুস্ত্রিংশৎ (৩৪)। প্রত্যেক অঙ্গুলিতে তিনটী করিয়া সমুদায়ে পনরটী, পায়ের উপরিভাগে দশটী, কূর্চ্চদেশে দশটী, পদতলে ও গুল্‌ফদেশে দশটী, গুল্‌ফ ও জানু এই উভয়ের মধ্যস্থানে বিংশতিটী, জানুদেশে পাঁচটী, উরুদেশে বিংশতিটী এবং বঙ্ক্ষণদেশে দশটী, প্রত্যেক পাদে একশত করিয়া দুই পাদে দুই শত পেশী, হস্তদ্বয়ের পেশীরও এইরূপ সংখ্যা, গুহ্যদেশে তিনটী, মেঢ্রদেশে একটি এবং মেঢ্রদেশের সেবনীর স্থানে একটি, মুষ্কদ্বয়ে দুইটি, দুই নিতম্বে পাঁচটী করিয়া দশটি, বস্তির উপরিভাগে দুইটী, উদরে পাঁচটি, নাভিদেশে একটী, পৃষ্ঠের ঊর্দ্ধ-ভাগে পাঁচটি করিয়া দশটী দীর্ঘভাবে অবস্থিত, উভয়পার্শ্বে ছয়টী, বক্ষস্থলে দশটি, স্কন্ধদেশের সন্ধির চারিদিকে সাতটি, হৃদয়ে ও আমা-শয়ে দুইটি, যকৃৎ, প্লীহা ও উণ্ডুকে ছয়টি, গ্রীবাদেশে চারিটি, হনুতে আটটি, কাকলকে ও গলদেশে একটি করিয়া দুইটি, তালুদেশে দুইটি, জিহ্বাতে একটি, ওষ্ঠদ্বয়ে দুইটি, নাসিকাতে দুইটি, চক্ষুদ্বয়ে দুইটি, গণ্ডদ্বয়ে চারিটি, কর্ণদ্বয়ে দুইটি, ললাটে চারিটি এবং মস্তকে একটি, এইপ্রকারে শরীরে পাঁচশত পেশী আছে। শরীরের শিরা, স্নায়ু, অস্থি, পর্ব্ব এবং সন্ধিসমূহ পেশীর দ্বারা ব্যাপ্ত থাকাবশতই কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের ইহা অপেক্ষা অতিরিক্ত বিংশতিটি পেশী আছে। তন্মধ্যে যৌবনকালে পাঁচটি করিয়া দশটি পেশী বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অপত্যপথে চারিটি, উক্ত চারিটির মধ্যে অপত্যপথের মুখে দুইটি ও বাহিরে দুইটি, গর্ভছিদ্রে তিনটি এবং শুক্র শোণিতের

প্রবেশের পথে তিনটি, পিত্ত এবং পক্বাশয়ের মধ্যে যেস্থানে গর্ভ থাকে, সেই স্থানের পেশী, সন্ধি, অস্থি, শিরা ও স্নায়ু প্রভৃতি ঐ গর্ভাশয়কে আবৃত করিয়া রাখে। পুরুষের মুষ্কদেশে যে সকল পেশী আছে, সেই সকল পেশী স্ত্রীলোকের ঐ সকল পেশীর অন্তর্ভূত। পরন্তু ঐ সকল পেশী গর্ভাশয় আবৃত করিয়া থাকে। মর্ম্ম, শিরা, ধমনী ও দ্বার এইসকল বিষয়ের বিস্তর বিবরণ স্থানান্তরে বর্ণিত হইবে। শঙ্খের নাভীর আকৃতির ন্যায় যোনির অভ্যন্তরে তিনটি রেখা আছে, ঐ রেখাত্রয়ের নাম আবর্ত্ত, ঐ আবর্ত্তের তৃতীয় আবর্ত্তে গর্ভাশয় অবস্থিতি করে, রোহিতমৎস্যের মুখের যেরূপ আকার ও বিস্তৃতি, গর্ভাশয়েরও সেইরূপ আকৃতি ও বিস্তৃতি বলিয়া জানিবে। গর্ভাশয়ের অভ্যন্তরে গর্ভ ঈষৎ বক্রমুখ হইয়া অবস্থিতি করে এবং ঐ গর্ভ গর্ভাশয়ে মুখের দিকে মুখ রাখিয়া শয়ন করিয়া থাকে, সুতরাং স্বভাবতই প্রসবকালীন শিশুর মস্তক অগ্রে নির্গত হইয়া থাকে। শরীরের ত্বক্ প্রভৃতি যেসকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিষয় বলা হইল, শল্যশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে ঐ সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কিছুই বর্ণন করা যায় না। শল্যশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে মৃতদেহের শোধন করত অঙ্গসমূহ ও তাহাদিগের উপযোগী দ্রব্যসমূহ নির্ণয় করা আবশ্যক, যেহেতু শাস্ত্র এবং প্রত্যক্ষ এই উভয়প্রকারে দৃষ্ট হইলে জ্ঞান সমধিক বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব যে শরীরের কোনঅঙ্গ বিষের দ্বারা পীড়িত বা দীর্ঘকাল স্থায়ী ব্যাধির দ্বারা পীড়িত না হইয়াছে ও একশত বৎসরের ন্যূন বয়সের মৃতদেহ লইয়া অন্ত্র ও পুরীষ নিঃসারিত করিয়া স্রোতরহিত নদীতে মুঞ্জবৃক্ষের বল্কল, কুশ, শণ প্রভৃতির যে কোন একটি দ্বারা ঐ মৃত শরীর বন্ধন করত নির্জ্জন স্থানে পচাইবার জন্য রাখিয়া দিবে, পরে উহা উত্তমরূপ পচিলে সপ্তাহ. পরে বেনারমূল অথবা বাঁশের ছালের কুচিদ্বারা ঐ শরীরের ত্বক্প্রভৃতি আস্তে আস্তে গ্রহণ করিতে থাকিবে। ইহাতে শরীরের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক বিশেষ বিশেষ অঙ্গসমূহ উত্তমরূপে দৃষ্ট

হইবে, দেহস্থ সূক্ষ্মতম বিষয়সমূহ জ্ঞানচক্ষু বা তপশ্চক্ষু ব্যতীত সাধারণ চক্ষুর দৃষ্টিগোচর নহে, অতএব শরীরে ও শাস্ত্রে সকল বিষয়ে যিনি ঐক্য করিয়া দেখেন, তিনিই প্রকৃত চিকিৎসা-বিষয় বিশারদ বলিয়া জানিবে। দর্শন এবং শ্রবণদ্বারা সন্দেহ সমূহের মীমাংসা করা চিকিৎসকের একান্ত কর্ত্তব্য।

ইতি পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা প্রত্যেক মর্ম্মস্থানের বিষয় বর্ণন করিতেছি, মর্ম্মস্থান একশত সাতটী। এই মর্ম্ম পাঁচপ্রকার যথা মাংসমর্ম্ম, শিরামর্ম্ম, স্নায়ুমর্ম্ম, সন্ধিমর্ম্ম ও অস্থিমর্ম্ম। এই কয়েকপ্রকার মর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন প্রকার মর্ম্ম দৃষ্ট হয় না। মাংসমর্ম্ম একাদশ (১১) প্রকার, শিরামর্ম্ম একচত্বারিংশৎ (৪১), স্নায়ুমর্ম্ম সপ্তবিংশতি (২৭) এই সমুদয় একশত সাতটী মর্ম্মস্থান। এই সকলের মধ্যে প্রত্যেক পায় ও প্রত্যেক হস্তে একাদশটী, উদরে ও বক্ষস্থলে দ্বাদশটি, পৃষ্ঠে চতুর্দ্দশটি এবং গ্রীবা ও উহার ঊর্দ্ধদেশে সপ্তত্রিংশতটি (৩৭) ক্ষিপ্র, তলহৃদয়, কুর্চ্চ, কূর্চ্চশির, গুল্ফ, জানু,, ক্ষুদ্রবস্তি, উরু, লোহিতাক্ষ এবং বিটপ প্রত্যেকপাদে এই একাদশটি করিয়া মর্ম্ম আছে। উদর ও বক্ষদেশস্থ মর্ম্ম যথা—গুদ, বস্তি, নাভি, হৃদয়, স্তনমূল, স্তনরোহিত, অপলাপ এবং অপস্তম্ভ। পৃষ্ঠদেশস্থ মর্ম্ম যথা—কটিক, তরুণ, কুকুন্দর, নিতম্ব, পার্শ্বসন্ধি, বৃহতী, অংশফলক এবং অংশদ্বয়। বাহুস্থিতমর্ম্ম যথা—ক্ষিপ্র, তলহৃদয়, কুর্চ্চ, কুর্চ্চশীর, মণিবন্ধ, ইন্দ্রবস্তি, কূর্পর, আণি, উর্ব্বি, লোহিতাক্ষ এবং কক্ষধর। স্কন্ধসন্ধির উপরিস্থ মর্ম্ম যথা—ধমনি চারিটি, মাতৃকা আটটি, কৃকাটিকা দুইটি, বিধূর দুইটী, ফল দুইটি, অপাঙ্গ দুইটি, আবর্ত্ত দুইটি, উৎক্ষেপ দুইটি, সঙ্খ দুইটি, স্থপনি একটি, সীমন্ত পাঁচটি, শৃঙ্গাটক চারিটি এবং

অধিপতি একটি, এই সাইত্রিশটি মর্ম্মস্থান স্কন্ধসন্ধির উপরিভাগে অবস্থিত। এইসকল মর্ম্মের মধ্যে তল, হৃদয়, ইন্দ্রবস্তি, গুহ্য, মণ্ডল এবং স্তনরোহিত এই কয়েকটি মাংসমর্ম্ম। নীলা, ধমনী, মাতৃকা, শৃঙ্গাটক, অপাঙ্গ, স্থপনী, ফল, স্তনমূল, অপলাপ, অপস্তম্ভ, হৃদয়, নাভি, পার্শ্বসন্ধি, বৃহতী, লোহিতাক্ষ এবং উর্ব্বী এই কয়েকটি শিরামর্ম্ম। আনি, বিটপ, কক্ষধর, কূর্চ্চ, কূর্চ্চশীর, বস্তি, ক্ষিপ্র, অংশ, বিধূর এবং উৎক্ষেপ এই কয়েকটি স্নায়ুমর্ম্ম। কটিক, তরুণ, নিতম্ব, অংশফলক এবং শঙ্খ এই কয়েকটি অস্থিমর্ম্ম। জানু, কূর্পর, সীমন্ত, অধিপতি, গুল্‌ফ, মণিবন্ধ, কুকুন্দর, আবর্ত্ত এবং কৃকাটিকা, এই কয়েকটি সন্ধিমর্ম্ম। এই সকল মর্ম্ম পাঁচপ্রকারে বিভক্ত যথা—সদ্য প্রাণনাশক, কালান্তরে প্রাণ বিনাশক, বিশল্যঘ্ন অর্থাৎ যে স্থানের শল্য বাহির করিলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। বৈকল্যকর, অর্থাৎ যাহার দ্বারা কোন অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গের বিকৃতি হয়, এবং পীড়াকর। উনিশটিমর্ম্ম সদ্য প্রাণবিনাশক, তেত্রিশটি কালান্তরে প্রাণবিনাশক, তিনটি বিশল্যঘ্ন, চুয়াল্লিশটি বৈকল্যকর এবং আটটি পীড়াকর মর্ম্ম। হৃদয়, বস্তি, নাভি, শৃঙ্গাটক, অধিপতি, শঙ্খদ্বয়, কণ্ঠশীর এবং গুদ, এইসকল মর্ম্মস্থান আহত হইলে সদ্যই প্রাণবিনাশ হইয়া থাকে। বক্ষমর্ম্ম, সীমন্ত, তল, ক্ষিপ্র, ইন্দ্রবস্তি, কটিক, তরুণ, পার্শ্বসন্ধি, বৃহতী এবং নিতম্ব এইসকল মর্ম্মস্থানে কোনরূপ আঘাত লাগিলে কালান্তরে প্রাণবিনাশ হইতে পারে। উৎক্ষেপ এবং স্থপনী এই দুইটি মর্ম্ম বিশল্যঘ্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। লোহিতাক্ষ, জানু, উর্ব্বী, কূর্চ্চ, বিটপ, কূর্পর, কুকুন্দরদ্বয়, কক্ষধরদ্বয়, বিধূরদ্বয়। কৃকাটিকা, অংশ, অংশফলক, অপাঙ্গনীলাদ্বয়, মন্যাদ্বয়, ফণদ্বয় এবং আবর্ত্তদ্বয় এইসকল মর্ম্ম আহত হইলে অঙ্গবিশেষ বা প্রত্যঙ্গ বিশেষ বিকৃত হইয়া থাকে। গুল্‌ফদ্বয়, মণিবন্ধদ্বয় এবং কূর্চ্চশীর চারিটি এই আটটি মর্ম্মস্থান আহত হইলে অত্যন্ত পীড়া উপস্থিত হয়। বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক এই আটটি মর্ম্মকে অত্যন্ত পীড়াকর বলিয়া জানিবেন। ক্ষিপ্রমর্ম্মসমহ বিদ্ধ হওয়া

মাত্রেই প্রাণবিনাশ হয় অথবা কালান্তরে প্রাণবিনষ্ট হইয়া থাকে। মাংস, শিরা, স্নায়ু, অস্থি এবং সন্ধি এইসকলের একত্র মিলনস্থানকে মর্ম্মস্থান বলে। স্বভাবতই এইসকল মর্ম্মস্থানে প্রাণ অবস্থিতি করে। সুতরাং ঐ সকল মর্ম্মস্থান আহত হইলে পূর্ব্বোক্ত সেই সেই ফলসমূহ উৎপন্ন হয়। এইসকল মর্ম্মের মধ্যে সদ্যপ্রাণহর মর্ম্মসমূহ অগ্নি গুণবিশিষ্ট। ঐ সকল মর্ম্মের অগ্নিগুণের হ্রাস হইলে অতিশীঘ্রই প্রাণবিনষ্ট হইয়া থাকে। যেসকল মর্ম্মস্থান আহত হইলে কালান্তরে প্রাণবিনাশ হয়, সেই সকল মর্ম্মস্থান সৌম্য এবং আগ্নেয় এই উভয় গুণবিশিষ্ট। এই উভয়গুণ ক্ষীণ হইলে ক্রমশঃ প্রাণনাশ হইয়া থাকে। যেসকল মর্ম্ম বিশল্যপ্রাণনাশক, সেইসকল মর্ম্ম বায়ু গুণাধিক্য। যে পর্য্যন্ত শল্যের মুখরুদ্ধ থাকিয়া অভ্যন্তর বায়ুদ্বারা পরিপূর্ণ থাকে, সেই পর্য্যন্ত রোগী জীবিত থাকে। শল্য বাহিরে টানিয়া বাহির করিলেই বায়ু নিঃসৃত হয় সুতরাং যে পর্য্যন্ত শল্য অভ্যন্তরে থাকে সেই পর্য্যন্ত রোগী জীবিত থাকে। শল্য বাহির করিলেই মৃত্যু হইয়া থাকে। যে সকল মর্ম্মস্থান বৈকল্যকর অর্থাৎ অঙ্গসমূহের বিকৃতিকারক সেইসকল মর্ম্মস্থান সৌম্য। সোমগুণের স্থিরতা ও শৈত্যত্বপ্রযুক্ত এই মর্ম্মস্থানকে প্রাণবায়ু অবলম্বন করিয়া থাকে। যেসকল মর্ম্ম বেদনাকারক সেই সকল মর্ম্মস্থান অগ্নি ও বায়ুগুণবিশিষ্ট। যেহেতু অগ্নি ও বায়ু এই উভয়ই বেদনাজনক। কেহ কেহ বলেন যে, বেদনাকর মর্ম্মস্থান পাঞ্চভৌতিক। কোন কোন আচার্য্য বলেন যে, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র এই পাঁচটি ধাতু যে মর্ম্মস্থানে বর্দ্ধিত ও মিলিত হয় সেই মর্ম্মস্থান আহত হইলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। চারিটি ধাতু যে মর্ম্মস্থানে বর্দ্ধিত ও মিলিত হয় সেই মর্ম্মস্থান আহত হইলে কালান্তরে প্রাণবিনাশ হয়। তিনটি ধাতু যে মর্ম্মস্থানে বর্দ্ধিত ও মিলিত হয় সেইস্থান আহত হইলে শল্য বাহির করিবার সময় মৃত্যু হয়। দুইটি ধাতু যে মর্ম্মস্থানে বর্দ্ধিত ও মিলিত হয়, সেই মর্ম্মস্থান আহত হইলে কোন অঙ্গের

বা প্রত্যঙ্গের বিকৃতি হয়, যে মর্ম্মস্থানে এক ধাতু বর্দ্ধিত ও মিলিত হয়, সেই মর্ম্মস্থান আহত হইলে অত্যন্ত বেদনা জন্মে। এই নিমিত্তই অস্থিমর্ম্ম আহত হইলে রক্তস্রাব হইয়া থাকে। শরীরে যে চারিপ্রকার শিরা আছে, তাহা প্রায়ই মর্ম্মস্থান বেষ্টন করিয়া আছে, ঐ সকল শিরা, স্নায়ু, অস্থি এবং মাংস সমূহকে পোষণকরত দেহকে প্রতিপালন করে। মর্ম্মস্থান ক্ষত হইলে বায়ু বর্দ্ধিত হইয়া ঐ সকল শিরাসমূহকে আহত মর্ম্মস্থানের চারিদিকে বিস্তৃত করে এবং ঐ বর্দ্ধিত বায়ু শরীরে অতিশয় বেদনা জন্মায়। এই বেদনা এতদূর বর্দ্ধিত হয় যে, ঐ বেদনায় শরীর অবসন্ন হইয়া মৃত্যু হয় অথবা সংজ্ঞানাশ হয়। অতএব বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক মর্ম্মস্থান হইতে শল্য বাহির করিবার সময় মর্ম্মস্থানকে অতি যত্নে পরীক্ষা করিয়া শল্য বাহির করিবে। সদ্য প্রাণনাশক যে সকল মর্ম্মস্থান আছে, তাহার অন্তভাগ বিদ্ধ হইলে কালান্তরে প্রাণবিনাশ করে। কালান্তরে প্রাণনাশক যে সকল মর্ম্মস্থান, তাহারও অন্তভাগ আহত হইলে, বৈকল্য অর্থাৎ অঙ্গসমূহের বা প্রত্যঙ্গ সমূহের বিকৃতি হয়। বিশল্য প্রাণনাশক যেসকল মর্ম্মস্থান, তাহার অন্তভাগ বিদ্ধ হইলে কালান্তরে ক্লেশ জন্মায়। যেসকল মর্ম্ম বেদনাজনক, তাহার অন্তভাগ আহত হইলে অত্যন্ত বেদনা জন্মিয়া থাকে। যেসকল মর্ম্ম সদ্য প্রাণনাশক, তাহা আহত হইলে সপ্ত রাত্রির মধ্যে মৃত্যু হয়। যে সকল মর্ম্ম আহত হইলে কালান্তরে প্রাণবিনষ্ট হয়, সেই সকল মর্ম্ম আহত হইলে একপক্ষ বা একমাসের মধ্যে মৃত্যু হয়। ঐ সকল মর্ম্মের মধ্যে ক্ষিপ্র নামক মর্ম্মস্থান আহত হইলে কখন কখন সদ্য মৃত্যু হয়। বিশল্য প্রাণনাশক এবং বৈকল্যকর মর্ম্মস্থান অত্যন্ত আহত হইলে প্রাণবিনাশ করে। অনন্তর প্রত্যেক মর্ম্মস্থানের বিষয় বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করা যাইতেছে। পদাঙ্গুষ্ঠ এবং অঙ্গুলি এই উভয়ের মধ্যস্থিত মর্ম্মস্থানকে ক্ষিপ্রনামক মর্ম্মস্থান বলে। এই মর্ম্মস্থান আহত হইলে আক্ষেপ নামক বায়ুরোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু হয়। মধ্যমাঙ্গুলির আনুপূর্ব্বিক পাদদ্বয়ের মধ্যস্থলে তলহৃদয় নামক মর্ম্ম আছে।

এই মর্ম্মস্থানে আঘাত লাগিলে অত্যধিক বেদনা দ্বারা মৃত্যু হয়। ক্ষিপ্রনামক মর্ম্মস্থানের উপরিভাগের উভয়পার্শ্বে কূর্চ্চ নামক মর্ম্ম আছে। এই মর্ম্মস্থান আহত হইলে গমন করিবার সময় পাদদ্বয় কাঁপিতে থাকে। গুল্‌ফসন্ধির অধোদিকের উভয়পার্শ্বে দুইটী মর্ম্ম আছে, এই মর্ম্ম আহত হইলে বেদনা এবং শোথ জন্মে। পাদ ও জঙ্ঘার সন্ধিস্থানে গুল্‌ফ নামক মর্ম্মস্থান আছে, এই মর্ম্ম আহত হইলে ঐ স্থানে অত্যন্ত বেদনা, পাদদ্বয় স্তব্ধ অথবা খঞ্জ হয়। জঙ্ঘার মধ্যস্থানে ইন্দ্রবস্তি নামক মর্ম্ম আছে, এই মর্ম্ম আহত হইলে রক্তক্ষয় হইয়া মৃত্যু হইয়া থাকে। জঙ্ঘা এবং উরু এই উভয়ের সন্ধিস্থানে জানু নামক মর্ম্ম আছে, এই মর্ম্ম আহত হইলে খঞ্জ হয়। জানুর উভয়দিকে তিন অঙ্গুলি উপরে আণি নামক মর্ম্ম আছে, এই মর্ম্ম আহত হইলে অত্যন্ত শোথ ও সক্থিদ্বয় স্তব্ধ হয়। উরু মধ্যে উর্ব্বী নামক মর্ম্মস্থান আছে, এই মর্ম্ম আহত হইলে রক্তক্ষয় হইয়া সক্থিদ্বয় শুষ্ক হইয়া থাকে। উর্ব্বীনামক মর্ম্মস্থানের ঊর্দ্ধে বঙ্ক্ষণসন্ধির অধোভাগে উরুমূলে লোহিতাক্ষ নামক মর্ম্ম আছে, এই মর্ম্ম আহত হইলে রক্তক্ষয় হইয়া পক্ষাঘাত নামক বাতরোগ জন্মে। বঙ্ক্ষণ এবং মুষ্কদ্বয়ের মধ্যস্থানে বিটপ নামক মর্ম্ম আছে, এই মর্ম্ম আহত হইলে ক্লীবত্ব বা শুক্রের অল্পতা হইয়া থাকে। এই প্রকারে সক্থির একাদশ প্রকার মর্ম্ম বলা হইল। এই একাদশ প্রকার সক্থি মর্ম্ম বলায় সক্থি ও বাহু এই উভয় স্থানের মর্ম্মই বলা হইল। বিশেষ এই যে পাদদ্বয়ে যে গুল্‌ফ, জানু এবং বিটপ নামক তিনটী মর্ম্ম আছে, এই তিনটী মর্ম্মই হস্তদ্বয়ের মণিবন্ধ, কূর্পর ও কক্ষধর এই তিনটী মর্ম্মের নামান্তর মাত্র যথা—বঙ্ক্ষণ ও মুষ্কদ্বয়ের মধ্যে যে বিটপ নামক মর্ম্ম আছে, সেই মর্ম্ম বক্ষঃ ও কক্ষার মধ্যস্থিত কক্ষধর নামক মর্ম্মের সমান অর্থাৎ এই উভয় মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে একই প্রকার উপদ্রব জন্মে। বিশেষ এই যে, মণিবন্ধ নামক মর্ম্ম আহত হইলে অঙ্গুলিসমূহ কুঁকড়ে যায়, আর কূর্পর নামক মর্ম্ম আহত হইলে কুণি হয় অর্থাৎ অঙ্গুলি ছোট হইয়া যায়।

কক্ষধর নামক মর্ম্ম আহত হইলে পক্ষাঘাত হইয়া থাকে, হস্তদ্বয়ের ও পাদদ্বয়ের চুয়াল্লিশটী মর্ম্মস্থান বলা যাইল। অনন্তর উদর এবং বক্ষস্থলের মর্ম্মসমূহের বিষয় বলা যাইতেছে। মূল অন্ত্রিতে সংযুক্ত বায়ু ও পুরীষের নিঃসরণমার্গকে গুদ নামক মর্ম্ম বলে। এই মর্ম্ম আহত হইলে সদ্যই মৃত্যু হয়। কটীদেশের অভ্যন্তরে অল্প মাংস ও রক্তবিশিষ্ট মূত্রাশয়, ইহাকে বস্তি নামক মর্ম্ম বলে। অশ্মরীরোগ ভিন্ন উহার উভয় পার্শ্ব ভেদ হইলে মৃত্যু হয়। একপার্শ্ব ভেদ হইলে মূত্রস্রাবী ব্রণ জন্মে, বিশেষ যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা করিলে এই ব্রণ আরোগ্য হয়। পক্বাশয় এবং আমাশয় এই উভয়ের মধ্যদেশে নাভিনামক মর্ম্মস্থান আছে, এই মর্ম্ম শরীরস্থ শিরাসমূহের উৎপত্তিস্থান বলিয়া জানিবে। পরন্তু এই মর্ম্ম আহত হইলে সদ্যই মৃত্যু হইয়া থাকে। স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থলে আমাশয়ের দ্বারদেশে হৃদয় নামক মর্ম্ম অবস্থিতি করে, সত্ব, রজ এবং তম, এই তিন গুণ ঐ হৃদয় নামক মর্ম্মস্থান আশ্রয় করিয়া থাকে, পরন্তু এই মর্ম্ম আহত হইলে সদ্যই মৃত্যু হয়। স্তনদ্বয়ের অধোদেশের প্রত্যেক দিকে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে স্তনমূল নামক মর্ম্ম আছে, এই মর্ম্মস্থান কফপূর্ণত্বপ্রযুক্ত কাস ও শ্বাসরোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু হইয়া থাকে। স্তনদ্বয়ের অগ্রভাগের ঊর্দ্ধে প্রত্যেক দিকে দুই অঙ্গুলি পরিমিতস্থানে স্তনরোহিত নামক মর্ম্মদ্বয় অবস্থিত, এই মর্ম্মস্থান রক্তপূর্ণ বলিয়া আহত হইলে কাস ও শ্বাসরোগে মৃত্যু হইয়া থাকে। অংশকূটের অধোভাগে উভয়পার্শ্বের উপরিভাগে অপলাপ নামক দুইটী মর্ম্মস্থান আছে। এই মর্ম্ম আহত হইলে রক্ত, পূয়ভাব প্রাপ্ত হইয়া রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। বক্ষস্থলের উভয়পার্শ্বে বায়ুবাহিনী দুইটী নাড়ী আছে, এই নাড়ীদ্বয়ে অপস্তম্ভ নামক মর্ম্ম আছে, উক্ত মর্ম্মস্থান বায়ুপূর্ণ থাকাপ্রযুক্ত আহত হইলে কাস ও শ্বাস দ্বারা রোগীর মৃত্যু হয়। উদর এবং বক্ষস্থলস্থিত দ্বাদশটি মর্ম্মের বিষয় বলা হইল। অনন্তর পৃষ্ঠদেশের মর্ম্মের বিষয় বর্ণন করিতেছি। মেরুদণ্ডের উভয়পার্শ্বে শ্রোণির স্থানে যে অস্থি-

ময় মর্ম্ম আছে, ঐ মর্ম্মস্থানে কটিক ও তরুণ নামক দুইটী মর্ম্ম আছে, এই মর্ম্ম আহত হইলে রক্তক্ষয় ও রক্তক্ষয় জন্য পাণ্ডু, বিবর্ণ ও রূপের বিকৃতি হইয়া মৃত্যু হইয়া থাকে। জঙ্ঘাদ্বয়ের বহিঃপার্শ্বে এবং পৃষ্ঠ-বংশের কিঞ্চিৎ নিম্নদেশের উভয়দিকে কুকুন্দর নামক দুইটী মর্ম্ম আছে, এই মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে শরীরের অধোভাগে স্পর্শজ্ঞান থাকে না এবং সকলপ্রকার কার্য্য করিবার শক্তির ব্যাঘাত জন্মে। শ্রোণির মধ্য-দেশে অস্থিকাণ্ডদ্বয়ের উপরিভাগে যে স্থান আশয়ের আচ্ছাদন ও অধো-ভাগের পার্শ্বদেশে সম্মিলিত, শরীরের উভয়পার্শ্বের সেই স্থানে নিতম্ব নামক দুইটী মর্ম্ম আছে. এই মর্ম্মস্থান আহত হইলে শরীরের অধোভাগ শুষ্ক হইয়া থাকে এবং অতিশয় দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত মৃত্যু হইয়া থাকে। জঘনদ্বয় হইতে বক্রভাবে ঊর্দ্ধদিকে জঘনদ্বয় এবং পার্শ্বদ্বয়ের মধ্যস্থলে অধোদেশের পার্শ্বদ্বয়সংলগ্ন পার্শ্বসন্ধি নামক দুইটী মর্ম্ম আছে, এই মর্ম্মদ্বয় লোহিতপূর্ণ কোষ্ঠতাহেতু আহত হইলে সদ্যই মৃত্যু হয়। স্তনমূলের সহিত সমানস্থিত পৃষ্ঠদণ্ডের উভয়পার্শ্বে বৃহতী নামক দুইটী মর্ম্ম আছে, এই মর্ম্মস্থান আহত হইলে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইয়া মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। পৃষ্ঠদেশের উপরিভাগে পৃষ্ঠদণ্ডের উভয়-পার্শ্বে ত্রিকসন্ধি অর্থাৎ তিনটী অস্থির সন্ধির সহিত সংলগ্ন অংশফলক নামক দুইটী মর্ম্ম আছে, এই মর্ম্ম আহত হইলে বাহুদ্বয় স্পন্দহীন কিম্বা শুষ্ক হইয়া থাকে। বাহুদ্বয়ের ঊর্দ্ধে গ্রীবাদেশের মধ্যস্থলে স্কন্ধবন্ধনার্থ সন্ধিস্থানে অংশ নামক দুইটী মর্ম্ম আছে, এই মর্ম্ম আহত হইলে বাহুদ্বয় স্তব্ধ হয়। পৃষ্ঠদেশে এই চতুর্দ্দশটীমাত্র মর্ম্ম অবস্থিত আছে। অনন্তর জত্রুগত মর্ম্মসমূহ বর্ণন করা যাইতেছে। কণ্ঠনালীর উভয়পার্শ্বে চারিটী ধমনী আছে, এই চারিটী ধমনীর মধ্যে দুইটী নীলা ও দুইটী মন্যা আছে। এই সকল আহত হইলে মূকত্ব (কথা বলি-বার শক্তি না থাকা) শরীরবিকৃতি এবং রসজ্ঞানের হীনতা প্রভৃতি জন্মে। গ্রীবার অর্থাৎ ঘাড়ের দুইপার্শ্বে শিরামাতৃকা নামক দুইটী মর্ম্ম আছে, এই মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে সদ্যই মৃত্যু হইয়া থাকে। মস্তক

এবং গ্রীবার সন্ধিস্থানে কৃকাটীকা নামক দুইটী মর্ম্ম আছে, এই মর্ম্ম আহত হইলে মস্তককম্পন প্রভৃতি উপদ্রব জন্মে। কর্ণদ্বয়ের পার্শ্ব-দেশের অধোভাগে বিধুর নামক দুইটী মর্ম্ম আছে, এই মর্ম্ম আহত হইলে বধির (কালা) হয়। নাসিকার উভয়ছিদ্রের পার্শ্বের নাড়ী-পথে সংলগ্ন ফল নামক দুইটী মর্ম্ম আছে, ইহাতে কোনরূপ আঘাত লাগিলে গন্ধজ্ঞানের অভাব হয়। ভ্রূযুগলের মধ্যভাগে চক্ষুদ্বয়ের বাহি-রের অধোদেশে অপাঙ্গ নামক দুইটী মর্ম্ম আছে, ইহারা বিদ্ধ হইলে অন্ধ বা দৃষ্টি শক্তির ব্যাঘাত হইয়া থাকে। ভ্রূযুগলের উপরিভাগের অধো-দেশে আবর্ত্ত নামক দুইটী মর্ম্ম আছে, এই মর্ম্ম আহত হইলে অন্ধ বা দৃষ্টিশক্তির বৈকল্য জন্মে। ভ্রূপুচ্ছের মধ্যভাগের উপরিদেশে কর্ণ এবং ললাটের মধ্যস্থানে শঙ্খ নামক দুইটী মর্ম্ম আছে, এই মর্ম্ম আহত হইলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইয়া থাকে। শঙ্খদ্বয়ের উপরিভাগে কেশমূলের অন্তপর্য্যন্ত উৎক্ষেপক নামক দুইটী মর্ম্ম আছে এই মর্ম্ম আহত হইলে যে পদার্থদ্বারা আহত হয়, সেই পদার্থ সেই স্থলে সংলগ্ন থাকে, কিম্বা পাকিয়া সেইটী আপনা হইতে বাহির হইলে রোগী জীবিত থাকে, কিন্তু এই শল্য টানিয়া বাহির করিলে মৃত্যু ঘটে। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যদেশে স্থপণি নামক মর্ম্ম আছে, এই মর্ম্ম আহত হইলে পূর্ব্বোক্ত মর্ম্মবিদ্ধের ন্যায় ফল হইয়া থাকে। মস্তকের অস্থির পাঁচটী সন্ধি-স্থান সীমন্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এইসকল সন্ধিস্থান বিদ্ধ হইলে উন্মাদ, ভয় ও চিত্তনাশের দ্বারা মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও জিহ্বা এই চারিটী ইন্দ্রিয় যে সকল শিরার সহিত সম্মিলিত অর্থাৎ গন্ধবাহী, শব্দবাহী, রসবাহী এবং রূপবাহী শিরাসমূহের সন্ধি-স্থানকে শৃঙ্গাটক বলে। এই শৃঙ্গাটক চারিটী। এই চারিটী শৃঙ্গাটক বিদ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইয়া থাকে। মস্তকের অভ্যন্তরের উপরিদেশে শিরাসমূহের সন্ধিস্থানে অর্থাৎ যেস্থানের বাহিরে রোমের আবর্ত্ত আছে, সেই স্থানে অধিপতি নামক মর্ম্ম আছে। এই মর্ম্ম আহত হইলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে। উরুদ্বয়, শিরাসমূহ,

বিটপ, কক্ষ, পার্শ্ব এবং স্তনদ্বয় এইসকল স্থানে শস্ত্রক্রিয়া করিতে হইলে মর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত একাঙ্গুলিপরিমিত স্থানের দূরে শস্ত্রক্রিয়া করিবে। মণিবন্ধ ও গুল্‌ফ এই দুইস্থানে শস্ত্রক্রিয়া করিতে হইলে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া শস্ত্রক্রিয়া করিবে। জানুদ্বয় এবং কূর্পরদ্বয় এই দুইস্থানে শস্ত্রক্রিয়া করিতে হইলে তিন অঙ্গুলি পরিমিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া শস্ত্রক্রিয়া করিবে। হৃদয়, বস্তি, কূর্চ্চ, স্তন, নাভি এবং মস্তক এইসকল স্থানে শস্ত্রক্রিয়া করিতে হইলে চারি অঙ্গুলিপরিমিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া শস্ত্রক্রিয়া করিবে। গলদেশে অস্ত্রপাত করিতে হইলে কণ্ঠনালীর উভয়দিকে পাঁচ অঙ্গুলিপরিমিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া শস্ত্রক্রিয়া করিবে। রোগীর অঙ্গুলি সংযত করিলে হস্ততল যে পরিমিত হয়, তাহাকে পঞ্চাঙ্গুলি পরিমাণ বলে। অন্যান্য মর্ম্মস্থান রক্ষা করিতে হইলে মর্ম্ম স্থানের অর্দ্ধাঙ্গুলিপরিমিত স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক শস্ত্রক্রিয়া করিবে। মর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, শস্ত্রক্রিয়া করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত পরিমিত স্থানসমূহ পরিত্যাগ করিয়া শস্ত্রক্রিয়া করাই কর্ত্তব্য, যেহেতু মর্ম্মস্থানের পার্শ্বদেশে কোনরূপ আঘাত লাগিলে মর্ম্মও নষ্ট হইয়া থাকে। অতএব শস্ত্রক্রিয়া করিবার সময় মর্ম্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া শস্ত্রক্রিয়া করা যুক্তিসঙ্গত। হস্তপাদ এবং শিরা ছিন্ন হইলে ঐ সকল স্থান সঙ্কুচিত হয় ও ঐ স্থানহইতে অল্প রক্তস্রাব হইয়া থাকে। এই সকল স্থান ছিন্ন হইলে মানবগণ ছিন্নশাখা তরুর ন্যায় একেবারে বিনষ্ট হয় না। ক্ষিপ্র এবং তলহৃদয় নামক মর্ম্ম আহত হইলে অত্যন্ত রক্তস্রাব হইয়া থাকে এবং বায়ুজন্য নানাবিধ রোগ জন্মে। এই স্থান বিদ্ধ হইলে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় তৎক্ষণাৎ মণিবন্ধ বা গুল্‌ফদেশ ছেদন করা কর্ত্তব্য। মর্ম্মস্থান কোন কারণে বিদ্ধ হইলে যদিও চিকিৎসার গুণে জীবিত থাকে বটে, তথাপি অঙ্গের বিকলতা নিশ্চয়ই হইয়া থাকে। যদি মর্ম্মস্থানে বিশেষরূপে আঘাত লাগে,

তাহা হইলে কোষ্ঠদেশ, মস্তক কিম্বা মস্তকের খুলি ফাটিয়া যায় অথবা চতুর্দ্দিক অল্প অল্প ফাটিয়া যায়—বা শরীরের কোন স্থান শস্ত্র কর্ত্তৃক অতিশয় আহত হয় কিম্বা হস্ত, পাদ বা উরুদেশ একেবারে শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তথাপি মৃত্যু হয় না। সোম, বায়ু, তেজ, সত্ব, রজ, তম এবং ভূতাত্মা এইসকল পুরুষের মর্ম্মস্থানে অবস্থিত করে, এই নিমিত্ত মর্ম্মস্থানে কোনরূপ আঘাত লাগিলে মৃত্যু হইয়া থাকে। যে সকল মর্ম্ম সদ্য প্রাণনাশক, সেই সকল মর্ম্ম আহত হইলে ইন্দ্রিয় জ্ঞান, মন এবং বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে এবং নানাপ্রকার তীব্র বেদনা জন্মে। যেসকল কালান্তরে প্রাণনাশক, তাহারা আহত হইলে ক্রমশঃ ধাতুক্ষয় হইয়া থাকে এবং ধাতুক্ষয় হওয়ায় নানাবিধ বেদনা দ্বারা পীড়িত হইয়া প্রাণবিনষ্ট হইয়া থাকে। যেসকল মর্ম্ম আহত হইলে শরীরের বিকলতা জন্মে, সেই সকল আহত হইলে যদি নিপুণ বৈদ্য কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র অঙ্গহীন হইয়া জীবিত থাকে। নতুবা উহাতে প্রাণবিয়োগ হইবার সম্ভাবনা। যে সকল মর্ম্মস্থান হইতে শল্য বাহির করিলে মৃত্যু হইতে পারে, সেই সকল শল্যও নিপুণ বৈদ্যের দ্বারা বাহির করাইয়া চিকিৎসা করান আবশ্যক। যে সকল মর্ম্ম আহত হইলে সামান্য পীড়া হইয়া থাকে, এরূপ স্থলেও যদি কুবৈদ্যের দ্বারা চিকিৎসা করান হয়, তাহা হইলে অতিশয় পীড়াভোগ করত অবশেষে বিকলাঙ্গ (অঙ্গহীন বা অঙ্গের বৈলক্ষণ্য) হইতে হয়। ছেদ, ভেদ, আঘাত, দহন বা বিদারণ প্রভৃতি যে কোন কারণে মর্ম্মস্থান আহত হউক, তাহার প্রত্যেকেরই ফল সমান হয়। অধিক হউক বা অল্প হউক, মর্ম্ম আহত হইলে প্রায়ই অঙ্গের বিকলতা বা মৃত্যু হয়। মর্ম্মস্থান আহত হইলে শরীরে যে সকল বিকার জন্মে, তাহারা প্রায়ই কষ্টসাধ্য কিন্তু অতিশয় যত্ন করিলে আরোগ্য হইয়া থাকে।

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা শিরাবর্ণন নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিতেছি। শিরা সাতশত। জলপ্রণালীর দ্বারা উদ্যান অথবা ক্ষেত্র যেরূপ রসাভিষিক্ত হয়। সমস্ত শরীরও সেইরূপ এইসকল শিরার দ্বারা রসাভিষিক্ত হয়, তাহাতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আকুঞ্চন ও প্রসারণাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়। বৃক্ষের পত্রের মধ্যস্থিত সেবনী (ডাঁটা) হইতে যেরূপ শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা সকল চতুর্দ্দিকে নিঃসৃত হইয়া পত্রের পর্ব্ব-স্থান ব্যাপ্ত করে, সেইরূপ নাভিমূল হইতে শিরাসমস্ত নিঃসৃত হয় ও ক্রমে ক্রমে শাখা প্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়া সর্ব্ব শরীর ব্যাপ্ত করে। শরীরের সমস্ত শিরা নাভিমূলে সংলগ্ন। ঐ স্থান হইতে ইহারা শরীরের চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হয়। প্রাণীগণের প্রাণ নাভিদেশে সংলগ্ন। যেরূপ চক্রের মধ্যস্থিত নাভিদেশের চারিদিকে চক্রের অরসকল সংলগ্ন থাকে, নাভির চারিদিকেও সেইরূপ শিরা সকল সংলগ্ন থাকে। মূলশিরা চল্লিশটী, বায়ুবাহিনী দশটী, পিত্ত-বাহিনী দশটী, কফ-বাহিনী দশটী এবং রক্ত-বাহিনী দশটী, বায়ু-বাহিনী নাড়ী একশত পঁচাত্তরটী, বায়ুরস্থান পক্কাশয়, পিত্ত-বাহিনী নাড়ী একশত পঁচাত্তর, পিত্তস্থান পক্কাশয় ও আমশয়ের মধ্যস্থান, কফ-বাহিনী নাড়ী একশত পঁচাত্তর, শ্লেষ্মার স্থান আমাশয়ে, রক্ত-বাহিনী নাড়ী একশত পঁচাত্তর, যকৃৎ ও প্লীহার স্থান ঐ সকল রক্ত বাহিনী শিরার স্থান। প্রত্যেক বাহু ও পদে বায়ু-বাহিনী নাড়ী পঁচিশটী করিয়া আছে। কোষ্ঠদেশে চৌত্রিশটী তাহার মধ্যে মলদ্বার ও মেঢ্রদেশে আটটী, দুই পার্শ্বে ছয়টী, পৃষ্ঠে ছয়টী, উদরে দশটী, বক্ষে দশটী, স্কন্ধ সন্ধির উপরি-ভাগে একচল্লিশটী, তাহার মধ্যে গ্রীবাদেশে চৌদ্দটী, দুইকর্ণে চারিটী, জিহ্বাতে নয়টী, নাসিকাতে ছয়টী, দুই চক্ষুতে আটটী এই একশত পঁচাত্তরটী বায়ু-বাহিনী শিরার বিষয় বলা হইল। অবশিষ্ট সকল শিরারও এই প্রকার জানিবে। বিশেষ এই যে পিত্ত-বাহিনী, রক্ত-

বাহিনী ও শ্লেষ্মা-বাহিনী শিরা চক্ষুদ্বয়ে দশটী করিয়া ও কর্ণদ্বয়ে দুইটী করিয়া থাকে। এইরূপ সাতশত শিরা শরীরে অবস্থিতি করে। বায়ু আপনার শিরার মধ্যে বিচরণ করিতে থাকিলে শারীরিক যন্ত্র সমূহের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে না, বুদ্ধিশক্তি বিনষ্ট হয় না এবং মোহ উপস্থিত হয় না ও অন্যান্য নানাবিধ গুণ উৎপাদন করে। বায়ু আপন শিরা-মধ্যে কুপিতভাবে থাকিলে, বায়ু-জন্য বিবিধ প্রকার রোগ জন্মায়। পিত্ত স্বীয় শিরাসমূহের মধ্যে বিচরণ করিলে অন্নে রুচি, অগ্নির প্রদীপ্তভাব এবং রোগশূন্যতা প্রভৃতি হইয়া থাকে কিন্তু পিত্ত স্বীয় শিরা-মধ্যে কুপিতভাবে থাকিলে বিবিধ প্রকার পিত্ত-জন্য রোগ জন্মায়। শ্লেষ্মা স্বীয় শিরা-মধ্যে সঞ্চরণ করিতে থাকিলে শরীরের চিক্কণতা, বল, স্ফূর্ত্তিভাব এবং সন্ধিস্থানের দৃঢ়তা জন্মায় ও অন্যান্য গুণ উৎপাদন করে। শ্লেষ্মা স্বীয় শিরা-মধ্যে কুপিতভাবে থাকিলে, শ্লেষ্মা-জন্য নানাপ্রকার রোগ জন্মায়। রক্ত স্বীয় শিরা-মধ্যে সঞ্চরণ করিতে থাকিলে সকল ধাতুর পুষ্টি হয় এবং শরীরের বর্ণ, স্পর্শ-জ্ঞানের তীক্ষ্ণতা, ও অন্যান্য গুণ জন্মে। রক্ত স্বীয় শিরা-মধ্যে কুপিতভাবে থাকিলে রক্ত-জন্য বিবিধপ্রকার রোগ জন্মে। এই সকল শিরা কেবলমাত্র বায়ু বা কেবলমাত্র পিত্ত অথবা কেবলমাত্র শ্লেষ্মাকেই যে বহন করে এরূপ নহে, তাহারা প্রত্যেকে সকল দোষকেই বহন করে। কারণ সকল দোষ কুপিত ও বর্দ্ধিত হইয়া যখন সকল শরীরের মধ্যে প্রসারিত হইতে থাকে, তখন দোষ সকল পরস্পর অন্যান্য শিরার মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সঞ্চরণ করিতে থাকে। যে সকল শিরা বায়ু কর্ত্তৃক পূর্ণ হয়, সেই সকল শিরা অরুণ বর্ণ। পিত্ত-বাহিনী শিরা সমস্ত উষ্ণ ও নীলবর্ণ। কফ-বাহিনী শিরা সমস্ত শীতল ও গৌরবর্ণ। রক্ত-বাহিনী শিরা সকল রক্তবর্ণ এবং অধিক শীতলও নহে এবং অধিক উষ্ণও নহে।

অতঃপর যে সকল শিরা বিদ্ধ করিলে শরীরের বিকলতা অথবা মৃত্যু হয়, তাহাদিগের বিশেষ বিবরণ কহিতেছি। হস্তে ও পাদে একশত শিরা, কোষ্ঠদেশে একশত ছত্রিশটী এবং মস্তকে চৌষট্টিটী। ইহাদিগের

মধ্যে হস্তে ও পাদে ষোলটী শিরা, কোষ্ঠদেশে দ্বাত্রিংশৎটী (৩২) শিরা এবং মস্তকের উপরিভাগে পঞ্চাশটী শিরা বিদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। হস্তে ও পাদে যে একশত শিরা বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে জলধরা শিরা একটী, উর্ব্বি নামক মর্ম্মস্থানস্থিত দুইটী এবং লোহিতাক্ষ নামক মর্ম্মস্থানে একটী, প্রত্যেক হস্তে ও পাদে এইরূপ চারিটী করিয়া ষোলটী। পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষঃস্থলে অবেধ্য শিরা দ্বাত্রিংশৎটী (৩২)। উহাদের মধ্যে বিটপ, কটিক ও তরুণ নামক মর্ম্মদ্বয়ে আটটী, প্রত্যেক পার্শ্বে যে আটটী করিয়া শিরা আছে, তাহার মধ্যে ঊর্দ্ধগামিনী দুইটী, উভয় পার্শ্বের পার্শ্ব-সন্ধিস্থিত দুইটী, পৃষ্ঠদণ্ডের উভয় দিকে চব্বিশটী শিরা আছে। উহার মধ্যে দুইটী করিয়া চারিটী বৃহতী নামক শিরা, উদরস্থ শিরার মধ্যে মেঢ্রদেশে রোম রাজীর উভয় পার্শ্বে দুইটি করিয়া চারিটী, বক্ষঃস্থলে যে চল্লিশটী শিরা আছে, তাহাদিগের মধ্যে হৃদয় দেশে দুইটী করিয়া ছয়টী এবং স্তন-মূল, স্তনরোহিত, অপলাপ ও অপ-স্তম্ভ এই চারিটী, মর্ম্মস্থানে আটটী, পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষঃস্থলস্থিত শিরা সমূহের মধ্যে এই বত্রিশটী শিরা বিদ্ধ করা অকর্ত্তব্য। স্কন্ধ-সন্ধির উপরিভাগে একশত চতুঃষষ্ঠি শিরা আছে, তাহার মধ্যে কণ্ঠ ও গ্রীবা-দেশে ষট্পঞ্চাশৎটী, এই ষট্পঞ্চাশৎ শিরার মধ্যে কণ্ঠনালীর উভয় পার্শ্বে শিরা-মাতৃকা আটটী এবং নীলা দুইটী ও মন্যা দুইটী এবং কৃকাটিকা নামক মর্ম্মে দুইটী ও বিধুর নামক মর্ম্মে দুইটী, গ্রীবা দেশস্থ এই ষোলটী শিরা বিদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। হনুদ্বয়ের উভয়পার্শ্বে আটটি করিয়া শিরা আছে, তাহার মধ্যে সন্ধি-ধমনী বিদ্ধ করিবে না। জিহ্বাতে ছত্রিশটি (৩৬) শিরা আছে, তাহার মধ্যে রস-বাহিনী দুইটী ও বাক্‌শক্তি বাহিনী দুইটি এই চারিটি শিরা অবেধ্য। দুই নাসিকাতে চব্বিশটি তাহার মধ্যে উপনাসিকা নামক চারি শিরা অবেধ্য। তালুদেশের একটী নেত্রদ্বয়ে আট্‌ত্রিশটি শিরার মধ্যে অপাঙ্গদেশের দুইটি শিরা বিদ্ধ করিবে না। আবর্ত্ত নামক মর্ম্মস্থানের দুইটি, স্থাপনী নামক মর্ম্মস্থানের একটী এবং শঙ্খ নামক মর্ম্মদ্বয়ের দশটি শিরাব মধ্যে শঙ্খসন্ধির স্থানের

একটি করিয়া দুইটি, এই কয়েটি শিরাও বিদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। মূর্দ্ধ-দেশে দ্বাদশটি শিরা আছে, তাহার মধ্যে উৎক্ষেপ নামক মর্ম্মস্থলে দুইটি ও প্রত্যেক সীমন্তে একটি করিয়া পাঁচটি এবং অধিপতি নামক মর্ম্মস্থানে একটি মূর্দ্ধদেশের এই শিরাগুলি অবেধ্য। স্কন্ধসন্ধির উপরিস্থিত পঞ্চাশটি অবেধ্য শিরার বিষয় বলা হইল। পদ্মের মূল হইতে যেমন মৃণালের শাখা প্রশাখা সকল নিসৃত হইয়া জলে ব্যাপ্ত হয়, নাভিমূল হইতে শিরা সকল নির্গত হইয়া সেইরূপ দেহের চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

ইতি সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

অনন্তর শিরাবিদ্ধ করিবার প্রণালী বলা যাইতেছে। বালক, বৃদ্ধ, রুক্ষ, ক্ষত, ক্ষীণ, ভীরু, পরিশ্রান্ত, স্ত্রী, মদ্য বা পথশ্রম দ্বারা কর্ষিত, উন্মত্ত, বমনকারী ব্যক্তি, বিরিক্ত ব্যক্তি, আস্থাপিত, অনুবাসিত, (ঘৃত তৈলের দ্বারা বিরেচিত), জাগরিত, ক্লীব, কৃশ ও গর্ভিণী এইসকল ব্যক্তি-দিগের এবং কাস, শ্বাস, শোষ, জীর্ণজ্বর, আক্ষেপক, পক্ষাঘাত, উপ-বাস, পিপাসা এবং মূর্চ্ছা এই সকল দ্বারা পীড়িত ব্যক্তিদিগের শিরা-বিদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। শিরা অবেধ্য হইলে, বা যে শিরা বিদ্ধ করি-বার যোগ্য তাহা দৃষ্ট না হইলে, অথবা দৃষ্ট হইলেও তাহা যান্ত্রিক না হইলে অথবা যন্ত্রিক হইলেও তাহা যদি পৃথক্ করিয়া লইতে না পারিলে বিদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। যে সকল রোগে রক্তমোক্ষণ করিতে হয়, সেই সকল রোগে এবং অন্যান্য যেসকল রোগের শিরা বিদ্ধ বিষয় বলা হয় নাই, সেই সকল রোগে এবং অপক্ক ব্রণ প্রভৃতি রোগে উপদেশ এবং বিবেচনানুসারে শিরা বিদ্ধ করিবে। কখন কখন বিষরোগের (অর্থাৎ সর্পাদিদংশনে শরীরে বিষ প্রবিষ্ট হইলে তাহার)

নির্ব্বিদ্ধ স্থলেও শিরা বিদ্ধ করিবে। যাহাতে শরীরস্থ দোষ সমূহ সংশোধিত হয়, এরূপ আহার অথবা যবেরমণ্ড প্রভৃতি স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন (যে রোগীকে স্নেহ ক্রিয়া ও স্বেদপ্রয়োগ করা হইয়াছে) রোগীকে পান করাইয়া যথোক্ত সময় সচ্ছন্দভাবে উপবেশন করাইয়া, যে শিরা বিদ্ধ করিতে হইবে, সেই শিরা বস্ত্র, পট্ট, লতা অথবা বল্কলের দ্বারা বন্ধন করিয়া শস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিবে। অতিশয় শীত সময় বা অতিশয় উষ্ণকালে বা মেঘাচ্ছন্ন দিবসে অথবা অতিশয় বায়ু প্রবাহিত দিবসে কিম্বা রোগহীন শরীরে কখন শিরা বিদ্ধ করিবে না। শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে রোগীকে উচ্চ আসনে সূর্য্যাভিমুখ করিয়া বসাইবে, পরে ঊরুদ্বয় আকুঞ্চিত করিয়া উপবেশন করাইবে এবং জানুসন্ধিদ্বয়ের উপরিভাগে কনুই রাখিবে ও উভয় হস্তের অঙ্গুলি সমস্ত মুষ্টিভাবে (মুট করে) গলদেশের উভয়পার্শ্বে স্থাপন করিবে। বন্ধন রজ্জুর দুই প্রান্ত ঐ গলদেশস্থ মুষ্টির উপরিভাগ দিয়া পশ্চাৎভাগে নিক্ষেপ করিবে। অন্য কোন ব্যক্তি রোগীর পশ্চাৎভাগে থাকিয়া রজ্জুর প্রান্তদ্বয় বাম হস্তদ্বারা উচ্চভাবে ধরিবে এবং শিরাটি স্পষ্টরূপে উপরিভাগে দৃষ্ট হইবার নিমিত্ত দক্ষিণ হস্তের দ্বারা মধ্যভাগ অর্থাৎ সেই বন্ধনস্থান পীড়ন করিবে (টিপিবে) ও সম্যক্‌রূপে রক্ত-নিঃসরণের নিমিত্ত পৃষ্ঠদেশ মর্দ্দন করিবে এবং শিরা বিদ্ধ হওয়া পর্য্যন্ত রোগী মুখ বায়ুপূর্ণ করিয়া রাখিবে। যেসকল শিরার মুখ শরীরের অভ্যন্তরে থাকে, সেই সকল শিরা ব্যতীত মস্তকের ও অপরাপর শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে রোগীকে এই নিয়মে স্থাপন করিতে হইবে। পাদদ্বয়ের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে, যে পায়ের শিরা বিদ্ধ করিতে হইবে, সেই পা খানি সমতলস্থানে স্থিরভাবে রাখিতে হইবে। জানুসন্ধির (হাঁটুর) নিম্নে বন্ধন করিয়া হস্তদ্বয়ের দ্বারা গুল্‌ফদেশ পীড়ন করিবে। যেস্থান বিদ্ধ করিতে হইবে, সেই স্থানের চারি অঙ্গুল অন্তরে পূর্ব্বোক্ত বস্ত্রাদির মধ্যে কোন একটির দ্বারা বন্ধন করিয়া পায়ের শিরা বিদ্ধ করিবে। হস্তের উপরিভাগে বিদ্ধ করিতে

হইলে অঙ্গুলি সমস্ত মুষ্টিভাবে আকুঞ্চিত করিয়া সচ্ছন্দভাবে পূর্ব্বের ন্যায় উপবেশন করিবে। গৃধ্রসি ও বিশ্বচী নামক বায়ুরোগে শিরা বিদ্ধ করিবার সময় হাঁটু সঙ্কুচিত করিয়া বসিবে। কটি, পৃষ্ঠ ও স্কন্ধদেশের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে পৃষ্ঠদেশ উন্নত ও মস্তক অবনত করিয়া বসিবে। বক্ষঃস্থলের এবং উদরের রক্তমোক্ষণ করিতে হইলে, বক্ষঃস্থল প্রসারিত ও মস্তক উন্নত এবং সর্ব্ব শরীর অসঙ্কুচিতভাবে রাখিবে। পার্শ্বদ্বয়ের রক্তমোক্ষণ করিতে হইলে রোগী সর্ব্বশরীর একমাত্র বাহুদ্বয় অবলম্বন করিয়া থাকিবে। মেঢ্রদেশের রক্তমোক্ষণ করিতে হইলে মেঢ্র অবনত করিয়া পরে রক্তমোক্ষণ করিবে। জিহ্বার অধোভাগের রক্তমোক্ষণ করিতে হইলে দন্তমধ্যে জিহ্বা চাপিয়া অগ্রভাগ উন্নত করিয়া রাখিতে হইবে। এই প্রকার ব্যাধি বিশেষে ও স্থানবিশেষে শিরা বিদ্ধ করিবার নিমিত্ত যুক্তিপূর্ব্বক কৌশল স্থির করিবে। মাংসল স্থানে একযব মাত্র অস্ত্রের মুখ প্রবিষ্ট করাইবে, অন্যস্থানে ব্রীহি-মুখ শস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিতে হইলে অর্দ্ধযব মাত্র বিদ্ধ করিবে। বর্ষাঋতুতে, মেঘশূন্য সময়ে, গ্রীষ্মকালে, শীতলকালে, হেমন্তকালে এবং মধ্যাহ্নকালে শস্ত্রপাত করা কর্ত্তব্য। সম্যক্‌রূপে শস্ত্রপাত করিলে শোণিতধারা মুহূর্ত্তকাল স্রাব হইয়া থাকে, পরন্তু ইহাকেই সুবিদ্ধ বলা যায়। যেরূপ কুসুম্ভপুষ্প হইতে অগ্রে পীতবর্ণ আস্রাব নিঃসরণ হয়, সেইরূপ শিরা বিদ্ধ হইলে অগ্রে দুষ্ট শোণিত নিঃসৃত হইয়া থাকে। মূর্চ্ছিত, অতিশয় ভীত, পরিশ্রান্ত এবং তৃষিত ব্যক্তির শিরা হইতে এবং যে শিরা বাঁধিলেও শরীরের উপরিভাগে দৃষ্ট না হয় সেই শিরা হইতে শোণিত সম্যক্‌রূপে নিঃসৃত হয় না। বহুদোষবিশিষ্ট ও ক্ষীণকায় এবং মূর্চ্ছিত ব্যক্তির শিরা বিদ্ধ করিলেও অপরাহ্নে, পরদিবসে অথবা তৃতীয় দিবসে পুনর্ব্বার বিদ্ধ করা কর্ত্তব্য। দূষিত রক্ত সম্যক্‌রূপে নিঃসারিত করিবে না, কারণ সম্পূর্ণরূপে শোণিতস্রাব কর্ত্তব্য নহে। অবশিষ্ট যে দূষিত শোণিত থাকে, তাহা সংশমনদ্রব্যদ্বারা সংশোধিত করিবে। বলবান্‌ ও পূর্ণবয়স্ক

ব্যক্তির শরীরে শোণিত বহুদোষবিশিষ্ট হইলে একপ্রস্থ পরিমাণ শোণিত নিঃসরণ করান যাইতে পারে। পাদ-দাহ, পাদ-হর্ষ ও অববাহুক এই তিনপ্রকার বায়ুরোগে এবং চিপ্য, বিসর্প, শতপোনিক, বাতকণ্টক, বিচর্চ্চিকা ও পাদদারী প্রভৃতি কুষ্ঠরোগে ও ক্ষিপ্রনামক মর্ম্মের উপরিভাগে ব্রীহিমুখ শস্ত্র দ্বারা শিরা বিদ্ধ করিবে। শ্লীপদরোগে তাহার চিকিৎসিত স্থানে শিরাবিদ্ধের যেরূপ নিয়ম বলা হইয়াছে, সেই নিয়মানুসারে শ্লীপদরোগের শিরা বিদ্ধ করিবে। ক্রোষ্টুকশীর্ষ, খঞ্জ, পঙ্গু এই তিনপ্রকার বাতজন্য রোগে গুল্‌ফের চারি অঙ্গুল উপরিভাগে জঙ্ঘা নামক স্থানের শিরা বিদ্ধ করিবে। অপচি নামক রোগে, ইন্দ্রবস্তির অধোভাগে, গৃধ্রসী নামক রোগে জানুসন্ধির চারি অঙ্গুলি উপরে বা অধোভাগে এবং গলগণ্ডরোগে ঊরুমূলে শিরা বিদ্ধ করিবে। বিশেষতঃ প্লীহারোগে বামবাহুর কনুয়ের সন্ধির অভ্যন্তরে অথবা কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যভাগে বিদ্ধ করিবে। যকৃৎ রোগে, কফোদরী নামক রোগে এবং কাস ও শ্বাসরোগে ঐ প্রকারে দক্ষিণবাহুর শিরা বিদ্ধ করিবে। গৃধ্রসী নামক রোগে যে শিরা বিদ্ধ করিতে হয়, বিশ্বচী নামক রোগেও সেই শিরা বিদ্ধ করিবে। প্রবাহিকা নামক অতিসারের বেদনাতে সমস্ত শ্রোণিদেশের দুই অঙ্গুলির মধ্যে বিদ্ধ করিবে। পরিকর্ত্তিকা, উপদংশ, শূকদোষ এবং শুক্রদোষ এইসকল রোগে মেঢ্রের মধ্যদেশ বিদ্ধ করিবে। মূত্রবৃদ্ধিরোগে মুষ্কদ্বয়ের পার্শ্বে ও দকোদর নামক রোগে, নাভির অধোভাগে সেবনীর বামপার্শ্বে চারি অঙ্গুলি অন্তরে বিদ্ধ করিবে। অন্তর্ব্বিদ্রধি ও পার্শ্বশূলরোগে বামপার্শ্বের স্তন ও বগলের মধ্যস্থান বিদ্ধ করিবে। বাহুশোষ ও অববাহুকরোগে স্কন্ধের মধ্যদেশ, তৃতীয়করোগে ত্রিক-সন্ধির মধ্য, চাতুর্থকরোগে স্কন্ধসন্ধির অধোভাগ বিদ্ধ করিবে। অপস্মাররোগে শঙ্খ, অপাঙ্গ ও ললাটদেশ বিদ্ধ করিবে। দন্তরোগে ও জিহ্বারোগে জিহ্বার অধোভাগ, তালুরোগে তালুদেশ, কর্ণশূল বা কর্ণরোগে কর্ণের উপরিভাগের চতুর্দ্দিকে, ঘ্রাণশক্তির ব্যাঘাত হইলে

বা অন্যপ্রকার নাসিকার কোন রোগ হইলে নাসিকার অগ্রভাগে এবং তিমির ও অক্ষিপাক প্রভৃতি রোগে এবং শিররোগে ও অধিমন্থরোগে উপনাসিকদেশে, ললাটে অথবা অপাঙ্গদেশের শিরা বিদ্ধ করিবে। অতঃপর যেসকল শিরাবিদ্ধ দূষনীয় তাহা বলা যাইতেছে। দুর্ব্বিদ্ধ, অতিবিদ্ধ, কুঞ্চিত, পিচ্চিত, কুট্টিত, প্রস্রুত, অতু্যদীর্ণ, অন্তেঽভিহিত, পরিশুষ্ক, কুণিত, বেপিত, অনুত্থিত, বিদ্ধ, তির্য্যক্ বিদ্ধ, অবিদ্ধ, অব্যধনীয়, বিদ্রুত, ধেনুক, পুনঃপুনঃ বিদ্ধ, শিরা, স্নায়ু, অস্থি, সন্ধি এবং মর্ম্ম প্রভৃতি এই বিংশতি স্থানের শিরা বিদ্ধ হইলে দূষিতভাবে শিরাবিদ্ধ হইয়া থাকে। শিরাসমূহ সূক্ষ্মশস্ত্রের দ্বারা বিদ্ধ হওয়া প্রযুক্ত সম্যক্‌রূপে শোণিত নিঃসরণ না হইয়া বেদনা জন্মিলে বা ফুলিয়া উঠিলে তাহাকে দুর্ব্বিদ্ধ বলা যায়। পরিমাণের অতিরিক্ত বিদ্ধ হওয়া প্রযুক্ত অতিশয় শোণিত নিঃসরণ হইলে অতিবিদ্ধ বলা যায়। কুঞ্চিতবিদ্ধের স্থলেও এইরূপ লক্ষণ জানিবে। ধারহীন শস্ত্রের দ্বারা বিদ্ধ হওয়ায় ফুলিয়া উঠিলে তাহাকে পিচ্চিত বলে। শস্ত্রমুখের দ্বারা অতি অল্পপরিমাণে পুনঃপুনঃ বিদ্ধ হইলে তাহাকে কুট্টিত বলে। শীত, ভয় এবং মূর্চ্ছা প্রভৃতি কারণে শোণিত উত্তমরূপে নিঃসৃত না হইলে তাহাকে অপ্রস্রুত বলা যায়। তীক্ষ্ণ ও বড়মুখ শস্ত্রদ্বারা অতিশয় বিদ্ধ হইলে অত্যুদীর্ণ বলে। অল্প-রক্ত নিঃসৃত হইলে অবিদ্ধ বলে। শোণিত অল্প থাকিলে এবং বায়ুর আধিক্য হইলে পরিশুষ্ক বলে। কিঞ্চিৎ শোণিত নিঃসৃত হইয়া বিদ্ধ-স্থান অবসন্ন হইলে কুণিত বলে। অনুপযুক্ত স্থানে শিরা বিদ্ধ হইলে কম্প উপস্থিত হইয়া শোণিত বন্ধ হয়, ইহাকে বেপিত বলে। অনু-ত্থিতবিদ্ধনামক শিরাবিদ্ধে শস্ত্রদোষেও এইরূপ লক্ষণ হইয়া থাকে। ছিন্ন হইয়া অতিশয় শোণিত নিঃসৃত হইলে শস্ত্রহত বলে। তির্য্যক্-ভাবে শস্ত্রপাত হইলে যদি সমুদয় না কাটিয়া অল্প অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে তাহাকে তির্য্যক্‌বিদ্ধ বলে। যদি অসাবধানতাপ্রযুক্ত শস্ত্রের দ্বারা অধিক বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাকে অপবিদ্ধ বলে। শস্ত্রের

দ্বারা ছেদনীয় না হইলে তাহাকে অব্যধনীয় বলে। অনবস্থিতভাবে বিদ্ধ হইলে তাহাকে বিস্তৃত বলে। শিরাবিদ্ধ করিবার পর শস্ত্রসঞ্চালনদ্বারা ফুলিয়া উঠিয়া পুনঃপুনঃ শোণিতস্রাব হইলে তাহাকে ধেনুকা বলে। সূক্ষ্মশস্ত্রের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া বিবিধপ্রকারের ছিন্ন হইলে তাহাকে পুনঃপুনঃ বিদ্ধ বলে। স্নায়ু, অস্থি, শিরা, সন্ধি এবং মর্ম্ম, এইসকল স্থান বিদ্ধ হইলে বেদনা, ফুলা, অঙ্গবৈকল্য এবং কখন কখন মৃত্যুপর্য্যন্তও ঘটিয়া থাকে। শিরা সকল স্বভাবতই সরল ও মৎস্যের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হয়। অতএব ইহাদিগকে অতি সাবধানে বিদ্ধ করিবে। অনভিজ্ঞ-ব্যক্তিকর্ত্তৃক শরীরে শস্ত্রপাত হইলে বিবিধ প্রকার বিপদ ও নানাবিধ উপদ্রব জন্মে। কায়-চিকিৎসার পক্ষে যেরূপ বিরেচনক্রিয়া প্রধান, শল্যতন্ত্রের মধ্যে শিরা বিদ্ধ করাও সেইরূপ প্রধান। স্নিগ্ধ, ঘর্ম্মাক্ত, ক্লান্ত, বিরেচিত, অনুবাসিত এবং আস্থাপিত এইসকল ব্যক্তিদিগের শিরা বিদ্ধ করিবে না। ক্রোধ, পরিশ্রম, মৈথুন, দিবানিদ্রা, অতিশয় বাক্যপ্রয়োগ, যানারোহণ, ভ্রমণ, শীত, বায়ু, রৌদ্র, প্রকৃতিবিরুদ্ধভোজন এবং অজীর্ণ এই সকল কারণে দুর্ব্বল হইলে, যে পর্য্যন্ত শরীর সবল না হয়, তাবৎ শিরা বিদ্ধ করিবে না। এই বিষয় বিস্তারিতরূপে পুনরায় বলা যাইবে। শৃঙ্গ, তুম্ব এবং জলৌকা দ্বারা শিরা বিদ্ধ করিয়া দূষিত শোণিত নিঃসরণ করিবে, শরীরের কোন স্থানে অতিশয় ফুলিয়া উঠিলে জলৌকার দ্বারা শোণিত নিঃসরণ করিবে। দুষ্টশোণিতদ্বারা কোন অঙ্গ ব্যাপ্ত হইলে ত্বকের উপরিভাগে শৃঙ্গ ও অলাবু বসাইয়া শোণিত নিঃসরণ করিবে।

ইতি অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

অনন্তর আমরা ধমনী ব্যাকরণ নামক অধ্যায় বর্ণন করিতেছি। প্রধান ধমনী চতুর্ব্বিংশ অর্থাৎ চব্বিশটী ইহারা নাভিদেশ হইতে

উৎপন্ন। কেহ কেহ বলেন যে, শিরা, ধমনী ও স্রোত ইহারা পরস্পর ভিন্ন নহে, ধমনী শিরার বিকার মাত্র। ফলতঃ ইহা সঙ্গত নহে। শাস্ত্রেও এইরূপ কথিত আছে যে মলসন্নিময় (ধারণ ও ত্যাগ) ও অন্যান্য ক্রিয়ার ভিন্নতা প্রযুক্ত স্রোত ও শিরা হইতে ধমনী ভিন্ন, কেবল পরস্পর সন্নিকৃষ্ট থাকা প্রযুক্ত ও শরীরের প্রায় একই প্রকার ক্রিয়া নির্ব্বাহ করা প্রযুক্ত, উহাদিগকে একই প্রকার বলা যায়, ইহাদিগের ক্রিয়ার ভিন্নতা থাকিলেও সূক্ষ্মতাপ্রযুক্ত একই প্রকার ক্রিয়া করে বলিয়া বোধ হয়। ঐ সকল ধমনী নাভিমূল হইতে উৎপন্ন হইয়া দশটী ঊর্দ্ধভাগে, দশটী অধোভাগে ও চারিটী তির্য্যগ্ ভাগে গমন করে। ঊর্দ্ধগামিনী দশটী ধমনীর দ্বারা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, গন্ধ, শ্বাস, উচ্ছ্বাস, জৃম্ভণ, ক্ষুৎ (হাঁচি), হাস্য, বাক্যকথন এবং রোদন প্রভৃতি কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। ঐ দশটী ধমনী হৃদয়ে প্রত্যেকে তিনটী করিয়া ত্রিশটী শাখায় বিভক্ত। ঐ ত্রিশটীর মধ্যে দুইটী করিয়া দশটী ধমনী বায়ু, পিত্ত, কফ, শোণিত এবং রস বহন করে। অপর আটটীর দ্বারা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ গৃহীত হয় এবং অপর দুইটীর দ্বারা বাক্য নিঃসরণ, দুইটীর দ্বারা শব্দ নিঃসরণ, দুইটীর দ্বারা নিদ্রা, দুইটীর দ্বারা জাগরণ ও দুইটীর দ্বারা চক্ষুর জল প্রবাহিত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের স্তনমূলে দুইটী ক্ষীরবাহিনী ধমনী অবস্থিতি করিয়া থাকে। পুরুষের দেহে ঐসকল ধমনী স্তনদেশ হইতে শুক্র বহন করে। এই ত্রিশটী ঊর্দ্ধগামিনী ধমনী নাভির ঊর্দ্ধদেশে উদর, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, বক্ষ, স্কন্ধ, গ্রীবা এবং বাহু প্রভৃতিকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে। ঊর্দ্ধগামিনী ধমনীসমূহের ক্রিয়া বলা হইল। সংপ্রতি অধোগামিনী ধমনীসমূহের ক্রিয়া বলা যাইতেছে। অধোগামিনী ধমনীসমূহ বায়ু, মূত্র, পুরীষ, শুক্র এবং আর্ত্তব প্রভৃতি অধোভাগে বহন করে। উহারা পিত্তাশয়ে গমন করিয়া তত্রস্থ অন্নপানজাত রসসমূহ উষ্ণ করত পৃথক্ করে এবং ঐ সকল রস বহন করিয়া শরীরের তৃপ্তি জন্মায়, ঊর্দ্ধ, অধঃ এবং তির্য্যগ্‌গামিনী ধমনীর মধ্যে রস অর্পণ করে, এবং রসের স্থান পূরণ করে ও মূত্র, পুরীষ, এবং স্বেদপ্রভৃতিকে

পরস্পর পৃথক্ করে। আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যস্থলে সেই দশটী অধোগামিনী ধমনী প্রত্যেকে তিন শাখায় বিভক্ত হইয়া ত্রিশটি হয়। সেই ত্রিশটী ধমনীর মধ্যে বায়ু, পিত্ত, কফ, শোণিত ও রস ইহাদিগের প্রত্যেকে দুইটী করিয়া ধমনী বহন করে। অন্নবাহিনী ধমনী দুইটী, অন্ত্রিতে সংলগ্ন জলবাহিনী দুইটি, মূত্রবাহিনী দুইটী ধমনী মূত্রবস্তিতে সংলগ্ন, দুইটি ধমনীর দ্বারা শুক্র জন্মে ও দুইটীর দ্বারা নিঃসরণ হয়। এই দুইটি ধমনী স্ত্রীলোকদিগের দেহে আর্ত্তব বহন করে। দুইটী পুরীষ নিঃসরিণী স্থূল অন্ত্রিতে সংলগ্ন। আটটি ধমনী নাভি হইতে অধোভাগে গমন করিয়া পক্বাশয়, কটি, মূত্র ও পুরীষস্থান, গুহ্যদেশ, মেঢ্র এবং উরু প্রভৃতিস্থান পোষণ করে। অধোগামিনী ধমনীসমূহের ক্রিয়া বলা হইল। সংপ্রতি তির্য্যগ্‌গামিনী ধমনী সকলের ক্রিয়া বলা যাইতেছে। তির্য্যগ্‌গামিনী ধমনীসমূহের প্রত্যেকটি উত্তরোত্তর শত সহস্র সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শাখাপ্রশাখা বিস্তার করতঃ সমস্ত শরীরকে ছিদ্রযুক্ত করে। সেই সকল সূক্ষ্মতম ধমনীর মুখ প্রতিলোমকূপে সংলগ্ন। উহার দ্বারা অন্তরস্থ স্বেদ বাহিরে নিঃসৃত হয় ও শারীরিক রস অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে সন্তর্পিত হয় এবং অভ্যঙ্গ, পরিষেচন অবগাহন ও লেপন ক্রিয়ার দ্বারা তৈলাদির বীর্য্য শরীরে প্রবেশ করে। ইহাতে ত্বক্ পক্ব হয়, ও স্পর্শজন্য সুখ বা অসুখ অনুভূত হয়। সর্ব্বাঙ্গগামিনী চারিটী ধমনীর বিষয় বলা হইল। মৃণাল সূত্রের মধ্যে যেমন ছিদ্র থাকে, সেইরূপ ধমনীর অভ্যন্তরে ও ছিদ্র থাকে। তদ্দ্বারা শরীরে রস সঞ্চারিত হয়। পঞ্চভূত স্বয়ং পঞ্চভূতদ্বারা পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চবিষয়ে অনুধাবন করে এবং বিষয় সকল নিরন্তর চিন্তা করতঃ বিনাশকালে সেই পঞ্চ ইন্দ্রিয় পঞ্চবিষয়ে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতঃপর স্রোতসমূহের মূল বিদ্ধ হইলে যেসকল লক্ষণ হয়, তাহা বলা যাইতেছে। ঐসকল স্রোতসমূহ শ্বাস, অন্ন, জল, রস, রক্ত, মাংস, মেদ, মূত্র, পুরীষ, শুক্র ও আর্ত্তব প্রভৃতি বহন করিয়া থাকে, এই সকলের মধ্যে শ্বাসবাহিনী দুইটী, ঐ দুইটীর মূল হৃদয় ও রস বাহিনী

ধমনীসমূহ। পরন্তু ঐ সকল ধমনীর মূল বিদ্ধ হইলে ক্রমশঃ বিনমন, (দেহ নত হয়), মোহন, (ভ্রম জন্মায়) ভ্রমণ এবং বেপন, (কম্প), এই সকল উপদ্রব কিম্বা মৃত্যুও হইয়া থাকে। অন্নবাহী স্রোত দুইটী, আমাশয় ও অন্নবাহী ধমনীসমূহ উহাদিগের মূল। ঐ সকল মূল বিদ্ধ হইলে শূল, অন্নে অরুচি, বমন, পিপাসা, দৃষ্টি শক্তির হ্রাস কিম্বা কখন কখন মৃত্যু পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। উদকবাহী স্রোত দুইটী, তালু ও ক্লোম উহাদিগের মূল। ঐ মূল বিদ্ধ হইলে পিপাসা বা তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। রস-বাহী স্রোত দুইটী, হৃদয় ও রস-বাহিনী ধমনী তাহাদিগের মূল। ঐ দুইটি মূল বিদ্ধ হইলে শোষ এবং শ্বাস-বাহী স্রোত বিদ্ধ হইলে যেসকল লক্ষণ হয় সেই সকল লক্ষণ অথবা মৃত্যুও হইয়া থাকে। রক্ত বাহি স্রোত দুইটী, যকৃৎ, প্লীহা ও রক্ত-বাহিনা ধমনী তাহাদিগের মূল। ঐ সকল মূল বিদ্ধ হইলে শরীর শ্যামবর্ণ, জ্বর, দাহ, পাণ্ডুতা, অতিশয় রক্তনিঃসরণ ও চক্ষু রক্তবর্ণ প্রভৃতি লক্ষণ হইয়া থাকে। মাংসবাহী স্রোত দুইটী, স্নায়ু, ত্বক্ ও রক্ত-বাহিনী ধমনী উহাদিগের মূল। ঐ সকল মূল বিদ্ধ হইলে শোথ, মাংসশোষ, শিরা-গ্রন্থি, অথবা মৃত্যুও ঘটিয়া থাকে। মেদ-বাহী স্রোত দুইটি, কটি ও বৃক্কদ্বয় উহাদিগের মূল, ঐ সকল বিদ্ধ হইলে স্বেদ নিঃসরণ, অঙ্গের স্নিগ্ধতা, তালুশোষ, শোথ এবং পিপাসা এই সকল উপদ্রব জন্মে। মূত্রবাহী স্রোত দুইটি উহাদিগের মূল বস্তি ও মেঢ্র ঐ মূল বিদ্ধ হইলে বস্তিদেশ স্ফীত, মূত্রনিরোধ ও মেঢ্রের স্তব্ধতা প্রভৃতি উপদ্রব জন্মে। পুরীষবাহী স্রোত দুইটী, উহাদের মূল পক্বাশয় ও গুহ্যদেশ ঐ সকল মূল বিদ্ধ হইলে আনাহ, দুর্গন্ধতা ও অন্ত্রিতে গ্রন্থিপ্রভৃতি উপদ্রব জন্মে। শুক্রবাহী স্রোতদুইটী, স্তন ও কোষদ্বয় উহার মূল। এই মূল বিদ্ধ হইলে ক্লীবতা, বিলম্বে শুক্র নিঃসরণ এবং শুক্রের রক্তবর্ণতা, এই সকল উপদ্রব জন্মে। আর্ত্তব-বাহী স্রোত দুইটী, গর্ভাশয় ও রক্ত-বাহিনী ধমনী উহাদিগের মূল, এই মূল বিদ্ধ হইলে স্ত্রীলোক বন্ধ্যা হয়। সেবনী বিদ্ধ হইলে বিবিধ

পীড়া জন্মে। বস্তি ও গুদ বিদ্ধ হইলে যেসকল লক্ষণ হয়, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। স্রোতসমূহ বিদ্ধ হইলে রোগীকে প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে। শল্য নিঃসৃত হইলে ক্ষত স্থলের যেরূপ চিকিৎসা কর্ত্তব্য, ইহারও সেইরূপ চিকিৎসা করিবে। পূর্ব্বোক্ত মূল সকল হইতে শিরা ও ধমনী ব্যতিরেকে যেসকল ছিদ্রযুক্ত নাড়ী দেহে প্রবাহিত হয়, তাহাদিগকে স্রোত বলে।

ইতি নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

গর্ব্ভিণী ব্যাকরণ।

অনন্তর আমরা গর্ব্ভিণী ব্যাকরণ নামক অধ্যায় বর্ণন করিতেছি। গর্ব্ভিণী, গর্ভগ্রহণের প্রথম দিবস হইতে হৃষ্টচিত্ত, শুচি, অলঙ্কৃত, শুক্লবস্ত্র পরিধান, শান্তি মঙ্গলধারণ, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুপরায়ণা হইবে। মলিন, বিকৃত বা হীনগাত্র ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবে না। দুর্গন্ধ বা দুর্দ্দর্শনাদি পরিত্যাগ করিবে। চিত্তের উদ্বিগ্নকর আলাপ বা শুষ্ক, পর্য্যুসিত, কুথিত ও ক্লিন্ন অন্ন আহার করিবে না। বাহিরে ভ্রমণ, শূন্যগৃহে বাস, চৈত্য (চতুষ্পথ) বা শ্মশানবৃক্ষ আশ্রয় করিবে না। ক্রোধ বা ভয়ের কারণ সমূহ পরিত্যাগ করিবে। ভারবহন বা উচ্চৈঃস্বরে বাক্য কথন প্রভৃতি ও যাহাতে গর্ভনাশ হয় সেই সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিবে। সর্ব্বদা তৈলাদি মর্দ্দন অথবা অপরিমিত শারীরিক শ্রমও করিবে না। শয্যা ও আসন যাহাতে অতিশয় কোমল হয়, তাহা করিবে। অতিশয় উচ্চস্থানে আরোহণ বা অন্য কোন প্রকার কষ্টজনক কার্য্য করিবে না। মধুররস, মুখপ্রিয়, তরল, স্নিগ্ধ এবং অগ্নিকর দ্রব্যসমূহ আহার করিবে। এইসকল নিয়ম সামান্যতঃ প্রসব-কাল পর্য্যন্ত অবলম্বন করিবে। বিশেষ নিয়ম এই যে, গর্ব্ভিণী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়মাসে মধুর, শীতল ও তরলদ্রব্য আহার করিবে।

তৃতীয়মাসে ষষ্টিক অর্থাৎ ষাটিয়া ধান্যের তণ্ডুল দুগ্ধের সহিত ভোজন করিবে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, চতুর্থমাসে দধির সহিত, পঞ্চম-মাসে দুগ্ধ ও নবনীতের সহিত আহার করিবে ও জলজন্তুর মাংসের সহিত মুখ-প্রিয় অন্ন ভোজন করিবে। পঞ্চমমাসে দুগ্ধ ও ঘৃতসংযুক্ত আহার করিবে। ষষ্ঠমাসে ঘৃত ও গোক্ষুরের ক্বাথ অথবা যবের মণ্ডপান করিবে। সপ্তমমাসে পৃথকৃপর্ণী প্রভৃতির ক্বাথ ও ঘৃত পান করিবে। এই সকল নিয়মে গর্ভ সমধিক বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অষ্টমমাসে বলা, অতিবলা, শতপুষ্পা, মাংস, দুগ্ধ, দধির মাৎ, তৈল, লবণ, মদন-ফল, মধু এবং ঘৃত এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া বদরো-দকের (পুরাতন কুল গুলিয়া সেই জলের) সহিত আস্থাপন করা-ইবে। ইহাতে সঞ্চিত পুরীষের শুদ্ধি ও বায়ুর অনুলোম হয়। অনন্তর দুগ্ধ ও মধুর সহিত তৈল মিশ্রিত করিয়া বিরেচন করাইবে। বায়ুর অনুলোম হইলে সুখে ও নিরুপদ্রবে প্রসব হইয়া থাকে। নবমমাসের প্রশস্ত দিবসে গর্ভিণীকে সূতিকাগারে প্রবেশ করাইবে। সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণ বিষয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের যথাক্রমে শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ ভূমি প্রশস্ত। বিল্ব, বট, তিন্দুক ও ভল্লাতক এই চারিপ্রকার কাষ্ঠদ্বারা উক্ত চারিবর্ণের নিমিত্ত যথাক্রমে সূতিকাগারের খাট্ প্রস্তুত করিবে। উক্ত সূতিকাগারের ভিত্তি মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিবে এবং উহার দ্বার পূর্ব্ব অথবা দক্ষিণ দিকে রাখিবে, গৃহ দীর্ঘে আট হাত ও প্রস্থে চারিহাত রাখিবে এবং গৃহ রক্ষামন্ত্র ও অন্যান্য মঙ্গলযুক্ত করিবে। কুক্ষিদেশ শিথিল ও হৃদয়ের বন্ধন মুক্ত হইলে এবং উরুদ্বয় বেদনা বিশিষ্ট হইলে প্রসবকাল উপস্থিত বলিয়া জানিবে। কটি ও পৃষ্ঠদেশের চতুর্দ্দিকে বেদনা, মুহুর্মুহু মলমূত্রের প্রবৃত্তি এবং অপত্যপথ হইতে শ্লেষ্মা নিঃসরণ হয়। প্রসবের কালে মঙ্গলকার্য্য ও শান্তি বচন পড়িবে। প্রসূতিকে সমস্ত পুংলিঙ্গ বাচক ফল হস্তে করিয়া চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া বসিবে। গর্ভিণীকে তৈল মাখাইয়া উষ্ণোদক পরিষেচণপূর্ব্বক প্রচুর পরিমাণে যবেরমণ্ড কণ্ঠ

পর্য্যন্ত পান করাইবে। অনন্তর মৃদু, (কোমল) ও বিস্তৃত শয্যায় উপধানে (বালিশে) মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক শয়ন করাইয়া উরুদ্বয় কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া রাখিবে। অনন্তর প্রসবকার্য্যে কুশলা এরূপ চারিটী পরিণত বয়স্কা স্ত্রীলোক, নখচ্ছেদন পূর্ব্বক নির্ভয় চিত্তে তাহার পরিচর্য্যা করিবে। অনন্তর সূতিকাগৃহে প্রবেশ করাইয়া অনুলোমভাবে (উপর হইতে নিম্নে) তৈল মর্দ্দন করাইতে করাইতে গর্ভিণীকে বলিবে হে সুভগে ! প্রবাহণ কর (কোঁথ পাড়), যাহাতে কষ্ট বোধ না হয় এরূপভাবে প্রবাহণ কর। অনন্তর গর্ভনাড়ীর বন্ধন শিথিল হইলে ও কটি, কুঁচ্‌কি, বস্তি এবং শিরোদেশে শূল বিদ্ধবৎ বেদনা হইলে ক্রমে ক্রমে প্রবাহণ করিবে। অনন্তর গর্ভ যোনিমুখে সমাগত হইলে অধিকতর প্রবাহণ করিবে। অকালে প্রবাহণ করিলে বধির, মূক, ব্যস্তহনু, (গালের অস্থি বাঁকা হওয়া) এবং মস্তকের অভিঘাত হয় অথবা কাস, শ্বাস ও শোষ প্রভৃতি রোগ-বিশিষ্ট অথবা পঙ্গু বা বিকটাকার হয়। সন্তান বিপরীতভাবে গর্ভমধ্যে থাকিলে তাহাকে সরলভাবে আনিয়া প্রসব করাইবে। গর্ভসঙ্গ হইলে অর্থাৎ গর্ভ নিঃসৃত না হইলে, কৃষ্ণসর্পের (কেউটে সাপের) খোলোস্ অথবা পিণ্ডীতক (ময়নাবৃক্ষ) দ্বারা প্রসবদ্বারে ধূম প্রদান করিবে, কিংবা গর্ভিণী হিরণ্য-পুষ্পের মূল, সৌবর্চ্চল লবণ বা গুলঞ্চ প্রভৃতি হস্তে ও পদে ধারণ করিবে। প্রসব হইলে কুমারের জরায়ুনাড়ী মধু, ঘৃত ও সৈন্ধবের দ্বারা বিশোধিত করিবে, মস্তকে একখণ্ড ঘৃতাক্ত বস্ত্র প্রদান করিবে। পরে সূত্রের দ্বারা নাভি নাড়ীর অষ্টাঙ্গুল পরিমাণ স্থান বন্ধন করিয়া ছেদন করিবে ও সেই সূত্রের কিয়দংশ কুমারের গ্রীবাদেশে বন্ধন করিয়া দিবে। অনন্তর কুমারকে শীতল জল দ্বারা আশ্বাসিত করিয়া জাতকর্ম্মসমূহ সমাপনপূর্ব্বক প্রসূতিকে মধু, ঘৃত, অনন্তমূল ও ব্রাহ্মীশাকের রসের সহিত সুবর্ণ-চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লেহন করিতে দিবে। পরে বলা-তৈল মাখাইয়া ক্ষীরীবৃক্ষের ক্বাথে কিংবা সকল প্রকার গন্ধদ্রব্য বিশিষ্ট জলে অথবা রৌপ্য ও স্বর্ণের সহিত জল উষ্ণ

করিয়া সেই জল কিংবা ঈষৎ উষ্ণ কপিত্থপত্রের ক্বাথে, দেশ, কাল এবং অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্নান করাইবে। তিন রাত্রি বা চারি রাত্রির পর হৃদয়স্থ ধমনীর পথ পরিষ্কৃত হইলে প্রসূতির স্তনে দুগ্ধ প্রবর্ত্তিত হয়। অতএব প্রথম দিবসে অনন্ত-মূলের ক্বাথে ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে পান করাইবে। দ্বিতীয় দিবসে লক্ষাণর ক্বাথ ও তৃতীয় দিবসে ঘৃত, পান করাইবে। অনন্তর স্বীয় করতল পরিমিত ঘৃত ও মধু দিবসে দুইবার পান করাইবে। ইহার পর প্রসূতিকে বেড়েলার তৈল মর্দ্দন করাইয়া বায়ু শান্তিকর ঔষধ পান করাইবে। কোন প্রকার দোষ থাকিলে সেই দিবসে অর্থাৎ পঞ্চম দিবসে পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, গজপিপ্পলী, চিতা ও শৃঙ্গবের (আদা), এই সকলের চূর্ণ উষ্ণগুড়োদকের (গুড়ের জলের) সহিত পান করাইবে। এইরূপ নিয়ম দুই দিন বা তিনদিন অথবা যে পর্য্যন্ত দূষিত শোণিত সংশোধিত না হয় তাবৎকাল পর্য্যন্ত অবলম্বন করিবে। অনন্তর শোণিত সংশোধিত হইলে বিদারীগন্ধাদির ক্বাথ ও ঘৃত, অথবা দুগ্ধের সহিত যবেরমণ্ড তিনরাত্রি পর্য্যন্ত পান করাইবে। ইহার পর বল ও অগ্নি বিবেচনা করিয়া কোল ও কুলত্থ কলাইয়ের ক্বাথের সহিত এবং মাংস রসের সহিত অন্ন ভোজন করাইবে। এইরূপে অর্দ্ধমাস গত হইয়া শরীর সংশোধিত হইয়া সূতিকা হইতে উত্তীর্ণ হইলে আহার আচারের নিয়ম পরিত্যাগ করিবে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, আর্ত্তব দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত সূতিকাবস্থা থাকে। মধ্যদেশের প্রসূতির সূতিকাবস্থায় উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃতপান করাইয়া পিপ্পল্যাদির ক্বাথ পান করাইবে। বলবতী স্ত্রীলোকদিগকে যবেরমণ্ড তিন রাত্রি অথবা পাঁচরাত্রি পর্য্যন্ত পান করাইবে। অনন্তর অর্থাৎ পঞ্চম দিবসের পর ঘৃতযুক্ত অন্ন ভোজন করাইবে এবং সর্ব্বদা প্রচুর পরিমাণে উষ্ণ জল শরীরে সেচন করিবে। ক্রোধ ও পরিশ্রম প্রভৃতি সূতিকাবস্থায় পরিত্যাগ করিবে, সূতিকাবস্থায় যে রোগ জন্মে তাহা কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য বলিয়া জানিবে। অতিশয় উপবাসাদি

দ্বারা রোগ জন্মিলেও এইরূপ হইয়া থাকে। অতএব দেশ, কাল. ব্যাধি ও অভ্যাস প্রভৃতির পরীক্ষা করিয়া সূতিকাবস্থায় চিকিৎসা করিবে। এই অবস্থায় যাহাতে কোনমতে অত্যাচার না হয় সেই বিষয়ে সাবধান থাকিবে। অপরাপর রোগের সম্ভাবনা হইলে মূত্ররোধ বা উদরের আধ্মান প্রভৃতি রোগ জন্মে, এইনিমিত্ত প্রসবান্তে অঙ্গুলিতে চুল জড়াইয়া প্রসূতির কণ্ঠদেশ মার্জ্জিত করিবে, অথবা তিক্ত অলাবু, কৃতবেধন (কোষাতকী) সর্ষপ ও সর্পনির্ম্মোক (সাপের খোলস্) কেবলমাত্র এইসকল দ্রব্যের সহিত কটু (সর্ষপ) তৈল মিশ্রিত করিয়া ধূম প্রদান করিবে। অথবা লাঙ্গুলিয়া মূলের ক্বাথ প্রসূতির করতল ও পদতলে লেপন করিবে কিংবা প্রসূতির মস্তক-দেশে মহাবৃক্ষের ক্ষীর পুনঃ পুনঃ সেচন করিবে অথবা কুড় ও লাঙ্গুলি মূলের ক্বাথ, মদ্য বা গোমূত্রের সহিত আস্থাপন করাইবে। অথবা শালিমূলের ক্বাথ পূর্ব্বাহ্নে পিপ্পল্যাদির মদ্যের সহিত কিংবা শ্বেত-সর্ষপ, কুড়, লাঙ্গলি, মহাবৃক্ষের ক্ষীর এইসকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া মদ্যের ফেণার দ্বারা আস্থাপন প্রয়োগ করিবে। অথবা এইসকলের ক্বাথের সহিত শ্বেতসর্ষপের তৈল হস্তে মিশ্রিত করিয়া বিরেচন প্রয়োগ করাইবে। অথবা কোনপ্রকার স্নিগ্ধদ্রব্য হস্তে মাখাইয়া মল আহরণ করিবে। প্রসবের পর স্ত্রীলোকের শরীর রুক্ষ হইলে শরীরের তীক্ষ্ণতা-প্রযুক্ত শোণিত বিশুদ্ধ না হইয়া, শোণিত স্থানগতবায়ুর দ্বারা নাভির অধোভাগ রুদ্ধ হইয়া পার্শ্ব ও বস্তিদেশে অথবা বস্তির উপরিভাগে গ্রন্থি জন্মাইয়া থাকে। অনন্তর নাভি, বস্তি ও উদরদেশে বেদনা জন্মিলে এবং সূচীরদ্বারা ভিন্ন বা বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় পক্বাশয়ে যাতনা বোধ হইলে, উদরদেশ আধ্মান ও মূত্রসঙ্গ প্রভৃতি মক্কল্ল রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইরোগে বীরতরু প্রভৃতির ক্বাথ পানকরাইবে, অথবা ঘৃতের সহিত যবক্ষার চূর্ণ কিম্বা অল্প উষ্ণজলের সহিত সৈন্ধবচূর্ণ কিম্বা পিপ্পল্যাদিরক্বাথের সহিত পিপ্পল্যাদি চূর্ণ, অথবা মদ্য ফেণার সহিত বরুণাদিগণের ক্বাথ অথবা পঞ্চকোল ও এলাইচ

সেবন করাইবে অথবা পৃথক্‌পর্ণ্যাদির ক্বাথ বা ভদ্রদারু ও মরিচ সংযুক্ত পুরাতন গুড় অথবা ত্রিকটু, চতুর্জাত, ও কুস্তুম্বুরু মিশ্রিত পুরাতন গুড় সেবন করাইবে, অথবা এইসকল দ্রব্যের অরিষ্ট পান করাইবে। বালককে ক্ষৌমবস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে, ক্ষৌমবস্ত্রের শয্যাতে শয়ন করাইবে। পীলু, বদর, নিম্ব এবং পরুষক এই সকলের পত্র দ্বারা বীজন করিবে এবং তৈলে বস্ত্রখণ্ড বা তুলা ভিজাইয়া উহা মস্তকে প্রয়োগ করিবে। বালকের হস্ত, পাদ, মস্তক ও গ্রীবাদেশে রক্ষা বন্ধন করিবে। শয্যাতেও তিল, তিসি এবং সর্ষপের কণা বিকীর্ণ করিবে। গৃহে অগ্নি প্রজ্জলিত করিবে এবং ব্রণরোগের ন্যায় নিয়ম অবলম্বন করিবে। অনন্তর দশম দিবসে পিতা ও মাতা স্বস্তি-বাচন পূর্ব্বক আপনাদিগের অভিপ্রায় অনুসারে অথবা নক্ষত্রের নামানুসারে বালকের নামকরণ করিবে। পরে ধাত্রী নিযুক্ত করিতে হইলে, আপনার-স্বজাতীয়া মধ্যমপরিমাণা, মধ্যমবয়স্কা, শীলবতী, ধীরা, লোভ-হীনা, মধ্যম-শরীরা, নির্দ্দোষ-দুগ্ধা, অলম্বৌষ্ঠী (যাহার ওষ্ঠ লম্বিত নহে), অলম্বোর্দ্ধস্তনী (যাহার স্তন লম্বিত বা ঊর্দ্ধ-মুখ নহে) অব্যসননী (যে ক্রীড়ায় আসক্ত নহে), জীবদ্বৎসা (যাহার পুত্র জীবিত থাকে), দুগ্ধবতী, বৎসলা (যাহার অপত্য-স্নেহ সমধিক) অক্ষুদ্রকর্ম্মিণী (যে সামান্য কর্ম্মে আসক্ত না হয়) সদ্বংশজাতা, সৎগুণ-বিশিষ্টা এবং অরোগিণী; বালকের বলবৃদ্ধির নিমিত্ত এইরূপ ধাত্রী নিযুক্ত করিবে। স্তন ঊর্দ্ধমুখ হইলে বালকের হাঁ বড় হয়। স্তন লম্বিত হইলে বালকের নাসিকা ও মুখ আচ্ছাদিত হইয়া প্রাণবিনাশের সম্ভাবনা। অনন্তর প্রশস্ত তিথিতে স্নান করিয়া বস্ত্রপরিধানপূর্ব্বক ধাত্রী পূর্ব্বমুখে বসিয়া বালকের মস্তক উত্তরদিকে রাখিয়া ক্রোড়ে ধারণ করিবে। পরে দক্ষিণ স্তন ধৌত করিয়া কিঞ্চিৎ দুগ্ধ নিঃসারণপূর্ব্বক মন্ত্র পাঠ করতঃ দুগ্ধ পান করাইবে। মন্ত্রার্থ যথা—হে সুভগে, বালকের বল বৃদ্ধির জন্য চারি সাগর তোমার স্তনদ্বয়ে নিত্য ক্ষীর বহন করুন। হে শুভাননে, দেবতারা যেরূপ অমৃত পান করিয়া দীর্ঘায়ুঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অমৃত

রসের স্বরূপ তোমার স্তন্যপান করিয়া কুমারও সেইরূপ দীর্ঘায়ুঃ প্রাপ্ত হউক। এইসকল নিয়মের অন্যথা আচরণ করিলে, প্রকৃতি বিরুদ্ধ-প্রযুক্ত ধাত্রীর স্তন্যপানে বালকের রোগ জন্মে। প্রথমে স্তন্য নিঃসরণ না করিয়া বালককে স্তন্য পান করিতে দিলে স্তন স্তব্ধ ও দুগ্ধপূর্ণ থাকা প্রযুক্ত পান করিবার সময় বালকের গলনলীতে অধিক পরিমাণে স্তন্য প্রবেশ করিয়া কাস, শ্বাস ও বমি প্রভৃতি রোগ জন্মায়। অতএব স্তন্যপান করাইবার অগ্রে কিছু দুগ্ধনিঃসারণ করিয়া ফেলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ক্রোধ, শোক এবং অপত্য স্নেহের অভাব, এইসকল কারণে স্ত্রীলোকের স্তন্যদুগ্ধ জন্মে না। স্তনে দুগ্ধ জন্মিবার জন্য প্রসূতির বা ধাত্রীর মনকে প্রফুল্লতা রাখা কর্ত্তব্য এবং যব, গোধূম, শালি বা যেটে ধান্যের অন্ন, মাংসরস, সুরা, পিন্যাক, (তিলবাটা), লস্থন, মৎস্য, কেশুর, পানিফল, মৃণাল, ভূমি-কুষ্মাণ্ড, অলাবু এবং কলমীশাক প্রভৃতি সেবন করান কর্ত্তব্য। স্তন্য জলে নিক্ষেপ করিলে যদি স্তন্যদুগ্ধ নির্ম্মল, পাতলা এবং সঙ্খের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও একত্রীভূত হয় এবং ফেণিল বা সূতার ন্যায় না হয় ও ভাসিয়া না উঠে, তাহা হইলে তাহাকে বিশুদ্ধ স্তন্য বলিয়া জানিবে। এইরূপ স্তন্যপানে কুমারের শরীর ও বল বৃদ্ধি হয়। ক্ষুধিতা, শোকার্ত্তা, পরিশ্রান্তা, দূষিতধাতুবিশিষ্টা, গর্ব্ভিণী, জ্বরিতা, অতিশয় ক্ষীণা ও অতিশয় স্থূলা, প্রচুর পরিমাণে অম্লাহারকারিণী এবং বিরুদ্ধ আহারশীলা, এইসকল লক্ষণযুক্তা ধাত্রীর স্তন্যপান করাইবেনা। অজীর্ণরোগে বালকের পক্ষে ঔষধ বিধেয় নহে, কারণ তাহাতে তীব্র রোগের উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা। ধাত্রীর গুরুতর ভোজন অথবা বিপরীত ভোজনের দ্বারা শরীরের কোন দোষ প্রকুপিত হইয়া, ধাত্রীর স্তন্য দূষিত হয়। মিথ্যা আহার ও মিথ্যা বিহারের দ্বারা স্ত্রীলোকের দেহে বায়ু এবং পিত্ত প্রভৃতি কুপিত হইলে স্তন্য দূষিত হয়। ঐ দূষিত স্তন্যপান করিলে বালকের পীড়া জন্মে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক এবিষয়টী বিশেষরূপে অনুধাবন করিবেন। বালকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগত রোগ হইলে

মুহুর্মুহুঃ তৃষ্ণা হয় ও স্পর্শ করিলে যাতনা হয়। মস্তকে কোন রোগ হইলে মস্তক সরলভাবে স্থির রাখিতে পারে না। বস্তিগত রোগ হইলে মূত্ররোধ, তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছা হয়। কোষ্ঠদেশে রোগ হইলে, মলমূত্র রোধ, বিবর্ণতা, আধ্মান, ও অন্ত্রকূজন (পেটডাকা), এই-সকল লক্ষণ হয়। দেহের সর্ব্বস্থানগত রোগ হইলে কেবলমাত্র রোদন করিতে থাকে। বালক কেবলমাত্র স্তন্যপায়ী হইলে, মৃদু ঔষধ যথাবিহিত পরিমাণে দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত ধাত্রীকে সেবন করাইবে। বালক দুগ্ধান্নভোজী হইলে, ধাত্রী ও বালক উভয়কে ঔষধ সেবন করাইবে। বালক অন্নভোজী হইলে ক্বাথ প্রভৃতি ঔষধ বালককেই সেবন করাইবে, ধাত্রীকে সেবন করাইবার প্রয়োজন নাই। দুগ্ধপায়ী বালকের একমাসের অধিক বয়স হইলে, অঙ্গুলির দুইটী পর্ব্বে যে পরিমাণ ঔষধ গ্রহণ করা যায়, তাহাই সেবন করাইবে। বালক দুগ্ধান্নভোজী হইলে ঔষধের কল্ক ফলের অস্থি (আঁটি), পরিমাণ সেবন করাইবে। অন্নভোজী বালককে কুল পরিমাণ ঔষধ সেবন করাইবে। চিকিৎসকেরা যে সকল দ্রব্য যে সকল রোগের ঔষধস্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, স্তন্যপায়ী বালকের সেই সকল রোগ উপস্থিত হইলে এইসকল দ্রব্যের কল্ক প্রস্তুত করিয়া ধাত্রীর স্তনে লেপন করাইয়া বালককে স্তন্যপান করাইবে। পরন্তু এই ঔষধ একদিবস, দুইদিবস কিংবা তিনদিবস পর্য্যন্ত সেবন করাইবে। দুই দোষ মিশ্রিত হইয়া রোগ হইলে ঘৃত হিতকর। অহিতাচার না হইলে বালককে কদাচিৎ বমন ও বিরেচন প্রয়োগ করাইবে না। মস্তুলুঙ্গ, (মাথার ঘিলু) ক্ষয় হওয়াপ্রযুক্ত বায়ুকর্ত্তৃক বালকের তালুদেশের অস্থি নামিয়া পড়িলে এবং তৃষ্ণা ও দীনভাবাপন্ন হইলে জীবক বা অশ্বগন্ধা সহ-যোগে ঘৃতপাক করিবে। পরে ঐ ঘৃত পান ও মর্দ্দন করাইবে এবং শীতল জলের দ্বারা উদ্বিগ্ন করিবে। বায়ু-কর্ত্তৃক বালকের নাভিস্থল বেদনাযুক্ত হইয়া আধ্মাত হইলে উহাকে তুণ্ডি নামক রোগ বলে। বায়ুশান্তিকর স্নেহ, স্বেদ ও প্রলেপ দ্বারা উহার শান্তি করিবে। বাল-

কের গুহ্যদ্বার পাক রোগ হইলে পিত্তঘ্ন ক্রিয়া করিবে, বিশেষতঃ পানীয়দ্রব্যে ও আলেপনে রসাঞ্জনব্যবহার করিবে। দুগ্ধপায়ী বালককে শ্বেতসর্ষপ, বচ, পয়স্যা, অপামার্গ, শতাবরী, সারিবা, ব্রাহ্মী, পিপ্পলী, হরিদ্রা, কুড়, ও সৈন্ধবলবণ এই সকলের পক্ক ঘৃত পান করাইবে। দুগ্ধান্নভোজী বালককে যষ্টিমধু, বচ, পিপ্পলী, চিত্রক ও ত্রিফলা এই সকলের দ্বারা পক্ক ঘৃত পান করাইবে। অন্নাহারী বালককে দ্বিপঞ্চমূল (দশমূল) দুগ্ধ, তগরপাদুকা, ভদ্রদারু, মরিচ, মধু, বিড়ঙ্গ, দ্রাক্ষা ও দ্বিব্রাহ্মী (দুইপ্রকার ব্রাহ্মী) এইসকলের দ্বারা পক্ক ঘৃত পান করাইবে। এই তিন প্রকার ঔষধের দ্বারা বালকদিগের আরোগ্য, বল, মেধা ও শ্রীবৃদ্ধি হয়। বালকের স্পর্শসুখ গ্রহণ করিবে। বালকের প্রতি তর্জ্জন করা বা বালককে সহসা জাগরিত করা কর্ত্তব্য নহে; তাহাতে বালকের মনে ভয় জন্মে। হটাৎ বালককে ক্রোড়ে বা উচ্চে তুলিবে না, তাহাতে বায়ুর বিঘাত জন্মিতে পারে। উপবেশন করানও কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে বালক কুব্জ হইতে পারে। ক্রোধ পরিহারপূর্ব্বক শত শত প্রকার প্রিয়-বাক্যের দ্বারা বালককে সান্ত্বনা করিবে। এইরূপে কোন প্রকার মানসিক অভিঘাত ব্যতিরেকে বালক দিন দিন বর্দ্ধিত হয় এবং বালকের উৎসাহ, স্বাস্থ্য ও মনের প্রফুল্লতা জন্মে। বায়ু, রৌদ্র, বিদ্যুৎ-প্রভা, বৃক্ষলতা, শূন্যস্থান, নিম্নস্থান, গৃহের ছায়া, দুষ্টগ্রহ ও অন্যান্য উপসর্গ হইতে বালককে রক্ষা করিবে। অপবিত্রস্থানে, শূন্যস্থানে, উষ্ণ বা জলার্দ্র-স্থানে, বালককে রাখিবে না। বালকদিগকে যতদিন স্তন্যপান করাইয়া পোষণ করিতে হয়, ততদিন তাহাদিগকে ছাগী দুগ্ধই হউক অথবা গব্য দুগ্ধই হউক, পরিমিত-রূপে পান করাইবে। ছয়মাস অতীত হইলে ইহাদিগকে লঘু ও হিতকর (যাহাতে পীড়া না হয়) অন্ন ভোজন করাইবে এবং বালককে অবরোধ মধ্যে রাখা ও উপসর্গ হইতে যত্ন-পূর্ব্বক রক্ষা করা কর্ত্তব্য। বালক মধ্যে মধ্যে উদ্বিগ্ন হইয়া ভয় পাইতে বা রোদন করিতে থাকিলে এবং আপনার বা ধাত্রীর শরীর নখের

দাঁত আঁচড়াইতে থাকিলে; দন্ত কিড়মিড়, কণ্ঠকূজন (কোঁৎপাড়া) বা হাই তুলিতে থাকিলে, জ্রদ্বয় নিঃক্ষেপ পূর্ব্বক একাগ্রভাবে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিতে থাকিলে, বা মুখে ফেণা নিঃসরণ হইতে অথবা ওষ্ঠদ্বয় দংশন করিতে থাকিলে, মল কঠিন ও কুপিত হইলে, কাতরস্বরে রোদন করিতে থাকিলে, রাত্রি জাগরণ প্রযুক্ত শরীর দুর্ব্বল বা ম্লান হইলে, শরীরে মৎস্য, বা মৎকুণের গন্ধ হইলে এবং পূর্ব্বের ন্যায় স্তনে অভিলাষ না থাকিলে, গ্রহোপসৃষ্টির লক্ষণ বলিয়া জানিবে। সংপ্রতি এবিষয় সংক্ষেপে বলা হইল। উত্তরতন্ত্রে ইহা বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিব। বালক ক্রমশঃ বিদ্যাভ্যাসে সমর্থ হইলে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চতুর্ব্বিধবর্ণ অনুসারে বিদ্যা অভ্যাস করাইবে। পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়স হইলে দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যার সহিত বিবাহ দিবে। ইহাতে পিতামাতার ধর্ম্ম, অর্থ ও কামনার (মনোবৃত্তির) অনুরূপ সন্তান জন্মে। পঞ্চবিংশতি বর্ষের ন্যূন-বয়স্ক পুরুষের দ্বারা যদি ষোড়শ বর্ষের ন্যূন-বয়স্কা স্ত্রীলোকের গর্ভ উৎপাদন হয়, তবে সন্তান গর্ভেই নাশ হয়, অথবা যদিও জন্মে, তাহা হইলে অধিক দিন বাঁচে না, যদি বা বাঁচে তাহা হইলে শরীর ও মন দুর্ব্বল হয়। অতএব অত্যন্ত বালিকা অবস্থাতে গর্ভাধান করাইবে না। অতিশয় বৃদ্ধা হইলে, দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিলে, অথবা অন্য কোনপ্রকার রোগ-বিশিষ্ট হইলে স্ত্রীলোকের গর্ভাধান করাইবে না। পুরুষেরও ঐসকল অবস্থায় গর্ভোৎপাদন করান কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বোক্ত কোন কারণে গর্ভস্রাব হইবার উপক্রম হইলে, গর্ভাশয় এবং কটি, ঊরু ও বস্তিদেশ শূলবিদ্ধবদ্বেদনাযুক্ত ও শোণিত দৃষ্ট হইলে, এই সকল অবস্থায় শীতলজল পরিষেচন, অবগাহন ও শীতল প্রলেপের দ্বারা প্রতিকার করিবে, ও অগ্নিপক্ক অথচ শীতল দুগ্ধপান করাইবে। গর্ভস্ফুরণ হইতে থাকিলে দুগ্ধদ্বারা উৎপলসিদ্ধ করিয়া উহা মুহুর্ম্মুহুঃ পান করাইবে। গর্ভস্রাব আরম্ভ হইলে পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ-দেশে দাহ এবং শূল ও অতিশয় শোণিত নিঃসরণ [illegible] বাধাপথ

রোধ হয়। কুক্ষিমধ্যে গর্ভ একস্থান হইতে অন্যস্থানে সঞ্চরণ করিতে থাকিলে কোষ্ঠদেশে সংরম্ভ (বেদনাবিশেষ) হয়। ইহাতে স্নিগ্ধ শীতল ক্রিয়া করিবে। গর্ভাশয়ে বেদনা হইলে মহাসহা; (মাষাণী লতা) ক্ষুদ্রসহা (মুগানি) যষ্টিমধু, গোক্ষুর ও কণ্টকারী এই সকল সহযোগে দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া শর্করা ও মধুমিশ্রিতপূর্ব্বক পান করাইবে। বায়ু ও মল রোধ হইলে হিঙ্গু, সৌবর্চ্চল লবণ, লশুন ও বচ এইসকলের কাথপান করাইবে। অতিশয় শোণিতস্রাব হইলে গৃহমধ্যস্থিত মৃত্তিকা, সমঙ্গা, (মঞ্জিষ্ঠা) ধাতকীপুষ্প, নবমালিকা, গৈরিক, সর্জ্জরস (ধুনা) এবং রসাঞ্জন এই সকলের চূর্ণ মধুর সহিত অবলেহন করাইবে, অথবা ন্যগ্রোধাদিগণে যেসকল বৃক্ষ বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে যে যে বৃক্ষের ত্বক্ ও পত্র পাওয়া যায়, তাহা পেষণ করিয়া দুগ্ধের সহিত পান করাইবে, অথবা কশেরু (কেশুর), শৃঙ্গাটক ও শালূক এই সকল দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পান করাইবে. অথবা ন্যগ্রোধাদিগণের রস গ্রহণকরতঃ ঐ রসে শালিতণ্ডুল পেষণ করিয়া যোনিদেশে ধারণ করাইবে। শোণিত নিঃসরণ না হইয়া কেবলমাত্র বেদনা হইলে যষ্টিমধু, দেবদারু ও পয়স্যা ইহাদিগের সহযোগে দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান করাইবে, কিংবা শতাবরী ও পয়স্যা ইহাদিগের কাথ কিংবা বিদারিগন্ধাদিগণের উল্লিখিত দ্রব্যসমূহের কাথ কিংবা বৃহতী, কণ্টকারী, উৎপল, শতাবরী, সারিবা, পয়স্যা ও যষ্টিমধু এইসকলের কাথ পান করাইবে। উপযুক্ত সময়ে এই প্রণালীতে প্রতিকার করিলে গর্ভস্রাব না হইয়া গর্ভ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। গর্ভ ব্যবস্থিত (প্রতীকারদ্বারা স্রাব রহিত) হইলে যজ্ঞডুম্বুরের ফল পয়স্দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া ভোজন করাইবে। প্রসবকাল অতীত হইলে, ঘৃত ও লবণহীন যবের মণ্ড এবং ধান্যবর্গ লিখিত উদ্দালক প্রভৃতি পাক করিয়া যত মাসের গর্ভ তত মাস সেবন করাইবে। বস্তি ও উদরে শূল জন্মিলে পুরাতন গুড় অগ্নিকর দ্রব্যের সংযোগে সেবন করাইবে অথবা অরিষ্টপান করাইবে। বায়ুজন্য উপদ্রবে গর্ভপথ সঙ্কুচিত

হইলে প্রসবোচিত কাল অতীত হইয়া গর্ভ বিনষ্ট হয়। ইহাতে মৃদুস্নেহাদি ক্রিয়ার দ্বারা প্রতীকার করিবে। উৎক্রোশ পক্ষীর মাংসের ক্বাথ ও অধিক ঘৃতসংযোগে ... মণ্ড পান করাইবে, অথবা মউষ্কা-পুষ্পের আসব অনুপান যোগে সপ্তাহকাল কুলত্থ ভক্ষণ করাইবে। প্রসবোচিতকাল অতীত হইলেও যদি প্রসব না হয়, তবে উদূখলে ধান্য রাখিয়া মুষলের দ্বারা অভিঘাত করাইবে অথবা বিপরীত যানাসন ব্যবহার করাইবে। বায়ুজন্য গর্ভ শুষ্ক হইলে, গর্ভিণীর কুক্ষিদেশ গর্ভকর্ত্তৃক স্ফীত হয় না, মন্দ মন্দ স্পন্দিত হয়, ইহাতে দুগ্ধ ও মাংসরস প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্যের দ্বারা শরীরের পুষ্টি সাধন কর্ত্তব্য। বায়ু কর্ত্তৃক শুক্র শোণিত বিকৃত হইলে উহা দ্বারা জীব সঞ্চার না হইয়া উদর ক্রমশঃ আধ্মাত হয়, এবং উহা কখন কখন আপনা হইতেই আরোগ্য হয়। উদরের এই আধ্মান আপনা হইতে নিবৃত্ত হইলে লোকে সচরাচর নৈগমেষ কর্ত্তৃক গর্ভ অপহৃত হওয়া বলে। কখন কখন এই ... বলান হয় ... তাহাকে নাগোদর বলে। এরূপ অবস্থায় মৃদু স্নেহাদি ক্রিয়ার দ্বারা প্রতিকার করিবে। অতঃপর গর্ভাবস্থায় স্রাব নিবারণের নিমিত্ত মাসের সংখ্যানুসারে যে যে রূপ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য তাহা বলিতেছি। প্রথম মাসে গর্ভস্রাবের সম্ভাবনা হইলে যষ্টিমধু, পয়স্যা ও দেবদারু। দ্বিতীয় মাসে অশ্মন্তক, কৃষ্ণতিল, তাম্রবল্লী (মঞ্জিষ্ঠা), শতাবরী। তৃতীয় মাসে বৃক্ষাদনী পয়স্যালতা, উৎপল, সারিবা; চতুর্থ মাসে বৃহতী, কণ্টকারী গাম্ভারী, ক্ষীরিবৃক্ষের (যাহার দুগ্ধ আছে) শুঙ্গা এবং ঘৃত। ষষ্ঠমাসে পৃশ্নিপর্ণী (চাকুলে) বেড়েলা ... সজিনা বৃক্ষ) স্বদংষ্ট্রা (গোক্ষুরলতা) ও মধুপর্ণী (গুলঞ্চ)। সপ্তম মাসে শৃঙ্গাটক (পানিফল) মৃণাল, দ্রাক্ষা, কেশুর, যষ্টিমধু ও চিনি। এইসকল দ্রব্য একত্র সেবন করিবে। অষ্টম মাসে কপিত্থ, (কয়েদবেল) বৃহতী, বিল্ব, পটোল, ইক্ষু ও নিদিগ্ধিকা এইসকলের মূলের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান করাইবে। নবম মাসে, শুণ্ঠী, যষ্টিমধু ও দেবদারু একত্র ...

দুগ্ধে পাক করিয়া ভক্ষণ করাইবে। দশমমাসে শুণ্ঠী ও পয়স্যা এইসকল দুগ্ধে দ্বারা পাক করিয়া পান করাইবে। একবার প্রসব করিয়া ছয় বৎসরের অধিককাল পরে পুনর্ব্বার প্রসব করিলে সন্তান অল্পায়ু হয়। গর্ভাবস্থায় রোগ হইলে মধুর-রস-বিশিষ্ট ভক্ষ্য দ্রব্য সহযোগে বমন ও বিরেচনকর ঔষধ সেবন করাইবে, মৃদু সংশমনীয় ঔষধ অন্ন-পান সহযোগে সেবন করাইবে। সংশমনীয় দ্রব্য মৃদুবীর্য্য, মধুর-রসবিশিষ্ট ও গর্ভাবস্থায় অবিরোধী বলিয়া জানিবে। গর্ভাবস্থায় অবিরোধী মৃদু ক্রিয়া সকলও করিবে। বালকের শরীর, মেধা, বল ও বুদ্ধিবর্দ্ধনের নিমিত্ত নিম্ন লিখিত চারিপ্রকার যোগ বলা যাইতেছে। ইহাদিগকে প্রাশ বলা যায়। বালককে ইহার কোন একটী যোগ সেবন করান কর্ত্তব্য। প্রথম সুবর্ণ-চূর্ণ, কুড়, মধু, ঘৃত ও বচ। দ্বিতীয়, মৎসাক্ষ (সোমলতা), শঙ্খপুষ্প, মধু, ঘৃত ও সুবর্ণ। তৃতীয়, অর্কপুষ্পী, মধু ঘৃত, সুবর্ণ-চূর্ণ ও বচ। চতুর্থ, সুবর্ণ-চূর্ণ, কটফল, শ্বেতবর্ণ ভূমিকুষ্মাণ্ড দূর্ব্বা, ঘৃত ও মধু।

শারীরস্থান সমাপ্ত।

সুশ্রুত-সংহিতা।

১১৭৬

প্রথম অধ্যায়।

ব্রহ্মা, দক্ষপ্রজাপতি, অশ্বিনীকুমার, ইন্দ্র, ধন্বন্তরি
ও সুশ্রুতপ্রভৃতিকে নমস্কার।

ধন্বন্তরি, আচার্য্য সুশ্রুতকে আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তির বিষয় যে প্রকারে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আমরাও ঠিক্ সেই প্রকারেই আয়ুর্ব্বেদোৎপত্তি নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ১।

রাজর্ষি কাশিরাজ (ক) ভগবান্ ধন্বন্তরি, ঋষিগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া আসনে উপবিষ্ট আছেন; এমন সময়ে ঔপধেনব, বৈতরণ, ঔরভ্র, পৌষ্কলাবত, করবীর্য্য, গোপুররক্ষিত ও সুশ্রুতপ্রভৃতি ঋষিগণ, তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন,—ভগবন্! মানবগণ শারীরিক, মানসিক, আগন্তুক ও স্বাভাবিক (খ) নানাবিধ রোগে অভিভূত হইয়া অনাথ দীনহীনের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতেছে। আমরা তাহাদিগের দুঃখে দুঃখিত

(ক) চন্দ্রবংশীয় সুনহোত্রের পুত্র গৃৎসমদ হইতে চাতুর্বর্ণ্য প্রবর্ত্তয়িতা মহাত্মা শৌনক, ও কাশ্য বংশে কাশিরাজ জন্মগ্রহণ করেন। সেই কাশিরাজের পুত্র দীর্ঘতমা মহাত্মা ধন্বন্তরিকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে মহাত্মা ধন্বন্তরি কার্য্যাকার্য্যাভিজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন হইলে, ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে এই বর প্রদান করিয়াছিলেন—"বৎস! তুমি কাশিরাজ গোত্রে জন্ম গ্রহণ করিয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকে আটভাগে বিভক্ত করিবে এবং যজ্ঞে ও তোমার অংশ বিদ্যমান থাকিবে"। ধন্বন্তরি এইরূপ বরলাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি কাশিরাজ-বংশে অবতীর্ণ হইয়া কাশিরাজ বলিয়া অভিহিত হন্। বিষ্ণুপুরাণ।

(খ) শারীরিক ও মানসিক প্রভৃতি রোগ কি? তাহা পরে বলা যাইবেক।

হইয়া, সেই সমস্ত আরোগ্যার্থিদিগের রোগপ্রশমন এবং নির্ব্বিঘ্নে আপন আপন জীবিকা নির্ব্বাহ ও জন সাধারণের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত আপনার নিকট আয়ুর্ব্বেদ শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। অপিচ আয়ুর্ব্বেদশিক্ষা দ্বারা আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ মঙ্গল সাধন হইবেক। অতএব আমরা ভগবানের নিকট শিষ্যভাবে উপস্থিত হইলাম। তদনন্তর ভগবান্ ধন্বন্তরি ঋষিদিগকে বলিলেন,—তোমাদের মঙ্গল ত? তোমরা সকলেই সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন ও উপদেশ গ্রহণে সমর্থ, সুতরাং তোমাদিগকে অপত্যনির্ব্বিশেষে উপদেশ প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর। ভগবান্ স্বয়ম্ভু, প্রাণী সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বেই অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ এই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র লক্ষ শ্লোকে সহস্র অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পরে মানবগণকে অল্পায়ু ও অল্প মেধাবী নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাদের অধ্যয়ন-সৌকর্য্যার্থে উহা আটভাগে বিভক্ত করিয়া প্রণয়ন করেন। যথা শল্যতন্ত্র, শালাক্যতন্ত্র, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র এবং বাজীকরণতন্ত্র। ২।৩।৪।৫।৬।

অঙ্গ সকলের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ। ৭।

১। শল্যতন্ত্র—যুদ্ধাদি কার্য্যে শেল, বাণ প্রভৃতি লৌহময় অস্ত্র এবং অন্যান্য কারণে যদি বিবিধ তৃণ, কাষ্ঠ, পাংশু (ধূলি), লোষ্ট্র, কেশও নখ প্রভৃতি শরীরে বিদ্ধ ও প্রবিষ্ট হয় এবং অভিঘাতাদি কারণে শরীরস্থ ভগ্নাস্থি অপিচ প্রসবকালে গর্ভশল্য (গর্ভস্থ শিশুর বিকৃত ভাবে অবস্থানাদি) এবং ব্রণ হইতে পূয়, এই সমস্ত বহিষ্কৃতকরণার্থ যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নিকর্ম্ম প্রয়োগ আয়ুর্ব্বেদের যে অংশে বর্ণিত আছে, তাহার নাম শল্যতন্ত্র (গ)। ৮।

২। শালাক্যতন্ত্র—জত্রুর (কণ্ঠ ও বক্ষস্থলের সন্ধিস্থানের ঊর্দ্ধ প্রদেশে) অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মুখ প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত

(গ) শল্যতন্ত্র——শল্যতন্ত্র শব্দের প্রকৃত অর্থ অস্ত্রচিকিৎসাশাস্ত্র। কারণ, শল্য শব্দের অর্থ অস্ত্র এবং তন্ত্র শব্দের অর্থ শাস্ত্র। সুতরাং অস্ত্র বিষয়ক শাস্ত্রের নাম শল্যতন্ত্র।

রোগ উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত রোগ ও তাহার চিকিৎসা যে অংশে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার নাম শালাক্যতন্ত্র (ঘ)। ৯।

৩। কায়চিকিৎসাতন্ত্র—সর্ব্বাঙ্গগামী অর্থাৎ জ্বর, অতীসার, রক্ত-পিত্ত, শোষ, উন্মাদ, অপস্মার, কুষ্ঠ ও মেহপ্রভৃতি রোগ ও তাহার চিকিৎসা যে অংশে বর্ণিত আছে, তাহার নাম কায়চিকিৎসাতন্ত্র (ঙ)। ১০।

৪। ভূতবিদ্যা—দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ (রাক্ষস) পিশাচ, সর্প ও পিতৃ প্রভৃতি গ্রহদ্বারা মনের বিকার উৎপন্ন হইলে, গ্রহ-শান্তির নিমিত্ত যে অঙ্গে শান্তিকর্ম্মসমূহের উপদেশ আছে, সেই অঙ্গের নাম ভূতবিদ্যাতন্ত্র (চ)। ১১।

৫। কৌমারভৃত্য—যে অংশে শিশুপালন, ধাত্রীক্ষীরদোষ [illegible] শোধন) এবং দুষ্টস্তন্য ও দুষ্টগ্রহজনিত রোগ সমূহের [illegible]র উপায় বর্ণিত আছে, তাহার নাম কৌমারভৃত্য [illegible] (ছ)। ১২

৬। অগদতন্ত্র—যাহাতে সর্প, কীট, [illegible] (মাকড়শা), বৃশ্চিক, মূষিক, প্রভৃতি সবিষ প্রাণিগণ দংশন করিলে এবং নানাবিধ স্থাবর ও

(ঘ) শালাক্যতন্ত্র—ইহাও সাধারণতঃ অস্ত্র চিকিৎসা [illegible] হইতে পারে। [illegible] প্রভেদ এই যে, শল্যতন্ত্রানুসারে অস্ত্র দ্বারা চিকিৎসাকার্য্য [illegible] ইহাতে কেবল শলাকা দ্বারা চিকিৎসা কার্য্য উপদিষ্ট হইয়াছে। [illegible] উহার নাম শালাক্য-তন্ত্র হইয়াছে।

(ঙ) কায়চিকিৎসা—কায়চিকিৎসা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, "জ্বর ও অতীসার প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা" উপরে একথা বলিবার বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে, কায় শব্দের অর্থ অন্তরাগ্নি। এই অন্তরাগ্নির দোষেই অর্থাৎ প্রায়ই অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হইলে জ্বর ও অতীসার প্রভৃতি সার্ব্বাঙ্গিক রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং সেই কায় অর্থাৎ অন্তরাগ্নির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করিতে হয় এজন্যই ইহা কায়চিকিৎসা বলিয়া অভিহিত হয়।

(চ) ভূতবিদ্যা—ভূতশব্দের অর্থ গ্রহাদি, সুতরাং গ্রহাদিসংসৃষ্ট ব্যাধির বিষয় ও শান্তির উপায় ইহাতে আছে বলিয়া ইহার নাম ভূতবিদ্যা।

(ছ) কৌমারভৃত্য—কুমার শব্দের অর্থ বালক এবং ভৃধাতুর অর্থ ভরণ পোষণ। সুতরাং এই শাস্ত্রে বালকের ভরণ পোষণ ও চিকিৎসাদি বর্ণিত আছে বলিয়া ইহাকে কৌমারভৃত্য কহে।

জঙ্গম বিষ সেবন করিলে যে সমস্ত রোগ জন্মে, তাহার বিবরণ ও চিকিৎসা এবং কোন্ জাতীয় প্রাণী ইত্যাদির বিষয় যাহাতে উক্ত হইয়াছে, তাহার নাম অগদতন্ত্র (জ)। ১৩।

৭। রসায়নতন্ত্র—যাহাতে মনুষ্যগণ তরুণ অবস্থায় দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারে এবং যাহাতে জরা আসিয়া শীঘ্র আক্রমণ করিতে না পারে, তাহাদের উপায় এবং যাহাতে আয়ু, মেধা ও বল বৃদ্ধিকারক এবং রোগনাশক ঔষধ সকল বর্ণিত আছে, তাহার নাম রসায়নতন্ত্র (ঝ)। ১৪।

৮। বাজীকরণতন্ত্র—স্বভাবতই হউক অথবা অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ-জন্যই হউক, অল্পশুক্র ও পরিশুষ্ক শুক্রের বর্দ্ধন, দূষিত শুক্রের সংশোধন ও স্ত্রীসংসর্গে শক্তি বর্দ্ধনের উপায় যাহাতে উক্ত হইয়াছে, অয়ুর্ব্বেদের সেই অংশের নাম বাজীকরণতন্ত্র। এইরূপে আয়ুর্ব্বেদ অষ্টাঙ্গে উপদিষ্ট হইয়াছে (ঞ)। ১৫।

অতএব উক্ত অষ্টাঙ্গের কোন্ অঙ্গ কাহাকে উপদেশ প্রদান করিব? ইহা শুনিয়া সুশ্রুতপ্রভৃতি ঋষিগণ বলিলেন, ভগবন্! আমাদের সকলকেই শল্যবিজ্ঞান অবলম্বন করিয়া উপদেশ প্রদান করুন। রাজর্ষি ধন্বন্তরি বলিলেন ভাল, তাহাই হউক। শিষ্যগণ পুনর্ব্বার বলিলেন, আমাদের সকলেরই একমত, সুতরাং সুশ্রুত আমাদের মত সংগ্রহ পূর্ব্বক ভগবান্‌কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন; আপনি ইহাঁকে যে উপদেশ দিবেন, আমরা তাহাই গ্রহণ করিব। ভগবান্ ধন্বন্তরি

(জ) অগদতন্ত্র—অগদ শব্দের অর্থ বিষচিকিৎসা। সুতরাং ইহাতে বিষচিকিৎসা বর্ণিত আছে বলিয়া ইহাকে অগদতন্ত্র বলে।

(ঝ) রসায়নতন্ত্র—রস+অয়ন। রস শব্দের অর্থ শরীরস্থ রসরক্তাদি সপ্তধাতু এবং অয়ন শব্দের অর্থ পোষণ বা বৃদ্ধি, সুতরাং এই শাস্ত্রে রসরক্তাদি ধাতুর পোষণের বিষয় বর্ণিত আছে বলিয়া ইহাকে রসায়নতন্ত্র কহে।

(ঞ) বাজীকরণতন্ত্র—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বাজীশব্দের অর্থ অশ্ব অথবা শুক্রধাতু, সুতরাং স্ত্রীসংসর্গ কালে যদ্দারা অশ্বের ন্যায় সামর্থ্যলাভ করা যায়, অথবা যে উপায়ে অধিক পরিমাণে শরীরস্থ শুক্রধাতুর বৃদ্ধি হয়, সেই সমস্ত উপায় ইহাতে বর্ণিত আছে বলিয়া ইহার নাম বাজীকরণতন্ত্র।

তথাস্তু বলিয়া সুশ্রুতকে বলিতে লাগিলেন, বৎস সুশ্রুত! এই জগতে পীড়িত ব্যক্তির রোগ দূরকরা ও সুস্থ ব্যক্তির স্বাস্থ্যরক্ষাই আয়ুর্ব্বেদের উদ্দেশ্য। যাহাতে আয়ুর বিষয় আছে অথবা যাহাদ্বারা আয়ুর বিষয় পরিজ্ঞাত বা আয়ু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁহাকে আয়ুর্ব্বেদ বলে। (ট) প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও আগম, এই প্রমাণ চতুষ্টয়ের অবিরোধি ভাবে সেই অষ্টাঙ্গ-সমন্বিত আয়ুর্ব্বেদের শ্রেষ্ঠতম অংশ শল্যতন্ত্রের উপদেশ দিতেছি, অবধারণ কর। ইহারই উপদেশ ক্রমে ব্রণের সন্ধান (কাটা ঘা জোড়া লাগে) এবং ছিন্ন মস্তক সংলগ্ন হয় বলিয়া অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা এই শল্যাঙ্গই প্রধান ও আদিসম্ভূত। তোমরা শুনিয়াছ-পার্ব্বতীনাথ শঙ্কর, যজ্ঞ পুরুষের মস্তক ছেদন করেন। তখন দেবতাগণ অনন্যোপায় হইয়া দেবচিকিৎসক অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন "ভগবন্! আমাদের মধ্যে আপনারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অতএব আপনাদেরই যজ্ঞপুরুষের মস্তক সংলগ্ন করিয়া দেওয়া উচিত"। দেবচিকিৎসক অশ্বিদ্বয় তাহাই

(ট) প্রমাণ কাহাকে বলে? ইহা জানিতে হইলে 'জ্ঞান' কি? প্রথমত তাহাই জানা আবশ্যক। কারণ, জ্ঞান কি? তাহা জানা না থাকিলে প্রমাণজ্ঞান হইতে পারে না; সুতরাং অগ্রে জ্ঞান লইয়াই আলোচনা করা যাউক।

জলতরঙ্গের ন্যায় অবিরত সমুত্থিত জ্ঞানপ্রবাহ হইতে কোন্‌টী 'প্রকৃতজ্ঞান' তাহা পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। সেইজন্য প্রকৃতজ্ঞানের একটী সংক্ষিপ্ত সূত্র বা লক্ষণ বলা যাইতেছে যথা—জলকে জল বলিয়া যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকেই প্রকৃতজ্ঞান বলা যাইতে পারে। কারণ পরীক্ষা করিলেও এই জ্ঞানের বাধা জন্মে না। মনেকর, অপরিস্ফুট আলোকে রজ্জু দর্শন করিয়া, উহাকে আমাদের সময়ে সময়ে সর্প বলিয়া প্রতীতি জন্মে; কিন্তু সেই জ্ঞান প্রকৃতজ্ঞান নহে। কারণ সর্পাকার জ্ঞানের অব্যবহিত পরে যদি যষ্টিদ্বারা আঘাত করা যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই ভ্রমাত্মক বিষয়টী প্রত্যক্ষ অনুমীত হয়। তখন ইহা সর্পনহে অতএব রজ্জু বলিয়া নির্ণীত হয়। সুতরাং পরবর্ত্তি জ্ঞান, প্রমা বা প্রকৃতজ্ঞান, আর পূর্ব্ববর্ত্তি জ্ঞান ভ্রম।

যদ্দারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রমাবা প্রকৃতজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে প্রমাণ কহে, এই প্রমাণ দ্বারা বস্তুর যাথার্থ্য নিরূপিত হয়।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, প্রমাণ কত প্রকার? তদুত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, প্রমাণ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। তন্মধ্যে সূক্ষ্মদর্শী কপিল বলেন—

হইবে বলিয়া সম্মত হইলেন। তদনন্তর তাঁহাদের নিমিত্ত দেবগণ যজ্ঞভাগ দ্বারা ইন্দ্রকে প্রসন্ন করেন। এবং তাঁহাদের প্রার্থনা মতে অশ্বিনীদ্বয়ও ছিন্ন মস্তক দেহে যোজনা করিয়া দিলেন। ১৬।১৭।

ইহার উপায় ও যোগসমস্ত আশুফল প্রদ বলিয়া এবং যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নি প্রস্তুত করিবার উপায় আছে বলিয়া অষ্টাঙ্গ মধ্যে শল্যাঙ্গই অধিকতর আদরণীয়। এই সমস্ত কারণে এই শাস্ত্র অনন্তকালের অনুসরণ করিবে এবং ইহার সাহায্যে মানবগণ আয়ু, পুণ্য, স্বর্গ, ও যশোলাভ করিতে পারিবে এবং ইহার দ্বারা ধনাগমও হইতে পারিবে। ১৮।

প্রমাণ তিন প্রকার, যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান বা অনুমিতি ও শাব্দ। অপর পণ্ডিতবর বিশ্বনাথ পঞ্চানন বলেন—প্রমাণ চারিপ্রকার যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শাব্দ। কেহ কেহ বা ৫, ৬ প্রমাণবাদী। তন্মধ্যে আমরা এস্থলে প্রমাণ চতুষ্টয়েরই ব্যাখ্যা করিব।

প্রত্যক্ষ,—ইন্দ্রিয়জন্য প্রমাণকে ঐন্দ্রিয়ক বা প্রত্যক্ষ-প্রমাণ কহে। বস্তু ও ইন্দ্রিয় এই উভয়ের সংযোগে প্রত্যক্ষজ্ঞান জীবন লাভ করে।

অনুমান,—অনুমান বা অনুমিতি ইহারা একার্থবোধক শব্দ। "এই জগতে পৃথক্ পৃথক্ বা একত্রিত অথবা পূর্ব্বাপরীভাবে (কার্য্যকারণভাবে) অবস্থান করে, ঈদৃশ পদার্থ বহুল পরিমাণে আছে। তন্মধ্যে যাহার সহিত যাহার অবিনাভাবসম্বন্ধ অর্থাৎ পরস্পর অবিযুক্ত বা অপৃথক্ ভাবে গ্রথিত থাকা স্বাভাবিক বলিয়া অবধারিত আছে, তাহার একটীর উপলব্ধি হইবামাত্র অন্যটীর সহিত যে স্বাভাবিক অবিনাভাব সম্বন্ধ আছে, মনোমধ্যে সেই সম্বন্ধের স্মরণাত্মক জ্ঞান উপস্থিত হইয়া যে তদ্বিষয়ে মনের পরীক্ষাত্মক ক্রিয়া উপস্থিত হয়,—তাহারই নাম যুক্তি এবং তাহারই ফল বা তৎসমুত্থ জ্ঞানের নাম যৌক্তিকজ্ঞান বা অনুমিতি।"

উপমান—কোন প্রসিদ্ধ সাদৃশ্যদ্বারা দূরবর্ত্তী পদার্থের সাধর্ম্ম্য সাধনকে উপমান বলে। যথা মাষকের ন্যায় মাষক রোগ। এস্থলে মাষক রোগের বর্ণ ও পরিমাণ গত সাদৃশ্য প্রসিদ্ধ মাষকলাইতে আছে, সুতরাং মাষকের জ্ঞান দ্বারা মাষরোগজ্ঞান জন্মে।

আগম—এই শব্দটী শাস্ত্র, আপ্তবাক্, উপদেশ, শব্দ ও বাক্য প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। এই শব্দ বা আগম হইতে যে জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম 'শাব্দজ্ঞান'। এখন দেখা যাউক, আগম বা বেদ কি? দার্শনিকগণ বলেন—যে পুরুষে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সাদি না থাকে, তাহাকে আপ্ত পুরুষ কহে। ঐ আপ্ত পুরুষের উপদেশাত্মক বাক্যের নাম 'শব্দ' বা 'বেদ'। এবং সেই শব্দ শুনিয়া যে জ্ঞান জন্মে তাহা 'শাব্দজ্ঞান'। এই শব্দ ও শাব্দজ্ঞান অব্যভিচারীও অভ্রান্ত।

প্রথমতঃ পিতামহ ব্রহ্মা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উদ্ভাবন করেন। তাঁহার নিকটে প্রজাপতি, প্রজাপতির নিকট অশ্বিনী কুমার দ্বয়, অশ্বিনীদ্বয়ের নিকট দেবরাজ ইন্দ্র এবং ইন্দ্রের নিকটে আমি আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি। এইক্ষণ আমি প্রাণিগণের মঙ্গলের জন্য আয়ুর্ব্বেদ পাঠার্থিগণকে শিক্ষা প্রদান করিব। ১৯।

(ঠ) আমিই আদি দেবতা ধন্বন্তরি অমরগণের (ড) জরা ব্যাধি ও মৃত্যু অপনয়ন করিয়াছি। এক্ষণে শল্য ও শালক্যাদি অষ্টাঙ্গ সমন্বিত আয়ুর্ব্বেদের উপদেশের নিমিত্ত এই অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছি। ২০।

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ও আত্মা এই সমবেত ছয়টী ধাতুকে পুরুষ কহে। সেই পুরুষই রোগের আধার বলিয়া তাহাতে চিকিৎসা কার্য্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে (ঢ)। উক্ত পুরুষ, স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে দুইপ্রকার।

(ঠ) দেবতা ত্রিবিধ যথা—আদিদেবতা, প্রয়োজনদেবতা ও কর্ম্মদেবতা। যাঁহারা স্বয়ং উৎপন্ন তাঁহাদিগকে আদিদেবতা কহে। যথা ব্রহ্মা, মহেশ্বর প্রভৃতি। যাঁহারা কোন প্রযোজন সিদ্ধির নিমিত্ত কোনও দেবতাকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন, তাহারা প্রয়োজন দেবতা। যথা—কার্ত্তিক। আর যাঁহারা তপস্যাদি দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন, তাঁহারা কর্ম্মদেবতা। যথা ইন্দ্র। প্রথমোক্ত লক্ষণানুসারে ধন্বন্তরি আদিদেব মধ্যে গণ্য। অথবা এরূপ অর্থ ও করা যাইতে পারে যে, ধন্বন্তরি আদিতে দেবতা ছিলেন।

(ড) এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যাহার মরণ নাই, সেই অমর, অমরের আবার মৃত্যু কি প্রকারে ঘটিতে পারে ? সত্য বটে, অমর শব্দের ব্যুৎপত্তি-লব্ধ অর্থ যাহার মরণ নাই; কিন্তু এস্থলে অমরশব্দে মরণধর্ম্মশীল দেবতা বুঝিতে হইবে। কারণ ধন্বন্তরির জন্মের পূর্ব্বে যে, দেবতাদিগের মৃত্যু ঘটিত, ইহার ঐতিহাসিক ভূরি ভূরি প্রমাণ দৃষ্ট হয়। সুতরাং যে সময় "শ্বেতাম্বরধারী ভগবান্ ধন্বন্তরি অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু ধারণ করিয়া মহাদেব কর্ত্তৃক প্রমথ্যমান সাগরগর্ভ হইতে সমুত্থিত হইলেন। আর লক্ষ্মীপতি নারায়ণ সেই অমৃত, দেবগণকে প্রদান করিলেন; এবং দেবগণও সেই অমৃত পান করিয়া বলবীর্য্যশালী হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং ধন্বন্তরি দেবগণের মৃত্যুহরণকারী হইলেন।

(ঢ) এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কেবল জীবিত শরীরেই চিকিৎসা হইয়া থাকে; মৃতশরীরে চিকিৎসা চলিতে পারে না কেন? ঔষধদ্রব্য শরীরে প্রবিষ্ট হইলেই, উহার ক্রিয়া প্রকাশ পাইতে পারে, জীবনের সহিত উহার এমন কি সম্বন্ধ রহিয়াছে যে

সেই স্থাবর ও জঙ্গমে অগ্নি ও সোমগুণ অধিক আছে বলিয়া স্থাবর আগ্নেয় এবং জঙ্গম সৌম্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

স্থাবর জঙ্গম এই উভয় বিধ প্রাণীকে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ মহাভূতের আধিক্যানুসারে আবার পাঁচভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে জঙ্গম আবার উৎপত্তিভেদে চতুর্ব্বিধ। যথা—স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ, ও জরায়ুজ। এই চতুর্ব্বিধ জঙ্গম প্রাণীর মধ্যে মনুষ্যজাতিই প্রধান, (ণ) অপরাপর পদার্থ মনুষ্যের উপকরণ মাত্র। এইজন্য সর্ব্বত্রই মনুষ্য, অপর সমস্তের কারণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ২১।

মৃত শরীরে বস্তুর শক্তি প্রকাশপাইতে পারে না? উহার প্রথম উত্তর এই;—মৃত ব্যক্তির উপর ঔষধ প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন, যেহেতু ঔষধের জীবনদান করিবার শক্তি দেখা যায় না। যদি বল আমার কোনও প্রয়োজন আছে। তাহা হইলে বিশেষ অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, প্রায় সমুদায় ঔষধের ক্রিয়া জীবনী শক্তির উপরেই নির্ভর করে। মনেকর, অন্তর্ব্বাহ ও বহির্ব্বাহ নামক ভৌতিক নিয়মানুসারে ঔষধ শোষিত হইয়া শরীরে প্রবিষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু তৎপরে কোনও বিশেষ স্থানে ক্রিয়া পকাশ জীবনীশক্তি ভিন্ন হইতে পারে না। যবক্ষার (সোরা) সেবন করিলে ভৌতিক নিয়মের সাহায্যে রক্তস্রোতে যাইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে, কিন্তু তৎপরে অন্যান্য যন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া উহা যে একমাত্র মূত্রাশয়ের উপর বিশেষ ক্রিয়া দর্শায়, তাহা কেবল জীবনী শক্তির প্রভাবেই ঘটিয়া থাকে। কারণ ঐ ক্রিয়া নির্জ্জীব দেহে সম্ভবে না। রেড়ির তৈল বা তেউড়ী দ্বারা বিরেচন, অহিফেন দ্বারা চৈতন্যহরণ এই সমস্তই জীবনীশক্তির অধীন। যন্ত্রাদির সাহায্যে রেড়ির তৈল বা তেউড়ী মৃতব্যক্তিকে সেবন করাইয়া দিলেও উহাদের বিরেচন ক্রিয়া প্রকাশ পাইবে না। ফলতঃ যদি ঔষধ প্রয়োগে অভীষ্ট সাধনই না হইবে, তাহা হইলে চিকিৎসার উদ্দেশ্য কোথায় রহিল?

(ণ) পাঞ্চভৌতিক দেহে আত্মার সংযোগ ঘটিলেই পুরুষ বলিয়া অভিহিতহয়। সুতরাং পুরুষশব্দে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি প্রাণীমাত্রকেই বুঝায়। তথাপি এস্থলে পুরুষ শব্দে একমাত্র মনুষ্যজাতিকেই বুঝিতে হইবে। কারণ, অবনীমণ্ডলে যত প্রকার প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে যে মনুষ্যই প্রধান ইহা সহজেই উপলব্ধি হইয়া থাকে। মনুষ্য অনন্যসাধারণ জ্ঞান-রত্নের আধার বলিয়া উহার সমকক্ষ আর কোনও জাতি দৃষ্টিগোচর হয় না। সুমিষ্ট ফলিত বৃক্ষ, সুরভি কুসুমিত লতা এবং বীর্য্যমদে বিভাসিত কস্তূরী মৃগ, ইহারা আপন আপন ঐশ্বর্য্যের মহত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হয় কি?

পুরুষে (প্রাণীতে) দুঃখ (ক্লেশ) সংযোগের নাম রোগ। সেই রোগ আগন্তুক, শারীরিক, মানসিক ও স্বাভাবিকভেদে চতুর্ব্বিধ।

আগন্তুক,—অভিঘাত দ্বারা (শস্ত্র, মুষ্টি ও যষ্টি প্রভৃতির আঘাতে) যে সমস্ত রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে আগন্তুক ব্যাধি কহে।

শারীরিক,—অন্ন ও পানীয় দ্বারা বায়ু, পিত্ত, কফ ও শোণিত, ইহাদের প্রত্যেকের বা দুইএর অথবা সমস্তের অসামঞ্জস্যবশতঃ যে সমস্ত রোগ জন্মে, তাহাকে শারীরিক রোগ বলে।

মানসিক,—ইচ্ছা ও দ্বেষ প্রভৃতি কারণে ক্রোধ, শোক, ভয়, হর্ষ, বিষাদ, ঈর্ষা (পরশ্রীকাতরতা) অসূয়া, (গুণেদোষারোপ) দীনতা, মাৎসর্য্য (বৈরিতা), লোভ, কাম ইত্যাদি মনোগত ভাবকে মানসিক রোগ বলে।

স্বাভাবিক,—ক্ষুধা, পিপাসা, জরা (বার্দ্ধক্য), মৃত্যু ও নিদ্রা প্রভৃতি শরীরগত স্বাভাবিক ধর্ম্মই স্বাভাবিক রোগ বলিয়া অভিহিত হয়।

এই চতুর্ব্বিধ রোগ, শরীর ও মন আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। সংশোধন ও সংশমন (ত) রূপ আহার ও আচার (থ) সম্যক্‌রূপে প্রযুক্ত হইলে, রোগের শান্তি হইয়া থাকে। ২১।

(ত) যদ্দ্বারা শরীরস্থ বিকৃত পদার্থ বহিষ্কৃত করিয়া দে[illegible], তাহাকে সংশোধন বলে। যেমন শস্ত্র, ক্ষার, বমন ও বিরেচন ইত্যাদি। যদ্দ্বারা দোষ (বিকৃত বায়ু, পিত্ত ও কফ ও আমারস প্রভৃতি) বিরেচিত বা উদ্রিক্ত না হইয়া প্রশমিত হয়, তাহাকে সংশমন বলে। যেমন মালিশ, প্রলেপ, রসায়ন বাজীকরণ ও পাচন দ্রব্য প্রভৃতি।

(থ) এস্থলে গ্রন্থকার আহার ও ঔষধ দুইটী বিষয় একত্র সমাবেশ করায়, ঔষধ শব্দের শক্তি কোন্ কোন্ পদার্থকে অধিকার করিতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করা স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার। অতএব এস্থলে ঔষধের একটী সহজবোধ্য লক্ষণ ও তাহার বিবৃতি দেওয়া হইল। যথা—"রোগ প্রতীকারের নিমিত্ত যে যে দ্রব্য প্রয়োগ এবং যে যে উপায় অবলম্বন্ করা যায়, তৎ সমস্তকেই ঔষধ বলা যাইতে পারে।" ঔষধ সকল দ্বিবিধ, দ্রব্যভূত এবং অদ্রব্যভূত। যেমন পারদ, গন্ধক, ফল, মূল ইত্যাদি দ্রব্যভূত; এবং ব্যায়াম, উপবাস শান্তিকর্ম্ম প্রভৃতি অদ্রব্যভূত ঔষধ। দ্রব্যভূত ঔষধ সমস্ত উৎপত্তি ভেদে আবার ত্রিবিধ। যথা—বৃক্ষ, লতা, ফল, মূল প্রভৃতি উদ্ভিদ জাতীয়; স্বর্ণ রৌপ্য, হরিতাল ও মনঃশীলা প্রভৃতি খণিজ বা পার্থিব; এবং কস্তুরী, পদ্মনখী. শৃঙ্গ, নখ ও রোম প্রভৃতি জান্তব।

আহারই (ভোজ্য বস্তুই) প্রাণিসমূহের জীবনরক্ষার এবং দৈহিক বল, বর্ণ ও তেজের কারণ। সেই আহারীয়দ্রব্য কটু, তিক্ত, কষায়, মধুর, অম্ল ও লবণ রসের অধীন। এবং দ্রব্যও উক্ত ছয় রসের আধার। উক্ত আহার দ্রব্যও ঔষধমধ্যে পরিগণিত। ঐ আহারীয় দ্রব্য স্থাবর (দ) ও জঙ্গমভেদে (ধ) দুই প্রকার। স্থাবর আবার চতুর্ব্বিধ, যথা—বনস্পতি, বৃক্ষ, বীরুধ ও ওষধি।

বনস্পতি,—যাহাদের কেবল ফল হয়, পুষ্প হয় না, তাহাদিগকে বনস্পতি কহে। যেমন বট, অশ্বত্থ, উদুম্বর (যজ্ঞডুমুর) প্রভৃতি।

বৃক্ষ,—যাহাদের পুষ্প হইতে ফল হয়, তাহাদিগকে বৃক্ষ কহে। যেমন আম্র, জম্বু (জাম), তিন্তিড়ী (তেঁতুল) ইত্যাদি।

বিরুধ্,—যাহারা একত্রীকৃত তৃণগুচ্ছের ন্যায় শাখাপল্লব বিশিষ্ট এবং খর্ব্বাকার তাহাদিগকে বিরুধ্ বা গুল্ম বলে।

ওষধি,—ফল পরিপক্ক হওয়া পর্য্যন্ত যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহাদিগকে ওষধি কহে। যথা—কদলী, ধান্য ইত্যাদি।

(দ) স্থাবর—যাহারা এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারে না। যে স্থানে রাখা যায় সেই স্থানেই থাকে, তাহাদিগকে স্থাবর বলা যায়। যথা বৃক্ষ, লতা, স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মুক্তা প্রভৃতি। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, এই লক্ষণানুসারে স্থাবর শব্দে বৃক্ষাদি ও পার্থিবাদি উভয়বিধ পদার্থকেই বোধ করাইতেছে। এমন স্থলে গ্রন্থকার পার্থিব বস্তু পরিত্যাগ করিয়া কেবল বৃক্ষাদিকেই যে স্থাবর মধ্যে সমাবেশ করিলেন, ইহার তাৎপর্য্য কি? তদুত্তরে বলিতে হইবে যে, যখন গ্রন্থকারের আহারদ্রব্য বলিবার উদ্দেশ্য তখন স্থাবরের যে যে বস্তু আহার রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহাই উহাতে সমাবেশ করিয়াছেন। সুতরাংই স্থাবরের অবশিষ্ট দ্রব্যগুলি অর্থাৎ পার্থিব বস্তুগুলি প্রয়োজন মতে ভিন্নস্থলে গ্রহণ করা হইয়াছে।

(ধ) জঙ্গম—যাহাদের প্রাণ আছে অথচ ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে পারে, তাহাদিগকে জঙ্গম বলাযায়। অথবা যাহারা গমনশীল, তাহারা জঙ্গম। এই লক্ষণানুসারে প্রাণী অপ্রাণী উভয় বিধকেই জঙ্গম বলা যাইতে পারে। যেমন মনুষ্য, পশু, কাল ও বায়ু প্রভৃতি। কিন্তু পূর্ব্বলক্ষণানুসারে কাল ও বায়ু ইত্যাদির গ্রহণ হইতে পারে না। সুতরাং প্রথমোক্ত লক্ষণটী সর্ব্বত্র কার্য্যকারী হইল না; কেবল গ্রন্থকারের অভিপ্রায়মাত্র প্রকাশিত হইল। স্থলবিশেষে দ্বিতীয়লক্ষণের প্রয়োজন হইবে বলিয়া এস্থলে দেওয়া গেল।

জঙ্গম প্রাণীও উৎপত্তিভেদে চতুর্ব্বিধ। যথা—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। তন্মধ্যে মনুষ্য, পশু প্রভৃতি জরায়ুজ ; পক্ষী, মৎস্য প্রভৃতি অণ্ডজ ; এবং বস্তু পচিলে তাহা হইতে যে কীট জন্মে, তাহাদিগকে স্বেদজ কহে। যথা—মশা, মাছি, চর্ম্মকীট ইত্যাদি। আর যে সমস্ত প্রাণী মৃত্তিকা মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া মৃত্তিকাভেদ করিয়া উঠে, তাহাদিগকে উদ্ভিজ্জপ্রাণী বলে। যেমন মহীলতা (কেচুয়া), ইন্দ্রগোপকীট প্রভৃতি।

স্থাবর প্রাণী হইতে বল্কল, পত্র, ফল, মুল, পুষ্প, কন্দ, ক্ষীর (আটা), ও রস প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত সংগৃহীত হইয়া থাকে। জঙ্গম প্রাণীর চর্ম্ম, নখ, শৃঙ্গ, প্রভৃতি প্রয়োজনে লাগে। পার্থিব (ন) বস্তুমধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মুক্তা মনঃশিলা প্রভৃতি প্রয়োজনীয়। কালসম্বন্ধে বিশুদ্ধ বায়ু, নির্ব্বাত, রৌদ্র, ছায়া, জ্যোৎস্না, অন্ধকার, শীত, উষ্ণ (গ্রীষ্ম), বর্ষা, দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন ও বৎসর, ইহারা স্বভাবতই দোষের সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রশম ও প্রতীকারের কারণ, সুতরাং ইহারাও প্রয়োজনীয়। ২২-২৩।

চিকিৎসকেরা পূর্ব্বোক্ত আহার, আচার, পার্থিববস্তু এবং কাল, এই চারিটিকে শারীরিক রোগের সঞ্চয়, প্রকোপ ও প্রশমনের কারণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। অপর, আগন্তুক রোগসমস্ত স্থানভেদে দুই প্রকার। যথা শারীরিক ও মানসিক। ঐ উভয়বিধ রোগের চিকিৎসাও দুই প্রকার। শরীরসম্বন্ধীয় আগন্তুক রোগের চিকিৎসা শারীর রোগের ন্যায় এবং সুমিষ্ট শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই পাঁচটী মানসিক রোগ শান্তির পক্ষে প্রয়োজনীয়। ২৪।

এইরূপে পুরুষ, ব্যাধি, ঔষধ ও ক্রিয়া-কাল এই চারিটী সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। তন্মধ্যে পুরুষ শব্দ দ্বারা পুরুষসম্ভব দ্রব্যসমূহ অর্থাৎ ভুতাদি, এবং তৎসম্বন্ধীয় মাংস, শিরা, স্নায়ু প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিভাগও গ্রহণ করিতে হইবেক। ব্যাধি শব্দে বাত, পিত্ত, কফ, শোণিত ও সন্নিপাতের

(ন) পৃথিবী+ষ্ণ, পার্থিব ; অতএব পৃথিবী অর্থাৎ মৃত্তিকা রূপান্তরে পরিণত হইয়া যাহা হয়, তাহাই পার্থিব। স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি মৃত্তিকার অবস্থান্তরমাত্র।

(মিলিত দোষের) বৈষম্যজনিত সমস্ত ব্যাধিই বুঝিয়া লইতে হইবেক। ওষধি শব্দে দ্রব্য, গুণ, রস, বীর্য্য, বিপাক, প্রভাবাদিও গ্রহণ করিতে হইবে। ক্রিয়াশব্দে ছেদন ও ভেদনাদি কর্ম্ম, এবং কালশব্দে সমস্ত ক্রিয়াকাল বুঝিতে হইবে। ২৫।

এস্থলে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বীজ বা সূত্র অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইল বটে; কিন্তু এই সূত্রগুলিই আবার একশত বিশ অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করা যাইবেক। উক্ত অধ্যায় সকল সূত্র, নিদান, শারীর, চিকিৎসিত ও কল্প, এই পাঁচটী স্থানের অন্তর্গত। প্রয়োজনবশতঃ অবশিষ্টাংশ উত্তরতন্ত্রে ব্যাখ্যাত হইবেক। ২৬।

যিনি স্বয়ম্ভুর মুখবিনির্গত এবং কাশিপতি প্রকাশিত এই সনাতন (নিত্য) আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র পাঠ করিবেন, সেই পুণ্যকর্ম্মা পুরুষ, রাজপূজা উপভোগ করিয়া পরলোকে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইবেন। ২৭।

প্রথমাধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অনন্তর আমরা (ক) শিষ্যোপনয়নীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব।

আয়ুর্ব্বেদশিক্ষার্থীকে বেদের নিয়মানুসারে গুরুর নিকটে দীক্ষিত হইতে হয়, ইহা যেমন শিষ্যের কর্ত্তব্য; শিষ্য আবার সুলক্ষণ-সম্পন্ন কি না, ইহা দেখাও তেমন গুরুর কার্য্য। কারণ, শিক্ষা সৎপাত্রে পতিত হইলেই, উর্ব্বরক্ষেত্রে নিপতিত বীজের ন্যায় সুফল প্রসব করিয়া থাকে। অন্যথা পণ্ডশ্রমমাত্র। অতএব গুরু কিরূপ শিষ্যকে দীক্ষা প্রদান করিবেন, তাহাই বর্ণন করা যাইতেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য, শিশু বা তরুণ বয়স্ক, আয়ুর্ব্বেদাধ্যায়িকুল, শূর, বিশুদ্ধচরিত্র (বাহ্য ও আন্তর শুদ্ধ), জিতেন্দ্রিয়, কুলানুগত ও দেশানুগত লৌকিকব্যবহারী, উৎসাহ-

(ক) "আমরা" এই শব্দে সুশ্রুতগ্রন্থের প্রতিসংস্কর্ত্তা নাগার্জ্জুন ঋষিকে বুঝিতে হইবে।

বান্ (অনলস), গুরুর আদেশ-পালনক্ষম, মেধাবী, সন্তুষ্টমনাঃ, স্মৃতি ও মতিমান্, প্রসন্নচেতাঃ, মিষ্টভাষী, এবং প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির যদি জিহ্বা ও ওষ্ঠ সুতনু (পাতলা), দন্তাগ্র সূক্ষ্ম, মুখ, নাসিকা ও চক্ষু সরল হয়, তাহা হইলে চিকিৎসক তাহাকে দীক্ষিত করিবেন। অন্যথা করিবেন না (খ)। ১।

উপনেতা ব্রাহ্মণ, প্রশস্ত তিথি, করণ (সিদ্ধিযোগাদি), নক্ষত্রও মুহূর্ত্ত-সমন্বিত দিবসে পূর্ব্ব বা পশ্চিম দিকস্থিত চারিহস্ত পরিমিত পবিত্র সমতল সমচতুষ্কোণ স্থণ্ডিল (গ) গোময়দ্বারা লেপন করিয়া তদুপরি কুশার আস্তরণ করিবেন। এবং পুষ্প,লাজ (খৈ) ও রত্নাদি দ্বারা দেবতা,ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য দিগকে পূজা করিবেন। অনন্তর চিকিৎসক কুশাস্তীর্ণ ক্ষেত্র লেখনও জলসিঞ্চন করিয়া দক্ষিণপার্শ্বে ব্রাহ্মণও অগ্নি স্থাপন করিবেন। তাহার পর খদির, পলাশ, দেবদারু ও বিল্ব, এই চতুষ্টয়ের অথবা বট, অশ্বত্থ, উডুম্বর, পলাশ ও মধুকবৃক্ষের সমীধ কাষ্ঠ, দধি, মধু, ঘৃত দ্বারা সিক্ত ও দেবদারু নির্ম্মিত শ্রুবে (দার্বীতে) করিয়া মহাব্যাহৃতি প্রণব উচ্চারণ করিয়া প্রত্যেক দেবতা ও ঋষির উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেন। অর্থাৎ ঘৃতাক্ত যজ্ঞকাষ্ঠ দার্ব্বীতে(হাতা)করিয়া এই বলিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেন, যথা—ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা ; ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা, ওঁ প্রতিদৈবতং ব্রহ্মণে স্বাহা, প্রজাপতয়ে স্বাহা, অশ্বিভ্যাং স্বাহা, ইন্দ্রায় স্বাহা,

---

(খ) গুরু যেমন শিষ্যকে কুল,বয়স্ চরিত্রাদি পরীক্ষা করিয়া দীক্ষিত করিবেন বা শিষ্য রূপে গ্রহণ করিবেন ইহা যেমন শিক্ষার একটী অঙ্গ। আবার শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞতা, কার্য্যদক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা, সত্যধর্ম্মনিষ্ঠা এবং শিক্ষোপযোগী উপকরণ এই সমস্ত সদ্‌গুণও গুরুর আছে কি না দেখিয়া শিষ্য স্বীকার করা, ইহাও শিক্ষার আর একটী অঙ্গ বলা যাইতে পারে। কারণ মনুষ্য প্রসিদ্ধ অনুকরণশীল সুতরাং শিক্ষকের দোষগুণ শিষ্যে অবশ্যই সংক্রামিত হইতে পারে। আবার শিষ্যকে শিক্ষকের সংশ্রবে অধিক কাল থাকিতে হয়, দ্বিতীয়ত শিক্ষকের অনুকরণ করিলে শিক্ষারও উৎকর্ষ হইয়া থাকে। অতএব শিক্ষকের গুণদোষের উপর যখন শিক্ষার এতটা উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নির্ভর করে, তখন সদ্‌গুণ সম্পন্ন গুরুর নিকটে ছাত্র স্বীকার করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর।

(গ) যজ্ঞার্থ পারিষ্কৃত স্থানকে স্থণ্ডিল বলে।

ধন্বন্তরয়ে স্বাহা, ভরদ্বাজায় স্বাহা, আত্রেয়ায় স্বাহা। অর্থাৎ যাঁহাকে আহুতি প্রদান করিবেন, তাঁহারই নাম করিয়া যজ্ঞকাষ্ঠ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হয়। আর শিষ্যকেও ওঁ ভূঃ স্বাহাদি পাঠ করাইবেন। পরন্তু ব্রাহ্মণ-চিকিৎসক, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের শিষ্যকেই উপনয়ন সংস্কার করিতে পারিবেন ; ক্ষত্রিয়-চিকিৎসক, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে এবং বৈশ্য চিকিৎসক বৈশ্যকে, দীক্ষিত করিতে পারিবেন। কেহ কেহ বলেন কুলবয়ঃশৌচাদি গুণসম্পন্ন শূদ্রকেও দীক্ষা ব্যতীত আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু মন্ত্রের উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে না। ২।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আহুতি প্রদত্ত হইলে, শিষ্য তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিবেন। গুরু, অগ্নি সাক্ষী করিয়া শিষ্যকে এই বলিবেন, তুমি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মান (অভিমান), অহঙ্কার, ঈর্ষা, পারুষ্য (কর্কশ বাক্য), পৈশুন্য (খলতা), মিথ্যা, আলস্য ও নিন্দাজনককার্য্য এবং নখ, রোম পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র পট্টবস্ত্র পরিধান, এবং সত্যব্রত ও ব্রহ্মচর্য্যাদি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি করিবে। অপিচ আমার মতানুসারে গমনাগমন, পান, ভোজন, শয়ন ও অধ্যয়নতৎপর হইয়া আমার প্রিয় ও হিতকর কার্য্যে রত থাকিবে। অন্যথাচরণ করিলে বিদ্যা ফলবতী ও প্রসন্না হইবে না, বিশেষতঃ অধর্ম্মরূপ পাপপঙ্কে পতিত হইতে হইবে। আর যদি তুমি সম্যক্ সত্যপরায়ণসত্বেও আমি তোমার প্রতি অন্যথাদর্শী হই, তবে আমিও পাপী ও নিষ্ফলবিদ্য হইব। ৩।

পরন্তু দ্বিজ, গুরু, দরিদ্র, তপস্বী, উপনত, সাধু, অনাথ ও অভ্যুপগত (দূরদেশাগত) ব্যক্তিগণকে বন্ধু ও আত্মীয়ের ন্যায় মনে করিয়া ঔষধ বিতরণ পূর্ব্বক রোগের প্রতীকার করিবে। তাহা হইলে তুমি সুখী হইতে পারিবে। ব্যাধ, শাকুনিক, আচারভ্রষ্ট, পাপকারী এই সমস্ত ব্যক্তির চিকিৎসা করিও না। এই সমস্ত নিয়ম আচরিত হইলে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মিত্র ও যশোলাভ এবং বিদ্যা স্বয়ংই সুপ্রসন্না হইবেক। ৪।

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও প্রতিপদ এবং শুক্লপক্ষের

অষ্টমী, পূর্ণিমা ও প্রতিপদ দিবসে এবং অন্যান্য দিবসের সন্ধ্যাকালে এবং অকালে বৃষ্টি, বিদ্যুদ্দর্শন ও মেঘগর্জ্জন হইলে পাঠ করিবে না। অপর রাষ্ট্রবিপ্লব, আত্মীয় ব্যক্তির বা স্বদেশস্থ রাজার বিপৎপাত হইলেও অধ্যয়ন করা উচিত নহে। শ্মশানে, যানে, বধস্থানে, যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠ করিবে না। এমন কি উৎসবে (ইন্দ্র কুবেরাদির উৎসব দিবসে) ঔৎপাতিক দর্শনে (অনিষ্টজনক ব্যাপার দর্শনেও) অধ্যয়ন করিবে না। ৫।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

অনন্তর আমরা অধ্যয়নসংপ্রদানীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পাঁচটী স্থানে একশত বিশ অধ্যায় থাকিবে। তন্মধ্যে সূত্রস্থানে ৪৬, নিদানস্থানে ১৬, শারীরস্থানে ১০, চিকিৎসিত-স্থানে ৪০ ও কল্পস্থানে ৮ অধ্যায় থাকিবে। সুতরাং সমস্তে ১২০ অধ্যায় হইল। আর উত্তর তন্ত্রে ৬৬ অধ্যায় বর্ণন করা হইবে। ১।

সূত্রস্থানের ৪৬ অধ্যায়ের নাম যথা—১ বেদোৎপত্তি, ২ শিষ্যোপনয়নীয়, ৩ অধ্যয়নসংপ্রদানীয়, ৪ প্রভাষণীয়, ৫ অগ্রোপহরণীয়, ৬ ঋতুচর্য্যা, ৭ যন্ত্রবিধি, ৮ শস্ত্রাবচারণীয়, ৯ যোগ্যসূত্রীয়, ১০ বিশিখানুপ্রবেশীয়, ১১ ক্ষারপাকবিধি, ১২ অগ্নিকর্ম্মবিধি, ১৩ জলৌকাবচারণীয়, ১৪ শোণিতবর্ণনীয়, ১৫ দোষ-ধাতু-মল-ক্ষয়-বৃদ্ধি বিজ্ঞানীয়, ১৬ কর্ণব্যধবন্ধবিধি, ১৭ আমপক্বৈষণীয়, ১৮ ব্রণালেপনবন্ধবিধি, ১৯ ব্রণিতোপাসনীয়, ২০ হিতাহিতীয়, ২১ ব্রণপ্রশ্ন, ২২ ব্রণাস্রাববিজ্ঞানীয়, ২৩ কৃত্যাকৃত্যবিধি, ২৪ ব্যাধিসমুদ্দেশীয়, ২৫ অষ্টবিধ-শস্ত্রকর্ম্মাধ্যায়, ২৬ প্রণষ্টশল্যবিজ্ঞানীয়, ২৭ শল্যাপনীয়, ২৮ বিপরীতাবিপরীত-ব্রণবিজ্ঞানীয়, ২৯ বিপরীতাবিপরীতদূত-স্বপ্ন-শকুন-দর্শনীয়, ৩০ পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থবিপ্রতিপত্তি, ৩১ ছায়াবিপ্রতিপত্তি, ৩২ স্বভাব-বিপ্রতিপত্তি, ৩৩ অবারণীয়, ৩৪ যুক্তসেনীয়, ৩৫ আতুরোপক্রমণীয়,

৩৬ মিশ্রক, ৩৭ ভূমিপ্রবিভাগবিজ্ঞানীয়, ৩৮ দ্রব্যসংগ্রহণীয়, ৩৯ সংশোধন-সংশমনীয়, ৪০ দ্রব্যরসগুণবীর্য্যবিপাকবিজ্ঞানীয়, ৪১ দ্রব্যবিশেষবিজ্ঞানীয়, ৪২ রসবিশেষবিজ্ঞানীয়, ৪৩ বমনদ্রব্যবিকল্পবিজ্ঞানীয়, ৪৪ বিরেচনদ্রব্য-বিকল্পবিজ্ঞানীয়, ৪৫ দ্রবদ্রব্যবিধি এবং ৪৬ অন্নপানবিধি অধ্যায়। এই সমস্ত অধ্যায়ে আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের অর্থসমূহের সূচনা, সন্ধান ও সূত্রপাত করা হইয়াছে বলিয়া এই ষট্‌চত্বারিংশৎ অধ্যায় সূত্রস্থান নামে অভিহিত হইয়াছে। ২।

নিদানস্থানের ১৬ টী অধ্যায়ের নাম যথা—১ বাতব্যাধি, ২ অর্শঃ, ৩ অশ্মরী, ৪ ভগন্দর, ৫ কুষ্ঠ, ৬ প্রমেহ, ৭ উদর, ৮ মূঢ়গর্ভ, ৯ বিদ্রধি, ১০ বিসর্প, ১১ গ্রন্থি, ১২ বৃদ্ধি, ১৩ ভগ্ন, ১৪ শূক, ১৫ ক্ষুদ্ররোগ, ১৬ মুখরোগ অধ্যায়। এই ষোলটী অধ্যায়ে রোগসমূহের কারণ ও লক্ষণ বর্ণিত আছে বলিয়া এই সমস্ত অধ্যায় যে অংশে আছে, সেই অংশের নাম নিদানস্থান হইয়াছে। ৩।

শারীরস্থানে এই দশটী অধ্যায় আছে। যথা—১ সর্ব্বভূতচিন্তা, ২ শুক্রশোণিতশুদ্ধি, ৩ গর্ভাবক্রান্তি, ৪ গর্ভব্যাকরণ; ৫ শরীরসংখ্যাব্যাকরণ, ৬ প্রত্যেকমর্ম্মনির্দ্দেশ, ৭ সিরাবর্ণনবিভক্তি, ৮ সিরাব্যধবিধি, ৯ ধমনী-ব্যাকরণ, ও ১০ গর্ভিনীব্যাকরণ অধ্যায়। শরীরের বিষয় জানিবার জন্য, যোগী ও চিকিৎসকগণের নিমিত্ত, ভগবান্ ধন্বন্তরি কর্ত্তৃক শরীরের বিষয় এই দশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। ৪।

চিকিৎসাস্থানে এই ৪০ টী অধ্যায় আছে। যথা—১ দ্বিব্রণীয় চিকিৎ-সিত, ২ সদ্যোব্রণচিকিৎসিত, ৩ ভগ্নচিকিৎসিত, ৪ বাতব্যাধিচিকিৎসিত, ৫ মহাবাতব্যাধিচিকিৎসিত, ৬ অর্শশ্চিকিৎসিত; ৭ অশ্মরীচিকিৎসিত, ৮ ভগন্দরচিকিৎসিত, ৯ কুষ্ঠচিকিৎসিত, ১০ মহাকুষ্ঠ, ১১ প্রমেহ, ১২ প্রমেহপিড়কা, ১৩ মধুমেহ, ১৪ উদর, ১৫ মূঢ়গর্ভ, ১৬ বিদ্রধি, ১৭ বিসর্প-নাড়ী-স্তনরোগচিকিৎসিত, ১৮ গ্রন্থি-অপচি-অর্ব্বুদ-গলগণ্ড-চিকিৎসিত, ১৯ বৃদ্ধি-উপদংশ-শ্লীপদচিকিৎসিত, ২০ ক্ষুদ্ররোগ, ২১ শূকরোগ, ২২ মুখরোগ, ২৩ শোথ, ২৪ অনাগতব্যাধিপ্রতিষেধনীয়,

২৫ মিশ্রচিকিৎসিত, ২৬ ক্ষীণবলীয়বাজীকরণ, ২৭ সর্ব্বোপঘাতশমনীয়, ২৮ মেধায়ুষ্কামীয়, ২৯ স্বভাবব্যাধিপ্রতিষেধনীয়, ৩০ নিবৃত্তসন্তাপনীয়, ৩১ স্নেহোপযৌগিক, ৩২ স্বেদাপচারনীয়, ৩৩ বমনবিরেচনসাধ্যোপদ্রব, ৩৪ বমনবিরেচনব্যাপৎচিকিৎসিত, ৩৫ নেত্রবস্তিপ্রমাণবিভাগ, ৩৬ নেত্রবস্তিব্যাপৎচিকিৎসিত, ৩৭ অনুবাসানোত্তরবস্তি, ৩৮ নিরূহোপক্রম, ৩৯ আতুরোপদ্রবচিকিৎসিত, ৪০ ধূমনস্যকবলগ্রহচিকিৎসিতাধ্যায়। এই চত্বারিংশৎ অধ্যায়ে চিকিৎসা বর্ণিত আছে বলিয়া উক্ত চত্বারিংশৎ অধ্যায় বিশিষ্ট স্থানের নাম চিকিৎসিত স্থান ॥ ৫ ॥

১ অন্নপানরক্ষাকল্প, ২ স্থাবরবিষবিজ্ঞানীয়, ৩ জঙ্গমবিষবিজ্ঞানীয়, ৪ সর্পদষ্টবিষবিজ্ঞানীয়, ৫ সর্পদষ্টকল্পচিকিৎসিত (সর্পদংশনের চিকিৎসা) ৬ মূষিককল্প, ৭ দুন্দুভিস্বনীয়, ৮ কীটকল্প। এই আট অধ্যায়ে বিষজ্ঞান ও বিষনাশক ঔষধ কল্পিত হইয়াছে বলিয়া এই স্থানের নাম কল্প স্থান হইয়াছে। এইরূপে সূত্র, নিদান, শারীর, চিকিৎসিত ও কল্প এই পঞ্চ স্থানে একশত বিশ অধ্যায় বর্ণিত হইল ॥ ৬ ॥

অপর স্বীয় নামানুসারেই অবশিষ্টাংশের নাম উত্তরতন্ত্র রাখা হইয়াছে। প্রথমত উপদ্রব অবলম্বন করিয়া এই উত্তরতন্ত্র বর্ণিত হইয়াছে, এজন্য ইহার প্রথম অধ্যায়ের নাম ঔপদ্রবিকাধ্যায়॥

উত্তরতন্ত্রে এই ৬৬ টী অধ্যায় আছে। যথা—১ ঔপদ্রবিকাধ্যায় *, ২ সন্ধিগতরোগবিজ্ঞানীয়, ৩ বর্ত্মগতরোগ, ৪ শুক্লগতরোগ, ৫ কৃষ্ণগতরোগ, ৬ সর্ব্বগতরোগ, ৭ দৃষ্টিগতরোগবিজ্ঞানীয়াধ্যায়, ৮ চিকিৎসিতবিজ্ঞানীয়-বিভাগ, ৯ বাতাভিষ্যন্দ চিকিৎসিত, ১০ পিত্তাভিষ্যন্দপ্রতিষেধ, ১১ শ্লেষ্মা-ভিষ্যন্দপ্রতিষেধ, ১২ রক্তাভিষ্যন্দচিকিৎসিত, ১৩ লেখ্যরোগপ্রতিষেধ, ১৪ ভেদ্যরোগপ্রতিষেধ, ১৫ ছেদ্যরোগপ্রতিষেধ, ১৬ পক্ষরোগ, ১৭ দৃষ্টি-গতরোগ, ১৮ ক্রিয়াকল্প, ১৯ নয়নাভিঘাত, ২০ কর্ণগতরোগবিজ্ঞানীয়,

* এস্থলে উপদ্রব = চক্ষুরোগের উপদ্রব ; সন্ধিগত রোগ = চক্ষুর সন্ধিগত ; বর্ত্ম গতরোগ = চক্ষুর বর্ত্মগতরোগ ইত্যাদি। এইরূপ বুঝিতে হইবে।

২১ কর্ণগতরোগপ্রতিষেধ, ২২ নাসাগতরোগবিজ্ঞানীয়, ২৩ নাসাগতরোগ-প্রতিষেধ, ২৪ প্রতিশ্যায়প্রতিষেধ, ২৫শিরোরোগবিজ্ঞানীয়, ২৬ শিরোরোগ চিকিৎসিত, এই কয়েকটী অধ্যায়ে শালাক্যতন্ত্রের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।৭।

২৭ নবগ্রহাকৃতিবিজ্ঞানীয়, ২৮ স্কন্দগ্রহপ্রতিষেধ, ২৯ স্কন্দাপস্মার-প্রতিষেধ, ৩০ শকুনীপ্রতিষেধ, ৩১ রেবতীপ্রতিষেধ, ৩২ পুতনাপ্রতিষেধ, ৩৩ অন্ধপূতনাপ্রতিষেধ, ৩৪ শীতপূতনাপ্রতিষেধ, ৩৫ মুখমণ্ডিকাপ্রতিষেধ, ৩৬ নৈগমেষপ্রতিষেধ, ৩৭ গ্রহোৎপত্তি অধ্যায়, ৩৮ যোনিব্যাপৎপ্রতিষেধ, এই অধ্যায়গুলিতে কুমারভৃত্যতন্ত্র বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন শারীরস্থানেও কুমারভৃত্যের বিষয় উক্ত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

৩৯ জ্বরচিকিৎসিত, ৪০ অতীসারচিকিৎসিত, ৪১ শোষচিকিৎসিত, ৪২ গুল্মপ্রতিষেধ, ৪৩ হৃদ্রোগচিকিৎসিত, ৪৪ পাণ্ডুরোগচিকিৎসিত, ৪৫ রক্তপিত্ত, ৪৬ মূর্চ্ছা, ৪৭ পানাত্যয়, ৪৮ তৃষ্ণা, ৪৯ ছর্দ্দি, ৫০ হিক্কা, ৫১ শ্বাস, ৫২ কাশ, ৫৩ স্বরভেদ, ৫৪ ক্রিমিরোগ, ৫৫ উদাবর্ত্ত, ৫৬ বিসূচিকা, ৫৭ অরোচক, ৫৮ মূত্রাঘাত, ৫৯ মূত্রকৃচ্ছ্র, এই অধ্যায়সকলে কায়চিকিৎসার অবশিষ্টাংশ লিখিত আছে ॥ ৯ ॥

৬০ অমানুষ, ৬১ অপস্মার, ৬২ উন্মাদ, এই কয়টী অধ্যায়ে ভূতবিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

৬৩ রসভেদবিকল্পন, ৬৪ স্বস্থবৃত্ত, ৬৫ তন্ত্রযুক্তিনামাধ্যায়, ৬৬ দোষ-ভেদবিকল্পনাধ্যায়। এই ৪টী অধ্যায় এই গ্রন্থের অলঙ্কার স্বরূপ ॥ ১১ ॥

এই তন্ত্রে শালাক্য, কুমারভৃত্য, কায়চিকিৎসা ও ভূতবিদ্যার বর্ণিত হওয়াতে এই অংশই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং ঋষিগণ উহার নাম উত্তরতন্ত্র রাখিয়াছেন। পক্ষান্তরে উত্তরতন্ত্রের এইরূপ অর্থও করা যাইতে পারে যে, এই অংশ গ্রন্থের উত্তরে (শেষে) আছে বলিয়া ইহার নাম উত্তরতন্ত্র হইয়াছে ॥ ১২ ॥

উত্তরতন্ত্রের পূর্ব্বভাগের নাম শল্যতন্ত্র। ঐ তন্ত্রের চিকিৎসিতস্থানে বাজীকরণ ও রসায়নবিধি, কল্পস্থানে অগদতন্ত্র (বিষতন্ত্র), এবং শল্যাঙ্গের উপদেশ সর্ব্বত্রই আছে। এইরূপে ধন্বন্তরিপ্রকাশিত অষ্টাঙ্গ সমন্বিত

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র, যিনি অধ্যয়ন করিয়া কার্য্য কুশল হইতে পারিবেন, তিনিই অবনীমণ্ডলে প্রাণদাতা বলিয়া গণ্য হইবেন ॥ ১৩ ॥

বিশেষতঃ, এইগ্রন্থ অবশ্য অধীতব্য ও অভ্যসনীয়, যিনি ইহা পাঠ ও অভ্যাস করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই রাজার পূজ্য হইতে পারিবেন ॥ ১৪ ॥

যে ব্যক্তি কেবল শাস্ত্রজ্ঞ কিন্তু কার্য্যদক্ষ নহেন, সেই ব্যক্তি রোগী প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রস্থ ভীরুব্যক্তির ন্যায় মুগ্ধ (হতজ্ঞান) হইয়া থাকেন। পরন্তু যিনি কার্য্যদক্ষ কিন্তু শাস্ত্র জানেন না, অথচ ধৃষ্টতা বশত চিকিৎসা করিয়া থাকেন, তিনি পণ্ডিত সমাজে আদরণীয় হন্ না। বিশেষত রাজা কর্ত্তৃক তাঁহার প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত। এই দুই প্রকার অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিই অর্দ্ধবেদ পাঠী ব্রাহ্মণের ন্যায় কিম্বা একপক্ষ বিহীন পক্ষীর ন্যায় কার্য্যসাধনে অসমর্থ হইয়া থাকেন। অপিচ অমৃততুল্য ঔষধ অজ্ঞ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইলে উহা শস্ত্র, বজ্র ও বিষের ন্যায় অনিষ্ট জনক হয়। এই সমস্ত কারণে অশিক্ষিত (অর্দ্ধশিক্ষিত) চিকিৎসককে সর্ব্বথা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর॥ ১৫। ১৬॥

যে ব্যক্তি ছেদ্যাদি ও স্নেহাদি কার্য্যে অনভিজ্ঞ, ঈদৃশ কুচিকিৎসক অর্থ লোভে অসংখ্য লোকের প্রাণনাশ করিয়া থাকে। রাজার অনবধান বশতঃ ঈদৃশ কুবৈদ্যের উৎপত্তি। অতএব ঈদৃশ দুরূহ কার্য্য সাধন করিতে, সংগ্রামে দ্বিচক্র স্যন্দনের (দুই চাকার গাড়ীর) ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ ও কর্ম্মজ্ঞ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই সমর্থ হইয়া থাকেন॥ ১৭। ১৮॥

বৎস সুশ্রুত! এই শাস্ত্র কি রূপে অধ্যয়ন করিতে হয়, তাহা শ্রবণ কর। শুচি (বাহ্য ও অন্তরশুদ্ধ), উত্তরীয়বান্, ধীর শিষ্যকে অধ্যয়ন কালে, গুরু যথাশক্তি একপদ বা শ্লোকপাদ কিম্বা পূর্ণশ্লোকের উপদেশ প্রদান করিবেন। শিষ্যও সেই পদ বা পাদ কিম্বা শ্লোক অনুধাবন পূর্ব্বক শান্তমনে এক একটী করিয়া এমন ভাবে পাঠ করিবে যেন অক্ষর গুলি ধীরে অথচ শীঘ্র. অননুনাসিক স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হয়। অক্ষি, ভ্রূ, ওষ্ঠ ও হস্তপদাদি দ্বারা অভিনয় ও ওষ্ঠ দ্বারা পীড়ণ করিয়া অসংস্কৃত রূপে অতি উচ্চ বা মৃদুস্বরে পাঠ করিবে না। শিষ্যের মুখে পাঠ শুনিয়া

গুরু ও পুনঃ তাহা পাঠ করিবেন। অধ্যাপন সময়ে গুরু ও শিষ্য উভয়ের মধ্যে এক ব্যক্তিরও অন্যস্থানে উঠিয়া যাওয়া উচিত নহে॥ ১৯॥

গুরুপরায়ণ বিশুদ্ধ চরিত্র ও দক্ষ শিষ্য; নিদ্রা তন্দ্রা বিহীন হইয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে পাঠ করিলে শাস্ত্রের পারদর্শী হইতে পারিবেন। যাঁহার পাঠ সমাপন অর্থাৎ অধ্যয়ন শেষ হইয়াছে, তাঁহার বাক্ সৌষ্ঠবে, শাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে, প্রগল্‌ভতা বিষয়ে এবং কর্ম্মনৈপুণ্যে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়॥ ২০। ২১॥

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা প্রভাষণীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব।

সমগ্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যদি তাহার অর্থ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা হৃদয়ে প্রতিভাসিত না হয়, তাহা হইলে কেবল শাস্ত্রের ভারবহনমাত্রই সার; উহা গচ্ছিত ধনের ন্যায় স্থানমাত্র অধিকার করিয়া থাকে। পরীক্ষা পূর্ব্বক সারাসার সঙ্কলন, দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে প্রয়োগ, ইত্যাকার কোনও একটী গভীর তত্ত্বের অনুসরণ করা যায় না। যেমন চন্দনভারবাহী গর্দ্দভ, কেবল চন্দনের ভারবহন করিয়া থাকে, কিন্তু চন্দনের সদ্গন্ধ অনুভব করিতে সমর্থ হয় না; তেমন যিনি বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মবোধে অসমর্থ হন, তিনি একমাত্র শাস্ত্রভার বহনেই ক্লিষ্ট হইয়া থাকেন॥ ১॥

অতএব গুরু এই একশত বিশ অধ্যায়ের প্রত্যেকপদ, পাদ (শ্লোকপাদ) শ্লোকার্দ্ধ বা সম্পূর্ণশ্লোক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা করিবেন, এবং শিষ্যও তাহা মনোনিবেশ পূর্ব্বক শুনিয়া অভ্যাস করিবেন। যেহেতু দ্রব্য, রস,

গুণ, বীর্য্য, বিপাক, দোষ, (বায়ু, পিত্ত, কফ), ধাতু (রসরক্তাদি), মল, আশয়, মর্ম্ম, শিরা,স্নায়ু, সন্ধি, অস্থি, গর্ভদ্রব্যসমূহের বিভাগ, প্রনষ্টশল্যোদ্ধার, ব্রণবিনিশ্চয়, ভগ্নবিভাগ, এবং রোগসমূহের সাধ্যত্ব, অসাধ্যত্ব ও প্রত্যাখ্যেয়ত্ব প্রভৃতি সহস্র সহস্র বিষয় চিন্তা করিলে বিমলবিপুলবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরও যখন চিত্ত আকুলিত হয়, তখন অল্প জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির আর কথা কি ? এজন্যই প্রত্যেক পদ, পাদ, বা শ্লোকার্দ্ধাদি অবশ্য বর্ণনীয় ও শ্রোতব্য ॥ ২ ॥

পরন্তু প্রয়োজন বশত এই শাস্ত্রে অন্যশাস্ত্রের কোন কোন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। তত্তৎশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির নিকট সেই সেই বিষয়ের মর্ম্ম অবগত হওয়া আবশ্যক। যেহেতু একশাস্ত্রের পণ্ডিত সর্ব্বশাস্ত্রের উপদেশক হইতে পারেন না ॥ ৩ ॥

যে একমাত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, সেই ব্যক্তি অধীত শাস্ত্রের মর্ম্ম প্রকৃতরূপে অবগত হইতে পারে না। সুতরাং চিকিৎসকের বহুশাস্ত্রে অধিকার থাকা আবশ্যক। যে ব্যক্তি চিকিৎসাশাস্ত্র গুরুর নিকটে শ্রবণ বা অধ্যয়ন করিয়া অনেক বার তাহার উপাসনা করিয়া কার্য্য করেন, তিনিই প্রকৃত চিকিৎসক। ইহার বিপরীত গুণবিশিষ্ট (বৈদ্য), ছলক্রমে লোকের চিত্ত অপহরণ করে বলিয়া তস্কর মধ্যে পরিগণিত ॥ ৪ ॥

ঔপধেনব, ঔরভ্র, সুশ্রুত ও পৌষ্কলাবত; ইহাঁদের প্রণীত স্বনামখ্যাত গ্রন্থ চতুষ্টয়ই অপরাপর শল্য তন্ত্রের (করবীর্য্য, গোপুররক্ষিতাদি-প্রণীত তন্ত্রের) মূল জানিবে ॥ ৫ ॥

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

—০:০—

অনন্তর আমরা অগ্রোপহরণীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব।

কোনও চিকিৎসা কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে প্রথমতঃ কার্য্যের সাধনভূত কতকগুলি উপকরণ আবশ্যক, সেই সমস্ত উপকরণ সামগ্রী বর্ণন করাই এই অধ্যায়ের প্রধান উদ্দেশ্য।

কর্ম্ম ত্রিবিধ যথা—পূর্ব্বকর্ম্ম, প্রধানকর্ম্ম ও পশ্চাৎকর্ম্ম। এই সমস্ত কর্ম্মের বিবরণ, প্রত্যেক রোগ বর্ণন স্থলে ব্যাধি অনুসারে লিখিত হইবে। শস্ত্র * চিকিৎসার বিষয় বর্ণন করাই এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং প্রথমত অস্ত্রকর্ম্ম এবং উহার উপকরণ সমস্ত বর্ণন করা যাইতেছে। অস্ত্রকর্ম্ম আট প্রকার। যথা—১ ছেদ্যক্রিয়া, ২ ভেদ্যক্রিয়া, ৩ লেখ্যক্রিয়া, ৪ বেধ্য-ক্রিয়া, ৫ এষ্যক্রিয়া, ৬ আহার্য্যক্রিয়া, ৭ বিশ্রাব্য ও ৮ সীব্যক্রিয়া॥ ১॥

---

* যদিও অস্ত্র ও শস্ত্র এই দুই শব্দের অর্থগত পার্থক্য লক্ষিত হয়। তথাপি সাধারণের বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত আমরা শস্ত্রের পরিবর্ত্তে অস্ত্র শব্দ ব্যবহার করিব।

১। ছেদ্যক্রিয়া—অস্ত্র দ্বারা কোন অঙ্গচ্ছেদন করাকে ছেদ্যক্রিয়া বলে। অর্শ কিম্বা হস্ত পদাদির কোন অংশ ছেদন করিয়া বাদদিতে হইলে ঐ ক্রিয়ার প্রয়োজন। ইহাকে ইংরাজীতে Excission বা Amputation কহে।

২। ভেদ্যক্রিয়া—কোনস্থান ভেদ করাকে ভেদ্যক্রিয়া বলে। যেমন ফোড়া অস্ত্র করা। ইহাকে ইংরাজীতে Incision কহে।

৩। লেখ্যক্রিয়া—কোন উপায়ে চর্ম্ম ঈষৎ উত্তোলন বা বিদারণ করাকে লেখ্য বা লেখন ক্রিয়া বলে। পৃষ্ঠব্রণাদিতে উক্ত ক্রিয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

৪। বেধ্যক্রিয়া—দূষিত রক্তাদি নির্গত করিবার জন্য সূক্ষ্মাগ্র অস্ত্র দ্বারা শিরাদিবিদ্ধ করাকে বেধ্য বা ব্যধন ক্রিয়া বলে। ইহাকে ইংরাজীতে Blood letting কহে।

৫। এষ্যক্রিয়া—শরীরস্থ শিরাদি অন্বেষণ করাকে এষ্য বা এষণ ক্রিয়া কহে। ইংরাজীতে ইহাকে Ligature of vefsels কহে।

৬। আহার্য্য ক্রিয়া—শর্করা, পাথরি প্রভৃতি আকর্ষণ করিয়া নিঃসারণ করাকে আহার্য্য বা আহরণ ক্রিয়া কহে। ইহাকে ইংরাজীতে Extraction of Stone কহে।

চিকিৎসক উক্ত আট প্রকার কর্ম্মের যে কোন কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, তৎকার্য্যোপযোগী (৯)যন্ত্র, অস্ত্র, ক্ষার (লাবণিকদ্রব্য),অগ্নি, শলাকা, শৃঙ্গ * (শিঙ্গা), জলৌকা (জোক), অলাবু, জাম্ববৌষ্ঠ (জামফল সদৃশ মুখ বিশিষ্ট শলাকা বিশেষ), তুলা, বস্ত্রখণ্ড, সূত্র, পত্র, পাট, ঘৃত, মধু, দুগ্ধ, বসা, তৈল, তর্পণদ্রব্য, কষায়দ্রব্য (ঔষধ), আলেপনদ্রব্য, কল্কদ্রব্য, পাখা, শীতলজল, উষ্ণজল, কড়া এবং স্নেহবান্, ধীর ও বলবান্ পরিচারক সংগ্রহ করিবেন ॥ ২ ॥

তদনন্তর প্রশস্ত তিথি করণ (ববকরণাদি) নক্ষত্র ও শুভ মুহূর্ত্ত সমন্বিত দিবসে পানীয় দ্রব্য দধি, যব, গোধুমাদি ও রত্ন দ্বারা অগ্নি, ব্রাহ্মণ ও চিকিৎসককে অর্চ্চনা করিয়া, বলি, মঙ্গল, স্বস্তিবচনকারী, লঘুভোজী রোগীকে পূর্ব্ব মুখ করিয়া উপবেশন করাইবে এবং রোগী হস্তপদাদি সঞ্চালন না করিতে পারে এমন ভাবে যন্ত্রিত (বদ্ধ) করিবে। চিকিৎসক পশ্চিম মুখ হইয়া শিরা, মর্ম্ম, স্নায়ু, সন্ধি, অস্থি ও ধমনীতে আঘাত না লাগে, এইরূপ সতর্ক হইয়া অনুলোম ভাবে অর্থাৎ যে দিকে লোমের গতি হয় সেই দিকে অস্ত্র চালন করিবেন। এস্থলে ইহাও জানা আবশ্যক যে, অস্ত্র এতদূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইতে হইবে, যতদূর পর্য্যন্ত না পূয দর্শন হয়, পূয দর্শন মাত্র অস্ত্র তুলিয়া লইবে। এক স্থানে একবারের অধিক অস্ত্রপাত করিবে না। ভেদ্যস্থান অত্যন্ত অবগাহী হইলে ৩ অঙ্গুলি, আর অল্প অবগাহী হইলে ২ অঙ্গুলী পর্য্যন্ত অস্ত্র প্রবেশ করাইবে ॥ ৩ ॥

৭। বিস্রাব্যক্রিয়া—কোন স্থান হইতে দূষিত রক্ত পূযাদি বহির্গত করাকে বিস্রাব্য-ক্রিয়া বলে। ইংরাজীতে ইহাকে Seton Puncture কহে।

৮। সীব্যক্রিয়া—সেলাই করাকে সীব্যক্রিয়া বলে। কুড়ণ্ড, পাথরি প্রভৃতি রোগে কখন কখনও এই ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়।

৯। যন্ত্রের বিষয় ৭ম অধ্যায়ে জ্ঞাতব্য।

* শৃঙ্গ (শিঙ্গা) শরীরের কোন স্থান রক্তাদিদোষে স্ফীত হইলে, ঐ রক্ত বহির্গত করনার্থই ইহা ব্যবহার হয়। জঁলৌকাও ঐরূপ কার্য্যেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আমাদের শিঙ্গা হইতে ইংরেজেরা কাপিঙ্ Cupping সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা দুই প্রকার ড্রাই কাপিং Dry cupping ও Wet cupping ওয়েট্ কাপিং।

সুখসাধ্য লক্ষণ।

যে ফোড়া আয়ত (উচ্চ) বিস্তৃত ও সমপাক অর্থাৎ সমস্ত অবয়ব পাকে এবং সম্পূর্ণাবয়ব (অনিম্নোচ্চ) হয়, সেই ফোড়া সুখসাধ্য। বিশেষতঃ যে ব্রণ দীর্ঘ বিস্তৃত, সুবিভক্ত এবং যাহা মর্ম্মাদি স্থান আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় নাই, আর যাহা প্রাপ্তকালজনিত *, অস্ত্র ক্ষারাগ্নি সাধ্য)। সেই ব্রণই অস্ত্র কর্ম্মে প্রশস্ত ॥ ৪। ৫ ॥

অস্ত্র-চিকিৎসকের লক্ষণ।

কার্য্যকালে কম্প ও ঘর্ম্ম না হওয়া, বুদ্ধিভ্রংস না হওয়া এবং তীক্ষ্ণ অস্ত্র (ধারাল অস্ত্র), বল, ক্ষীপ্রকারিতা, এই সমস্ত গুণ অস্ত্র-চিকিৎসকের থাকা আবশ্যক ॥ ৬ ॥

একাধিক অস্ত্র করিবার বিধি।

যদি কোন স্থানে অস্ত্র করিলে, দূষিত রক্ত বা পুয নিঃশেষিত রূপে নির্গত না হয়, তবে উহা বহিষ্করণার্থ আবশ্যক মতে অন্যান্য স্থানেও অস্ত্র করা যাইতে পারে। অর্থাৎ ব্যাধি স্থানের যে যে অংশে দূষিত রক্ত বা পূযের অবস্থিতি হেতু শোষ (নালী) বা স্ফীততা লক্ষিত হইবে, সেই সেই স্থান হইতে তাহা নির্গত করিবার জন্য যদি একাধিক স্থানে অস্ত্র করা আবশ্যক হয়, তবে তাহাও করিবে। কারণ শরীরে দূষিত পদার্থ থাকিয়া গেলে অশুভ ফল উৎপাদন করিয়া থাকে ॥ ৭। ৮ ॥

স্থানবিশেষে অস্ত্র করিবার নিয়ম।

ভ্রূ, গণ্ড (গাল), শঙ্খ (কপালের পার্শ্বদেশ), কপাল, অক্ষিপুট (চকেরপাতা), ওষ্ঠ, দন্তের মাড়ী, কক্ষ (বগল), উদর, কুচ্‌কি, এই সকল স্থানে (১) তির্য্যক ভাবে (শরীরের পার্শ্ব দিকে লম্বা করিয়া)

* প্রাপ্তকালজনিত—যে ফোড়া বাল, বৃদ্ধ কালে না জন্মিয়া উপযুক্ত কালে উৎপন্ন হয়, তাহাকে প্রাপ্ত কাল জনিত বলে সুতরাং অস্ত্র ক্ষারাগ্নি সাধ্য।

(১) অস্ত্রচিহ্ন শরীরের উর্দ্ধাধোভাগে দীর্ঘ না হইয়া পার্শ্বভাগে দীর্ঘ হইলে তাহাকে তির্য্যক্ কহে।

অস্ত্র করিবে (২)। হস্তে এবং পদে চন্দ্রমণ্ডলবৎ গোল করিয়া অস্ত্র করিবে; মলদ্বারে ও লিঙ্গ নালে অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় অস্ত্র চিহ্ন করিবে (৩)। অন্যথা সূক্ষ্ম শিরা ও স্নায়ু ছেদন হেতু ক্ষত স্থানে অতিমাত্র বেদনা হয় এবং ঘা বিলম্বে পূরিয়া উঠে। বিশেষতঃ ক্ষত স্থান সমতল না হইয়া উন্নত হইয়া থাকে। মূঢ়গর্ভ, উদররোগ, অর্শঃ, অশ্মরী (পাথরী), ভগন্দর (Fistula in ano) ও মুখরোগ, এই সমস্ত রোগে, রোগীর আহারের পূর্ব্বে অস্ত্র করিবে ॥ ৯। ১০। ১১ ॥

অস্ত্রক্রিয়ার পশ্চাদ্বিধি।

অস্ত্রক্রিয়ার পরে অস্ত্রক্রিয়াজনিত মূর্চ্ছাদি প্রতিবন্ধার্থ শীতল জল সিঞ্চন দ্বারা রোগীকে আশ্বাসিত করিয়া, ফোড়ার চতুর্দ্দিক টিপিয়া ক্ষত মধ্যে অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া দিয়া পূয ও রক্ত নির্গত করিয়া ফেলিবে। তদনন্তর ক্ষতস্থান কষায় জলদ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিবে এবং কষায় বস্ত্র দ্বারা ক্ষতের জল শুষ্ক করিবে। পরে তিলবাটা, ঘৃত ও মধু গাঢ়রূপে মিশ্রিত করিয়া পলিতা বা বস্ত্র খণ্ডে (৪) মাখাইয়া ঔষধ যুক্ত করিয়া ক্ষত মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে; তদুপরি ঔষধ-কল্কে (পেষিত ঔষধ) আচ্ছাদন করিয়া তদুপরি অতি স্নিগ্ধও নয় এবং অতি রুক্ষও নয় এমত গাঢ়

---

(২) ভ্রূ হইতে উদর পর্য্যন্ত এই কয়েকটী স্থানে অস্ত্র করা সম্বন্ধে ইওরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতের সহিত ঐক্য হয় বটে, কিন্তু বগল ও কুঁচকি এই দুই স্থানে অস্ত্র করা সম্বন্ধে মতভেদ লক্ষিত হয়। তাঁহাদের মতে শেষোক্ত দুই স্থানে দীর্ঘভাবে অর্থাৎ শরীরের ঊর্দ্ধাধঃ দীর্ঘভাবে অস্ত্র করিতে হয়।

(৩) এস্থলেও ইউরোপীয়মতের সহিত অনৈক্য দেখা যায়। তাঁহাদের মতে হস্ত পদে দীর্ঘভাবে অস্ত্র করিতে হয়। লিঙ্গনালের কোন্‌স্থানে কিরূপে অস্ত্র করিতে হইবে এই সমস্ত বিষয়ের প্রতিকৃতি ও বিস্তৃত বিবরণ চিকিৎসিত স্থানে বর্ণিত হইবে।

(৬) অস্ত্র করিবার পূর্ব্বেই এই সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে।

(৪) ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ সামান্য বস্ত্র খণ্ডের পরিবর্ত্তে Lint অর্থাৎ অতি কোমল শনের কাপড় ব্যবহার করিয়া থাকেন। ক্ষতের মধ্যে যে কাপড় প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে, তাহা কোমল হওয়া আবশ্যক, সুতরাং সাধারণ জীর্ণ বস্ত্রেও উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতে পারে।

কবলিকা (৫) স্থাপন করিয়া বস্ত্রখণ্ড ও পাট দ্বারা বন্ধন করিয়া গুগ্‌গুল, অগুরু, ধুনা, বচ, শ্বেত শর্ষপ, সৈন্ধব, ও নিম্বপত্র, এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ ও ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া ক্রমে অগ্নিতে প্রদান করিবে এবং উহার ধূম ক্ষতস্থানে লাগাইবে; আর রক্ষামন্ত্র পাঠ করিয়া রোগীকে নাগাদি গ্রহ হইতে রক্ষা করিবে। ধূপন দ্রব্য দ্বারা ধূম প্রদত্ত হইলে অস্ত্রাঘাত জনিত দৌর্ব্বল্য বিনাশার্থ রোগীর বক্ষস্থলে ঘৃত মালিশ করাইবে॥ ১২॥

অপর, পূয রক্তাদির গন্ধ না থাকে, এমন ভাবে গৃহ ধৌত করিবে। এস্থলে ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, অস্ত্রকরার দরুনে যে রক্তাদি নিপতিত হইবে, তাহা যেন রোগী দেখিতে না পায়। অবশেষে রক্ষামন্ত্র পাঠ করিয়া রোগীকে নাগাদি গৃহ হইতে রক্ষা করিবে। রক্ষামন্ত্র যথা—"কৃত্যা নামক দেবতা এবং রাক্ষস দিগের ভয় হইতে রক্ষা করিবার জন্য রক্ষা কর্ম্ম করিব, ব্রহ্মা তাহাতে অনুমতি করুন। সর্পগণ, পিশাচগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও পিতৃগণ, যক্ষ ও রাজগণ, ইহাদিগের মধ্যে যে কেহ তোমাকে (রোগীকে) আক্রমণ বা যাতনা প্রদান করিবেন, ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহাকে সর্ব্বদা বিনাশ করুন। পৃথিবীতে ও আকাশে যে সকল নিশাচর বিচরণ করেন, এবং দিক্ ও বাস্তু-ভূমিতে যাঁহারা অবস্থিতি করেন, তাঁহারা তোমা কর্ত্তৃক প্রণত হইয়া তোমাকে রক্ষা করুন। ব্রহ্মার মানস পুত্র শনকাদি ঋষিগণ, স্বর্গীয় রাজর্ষি সকল, সুমেরু আদি পর্ব্বত সকল, গঙ্গাদি নদী সকল ও লবণাদি সমুদ্র সকল তোমাকে রক্ষা করুন। অগ্নিদেবতা তোমার জিহ্বাকে বায়ুদেব প্রাণবায়ুকে, সোমদেব ব্যানবায়ুকে, পর্জ্জন্য (মেঘ) অপান-বায়ুকে, বিদ্যুৎ উদানবায়ুকে, মেঘ (পীড়া বা মৃত্যু) সমান বায়ুকে, ইন্দ্র বলকে, মনুদেব গ্রীবার পার্শ্বস্থ শিরাদ্বয় ও স্মৃতিকে, গন্ধর্ব্ব সকল অভিলাষকে, ইন্দ্র সত্বকে, বরুণ প্রজ্ঞাকে, সমুদ্র নাভিমণ্ডলকে, সূর্য্যদেব

(৫) কবলিকা—যে ভৃষ্ট (ভাজা) যবচূর্ণ ঘৃতাক্ত করিয়া বস্ত্র খণ্ডে মাখাইয়া ক্ষতাদির উপরে দেওয়া যায়, তাহাকে কবলিকা কহে। ডাক্তারগণ উক্ত প্রকারে তিসি ব্যবহার করেন। তাহার ইংরেজী নাম (Poltice) পুল্‌টিশ।

চক্ষুকে, দিক্ সকল কর্ণ দ্বয়কে, চন্দ্র মনকে, নক্ষত্র সকল রূপকে, নিশা ছায়াকে, জল বীর্য্যকে, ওষধি সকল রোম সকলকে, আকাশ দেহস্থ আকাশকে, বসুন্ধরা দেহকে, বৈশ্বানর শিরকে, বিষ্ণু পরাক্রমকে, পুরুষ-শ্রেষ্ঠ নারায়ণ পৌরুষকে, ব্রহ্মা আত্মাকে এবং ধ্রুবদেবতা তোমার ভ্রূদ্বয়কে রক্ষা করুন। উক্ত দেবতা সকল তোমার শরীরে নিত্য আছেন সুতরাং ইহাঁরা তোমাকে সতত রক্ষা করুন। তুমি দীর্ঘায়ু হও। ভগবান্ ব্রহ্মাদি আদি দেবতা সকল তোমার মঙ্গল করুন। নারদ ও পর্ব্বত নামক দেবর্ষিদ্বয়, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, এবং ইন্দ্রের সহগামী দেবতারা তোমার মঙ্গল করুন। এবং পিতামহ কৃত রক্ষাও তোমার মঙ্গল করুন। তোমার আয়ু বৃদ্ধি হউক। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শলভ, মূষিক, পক্ষী এবং প্রত্যাসন্ন রাজা, এই ছয়টী প্রশান্ত হউক। তুমি সর্ব্বদা সুস্থ থাক"। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্বাহা শব্দ উচ্চারণ করিবে। এই বেদাত্মকমন্ত্র, কৃত্যা জনিত (উপদেবতা জনিত) রোগ নাশ করে। তুমি আমার পঠিত রক্ষামন্ত্র দ্বারা দীর্ঘজীবন লাভ কর ॥ ১৩ ॥

অনন্তর চিকিৎসক রক্ষামন্ত্রে রক্ষিত রোগীকে শয্যাগৃহে প্রবেশ করাইয়া তৎকালোচিত ক্রিয়াকলাপের বিষয় রোগীকে উপদেশ দিবেন। এইরূপে দুই দিবস অতীত হইলে তৃতীয় দিবসে চিকিৎসক উপস্থিত থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত বন্ধন মোচন করিয়া ক্ষতের মধ্যবর্ত্তী ঔষধলিপ্ত বস্ত্রখণ্ড বাহির করিয়া ফেলিবেন, এবং ক্ষত ধৌত করিয়া পুনঃ পূর্ব্বোক্ত রূপে ঔষধ পুরিয়া বস্ত্র ও পাট দ্বারা বন্ধন করিবেন। তৃতীয় দিবসে বন্ধনাদি মোচন না করিয়া দ্বিতীয় দিবসে বন্ধনাদি খুলিলে ক্ষত (ঘা) অনেক বিলম্বে পূরিয়া উঠে এবং ক্ষত স্থানে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে। চিকিৎসক তৃতীয় দিবসে ক্ষত স্থানের অবস্থা, কাল ও রোগীর বল ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া ক্বাথ, আলেপণ (মালিশ), বন্ধন, আহার ও আচরণের ব্যবস্থা করিবেন। ঘাএর ভিতরে দূষিত রক্ত বা পূয থাকিলে ঘা পূরাইবে না। উক্ত অবস্থায় ক্ষত পূরাইলে অল্প অত্যাচার ঘটিলেই সেই ক্ষতের ভিতরদিক হইতে স্ফীত হইয়া পুনর্ব্বার বিকৃত হয় ॥ ১৪ ॥

উল্লিখিত রূপ অনিষ্ট সংঘটন না হয়, তজ্জন্য অভ্যন্তরে ও বাহিরে নির্দ্দোষ হইলে পর ক্ষতস্থান পূরণ করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে আর উক্ত কোনওরূপ অনিষ্টপাতের আশঙ্কা থাকে না॥ ১৫ ॥

ক্ষতস্থান পূরিলেও কিছুদিন অজীর্ণ জনক ভোজন, ব্যায়াম ও স্ত্রী সংসর্গাদি পরিত্যাগ করিবে। যে পর্য্যন্ত অস্ত্রচিহ্ন চর্ম্মের সহিত সমান ভাব প্রাপ্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত হর্ষ, ক্রোধ, ও ভয়জনক ক্রিয়া করিবে না॥১৬॥

হেমন্ত, শিশির ও বসন্ত কালে তিন দিবস পরে, এবং শরৎ, গ্রীষ্ম ও বর্ষা কালে দুই দিন পরে ক্ষত স্থানের বন্ধন খুলিবে। কিন্তু রোগ অত্যন্ত ভয়ানক হইলে এই নিয়মের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। যেমন গৃহে অগ্নি লাগিলে সত্বর প্রতীকার করা আবশ্যক; তদ্রূপ অতি প্রবল রোগ যাহাতে শীঘ্র প্রতীকার হয়, তাহাই করা উচিত॥ ১৭ ॥

শরীরে অস্ত্রপাত জনিত তীব্র বেদনা হইলে, ঘৃত ও যষ্টিমধু একত্রে উত্তপ্ত করিয়া বেদনাস্থানে লাগাইলে বেদনার শান্তি হয়॥ ১৮ ॥

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অনন্তর আমরা ঋতুচর্য্যাধ্যায় ব্যাখ্যা করিব।

কোন্ ঋতুতে কিরূপ নিয়মে চলিলে শরীর সুস্থ রাখা যায়, তাহা বর্ণন করাই এই অধ্যায়ের প্রধান উদ্দেশ্য। উহা বর্ণন করিতে হইলে, ঋতু কি এবং কোথা হইতে কি প্রকারে ঋতুর উৎপত্তি হয় ইত্যাদি বিষয় বর্ণন করা আবশ্যক। সুতরাং কাল কি? প্রথমতঃ ইহাই আলোচনা করা

কাল ভগবান্ স্বয়ম্ভূ অর্থাৎ স্বয়ং আবির্ভূত। উহার আদি,অন্ত,মধ্য ও ধ্বংশ কিছুই নাই। সুতরাং সংক্ষেপে কালকে অনন্ত ও নিত্য বলা যাইতে পারে। পদার্থ সমুহের রসের হ্রাস ও বৃদ্ধি এবং মনুষ্যগণের জীবন ও মরণ উহার অধীন। কাল অতি সূক্ষ্মকলাংশে বিভক্ত হইয়াও ধ্বংশ হয় না বলিয়া অথবা প্রাণী সকলকে সঙ্কলন করে (প্রাণীদিগকে সংগ্রহ করিয়া একত্র করে বা সুখ, দুঃখ যোগ করে) কিম্বা কাল—(মৃত্যু) সদনে প্রেরণ করে বলিয়া উহার নাম কাল রাখা হইয়াছে। সূর্য্যের গতি বিশেষ দ্বারা উক্ত সংবৎসরাত্মক কাল অক্ষিনিমেষ, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, সংবৎসর ও যুগ এইরূপ অংশে বিভক্ত হইয়াছে॥১॥

কালের নির্ঘণ্ট।

অক্ষিনিমেষ—একটী লঘু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে সেই সময়কে অক্ষিনিমেষ কহে।

কাষ্ঠা—পঞ্চদশ অক্ষিনিমেষ বা পঞ্চদশ লঘু অক্ষর উচ্চারণ কাল পরিমিত সময়কে এক কাষ্ঠা বলে।

৩০ কাষ্ঠাতে	১ কলা
২০ কলাতে	১ মুহূর্ত্ত (কলার দশ ভাগের প্রত্যেক ভাগকেও মুহূর্ত্ত কহে)
৩০ মুহূর্ত্তে	১ অহোরাত্র
১৫ অহোরাত্রে	১ পক্ষ
শুক্ল ও কৃষ্ণ	২ পক্ষ
২ পক্ষে	১ মাস
১২ মাস	মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ,ভাদ্র,আশ্বিন,কার্ত্তিক,অগ্রহায়ণ, পৌষ
২ মাসে	১ ঋতু
৬ ঋতু	শিশির (শীত), বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত।

ঋতু বিভাগ।

মাসের নাম	ঋতুর নাম
দ্বাদশ মাসের মধ্যে—	
মাঘ ও ফাল্গুন	(১) শিশির (শীত)
চৈত্র ও বৈশাখ	বসন্ত
জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়	গ্রীষ্ম
শ্রাবণ ও ভাদ্র	বর্ষা
আশ্বিন ও কার্ত্তিক	শরৎ
অগ্রহায়ণ ও পৌষ	হেমন্ত

এই সমস্ত ঋতু শীত, উষ্ণ ও বর্ষার লক্ষণ দ্বারা অনুমীত হইয়া থাকে॥ ২। ৩॥

সূর্য্য কর্ত্তৃক কাল বিভক্ত হয় বলিয়া দুইটী অয়নের সৃষ্টি হয়; যথা—দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ। তন্মধ্যে দক্ষিণায়ন কালে (২) বর্ষা শরৎ

---

(১) রসের বল অবলম্বন করিয়া এই শিশিরাদি ঋতু বিভাগ করা হইয়াছে। অর্থাৎ শিশিরে তিক্তরসের, বসন্তে কষায় রসের, গ্রীষ্মে কটু (ঝাল) রসের, বর্ষাতে অম্লরসের. শরৎ কালে লবণরসের, এবং হেমন্ত ঋতুতে মধুররসের আধিক্য হইয়া থাকে। সুতরাং এই রসের বিষয় পরিজ্ঞানের নিমিত্ত শিশিরাদি ঋতু বিভাগ করা হইয়াছে।

(২) দক্ষিণায়ন বা বিসর্গ কাল—যে সময়ে উষ্ণরশ্মী ভগবান্ দিবাকর উত্তর গোলকে উত্তর অয়নান্তবৃত্তের উত্তরে অবস্থিত গ্রীষ্ম মণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিতে প্রবৃত্ত হয়েন, সেই সময় হইতেই উক্ত গ্রীষ্মমণ্ডলের বিশেষতঃ ভারতের রাত্রিমান বৃদ্ধি এবং দিবসের মান হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। সূর্য্য উত্তর অয়নান্তবৃত্ত বা কর্কটক্রান্তি হইতে অন্তর্হিত ও নিশাকর চন্দ্রের গ্রীষ্মমণ্ডলের দিকে আগমনই উহাদের বৃদ্ধি ও হ্রাসের কারণ। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড আর প্রখর কিরণ ভারতে বিস্তার করিতে পারেন না অর্থাৎ সংক্রমন হেতু কিরণ আর সরল ভাবে আসিতে এবং অধিকক্ষণ স্থায়ি হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ রাত্রির মান বৃদ্ধি এবং তৎসহযোগে শীতাংশুর শীতল কিরণ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে পতিত হওয়া, এই ত্রিবিধ কারণে ভারত শীতল হইতে থাকায় দক্ষিণ গোলক হইতে উত্তরাভিমুখে প্রবাহিত বায়ুর সঞ্চালনে ভারত-আকাশে মেঘ জমিতে থাকে। এইরূপে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ায়, ভারত ভূমিতে সূর্য্যালোকের গতি এক প্রকার বন্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং ভারত রাজ্য আরও

ও হেমন্ত, এই ঋতুত্রয় প্রকাশ পায়; এবং এই সময়ে ভগবান্ চন্দ্রমা উত্তরোত্তর অধিক বলশালী হয়েন এবং বর্ষাঋতুতে অম্ল, শরৎকালে লবণ ও হেমন্তঋতুতে মধুর রসের আধিক্য হয়। সুতরাং প্রাণিগণও বর্ষা হইতে হেমন্ত পর্য্যন্ত রসানুযায়ী উত্তরোত্তর বলবান্ হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

উত্তরায়ণ কালে (৩) শিশির (শীতঋতু), বসন্ত ও গ্রীষ্ম প্রকাশ পায়। এই সময়ে ভগবান্ মরিচীমালী সূর্য্য উত্তরোত্তর অতি প্রখর তেজ বিকিরণ করেন বলিয়া ঐ ঋতুত্রয়ে ক্রমান্বয়ে তিক্ত, কষায় ও কটুরসের বৃদ্ধি হয়, সুতরাং প্রাণিগণের বলও রসানুযায়ী উত্তরোত্তর হ্রাস হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

প্রকৃতপক্ষে চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু, এই তিনটী দ্বারাই প্রাণিগণ পরিপোষিত হয়। যেহেতু চন্দ্র দ্বারা পৃথিবী আর্দ্র হয়, এবং সূর্য্যের আতপে পৃথিবী শুষ্ক হয়। বায়ু আবার চন্দ্র ও সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়া প্রজাগণকে পালন করিয়া থাকে (৪) ॥ ৬ ॥

অধিকতর শীতল হইয়া উঠে। বিশেষতঃ আবার বায়ুও মেঘ ও হিমগিরি সংস্পর্শে উত্তরোত্তর শীতল হইয়া মেঘকে জল, শীলা, করকা প্রভৃতি রূপে পরিণত করে, সুতরাং বর্ষা ঋতুর প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। এই রূপে বৃষ্টি ও শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এবং আবশ্যকীয় উত্তাপের অভাবে ভূমি আর্দ্র থাকে, সেই আর্দ্র ভূমি আবশ্যকীয় সূর্য্যসন্তাপের অভাবে আর জলীয়াংশ শোষণ করিতে পারে না। সুতরাং উদ্ভিজ্জ বস্তুসকল সেই জলীয়াংশ আকর্ষণ করিয়া লয়, কিন্তু পরিপাক করিতে পারেনা বলিয়া অম্লরসের আবির্ভাব হয়। যখন জলদমালা বারিবর্ষণ করিতে করিতে ক্ষীণ হইয়া পড়ে, আর জলবর্ষণ করিতে পারে না, তখনই শরৎ আসিয়া উপস্থিত হয়। শরৎকালে লবণ রসের এবং হেমন্তে মধুর রসের আধিক্য যে, কেন হয়, তাহার কোন কারণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই দক্ষিণায়ন সময়ে আদানকালজনিত জলীয় বাস্প সকল বৃষ্টি ও শিশিরাদিরূপে ভূতলে পতিত হয় বলিয়া ইহাকে বিসর্গকাল কহে।

(৩) উত্তরায়ণ বা আদানকাল—যে সময়ে ভগবান্ মরিচীমালী দক্ষিণ অয়নান্তবৃত্ত বা মকরক্রান্তি হইতে উত্তরাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করেন, সেই সময় হইতেই উত্তরায়নান্তবৃত্তস্থ গ্রীষ্মমণ্ডলে রাত্রির মান ক্রমশঃ হ্রাস ও দিবসের মান বৃদ্ধি হইতে থাকে। চন্দ্ররশ্মির কম সময় অবস্থান ও সূর্য্যকিরণের অধিককাল অবস্থিতিই উহাদের হ্রাস বৃদ্ধির কারণ। এই কালে শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্ম, এই তিন ঋতুর প্রাদুর্ভাব হয়, পৃথিবীর জলীয়াংশ সকল বাস্পাকারে ঊর্দ্ধে নীত হয় বলিয়া এই সময়ের নাম আদানকাল হইয়াছে।

(৪) চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু দ্বারা যে প্রাণিগণ পরিপোষিত হইতেছে তাহা একটু মনো-

দুই অয়নে এক বৎসর। পাঁচ বৎসরে এক যুগ। পূর্ব্বোক্ত সেই নিমেষাদি যুগ পর্য্যন্ত কাল, চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে বলিয়া কেহ কেহ উহাকে কালচক্র বলিয়া থাকেন॥ ৭॥

২। ঋতুবিভাগ।

দোষের সঞ্চয়, প্রকোপ ও প্রশম পরিজ্ঞানার্থ এস্থলে আর এক প্রণালিতে ঋতুবিভাগ প্রদর্শিত হইল। যথা—বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত, গ্রীষ্ম ও প্রাবৃট; এই ছয় ঋতু ভাদ্র মাস হইতে দুই দুই মাসে হইয়া থাকে। তাহা এই—

মাসের নাম।	ঋতুর নাম।
ভাদ্র ও আশ্বিন	বর্ষা
কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ	শরৎ
পৌষ ও মাঘ	হেমন্ত
ফাল্গুন ও চৈত্র	বসন্ত
বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ	গ্রীষ্ম
আষাঢ় ও শ্রাবণ	প্রাবৃট

উক্ত ছয় ঋতুর মধ্যে বর্ষাঋতুতে ওষধি সকল জন্মে। অভিনবজাত বলিয়া উহাতে সারভাগ অত্যল্পই থাকে; পরন্তু এই সময়ে জল ক্লেদযুক্ত ও ক্ষিতি মলপূর্ণ, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ভূমি জলে আর্দ্র এবং প্রাণিগণের দেহও জলে আর্দ্র হয়। আর্দ্রদেহে শীতল বায়ুর সংস্পর্শে অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হয়। সুতরাং সেই সকল নূতন অল্পসারবান ওষধি ভক্ষণ এবং অপরিষ্কার জল পানে বিদাহাজীর্ণ আসিয়া উপস্থিত হয়। বিদাহাজীর্ণ হইতে

নিবেশপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, চন্দ্রকিরণের শৈত্যভাবশতঃ এবং বায়ুর সাহায্যে বৃষ্টি ও শিশিরাদি দ্বারা পৃথিবী আর্দ্র হয়, এবং সূর্য্যরশ্মি আবার বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া পৃথিবীকে শুষ্ক করে। এইরূপ আর্দ্রতা ও শুষ্কতা নিবন্ধন যথাকালোৎপন্ন কটুতিক্ত-কষায়াদি রস ও বায়ুদ্বারা প্রাণীগণ পরিপোষিত হইয়াথাকে। বিশেষতঃ প্রাণিগণের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বায়ুরই অধিকার প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ উল্লিখিত তিনটী দ্বারাই জগৎ চলিতেছে।

পিত্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ঋতুর কথঞ্চিত শৈত্যভাবশতঃ প্রকুপিত না হইয়া প্রবৃদ্ধ অবস্থাতেই থাকে। সুতরাং কাল-স্বধর্ম্মে এই ঋতুতে পিত্তের সঞ্চয়-মাত্র ঘটিয়া থাকে। শরৎকালে আকাশ-মণ্ডল মেঘ নির্মুক্ত হইলে এবং পঙ্ক শুষ্ক হইলে, খরতর সূর্য্য কিরণ সম্পাতে উক্ত সঞ্চিত পিত্ত প্রবিলাপিত (গলিত ও সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া) পৈত্তিক রোগ সমূহ উৎপাদন করিয়া থাকে। অপর, বর্ষাকালোৎপন্ন ওষধি (উদ্ভিজ্জ) সকল হেমন্তকাল প্রাপ্ত হইয়া কালপরিণাম বশতঃ উহাদের বীর্য্য পরিপক্ক হয়, সুতরাং অধিকতর বলশালী হইয়া উঠে। জল নির্ম্মল ও স্নিগ্ধ, অত্যন্ত গুরুপাক হয়। এই সময়ে কালধর্ম্মে সূর্য্য কিরণের অল্পতাবশতঃ (মন্দতা বশতঃ) এবং হিম বায়ুর সংস্পর্শে প্রাণিগণও জড়ীভূত হইয়া পড়ে। এরূপাবস্থায় পূর্ব্বোক্ত গুণবিশিষ্ট উদ্ভিজ্জ ও জল সেবন করিলে অবিদগ্ধ হয়। (১) অর্থাৎ ভুক্ত বস্তু সকল গুরুপাক প্রযুক্ত সম্যকরূপে পরিপাক না হওয়াতে ঐ অবিদগ্ধ বস্তু সমূহে স্নেহ, শৈত্য, গুরুতা ও উপলিপ্ততার আধিক্য হইয়া উঠে বলিয়া হেমন্তে শ্লেষ্মার সঞ্চয় করিতে থাকে। সঞ্চিত শ্লেষ্মা বসন্তঋতুতে ঈষৎ সূর্য্য সন্তাপের সাহায্যে প্রবিলাপিত (তরল) হইয়া ঈষৎ স্তম্ভিত প্রাণিগণের শ্লৈষ্মিক ব্যাধি সকল উৎপাদন করিয়া থাকে।

গ্রীষ্মকালে ওষধি ও জল নীরস (সারহীন) রুক্ষ ও অত্যন্ত লঘু হয়; এবং প্রাণিগণও প্রচণ্ড সূর্য্য সন্তাপে শুষ্ক ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। এরূপা-বস্থায় ঐ সমস্ত ওষধি ও জল সেবন করিলে, উহাদের রুক্ষতা, লঘুতা ও বৈশদ্য বশত উপশোষিত দেহে বায়ুর সঞ্চয় করিয়া থাকে। প্রাবৃটকালে ভূমি ও প্রাণিগণ জলে ক্লিন্ন হইলে শরীরস্থ সেই সঞ্চিত বায়ু, বহিস্থ শীতলবায়ু ও বর্ষা প্রভাবে সমস্ত শরীরে বিক্ষিপ্ত হইয়া বাতিক রোগ সকল উৎপাদন করিয়া থাকে। এই প্রকারে দোষের (বায়ু, পিত্ত, ও কফের) সঞ্চয় প্রকোপের কারণ অভিহিত হইল। ৬।

---

(১) ভুক্ত বস্তু অবিদগ্ধ হইলে (ভুক্ত বস্তু পরিপাক না পাইলে) রোগীর এই সমস্ত লক্ষণ হয়, যথা—শরীরের গুরুতা, বিবমিষা (বমনেচ্ছা) কোপোলপ্রদেশে ও অক্ষি গোলকে শোথ; উদ্গারে ভুক্ত দ্রবের গন্ধ; এবং ভুক্ত বস্তুর অনুরূপ বাহ্য (দাস্ত) হয়।

পরন্তু, বর্ষা হেমন্ত ও গ্রীষ্মকালে যে সকলদোষের সঞ্চয় হয়, সেই সমস্ত সঞ্চিত দোষের, এবং শরৎ, বসন্ত ও প্রাবৃট কালে যে সমস্ত দোষ প্রকুপিত হয়, সেই সকল দোষের নিঃসারণ করা কর্ত্তব্য। হেমন্তকালে পৈত্তিক, গ্রীষ্মকালে শ্লেষ্মজনিত এবং শরৎকালে বাতজনিত ব্যাধির স্বভাবতই (আপনা হইতেই) শান্তি হইয়া থাকে। এই সেই দোষের সঞ্চয়, প্রকোপ ও উপশমের বিষয় ব্যাখ্যাত হইল।৭।

এক দিবসের মধ্যে ছয় ঋতুর ভোগ কাল নির্ণয়।

এতদ্ভিন্ন দিবারাত্রির মধ্যে ছয় ঋতুর লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পাইয়া থাকে। যথা—প্রাতঃকালে বসন্তের লক্ষণ, মধ্যাহ্ন কালে গ্রীষ্মের লক্ষণ, এবং অপরাহ্নে প্রাবৃট্ কালের লক্ষণ প্রকাশ পায়। অপর, প্রদোষে (সন্ধ্যাকালে) বর্ষার লক্ষণ, অর্দ্ধরাত্রে শরৎ ঋতুর লক্ষণ এবং প্রত্যুষে হেমন্ত ঋতুর লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এইরূপে দোষের সঞ্চয়, প্রকোপ এবং উপশম দ্বারা সম্বৎসরের ন্যায় দিবারাত্রির যথা নিয়মে শীত, উষ্ণ ও বর্ষার লক্ষণ জানিবে। ৮।

যে ঋতুতে যে লক্ষণ হওয়া উচিত, তাহার অন্যথা না হইলে ঔষধি (উদ্ভিজ্জ) ও জল প্রকৃতাবস্থায় থাকে। সেই সমস্ত ঔষধি ও জল সেবন করিলে, প্রাণি সকলের প্রাণ (জীবন) আয়ু, বল, বীর্য্য ও ওজ ধাতুর বৃদ্ধি হয়। কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ ঋতুর বৈলক্ষণ্য ঘটিলে অর্থাৎ শীত, উষ্ণ, বায়ু ও বর্ষা যথাকালে ও যথোচিত পরিমাণে না হইলে, ঔষধি ও জল সমস্ত বিকৃত হইয়া থাকে। সেই সমস্ত ওষধি কিম্বা জল সেবন করিলে নানা প্রকার রোগ জন্মে অথবা মরকের (মারিভয়ের) প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। ৯।

ঋতু বিপর্য্যয় হেতু যে সমস্তরোগ বা মরক উপস্থিত হয়, তাহাতে অবিকৃত ঔষধ ও অবিকৃত জল প্রয়োগ করিলে, রোগের বা মরকের শান্তি হইয়া থাকে। ১০।

কখন কখনও বা কৃত্যা (কৃত্যা নামক উপদেবতা), অভিশাপ (গুরু ও

সিদ্ধ ব্যক্তিদিগের আক্রোশ) ও রাক্ষসের ক্রোধ কিম্বা অন্যবিধ অধর্ম্ম বশতও জনপদ (প্রাণিগণ) ধ্বংস হয়। অথবা গন্ধবহ কর্ত্তৃক বিষাক্ত ওষধির বা বিষাক্ত পুষ্পের গন্ধ যে দেশে আনীত হয়, সেই দেশবাসিগণের বাহ্যিক কিম্বা আভ্যন্তরিক বিকৃতির কোন প্রকার কারণ না থাকা সত্ত্বেও কাস, শ্বাস, বমন, প্রতিশ্যায় (সর্দ্দি) শিরোরোগ ও জ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে। গ্রহ ও নক্ষত্রের গতি বিশেষে কিম্বা স্ত্রী, আসন, যান, বাহন, মণি বা রত্ন প্রভৃতি কোন গৃহদ্রব্য কিংবা গৃহ কুলক্ষণাক্রান্ত হইলেও এইরূপ ব্যাধি দ্বারা প্রাণি সমূহ উপতাপিত হইয়া থাকে। ১১।

উক্ত কারণে কাস শ্বাসাদি উৎপন্ন হইলে তৎপ্রতীকারার্থ স্থান পরিত্যাগ কিম্বা শান্তিকর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত, মঙ্গল (প্রশস্ত ঔষধ ও মণিধারনাদি), জপ, হোম, তপস্যা, উপহার, যাগ, অঞ্জলি, নমস্কার, নিয়ম, দয়া, দান, দীক্ষা, গুরুবাক্য পালন, এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুতে শ্রদ্ধা, এই সমস্ত কার্য্য করিবে। তাহা হইলে শান্তি হইয়া থাকে। ১২।

নিম্ন লিখিত অব্যাপন্ন (স্বাভাবিক) ঋতু সকলে নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল উৎপন্ন হয়। যথা—

হেমন্ত;—এইকালে উত্তরদিক হইতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে, ধূলি ও ধূমদ্বারা দিক সকল ব্যাপ্ত; দিবাকর হিমানীতে আচ্ছন্ন, জলাশয় সকল তুষারাবৃত ; কাক, গণ্ডার, মহিষ, মেষ, ও হস্তী প্রভৃতি পশুগণ হৃষ্ট, পুষ্ট হয় ; এবং লোধ্র, প্রিয়ঙ্গু (নাগকেশর) বৃক্ষ সকল পুষ্পিত হইয়া থাকে। ১৩।১৪।

শিশির,—এই ঋতুতে অতিশয় শীত, বায়ু ও বৃষ্টি দ্বারা দিক সকল ব্যাপ্ত হয়, এতদ্ভিন্ন হেমন্তকালের লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পাইয়া থাকে। ১৫।

বসন্ত,—বসন্তকালে পদ্ম, পলাশ, বকুল, আম্র ও অশোক প্রভৃতি বিকসিত কুসুম কাননে এবং কোকিল ও ভ্রমরগণের গুঞ্জনে চতুর্দ্দিক সুশোভিত ও আমোদিত ; মেঘাভাবযুক্ত দিক সকল নির্মল হয়। দক্ষিণদিক হইতে পরিমল বাহী মলয়ানিল প্রবাহিত হয়, এবং জলাশয় সমস্ত সুদৃশ্য হেতু মনোরম্য হইয়া থাকে। ১৬।

গ্রীষ্ম—এই ঋতুতে সূর্য্যদেব অতি প্রখর কিরণজাল বিস্তার করেন, নৈঋত কোন হইতে উষ্ণ অসুখকর বায়ু প্রবাহিত হয়, এবং ভূমি উত্তপ্ত, নদ নদী অল্পজল বিশিষ্ট, এবং চতুর্দ্দিক প্রজ্জলিতের ন্যায়, মৃগকদম্ব পিপাসায় আকুল ; তৃণ ও লতা সমূহ নীরস, এবং বৃক্ষ সকল পত্র বিহীন হইয়া থাকে। ১৭।

প্রাবৃট্,—প্রাবৃট্কালে পশ্চিমানিল কর্ত্তৃক আকৃষ্ট মেঘমালা আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া বিদ্যুৎপ্রভা ও ঘোর গর্জ্জন সহকারে জলধারা বর্ষণ করিতে থাকে। পরন্তু নবীন শ্যামল শস্পযুক্তা পৃথিবী ইন্দ্রগোপ (কীট বিশেষ), কদম্ব, কেলিকদম্ব, কুটজ, সাল ও কেতকী দ্বারা সুশোভিতা হইয়া থাকে। ১৮।

বর্ষা—বর্ষাকালে নদ নদী জলে পরিপূর্ণ, তীরভূমি ভগ্ন হওয়াতে তটস্থিত বৃক্ষাদিও জলমগ্ন হয়। প্রফুল্ল কুমুদ ও নীলোৎপলে সরোবর সুশোভিত হয়। অপর ভূপৃষ্ঠ জলে পূর্ণ হওয়াতে ভূমির নিম্নতা ও উচ্চতা কিছুই লক্ষিত হয় না। জলদমালা গম্ভীর নির্ঘোষ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীণস্বর সহকারে বারিবর্ষণ করিয়া থাকে। আকাশপথে মেঘমালার সঞ্চরণ হেতু প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড আর স্বকীয় কিরণজাল সম্যক্‌রূপে বিস্তার করিতে সমর্থ হয়েন না। এই সমস্ত কারণে বসুন্ধরাও শস্যশালিনী হইয়া থাকে। ১৯।

শরৎঋতু,—এই সময়ে দিবাকর মেঘনির্ম্মুক্ত হওয়াতে কপিলপিঙ্গল মিশ্রবর্ণ বিশিষ্ট হইয়া প্রখর কিরণ বিস্তার করিয়া থাকেন। মেঘমালা বর্ষাকালে বারিগর্ভ মোচন করিয়া, এইকালে শুভ্রবর্ণ ধারণ করে ; তজ্জন্য নভোমণ্ডল দর্পনের ন্যায় নির্ম্মল হয়। প্রফুল্ল কমলে সুশোভিত জলাশয়ে হংসীগণ পতিসহ কেলি করিয়া থাকে। অপর ভূক্ষেত্রের নিম্নস্থান কর্দ্দমাকীর্ণ, উন্নত স্থান শুষ্ক এবং সমভূমি পিপীলিকা দ্বারা ব্যাপ্ত হয়। পরন্তু, অধিকাংশ স্থানই শর, সপ্তপর্ণ, বন্ধুজীব, কাশ (কেশে), সাল প্রভৃতি বৃক্ষে সুশোভিত থাকে। ২০।

এইরূপে প্রত্যেক ঋতুর যে সমস্ত লক্ষণ বর্ণিত হইল, সেই সকল

লক্ষণের বিপরীত অর্থাৎ (১) অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ সংঘটিত হইলে শরীরস্থ বায়ু, পিত্ত, এবং কফ বিকৃতিভাবাপন্ন হইয়া থাকে। শরীরস্থ বায়ু, পিত্ত ও কফ বিকৃত হওয়ার উপক্রমেই যদি তাহাদের প্রতীকার করা হয়, তাহা হইলে আর বিকৃত হইতে পারে না। সুতরাং রোগও উৎপাদন করিতে পারে না। রোগ উৎপাদন করিবার পূর্ব্বে অর্থাৎ বসন্তকালে, শ্লেষ্মার, শরৎকালে পিত্তের বমন কিম্বা বিরেচন দ্বারা নিঃসারণ করিবে, এবং বর্ষাকালে বায়ুর শান্তি করা কর্ত্তব্য। ২১।

---

(১) অতিযোগাদি—যে ঋতুর যে লক্ষণ, তাহা যদি অতিমাত্রায় হয়, যেমন শীত ঋতুতে যদি অত্যন্ত শীতের প্রাদুর্ভাব হয়, তাহা হইলে ঋতুর অতিযোগ বলা যায়। আবার শীতকালে শীতের অভাব হইলে, তাহাকে ঋতুর অযোগ; এবং যে কালের যে লক্ষণ, তাহার বিপরীত ভাব ঘটিলে অর্থাৎ শীতকালে গ্রীষ্ম কিম্বা গ্রীষ্মকালে শীত ঘটিলে তাহাকে ঋতুর মিথ্যাযোগ বলাযায়। এইরূপ বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ার্থ (কার্য্য) সম্বন্ধে ও অতিযোগ, অযোগ মিথ্যাযোগ আছে। এস্থলে তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

ষষ্ঠাধ্যায় সমাপ্ত

সপ্তমাধ্যায়।

যন্ত্র বিবরণ।

যন্ত্র এক শত এক সংখ্যক। তন্মধ্যে হস্তই প্রধানতম যন্ত্র। কারণ, হস্ত ব্যতিরেকে অপর কোন যন্ত্রই ব্যবহার করা যাইতে পারে না, অতএব যন্ত্রক্রিয়ার হস্তই প্রধান অবলম্বন। শরীর এবং মনের উপতাপক শল্যের উদ্ধরণার্থ যন্ত্রের প্রয়োজন। এই যন্ত্রগুলি প্রধানতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত। যথা স্বস্তিকযন্ত্র, সন্দংশযন্ত্র, তালযন্ত্র, নাড়ীযন্ত্র, শলাকাযন্ত্র ও উপযন্ত্র। তন্মধ্যে স্বস্তিকযন্ত্র চতুর্বিংশতি প্রকার, সন্দংশযন্ত্র দুই প্রকার, তালযন্ত্র দুই প্রকার। নাড়ীযন্ত্র বিংশতি প্রকার, শলাকা অষ্টাবিংশতি প্রকার, এবং উপযন্ত্র পঞ্চবিংশতি প্রকার। উক্ত যন্ত্র সকল প্রায়ই লৌহে কিম্বা অভাবপক্ষে লৌহসদৃশ অন্য কোন সুদৃঢ় পদার্থে নির্ম্মিত হওয়া উচিত। অপর তাহাদের মুখ প্রায়ই হিংস্র জন্তু, হরিণ, এবং পক্ষীর মুখের ন্যায় হইয়া থাকে। সুতরাং সেই সকল যন্ত্র নির্ম্মাণ করাইতে হইলে, উক্ত প্রাণিগণের মুখের আকৃতি অনুসারে কিম্বা শাস্ত্র, যুক্তি অথবা গুরূপদেশ বা অন্য যন্ত্র সাক্ষাতে রাখিয়া নির্ম্মাণ করাইবে। ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যন্ত্র সকল যেন যথাযোগ্য আকার, সুদৃঢ় ও মনোহর, মুখ তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম হয়; এবং এরূপ সুগ্রাহী হইবে, যেন তাহা দ্বারা কোন পদার্থ দৃঢ়রূপে গ্রহণ করাযায়। ১।২।৩

স্বস্তিকযন্ত্র।—এই যন্ত্র, অষ্টাদশ অঙ্গুলী পরিমিত দীর্ঘ; সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক (কুক্কুর), তরক্ষু; ঋক্ষ (ভল্লুক), দ্বীপী (চিত্রব্যাঘ্র), মার্জ্জার (বিড়াল), শৃগাল, মৃগ, এই নয়টী পশুর মুখের ন্যায়; এবং এর্ব্বারুক;

সিংহমুখ।

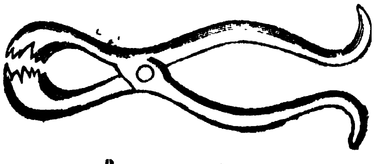

তরক্ষুমুখ।

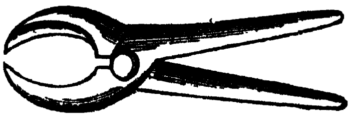

কাক, কঙ্ক (মাচরাঙা), কুরর, নীলকণ্ঠ, শিকারী পক্ষী, পেচক, চিল, বাজপক্ষী, গৃধিনী, ক্রৌঞ্চ, ভৃঙ্গরাজ, অঞ্জলি (গৃধ্রপক্ষী) কর্ণাবভঞ্জন ও নন্দীমুখ এই পঞ্চ দশটি পক্ষীর মুখের ন্যায় স্বস্তিক যন্ত্রের মুখ হইয়া থাকে। সুতরাং এই যন্ত্র চতুর্বিংশতি প্রকার। এই যন্ত্র দুইখানি লৌহ খণ্ড দ্বারা নির্ম্মিত হয়, ঐ দুইখণ্ড লৌহ একটী খিলের দ্বারা রুদ্ধ থাকে, সেই খিলের দুইমুখ মসুর কলাইয়ের ন্যায় (যেমন কাঁচির খিল); এবং গোড়া (ধরিবার স্থান) অঙ্কুশবৎ বক্র। এই যন্ত্র অস্থি মধ্যে কোন বস্তু প্রবিষ্ট হইলে, তাহা বহিষ্করণার্থ ব্যবহৃত হয়। (ক)। ৪।

ঋক্ষমুখ।

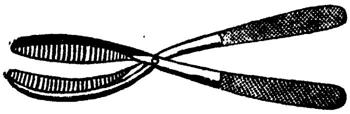

কাকমুখ।

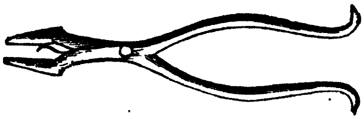

কঙ্কমুখ।

সন্দংশযন্ত্র—এই যন্ত্র দুই প্রকার। একটী খিলযুক্ত লৌহ কর্ম্মকারের সাঁড়াশির সদৃশ, অপরটির তদ্রূপ খিলযুক্ত নহে। এই মাত্র প্রভেদ। ইহা দৈর্ঘ্যে ষোড়শ অঙ্গুল। ত্বক্, মাংস, শিরা ও স্নায়ুতে বিদ্ধ কণ্টকাদি বা তৎসদৃশ কোনবস্তু বহিষ্করণার্থ এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (খ)। ৫।

১। সন্দংশযন্ত্র।

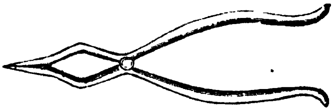

২। সন্দংশযন্ত্র।

(ক) স্বস্তিকযন্ত্র—এই যন্ত্র যত প্রকার হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইল। বৈদ্যমতে যেমন ইহা বিভিন্ন প্রকারে প্রস্তুত ও ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়, ডাক্তারী মতেও তেমন এই যন্ত্র নানা রকমে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের উদ্দেশ্য উভয় মতেই প্রায় এক। ইংরেজীতে ইহার সাধারণ নাম বোন্ ফরসেপ্স্ (Bone Forceps)।

(খ) সন্দংশযন্ত্র—ইংরেজীমতে এই যন্ত্রও নানা প্রকারে প্রস্তুত হয়, কিন্তু বৈদ্যক

তালযন্ত্র।

তালযন্ত্র—এই যন্ত্র দুই প্রকার, তন্মধ্যে একের মৎস্যের শল্কের (আইসের) ন্যায় সূক্ষ্ম (পাতলা)ও বক্র এক মুখবিশিষ্ট, অপরটী প্রথমোক্তটীর মুখের ন্যায় দুই মুখ বিশিষ্ট এবং নাসাকর্ণাদি বিবরে প্রবিষ্ট করান যাইতে পারে এমন স্থূল, দীর্ঘে দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ। ইহারা নাসা ও কর্ণ বিবরস্থ নখ কেশাদিরূপ সূক্ষ্ম বস্তু বহিষ্করণার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। (গ)। ৬।

নাড়ীযন্ত্র।

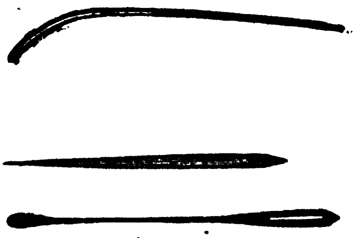

নাড়ীযন্ত্র—এই যন্ত্র, নানাবিধ কার্য্যে প্রযুক্ত হয় বলিয়া উহার আকারগত বিভাগ ও নানা প্রকার। তন্মধ্যে মুখভেদে দ্বিবিধ। যথা—একের একদিকে মুখ, অপরের উভয় দিকে মুখ। উভয় বিধ যন্ত্রই সচ্ছিদ্র। যাহাদের একদিকে মুখ, তাহারা অলাবুযন্ত্র, ভগন্দরযন্ত্র, অর্শযন্ত্র, অর্ব্বুদযন্ত্র প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়, এবং রক্তমোক্ষণার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অপর

সূচীপত্র।

অর্শোযন্ত্র।

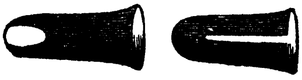

মতে ইহা দুই প্রকার মাত্র। স্বস্তিক ও সন্দংশযন্ত্রের প্রভেদ এই যে, যদি কোন পদার্থ শরীরাভ্যন্তরে হাড়ের ভিতরে প্রবেশ করে, তবে তাহা বহিষ্করণার্থ স্বস্তিক যন্ত্রের প্রয়োজন, আর কোন পদার্থ যদি কেবল মাংস বা শিরাদিতে বিদ্ধ হয়, তবে তাহা বাহির করিতে হইলে সন্দংশ যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সন্দংশ যন্ত্রের বাঙ্গালা নাম সাঁড়াশি বা সন্না। ইহাকে ইংরাজীতে ফরসেপ্স্ (Forceps) বলে।

(গ) তালযন্ত্র—ইহা সন্দংশযন্ত্রের মধ্যেই গণ্য। তবে এই উভয়ের কার্য্যগত একটু পার্থক্য এই যে, ইহাদ্বারা কর্ণাদি স্থিত সূক্ষ্ম বস্তু বাহির করা যায়। ইংরেজীতে ইহাকে ইয়ার্ ফর্সেপ্স্ (Ear Forceps) বলে।

যাহাদের উভয়দিকে মুখ, তাহারা বস্তি, উত্তরবস্তি, ধূমযন্ত্র প্রভৃতি নামে কথিত হয়। উক্ত উভয় বিধ নাড়ীযন্ত্র (ঘ), স্রোতপ্রাপ্ত শল্য (কণ্টকাদি) বহিষ্করণার্থ, রোগ পরীক্ষার নিমিত্ত (অভ্যন্তরস্থিত ফোড়া ও অর্শ প্রভৃতি পরীক্ষার জন্য), অস্থিগত বায়ু ও রক্তাদি চুষিয়া নির্গত করিবার জন্য, শরীরাভ্যন্তরস্থ অস্ত্রসাধ্য রোগে অস্ত্রপ্রয়োগের সাহার্য্যার্থ এবং অভ্যন্তরস্থ ক্ষতাদিতে ঔষধ

অর্শযন্ত্র।

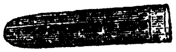

অঙ্গুলিত্রাণকযন্ত্র।

যোনিব্রণেক্ষণং।

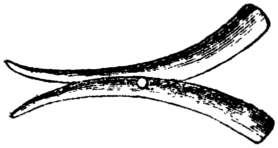

বস্তিযন্ত্র।

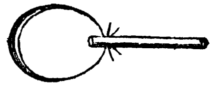

(ঘ) নাড়ীযন্ত্র—বৈদ্যমতে এই যন্ত্র নানা প্রকার। ইংরেজীমতেও নানাবিধ। এই যন্ত্রের সহিত যে ইউরোপীয় যন্ত্রের সম্পূর্ণ মিল আছে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে একথা অবশ্যই বলিতে পারা যায় যে, ইহাদের মধ্যে অনেকানেক যন্ত্রের সহিতই ইউরোপীয় যন্ত্রের সম্পূর্ণ মিল আছে। আমরা এস্থলে নিম্নে ২।৪টী মিল দেখাইতেছি।

১। সূচীপত্র যন্ত্র, বৈদ্যক মতে এই নামীয় যন্ত্র কণ্ঠ বা মুখের মধ্যে শস্ত্র প্রয়োগ করিবার সময় ইহা দ্বারা জিভ্ চাপিয়া ধরা হয়। ইংরেজীতেও ঠিক্ এই যন্ত্র ঈদৃশ কার্য্যের জন্যই ব্যবহৃত হয়। ইংরেজীতে ইহার নাম স্প্যাচুলা (Spatula)।

২। অর্শোযন্ত্র—এই যন্ত্র অর্শরোগের দর্শন ও তাহাতে ক্ষারাদি প্রদান করা যায়। ইংরেজীমতেও এই যন্ত্র ঠিক এই কার্য্যের জন্যই ব্যবহৃত হয়। ইংরেজিতে ইহার নাম এনাল্ স্পিকিউলাম (Anal Speculum)।

৩। যোনিব্রণেক্ষণযন্ত্র—এই যন্ত্রদ্বারা যোনিমধ্যস্থ ক্ষতাদি নিরীক্ষণ করা যায়। ইউরোপীয় মতেও এইযন্ত্র ঠিক এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইংরেজিতে ইহাকে ভ্যাজাইন্যাল স্পিকিউলাম (Vaginal Speculum) বলে।

৪। বস্তিযন্ত্র—আর্য্যেরা পিচকারী দেওয়ার জন্য এইযন্ত্র ব্যবহার করিতেন। আধুনিক ইউরোপীয় মতেও এই যন্ত্র এই কার্য্যেই ব্যবহৃত হয়। তবে ইহাদের নির্ম্মাণ ও আকৃতিগত পার্থক্য লক্ষিত হয়। ইংরেজীতে ইহার নাম এনিমাসিরিঞ্জ (Enema Syringe)।

প্রয়োগের সুবিধার নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোগানুসারে অর্থাৎ শিরা ধমনী, মলদ্বার এবং প্রস্রাবদ্বার ইত্যাদিরূপ শরীরে যে সমস্ত স্রোত ও দ্বার আছে, তাহাদের পরিমাণানুসারে উহাদের দৈর্ঘ্য ও স্থূলতা হইয়া থাকে, এই নাড়ীযন্ত্রের অর্থাৎ ভগন্দর যন্ত্র, অর্শযন্ত্র ও অর্ব্বুদাদি যন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ পরে বর্ণিত হইবে। ৭।

(ঙ) শলাকাযন্ত্র—

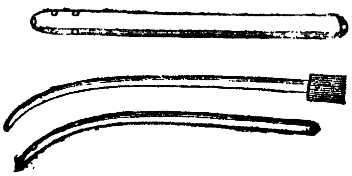

গর্ভশঙ্কু।

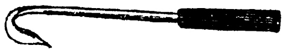

যৌগ্মশঙ্কু।

অশ্মরীযন্ত্র।

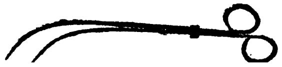

শলাকাযন্ত্র।—শলাকাযন্ত্র নানা প্রকার। ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন আকারের শলাকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যেরূপ কার্য্যে যেরূপ শলাকার প্রয়োজন, তদনুরূপ তাহাদের দৈর্ঘ্য ও স্থূলতা হইয়া থাকে। কার্য্যবিশেষে এক জাতীয় দুই, তিন বা ততোধিক সংখ্যার শলাকার প্রয়োজন হয়। সুতরাং গণ্ডূপদ (কেঁচোর) মুখাকৃতি দুই প্রকার, শরপুঙ্খ

(ঙ) শলাকাযন্ত্র—কার্য্যভেদে এই যন্ত্র নানা আকৃতির ব্যবহার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে এই যন্ত্র নাড়ীব্রণ বা শোষ অন্বেষণ এবং প্রস্রাব করণার্থ সমধিক উপযোগী। ইংরেজী মতেও ঠিক এই উদ্দেশ্যেই এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ইংরেজীতে ইহাকে প্রোব্ (Probe) বলে।

(ক) গর্ভশঙ্কু ও যৌগ্মশঙ্কু—বৈদ্যগণ এই যন্ত্র গর্ভস্থ মৃত সন্তানের প্রসব করণার্থ ব্যবহার করিতেন। ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ এই উদ্দেশ্যেই এই যন্ত্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইংরেজীতে ইহাদের একটীর নাম ক্রচেট্ (Crotchet) অপরটীর নাম ফরসেপ্স।

(খ) অশ্মরীযন্ত্র—এই যন্ত্রদ্বারা অশ্মরী (পাথরী) আকর্ষণ করিয়া আনা হয়। বলা বাহুল্য যে ইংরেজী মতেও ইহার এই উদ্দেশ্য। ইংরেজীতে ইহাকে ষ্টোনফরসেপ্স্ (Stone Forceps) বলে।

খলমুখযন্ত্র।

মুখাকৃতি দুইপ্রকার, সর্পফণাকৃতি দুইপ্রকার, বড়িশমুখাকৃতি দুই প্রকার। উহাদের দুই দুইটী যথাক্রমে এষণ (ব্রণের শোষ বা নালী অন্বেষণ,) বূ্যহন (কোন বস্তু চ্ছেদন করিয়া উত্তোলন করা), চালন (মাংসের বা অস্থি প্রভৃতির অভ্যন্তরস্থ কোন পদার্থ চালনা করা), আহরণ (শরীর হইতে কোন পদার্থ আকর্ষণ পূর্ব্বক বহিষ্করণ), এই চতুর্বিধ কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দ্বিধাকৃতমসূরদাইলের আকৃতির অনুরূপ কিঞ্চিৎ আনত মুখবিশিষ্ট দুইটী শলাকা স্রোতগত শল্য উদ্ধরণার্থ ব্যবহৃত হয়। মুখে তুলা জড়ান ছয় প্রকার শলাকা ক্ষতস্থান পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত প্রয়োগ করা যায়। খলের ন্যায় নিম্নমুখ ও হাতা বা তাড়ূর আকৃতি বিশিষ্ট তিনটী শলাকা ক্ষত স্থানে ক্ষার ও ঔষধ প্রদানের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। জামফলাকৃতি মুখ বিশিষ্ট তিনপ্রকার এবং অঙ্কুশের ন্যায় বক্রমুখবিশিষ্ট তিন প্রকার ; এই ছয় প্রকার শলাকা, ব্রণাদি দগ্ধ করিবার জন্য প্রয়োগ করা যায়। আর এক প্রকার শলাকার মুখ কুলের আঁঠির মধ্যস্থ অর্দ্ধ খণ্ড দাইলের ন্যায়। সেই মুখের অগ্রভাগ খলের ন্যায় নিম্ন, এবং তাহার উভয় পার্শ্ব ধারাল। এই শলাকা নাসিকান্তর্গত অর্ব্বুদ চ্ছেদন পূর্ব্বক আনয়নার্থ ব্যবহৃত হয়। অক্ষিতে অঞ্জন প্রদানার্থ একপ্রকার শলাকার ব্যবহার আছে। এই শলাকা মাষকলাইয়ের ন্যায় স্থূল, এবং উহার দুইদিকে পুষ্পের মুকুলের ন্যায় মুখ থাকে। এতদ্ভিন্ন আর একপ্রকার শলাকা আছে, তাহা মালতীপুষ্পের বৃন্তের অগ্রভাগ যে পরিমাণে স্থূল সেইরূপ স্থূল ও গোলাকৃতি। ইহা মূত্রমার্গ (লিঙ্গনাল বা যোনিদ্বার) পরিষ্কার বা প্রস্রাব করণার্থ ব্যবহৃত হয়। ৮।

উপযন্ত্র—রজ্জু, বেণিকা (বিনানচুল), পাট, চর্ম্ম, বল্কল (বৃক্ষের ছাল), লতা, বস্ত্র, অষ্ঠিলাশ্ম (পাষাণ বিশেষ), মুদ্গার, হস্ত ও পদতল, অঙ্গুলী, জিহ্বা, নখ, মুখ, কেশ, অশ্বের লৌহবলয় (খুর), বৃক্ষের শাখা, ষ্ঠীবন (থুথু), প্রবাহন (বমন বিরেচনাদি). হর্ষজনকদ্রব্য, ক্ষার, অগ্নি ও ঔষধ। ইহাদিগকে উপযন্ত্র বলে। ৯।

অপর, শরীরে কিম্বা শরীরের সর্ব্ব অবয়বে, সন্ধিস্থানে, কোষ্ঠ এবং ধমনী; ইহাদের যে স্থানে যে উপযন্ত্রের প্রয়োজন হইবে, সেই স্থানে তাহাই যুক্তি পূর্ব্বক ব্যবহার করিবে। ১০।

যন্ত্রকার্য্য চতুর্বিংশতি প্রকার; যথা,—নির্ঘাতন (ইতস্ততসঞ্চালনপূর্ব্বক উত্তোলন), পূরণ (ব্রণমধ্যে তৈলাদি পূরণ), বন্ধন, বৃংহণ, বর্ত্তন (একত্রীকরণ), চালন (শল্যাদি চালন), বিবর্ত্তন (ওল্‌টান), বিবরণ (বিবৃতকরণ), পীড়ন (টিপিয়া পূয বা রক্তাদি নিঃসরণের পথ পরিষ্কার করণ), মার্গবিশোধন (প্রস্রাবাদির দ্বার যন্ত্র দ্বারা পরিষ্কার করণ), বিকর্ষণ, আহরণ (টানিয়া বাহির করণ), আঞ্চন (ঈষৎ মুখে আনয়ন), উন্নমন, বিনমন (নিম্নীকরণ) ভঞ্জন, উন্মথন, আকর্ষণ (চুষিয়া আনয়ন), এষণ (অন্বেষণ), দারণ (বিদারণ), ঋজুকরণ, প্রক্ষালন, প্রধমন (নাসিকাতে ঔষধক্ষেপন) ও প্রমার্জ্জন। এই সকল কার্য্যে যন্ত্রের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ১১।

শরীরে যে কতপ্রকার শল্য (বাধাজনক ব্যাপার) ঘটিতে পারে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্থান ও কার্য্য ভেদে যুক্তি অবলম্বন করিয়া যন্ত্রকর্ম্ম বিভাগ করিয়া লইবেন। ১২।

যন্ত্রদোষ।

যন্ত্রে দ্বাদশটী দোষ আছে; যথা,—অতিস্থূল, অসার, অতিদীর্ঘ, অতিক্ষুদ্র, অগ্রাহী (বিকৃতমুখবিশিষ্ট), বক্র, শিথিল (পীড়নাক্ষম) অত্যুন্নত, মৃদুকীলক, (হাল্‌কাখিল), মৃদুমুখ, এবং মৃদুপার্শ্ব; এই কয়টী যন্ত্রের দোষ। ১৩।

পূর্ব্বোক্ত দোষ বর্জ্জিত অষ্টাদশাঙ্গুল পরিমিত যন্ত্রই প্রশস্ত, এবং তাহাই ব্যবহার করিবে। ১৪।

শরীরস্থ দৃশ্য শল্য (কণ্টকাদি) সিংহমুখাদি যন্ত্র দ্বারা এবং অদৃশ্য শল্য কঙ্কমুখাদি যন্ত্র দ্বারা ধীরে ধীরে শাস্ত্র এবং যুক্তি অনুসারে উত্তোলন করিবে। ১৫।

সমস্ত যন্ত্রমধ্যে কঙ্কমুখ-যন্ত্রই শ্রেষ্ঠ। কারণ, শরীরের সর্ব্বত্রই ইহাকে নির্ব্বিঘ্নে প্রবিষ্ট করান যায়, এবং এই যন্ত্র দ্বারা শরীরস্থ শল্য দৃঢ়রূপে গ্রহণ করিতে পারা যায়। ১৬।

সপ্তমাধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টমাধ্যায়

অস্ত্রবিবরণ।

*অস্ত্র বিংশতি প্রকার; যথা,—মণ্ডলাগ্র, করপত্র, বৃদ্ধিপত্র, নখশস্ত্র, মুদ্রিকা, উৎপলপত্রক, অর্দ্ধধার, সূচী, কুশপত্র, আটামুখ, শরারীমুখ, অন্তর্মুখ, ত্রিকূর্চ্চক, কুঠারিকা, ব্রীহিমুখ, আরা, বেতসপত্রক, বড়িশ, দন্তশঙ্কু এবং এষণী। ১।

অস্ত্র ব্যবহার প্রণালী।†

উক্ত বিংশতি প্রকার অস্ত্র মধ্যে মণ্ডলাগ্র ও করপত্র(করাত) ছেদন ও লেখন (আচড়ান বা

মণ্ডলাগ্র।

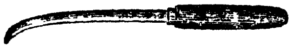

করপত্র।

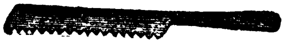

বৃদ্ধিপত্র।

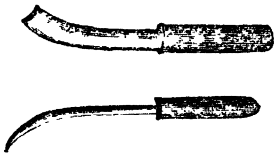

নখশস্ত্র।

* অস্ত্র বহুবিধ। তন্মধ্যে প্রধানত বিংশতিপ্রকার।

† বহুকাল পূর্ব্বে আর্য্য চিকিৎসকগণ অস্ত্র চিকিৎসার যে রূপ উন্নতি করিয়াছিলেন, আধুনিক উন্নতশীল পাশ্চাত্য অস্ত্র চিকিৎসার সহিত তাহার তুলনা করিলে, তাঁহাদিগকে

ছাল তোলা) কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। বৃদ্ধিপত্র, নখশস্ত্র, মুদ্রিকা, উৎপলপত্র ও অর্দ্ধধারাস্ত্র ছেদন এবং ভেদন কার্য্যে প্রয়োগ করা যায়। সূচী, কুশপত্র, আটামুখ, শরারীমুখ, অন্তর্মুখ এবং ত্রিকূর্চ্চকাস্ত্র স্রাবণকার্য্যে (ফোড়া হইতে পুয রক্তাদি স্রাবকার্য্যে) ব্যবহার করা যায়। কুঠারিকা, ব্রীহিমুখ, আরা, বেতসপত্র,

মুদ্রিকা।

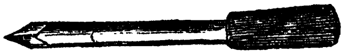

উৎপলপত্র।

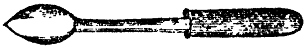

অর্দ্ধধার।

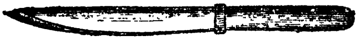

কোন অংশেই উন্নত ভিন্ন ন্যূন বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ, বহুপরীক্ষা ও বহু আলোচনা দ্বারা ইউরোপীয় অস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ দিন দিন অস্ত্র চিকিৎসার যেরূপ নূতন নূতন মত ও অস্ত্র যন্ত্রাদির প্রকাশ করিতেছেন, বহুশতাব্দীর পূর্ব্বে অস্মদ্দেশীয় অস্ত্রচিকিৎসকগণ তৎসমুদায়েরই আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। পরন্তু, তাঁহারা ঐ সমস্ত অস্ত্র ও যন্ত্রাদির প্রয়োগ সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন, বলাবাহুল্য যে আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বহুগবেষণা দ্বারাও অবশেষে সেইরূপ মতেরই অনুবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইতেছেন।

সে যাহা হউক, উপরে যে সমস্ত অস্ত্র শস্ত্রের প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইল; আমরা তাহার সহিত ইউরোপীয় অধিকাংশ অস্ত্রেরই আকৃতি প্রকৃতি ও প্রয়োগ নিয়মের একতা দেখিতে পাই। স্থানাভাব বশত যদিও আমরা প্রত্যেক অস্ত্রের সহিত ইউরোপীয় অস্ত্রের তুল্য তুলনা করিয়া দিতে পারিলাম না, তথাপি সাধারণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য নিম্নে দুই একখানি অস্ত্রের সাদৃশ্য দেখাইতেছি।

ডাক্তারিমতে ব্রণাদির ছেদন ভেদন ও রক্তমোক্ষণাদি কার্য্যের জন্য ল্যান্‌ছেট (Lancet) নামক যে অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, দেখুন—আর্য্যচিকিৎসকগণ সেই সমস্ত কার্য্যের জন্যই উপরে প্রদর্শিত মণ্ডলাগ্র ও উৎপলপত্র প্রভৃতি অস্ত্রের নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ ইংরেজীতে নাড়ীব্রণ বা শোথ ছেদনের জন্য বিষ্টোরী (Bistoury) নামক যে অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আর্য্যেরা ঐ কার্য্যের নিমিত্ত বৃদ্ধিপত্র নামক দ্বিবিধ অস্ত্রের নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

এবং সূচী ; এই অস্ত্রগুলির বিদ্ধ কার্য্যে প্রয়োজন হয়। শরীর হইতে কোন বস্তু আহরণ করিবার নিমিত্ত বড়িশ ও দন্তশঙ্কু নামকাস্ত্র প্রয়োগ করিবে। শরীর-মধ্যস্থ কোন পদার্থ অন্বেষণ করিতে হইলে কিম্বা কোন বস্তু উচ্চস্থান হইতে নিম্নস্থানে নামাইতে হইলে, এষণী ব্যবহার করিবে। সীবন ক্রিয়ার প্রয়োজন হইলে সূচী দ্বারা সেলাই করিবে। এই আট প্রকার কার্য্যে অস্ত্র প্রয়োগ করা যায়।২।

অস্ত্রধারণ প্রণালী।

অস্ত্র শরীরে প্রয়োগ করিতে হইলে কোন্ অস্ত্র কিরূপে ধরিতে হয়, তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে—বৃদ্ধিপত্র নামক অস্ত্রের বৃন্তস্থলে (ফলকের গোড়াতে) বা ফলকের মধ্যস্থলে ধরিবে। ভেদ করিতে হইলে, সকল অস্ত্রই এইরূপে ধরিতে হয়। বৃদ্ধিপত্র এবং মণ্ডলাগ্র অস্ত্র, হস্ত কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিয়া অর্থাৎ কনুই প্রদেশ কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিতে হয়। লেখন ক্রিয়া (আচ ড়ান

সূচী।

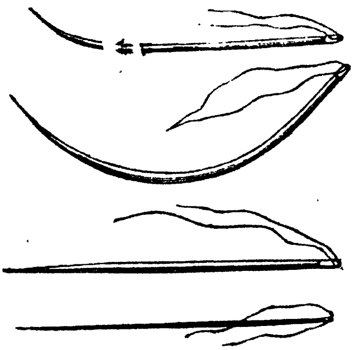

কুশপত্র।

আটামুখ।

শরারীমুখ।

অন্তর্মুখশস্ত্র।

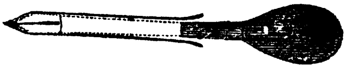

কুঠারিকা।

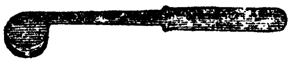

ব্রীহিমুখ।

বেতসপত্র।

বড়িশশস্ত্র।

ক্রিয়া) করিতে সকল অস্ত্রই এই রূপে ধরিতে হয়। পূয়াদি স্রাব করিতে হইলে ফলকের অগ্রভাগে ধরিতে হয়। কিন্তু বালক, বৃদ্ধ,কোমলাঙ্গ,ভীরু, স্ত্রীলোক,রাজা ও রাজপুত্র ; ইহাদিগের শরীরে স্রাবার্থ কিকূর্চ্চ নামক অস্ত্র প্রয়োগ করিবে। করতল মধ্যে গোড়া (বাট) আচ্ছাদিত রাখিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী নামক অঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা ব্রীহিমুখাস্ত্র ধরিবে। কুঠারিকা বামহস্তে ধরিবে, এবং দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ঐ হস্তের মধ্যম অঙ্গুলি চাপিয়া সেই মধ্যম অঙ্গুলীদ্বারা কুঠারিকার উপর আঘাত করিবে। আরা, করপত্র এবং এষণী ; এই তিন খানি অস্ত্রের মূলে (গোড়াতে) ধরিতে হয়। অপরাপর অস্ত্র সকল কার্য্যের সুবিধা বিবেচনা করিয়া ধরিবে। নামানুসারে অস্ত্রসকলের আকার হইয়া থাকে।● তন্মধ্যে নখশস্ত্র ও এষণীর পরিমাণ আট অঙ্গুলি। সূচীর পরিমাণ কিঞ্চিৎ অগ্রে বক্তব্য। বড়িশ এবং দন্তশঙ্কু, এই দুই অস্ত্রের অগ্রভাগ আনত (বক্র), তীক্ষ্ণ কণ্টক বিশিষ্ট, এবং যবের নূতন পত্রের ন্যায় মুখ। এষণী নামক অস্ত্রের আকার ও মুখ মহীলতার (কেঁচোর) ন্যায়। মুদ্রিকা অস্ত্রের আকৃতি পরিমাণ অঙ্গুলির অগ্রপর্ব্ব (শেষভাগ) সদৃশ। শরারীমুখাস্ত্রের পরিমাণ দশ অঙ্গুলী। ইহা কর্ত্তরী বলিয়া প্রসিদ্ধ। অবশিষ্ট অস্ত্রসকলের পরিমাণ ছয় অঙ্গুলী। ৩।

অস্ত্রের গুণ।

অস্ত্রগুলি দৃঢ়রূপে ধরিবার উপায় বিশিষ্ট, উত্তম লৌহে নির্ম্মিত,শানিত (ধারাল), মনোরম্য গঠন, মুখাগ্রভাগ সুসমাহিত হওয়া আবশ্যক। ৪।

অস্ত্রের দোষ।

বক্র, ধারহীন, ভগ্ন, খরধার (কাটিবার সময় খর খর করা) অতি স্থূল, অতি সূক্ষ্ম, অতি দীর্ঘ ও অতি ক্ষুদ্র ; এই আটটী অস্ত্রের দোষ। অতএব এই সমস্ত দোষ রহিত অস্ত্র ব্যবহার করিবে। খরধার অস্ত্রের মধ্যে কেবল করপত্র অস্থিচ্ছেদনের নিমিত্ত ব্যবহার করিবে। ৫।

তীক্ষ্ণতার তারতম্যানুসারে অস্ত্রের ভেদ।

অস্ত্র সকলের ধার অর্থাৎ তীক্ষ্ণতা বিভিন্ন প্রকার। ভেদক অস্ত্রের ধার (তীক্ষ্ণতা) মসূর কলায়ের ন্যায় স্থূল। লেখনকারী অস্ত্রের অর্দ্ধ মসূর পরিমাণ ধার হইয়া থাকে। বংধন ও বিস্রাবণ অস্ত্রের ধার (তীক্ষ্ণতা) কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম। ছেদকাস্ত্রের ধার কেশার্দ্ধের ন্যায় সূক্ষ্ম। ৭।

এষণী—

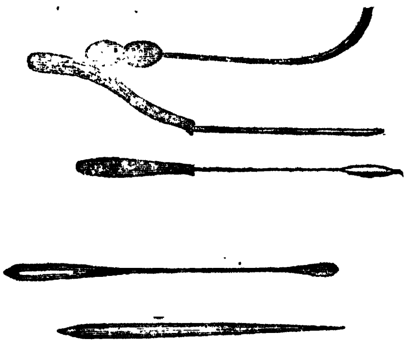

অস্ত্রসকলের পায়না (পাইন বা পান) ক্ষার, জল ও তৈল; এই ত্রিবিধ পদার্থে হইয়া থাকে (ক)। শর-শল্য এবং অস্থিছেদনার্থ নির্ম্মিত অস্ত্রের পায়না (পা'ন) ক্ষারজলে, মাংসের ছেদন, ভেদন কিংবা পাটনার্থ নির্ম্মিত অস্ত্রের পায়না (পা'ন) বিশুদ্ধ জলে, এবং শিরা ভেদ ও স্নায়ু ছেদনার্থ নির্ম্মিত অস্ত্রের পায়না তৈলে সম্পন্ন হইয়া থাকে। অপর, অস্ত্র সকল শানিত করণার্থ মাষকলাইয়ের বর্ণ বিশিষ্ট প্রস্তর ব্যবহার করিবে। অস্ত্রের ধার সমভাবে রক্ষণার্থ অস্ত্র সকল শাল্মলী কাষ্ঠের ফলক (খাপ) মধ্যে রাখিবে। ৮।

যে অস্ত্র এরূপ শাণিত, যে তদ্দ্বারা রোম ছেদন করা যায়, মনোরম্য গঠন এবং যাহা দৃঢ় রূপে ধরিবার যোগ্য, সেই অস্ত্র দ্বারা ছেদনাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিবে। ৯।

অনুকল্পাস্ত্র।

ত্বক্‌সার (বাঁশ) স্ফটিক, কুরুবিন্দ (প্রস্তরবিশেষ বা কাচলবণ), জলৌকা (জোঁক), অগ্নি, ক্ষার, নখ, গোজী (গোজিয়া পত্র বা শেওড়া পাতা), শেফালিকাপত্র, মহাবৃক্ষপত্র, করীর (বৃক্ষাদির অঙ্কুর), কেশ

(ক) পায়না অর্থাৎ পা'ন দিতে হইলে, অস্ত্র অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া প্রয়োজনানুসারে ক্ষারজল, বিশুদ্ধ জল কিম্বা তৈলে যে মগ্ন করিতে হয়। তাহাকে পায়না (পাইন) দেওয়া কহে।

ও অঙ্গুলী ; এই সমস্ত অস্ত্রের অনুকল্প (সদৃশ)। অর্থাৎ অস্ত্রাভাবে ইহাদের দ্বারাও অস্ত্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ১০।

শিশু এবং ভীরু ব্যক্তিদিগের কিম্বা অস্ত্রাভাবে সাধারণত ছেদন ও ভেদনার্থ বিচক্ষণ ব্যক্তি বংশ (বাঁশ) স্ফটিক, কাচ, পাষাণ ব্যবহার করিবে, এবং ছেদন ভেদন এবং আহরণ ক্রিয়া নখসাধ্য হইলে, নখই ব্যবহার করিবে। ক্ষার, অগ্নি এবং জলৌকার প্রয়োগ বিধান পশ্চাৎ বক্তব্য। মুখে এবং চক্ষুর পাতায় যে সকল অস্ত্রসাধ্য রোগ জন্মে, তাহা হইতে স্রাব করাইতে হইলে, গোজিয়াপত্র এবং শেফালিকাপত্রাদি প্রয়োগ করিবে। এষ্যক্রিয়া (শরীরাভ্যন্তরে অন্বেষণ) করিতে হইলে, এষণী অভাবে কেশ, অঙ্গুলী এবং বৃক্ষাদির অঙ্কুর ব্যবহার করিবে। ১১।

বুদ্ধিমান্ বৈদ্য অস্ত্র সকল বিশুদ্ধ সারময় লৌহে স্বকর্ম্ম-নিপুণ কর্ম্মকুশল লৌহকার দ্বারা সুতীক্ষ্ণ ভাবে প্রস্তুত করাইবে। যে শস্ত্রচিকিৎসক শস্ত্রের প্রয়োগ করিতে জানেন, তিনি নিত্যই ফল প্রাপ্ত হন। অতএব চিকিৎসকের প্রথমত অস্ত্র বিষয়ে পরিচিত হওয়া আবশ্যক। ১২।

অষ্টমাধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

—০ঃ০—

চিকিৎসার বিধি ও রোগ জ্ঞানের উপায়।

শিষ্য সদ্গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিয়া ছেদ্যাদি ও স্নেহাদি ক্রিয়া স্বয়ং অভ্যাস করিবে। কারণ, যথানিয়মে বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন ও প্রভাবণাদি দ্বারা তাহার মর্ম্ম হৃদয়ে যথার্থ রূপে প্রতিভাসিত হইলেও অভ্যস্তকর্ম্মা না হইলে কার্য্যকুশল হওয়া যায় না ; প্রত্যুত প্রতিক্ষণে পদস্খলন হওয়ারই সম্ভাবনা। অতএব নরদেহে যে যে প্রকারে ছেদনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়, তদ্রূপ পুষ্প, ফল, অলাবু

(লাউ), তরমুজ, শশা, কাঁকুড়, কুষ্মাণ্ড (কুমড়া) প্রভৃতিতে গুরু ছেদ্য বিষয় অর্থাৎ ছেদন * করিবার প্রণালী দেখাইবেন; এবং উৎকর্ত্তন (চর্ম্ম তুলিয়া লওয়া) ও পরিকর্ত্তন (খণ্ড খণ্ড করা), প্রভৃতি ক্রিয়ারও শিক্ষা দিবেন। অপর, চর্ম্মের থলিতে ও পশ্বাদির মূত্রস্থলিতে জল বা কর্দ্দম পূর্ণ করিয়া তাহাতে ভেদক্রিয়া, রোম সহিত বিস্তৃত চর্ম্মে লেখন-(ছাল তোলা বা আচরান) ক্রিয়া, মৃত পশুর শিরাতে ও উৎপল-নালে বেধন-(বেঁধা) ক্রিয়া, ক্রিমিভক্ষিত কাষ্ঠ ও বেণু (বাঁশ), নল, ইহাদিগের নালীতে (নালে) শুষ্ক অলাবুতে এষণ ক্রিয়া (অন্বেষণ কার্য্য); পনস (কাঁটাল), বিম্বী ও বিল্বফলের মজ্জাতে (শস্যে) এবং মৃত পশুর দন্তে আহরণ ক্রিয়া: লোম জড়ান শাল্মলী কাষ্ঠ-ফলকে স্রাবণ-ক্রিয়া, সূক্ষ্ম অথচ গাঢ় দুইখণ্ড বস্ত্রের কিম্বা দুইখণ্ড চর্ম্মের প্রান্তভাগে সীবনক্রিয়া (সেলাই করা); বস্ত্রাদি দ্বারা বিরচিত পুরুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বন্ধনক্রিয়া; কোমল মাংসপেশীতে এবং পদ্মনালে কর্ণ সন্ধি বন্ধনক্রিয়া; কোমল মাংসখণ্ডে অগ্নি ও ক্ষার প্রয়োগ ক্রিয়া; জলপূর্ণকলসীর প্রান্তভাগে ছিদ্র করিয়া, তাহার স্রোতে এবং অলাবুর মুখদেশে কিংবা তৎসদৃশ অন্য কোন পদার্থে বস্তি প্রয়োগ (পিসকারি), বস্তিকর্ম্ম- (মলমূত্রাদি নিস্রাবণ) প্রণালী এবং ব্রণগহ্বর হইতে পূয়াদি নিস্রাবণ প্রণালী দেখাইবেন। ১-২।

এই পদার্থ সমূহে যথানিয়মে অস্ত্র-ক্রিয়া শিক্ষা করিলে, মেধাবী চিকিৎসককে চিকিৎসার সময়ে অবসন্ন হইয়া পড়িতে হয় না। অতএব যিনি অস্ত্র, ক্ষার (তীক্ষ্ণ লাবণিক দ্রব) ও অগ্নিকর্ম্মে পারদর্শী হইতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি শিক্ষা সময়ে যে উদ্দেশ্যে যে ক্রিয়া, যে প্রণালীতে শিক্ষা করিবেন, অন্যত্র চিকিৎসাকালেও সেই উদ্দেশে, সেই প্রণালীতে, সেই সেই ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন। ৩।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

চিকিৎসকের কর্ত্তব্য ও রোগজ্ঞানের উপায়।

অধীত শাস্ত্রের প্রকৃত-মর্ম্ম-গ্রহ হইলে, কার্য্য দক্ষতা লাভ করিলে এবং শাস্ত্রার্থ অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলে, রাজা কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া নীচ (খর্ব্ব) নখ ও রোম ধারণ, পবিত্র দেহে পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান, ছত্র ও যষ্টি ধারণ এবং চর্ম্ম-পাদুকা পরিধান পূর্ব্বক সাধুজনোচিত বেশে শুদ্ধান্তঃকরণ ও অকপট চিত্তে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা দ্বারা সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া বন্ধুত্ব স্থাপন করিবে; এবং সুসহায়বান্ হইয়া চিকিৎসা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বৈদ্যের (চিকিৎসকের) সমুচিত কার্য্য। ১।

অনন্তর দূত নিমিত্ত (অনুকূল সুরভি বাতাদি), শকুন নামক পক্ষীবিশেষের প্রশস্ত শব্দাদি এবং মঙ্গলসূচক পূর্ণকুম্ভাদি; এই সমস্তের বা কোন একটীর দ্বারা গমনযোগ্য প্রশস্ত সময় নির্ণীত হইলে, চিকিৎসক রোগীগৃহে গমন পূর্ব্বক দর্শন, স্পর্শন ও প্রশ্ন দ্বারা রোগ পরীক্ষা করিবেন (খ)।

(খ) রোগের তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত না হইয়া ঔষধ প্রয়োগ এবং অলক্ষিত পদার্থে শরক্ষেপ, উভয়েরই তুল্য ফল। কারণ উভয়েরই পরিণাম অনিশ্চিত। বরং উহা হইতে বিষময় ফল প্রসূত হইতে পারে। রোগানুযায়ী ঔষধ প্রযুক্ত না হইলে রোগের শান্তি হওয়া দূরে থাকুক বরং রোগান্তরের উৎপাদনই অধিকতর সম্ভাবনা। অতএব এইরূপ স্থলে চিকিৎসা হইতে বিরত থাকাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃকল্প। সুতরাং যিনি প্রথমতঃ রোগ পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইতে পারেন। মহর্ষি চরক বলিয়াছেন,—

"পরীক্ষা-কারিণো হি কুশলা ভবন্তি।"

অর্থাৎ যিনি প্রথমতঃ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রোগ পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি নিশ্চয়ই অভীষ্ট ফললাভের অধিকারী হয়েন।

এখন দেখা যাউক রোগ পরীক্ষা কিরূপে হইতে পারে। মহর্ষি চরকের মতে পরীক্ষার উপায় ত্রিবিধ, যথা,—

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, এই ত্রিবিধ জ্ঞানোপায়ের দ্বারা প্রায়শই রোগ নির্ব্বাচিত হয়। কিন্তু তদ্দারা সম্যক্ জ্ঞান হয় না। যেহেতু রোগজ্ঞানের উপায় ছয় প্রকার; যথা—শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, আস্বাদন, আঘ্রাণ ও প্রশ্ন। ২।

ব্রণস্রাবাদিতে বায়ু সফেন রক্তকে চালিত করিয়া শব্দের সহিত নির্গত হয়, ইত্যাদি জ্ঞান শ্রবণেন্দ্রির দ্বারা সিদ্ধ হয়। এইরূপ ইহার বিশেষ বিবরণ ব্রণাস্রাববিজ্ঞানীয়াদিরোগে বর্ণিত হইবে। জ্বর ও শোথাদি রোগে শীতলতা, উষ্ণতা, শ্লক্ষ্ণতা, কর্কশতা, মৃদুতা ও কঠিনতা প্রভৃতি লক্ষণ স্পর্শন দ্বারা অনুমিত হয়। শারীরিক উপচয়, অপয়, আয়ুর লক্ষণ, বল ও বর্ণ-বিকার ইত্যাদি বিষয় চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞাতব্য। প্রমেহাদিরোগে মূত্রের মধুরাদি রস বিশেষ রসনেন্দ্রিয় দ্বারা অনুমেয় (গ)। রোগের অরিষ্ট (সাংঘাতিক) লক্ষণ প্রভৃতির মধ্যে ব্রণের এবং অব্রণের গন্ধ বিশেষ ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞাতব্য। রোগির দেশ, কাল, জাতি, সাত্ম্য, রোগোৎপত্তির কারণস্বরূপ বিশেষ ঘটনা, শরীরের কোন্ স্থানে কিরূপ বেদনোদ্ভব, বল, দীপ্তাগ্নিতা,

---

"ত্রিবিধং খলু রোগবিশেষজ্ঞানং ভবতি।
তদ্‌যথা আপ্তোপদেশঃ প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চেতি ॥"

অর্থাৎ আপ্তোপদেশ প্রত্যক্ষ ও অনুমান। এই তিনটী উপায় দ্বারা রোগের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইবে। কিন্তু আচার্য্য সুশ্রুত এই মতের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার মতে রোগ পরীক্ষার উপায় ছয় প্রকার, যথা,—শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, আস্বাদন, আঘ্রাণ এবং প্রশ্ন। এই ষড়্‌বিধ জ্ঞানোপায়ের বিষয় উপরে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া এস্থলে উহার ব্যাখ্যা অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল। রোগজ্ঞান সম্বন্ধে সুশ্রুতোক্ত ছয় প্রকার উপায়ই সমধিক উপযোগী। অতএব উক্ত নিয়মানুসারে পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলে চিকিৎসার উদ্দেশ্য সাধন হইবে।

(গ) এস্থলে কাহারও মতে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে, রসনা দ্বারা মূত্র পরীক্ষা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? কিন্তু অনুধাবন করিলে উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য ইহাই গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, রোগীর মূত্র কোন পাত্রে করিয়া রাখিয়া দিলে, যদি তাহাতে মক্ষিকা বা পিপীলিকা আসিয়া পতিত হয়, তাহা হইলে মূত্রে মধুরাদি রস আছে বলিয়া চিকিৎসক অনুমান করিয়া লইবেন। সুতরাং চিকিৎসকের রসনেন্দ্রিয় দ্বারা মূত্র পরীক্ষণীয় নহে।

বাত মূত্র পুরীষাদির প্রবর্ত্তন ও অপ্রবর্ত্তন; অর্থাৎ মলমূত্র নির্গত ও ঋতু হয় কি না ইত্যাদি; এবং রোগোৎপত্তির কাল প্রভৃতি প্রশ্নের দ্বারা জ্ঞাতব্য (ঘ)। এতদ্ভিন্ন দোষের সদৃশ রোগবিজ্ঞান উপায়ের মধ্যে তৎস্থানীয় অর্থাৎ শ্রোত্রাদি গ্রাহ্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ দ্বারা সুমতি চিকিৎসক অনির্দ্দিষ্ট ব্যাধিসকল জানিবেন। ৩।

যে রোগ সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত না হওয়া যায় এবং যে স্থলে রোগী আপন রোগের বিষয় বর্ণন করিতে অসমর্থ হয় বা গোপন করে, তদবস্থার রোগ চিকিৎসকের মোহ জন্মাইয়া থাকে। ৪।

এইরূপে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষিত রোগ সাধ্য হইলে আরোগ্য পর্য্যন্ত চিকিৎসা করিবে। যাপ্য হইলে (একেবারে আরোগ্য না হইবার হইলে) স্থগিত করিয়া রাখিবে; এবং অসাধ্য হইলে (আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে) পরিত্যাগ করিবে। রোগ সংবৎসরকাল (একবৎসরকাল) ভোগ করিলে প্রায়ই চিকিৎসা করিবে না। কারণ, সাধ্য রোগও চিরোৎপন্ন হইলে প্রায়ই দুশ্চিকিৎস্যতম (অসাধ্য) হইয়া থাকে। যথা—বেদাধ্যায়ী, রাজা, স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ, ভয়শীল, রাজসেবক, কিতব (দ্যূতকার), দুর্ব্বল, বৈদ্যনিন্দুক, রোগ-গোপনকারী, দরিদ্র, কৃপণ, ক্রোধী, অহিতাচারী ও অনাথ; ইহাদিগের রোগ প্রায়ই দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠে। এইরূপে

(ঘ) রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রশ্নই সমধিক উপযোগী। কারণ, জাঙ্গল, আনুপ ও সাধারণ, ইহাদের কোন স্থানে রোগ জন্মিয়াছে, তাহা চিকিৎসকের জানা আবশ্যক। যেহেতু দেশের শৈত্য কি উষ্ণতাদি বশত রোগ উৎপন্ন হইলে, স্থান পরিবর্ত্তনাদি উপায় চিকিৎসার একটী অঙ্গ। জাতি,—ব্রাহ্মণাদিভেদে পথ্যাপথ্যাদির নির্ব্বাচন করিতে হয় বলিয়া জাতি জানিবার আবশ্যক। কাল—কাল দ্বিবিধ নিত্যগ ও আবস্থিক; শীত ও গ্রীষ্মাদি ঋতু নিত্যগকাল, এবং বাল্য ও যৌবনাদি আবস্থিক কাল; আবস্থিক কাল আবার সুস্থ ও রুগ্ন ভেদে দুই প্রকার। এই সমস্ত কালভেদ ঔষধ প্রয়োগ সম্বন্ধে উপযোগী। সাত্ম্য—যাহা যাহা কর্ত্তৃক সেবিত হইলে সুখোৎপত্তি হয়, তাহা তাহার সাত্ম্য (অভ্যস্ত)। রোগীর বিষয়ে আহারাদি পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে সাত্ম্যজ্ঞানের প্রয়োজন। বল ও অগ্নি,—রোগী সবল কি দুর্ব্বল, উহার অগ্নি সম, বিষম বা মন্দ, ইহা চিকিৎসকের জানা আবশ্যক। কালপ্রকর্ষ—কতদিন যাবৎ এই রোগ জন্মিয়াছে?

যিনি রোগ পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং যশ প্রাপ্ত হয়েন। ৫।

চিকিৎসক স্ত্রীলোকের সহিত কদাচ একত্র উপবেসন বা ঘনিষ্ঠতা (প্রতিবেশীর ন্যায় ব্যবহার), আলাপ বা পরিহাস করিবেন না; এবং স্ত্রীলোকের হস্ত হইতে আহারীয়দ্রব্য ব্যতিরেকে অন্য কোন দ্রব্যই গ্রহণ করিবেন না। ৬।

চিরোৎপন্ন কি অচিরোৎপন্ন? চিরোৎপন্ন হইলে দুঃসাধ্য, অচিরোৎপন্ন হইলে সুসাধ্য ইত্যাদি।

দশমাধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশাধ্যায়।

ক্ষারবিধি।

অস্ত্র ও অস্ত্রসদৃশ পদার্থ মধ্যে ক্ষারই প্রধানতম পদার্থ (ক)। কারণ, ইহা দ্বারা যেমন ছেদন, ভেদন ও লেখন কার্য্য সম্পন্ন হয়, তেমন আবার উহাতে ত্রিদোষ নাশক গুণও বিদ্যমান আছে, বিশেষতঃ ক্রিয়ার অবচারণ (সর্ব্বত্র সমভাবে সঞ্চারিত) হয়। সুতরাংই ঈদৃশ উপযোগী পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই। ইহাদ্বারা ব্রণ হইতে রক্ত পূয়াদি ক্ষরিত হয় কিম্বা ব্রণকে ক্ষণন করা যায় বলিয়া ইহাকে ক্ষার বলে। এই ক্ষারে নানাবিধ ঔষধ থাকায় ইহা বাত, পিত্ত ও কফ; এই ত্রিদোষেরই শান্তি করিয়া

(ক) ক্ষার বিধিপূর্ব্বক ব্রণস্থানে সংলগ্ন করিলে, ব্রণ যতটুকু স্থান অধিকার করিয়া থাকে, সেই সমস্ত স্থানের দোষ সমভাবে নিঃসারিত করিয়া প্রতীকার করিয়া থাকে। বিশেষত অস্ত্রছেদ জনিত বিভীষিকাদি ভোগ করিতে হয় না। অস্ত্র দ্বারা এইরূপ হয় না বলিয়াই অস্ত্র ও অস্ত্র সদৃশ বস্তু মধ্যে ক্ষারই প্রধানতম।

থাকে। শ্বেতবর্ণ প্রযুক্ত উহা সৌম্য বলিয়া অভিহিত হয়। সৌম্য হইলেও ইহাতে দহন, পচন, ও বিদারণাদি শক্তি থাকা বিরুদ্ধ (অসম্ভব) নহে (খ)। অপর, আগ্নেয় (উষ্ণবীর্য্য) ঔষধ সমস্ত অধিক পরিমাণে থাকায় ইহা (ক্ষার) কটু, উষ্ণ, ও তীক্ষ্ণ গুণ বিশিষ্ট; সুতরাং পাচন, বিলয়ন, শোধন, রোপণ, শোষণ, স্তম্ভন, ও লেখন ক্রিয়া ক্ষার দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। অপর, ইহা সেবন করিলে ক্রিমি, আম, কফ, কুষ্ঠ ও মেদ নাশক হইয়া উপকার করে। এবং অতিমাত্রায় বা অধিক দিন সেবিত হইলে পুরুষত্বের হানি করিয়া থাকে। ১।

ক্ষার দুই প্রকার; যথা,—প্রতিসারণীয় (লেপন যোগ্য,) এবং পানীয় (পানযোগ্য)। তন্মধ্যে কুষ্ঠ, কিটিভ (কুষ্ঠবিশেষ) দদ্রু, কিলাস (ছুলি), মণ্ডল (মণ্ডলাকার কুষ্ঠ), ভগন্দর, অর্ব্বুদ, দুষ্টব্রণ, নাড়ীব্রণ, চর্ম্মকীল (আচিল বিশেষ) তিলকালক (তিল), ন্যচ্ছ (জরুর বা জটুল,) ব্যঙ্গ (মুখে বিবর্ণ চিহ্নবিশেষ,) মশক (আঁচিল), বাহ্যবিদ্রধি, ক্রিমি, বিষ ও অর্শ; এই সমস্ত রোগে প্রতিসারনীয় ক্ষার প্রয়োজ্য। অপর, উপজিহ্বা (আলজিহ্বার রোগ,) অধিজিহ্বা, উপকুশ (দন্তরোগবিশেষ,) দন্তবৈদর্ভ (দন্তরোগবিশেষ,) এবং ত্রিবিধ রোহিণী রোগ, এই সাত প্রকার মুখরোগেও প্রতিসারণীয় ক্ষার উপকারী। এই সমস্ত রোগে যে, ক্ষার অস্ত্রের ন্যায় উপকারী, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ২।

(খ) জগতের যাবতীয় বস্তুই আগ্নেয় ও সৌম্য ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে যে যে পদার্থে অগ্নিগুণ অধিক আছে, তাহাদিগকে আগ্নেয় এবং যে যে বস্তুতে সোমগুণ অধিক আছে, তাহাদিগকে সৌম্য বলা যায়। অতএব ক্ষারকে যখন সৌম্য বলা হইল, তখন ইহাতে সোমগুণ অধিক আছে। সুতরাং আগ্নেয় ঔষধাপেক্ষা ক্ষার শীতগুণ বিশিষ্ট; ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু ক্ষারে দহনাদি শক্তির বিদ্যমানতা সত্ত্বে উহাকে কি প্রকারে সৌম্য শ্রেণীর অন্তর নিবিষ্ট করা যাইতে পারে? এই সন্দেহ ভঞ্জনার্থ এইরূপ বলিলেই যথেষ্ট হইতে পারে যে, ক্ষার পদার্থে যদি অগ্নির ন্যায় দাহিকা শক্তি বা বিষের ন্যায় প্রাণনাশক শক্তি থাকিত, তাহা হইলে উহাকে কোন প্রকারেই সৌম্য বলিতে পারা যাইত না। কেননা অগ্নিগুণ অধিক থাকিলেই ঐরূপ ক্রিয়া ঘটিবে। অতএব ইহাদ্বারা এই স্থিরীকৃত হইলে যে, ক্ষার পদার্থে অগ্নিগুণ আছে বটে কিন্তু অধিক নাই। সুতরাং উহাকে সৌম্য বলিতেও কোন বাধা নাই।

অপর, গর (গরল,) গুল্ম, উদর, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অরুচি আনাহ (মল ও মূত্রেররোধ,) শর্করা, অশ্মরী (পাথরী) অন্তর-বিদ্রধি, ক্রিমি, বিষদোষ এবং অর্শঃ; এই সমস্ত রোগে পানীয় ক্ষার প্রয়োজ্য ॥ ৩ ॥

রক্তপিত্তী, জ্বরিত, পিত্তপ্রকৃতি, বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, ভ্রমযুক্ত, মত্ততা ও মূর্চ্ছাগ্রস্ত এবং ক্রিমিরোগী; এই সমস্ত ব্যক্তির পক্ষে ক্ষার হিতজনক নহে। অপর, ঈদৃশ অন্যান্য রোগেও এই ক্ষার প্রশস্ত নহে। পানীয়-ক্ষার ও প্রতিসারণীয়ের ন্যায় দগ্ধ ও স্রাবিত করিয়া (চোয়াইয়া) লইবে। ইহার বিশেষ বিবরণ অন্যত্র বর্ণিত হইবে। ৪—৫।

প্রতিসারণীয় (ভ্রক্ষণীয়) ক্ষার তিন প্রকার, যথা,—মৃদু, মধ্য ও তীক্ষ্ণ। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে শরৎকালের প্রশস্ত দিবসে উপবাস দ্বারা পবিত্র হইয়া পর্ব্বতের সানুপ্রদেশে প্রশস্ত স্থানোৎপন্ন, মধ্যমবয়স্ক, ক্রিমি ও জলাদি দ্বারা অনুপহত, বৃহদাকার, ঘণ্টাপারুল বৃক্ষকে অধিবাস (আমন্ত্রণ) করিয়া রাখিবে। পরদিবস "অগ্নিবীর্য্য মহাবীর্য্য মা তে বীর্য্যং প্রণশ্যতু। ইহৈব তিষ্ঠ কল্যাণ মম কার্য্যং করিষ্যসি। মম কার্য্যে কৃতে পশ্চাৎ স্বর্গলোকং গমিষ্যসি।" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া সহস্র সংখ্যক শ্বেত পুষ্প ও সহস্র রক্তপুষ্প দ্বারা হোম করিবে। অপর, উক্ত বৃক্ষকে খণ্ড খণ্ড ও অবপাটন করিয়া অর্থাৎ কাষ্ঠ খণ্ড সকল চিরিয়া নির্ব্বাত স্থানে স্থাপন করিবে এবং উহাতে সুধাশর্করা, (যাহা হইতে ঘুটিচূণ প্রস্তুত হয়) প্রদান করিয়া তিলনাল দ্বারা দগ্ধ করিবে। তদনন্তর অগ্নি নির্ব্বান হইলে ঘণ্টাপারুলির ভস্ম ও ভস্মশর্করা পৃথক পৃথক গ্রহণ করিবে।

অনন্তর কুটজ (কুড়চি), পলাশ, অশ্বকর্ণ-পলাশ, দেবদারু বা পালিতা-মাদার, বহেড়া, সোদাঁল (শোণালু), তিলক, মনসা-সিজ, অপামার্গ (আপাঙ,) পারুল, ডহর-করঞ্জা, বাসক (বাকস,) কদলী, রক্তচিতা, নাটাকরঞ্জ, ইন্দ্রবৃক্ষ (কুড়চিবিশেষ), আস্ফোতা (অনন্তমুল বা হাপরমালী), অশ্মমারক (করবী), ছাতিম, গণিয়ারী, কুঁচ, এবং চতুর্ব্বিধ ঘোষাফল বৃক্ষ, এই সমস্ত বৃক্ষ ফল, মূল, পত্র ও শাখা সহ পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে দগ্ধ করিতে হয় ॥ ৬ ॥

তদনন্তর ঘণ্টাপারুলীর ও কুটজাদির ক্ষার (ভস্ম) ৩২ সের, অর্থাৎ ঘণ্টাপারুলীর ভস্ম দুই ভাগ এবং কুটজাদির ভস্ম একভাগ। এই ভস্মগুলি ছয়গুণ জলে বা গোমুত্রে মিশ্রিত করিয়া বস্ত্র দ্বারা ২১ বার ছাঁকিবে। পরে কিট্যাংশ (সিটে) পরিত্যাগ করিয়া বস্ত্রপূত ক্ষারজল বৃহদাকার কটাহে রাখিয়া হাতা দ্বারা ধীরে ধীরে সঞ্চালন পূর্ব্বক অগ্নিতে পাক করিবে। পাক করিতে করিতে ক্ষারজল যে সময় নির্ম্মল, রক্তবর্ণ, তীক্ষ্ণ এবং পিচ্ছিল হইবে, সেই সময়ে নামাইয়া ছাঁকিয়া কিট্যাংশ (সিটে) পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। সেই সময় ঐ ক্ষারজল হইতে দেড়সের নামাইয়া একটী পাত্রে রাখিবে। এবং কটশর্করা ক্ষীরপাক (ঝিনুক) ও শঙ্খনাভি অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া অগ্নিবর্ণ হইলে, তাহা এবং পূর্ব্বোক্ত ভস্মশর্করা, এই চারিটী পদার্থ প্রত্যেকে একসের মাত্রায় লইয়া একটী লৌহ পাত্রে রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত দেড়সের ক্ষারজল দ্বারা পেষণ করিবে। উক্ত পিস্ট পদার্থ চুল্লিস্থ ক্ষারজলে নিক্ষেপ করিয়া হাতা দ্বারা নিরন্তর সঞ্চালন পূর্ব্বক স্থিরচিত্তে উহা এরূপভাবে পাক করিবে, যেন অতি গাঢ় বা অতি তরল না হয়। এমতাবস্থায় ঐ ক্ষার চুল্লী হইতে নামাইয়া লৌহময় কলসীতে রাখিয়া মুখ রুদ্ধ করিয়া নির্জ্জন স্থানে রাখিবে। ইহাই মধ্যম (মধ্যবীর্য্য) ক্ষার, আর যদি ইহাতে কটশর্করাদি দ্রব্য না দিয়া পাক শেষ করা যায়, তাহা হইলে উহাকে মৃদুক্ষার বলে, ইহার অপর নাম সংব্যূহিম। অপর, যদি দন্তী, দ্রবন্তী, রক্তচিতার মূল, লাঙ্গলকী (গণিয়ারী), পূতিকপ্রবাল, তালপত্রী (তালমূলী), বিড়, সুবর্চ্চিকা, কণকক্ষীরী, হিঙ্গু, বচ ও বিষ; ইহাদের মধ্যে যতদূর প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পৃথক পৃথক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা মাত্রায় মৃদু ক্ষারজলে প্রদানকরিয়া পাক করিলে তীক্ষ্ণবীর্য্য হয়। এই সকল ক্ষার যথোক্ত ব্যাধিতে বল বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে। পরন্তু উক্ত ক্ষার সমস্ত কালবশত কিম্বা হীনৌষধিবশত হীনবীর্য্য হইয়া পড়িলে, বলকরণার্থ (বীর্য্যাধানার্থ) তাহাতে পূর্ব্বোক্ত কল্পনানুসারে প্রস্তুত ক্ষারজল প্রদান করিয়া পুনঃ পাক করিবে॥ ৭॥

ক্ষারের গুণ।

অতিতীক্ষ্ণও নয় এবং অতি মৃদু নয় এরূপ, অনতি শ্বেতবর্ণ, শ্লক্ষ্ণ, পিচ্ছিল, অভিষ্যন্দি, শিব (শীতল), শীঘ্র প্রবেশকারী ; এই আটটী রক্ষণীয় ক্ষারের গুণ ॥ ৮ ॥

ক্ষারের দোষ।

অতি মৃদু (মৃদুবীর্য্য,) অতি শুক্লবর্ণ, অত্যুষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি পিচ্ছিল, অতি প্রসর্পণকারী, অতি গাঢ়, অপক্কতা ও হীনদ্রব্যতা ; এই নয়টী ক্ষারের দোষ ॥ ৯ ॥

পঞ্চমাধ্যায়োক্ত বিধানানুসারে প্রশস্ত সময় নির্ণীত হইলে, যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষারাদি অগ্রে সংগ্রহ করিয়া নির্দ্ধারিত প্রশস্ত সময়ে ক্ষারসাধ্য রোগীকে বায়ু ও আতপশূন্য বিস্তীর্ণ স্থানে উপবেশন করাইয়া রোগীর পীড়িত স্থান নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ঘর্ষণ ও লেখন দ্বারা ছাল তুলিয়া সেই স্থানে শলাকা দ্বারা ক্ষার সংলগ্ন করিবে। ক্ষার সংলগ্ন করিয়া একশত গুরুবর্ণ উচ্চারণ করিতে যত সময় প্রয়োজন হয়, ততকাল অপেক্ষা করিবে। তৎপরে তুলিয়া ফেলিবে ॥ ১০ ॥

পীড়িত স্থানে ক্ষার প্রয়োগ করিলে যে কৃষ্ণবর্ণ হয়,তাহাই সম্যক্‌দগ্ধের লক্ষণ। ঘৃত ও মধুযুক্ত অম্লবর্গ তাহাতে সংলগ্ন করিলে দগ্ধজনিত জ্বালার শান্তি হয়। যদি অত্যন্ত দাহ প্রযুক্ত উহাতে জ্বালার শান্তি না হয়, তাহা হইলে অম্লবর্গ, কাঁজীবীজ (কাঁজীরসিটে), তিল এবং যষ্টিমধু ; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া দগ্ধস্থানে প্রলেপ দিবে। যষ্টিমধু, ঘৃত ও তিল, উষ্ণবীর্য্য ও তীক্ষ্ণ অম্লরসের সহিত যোগ করিয়া ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলে শীঘ্র পুরিয়া উঠে। এস্থানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, আগ্নেয়বশত অগ্নিতুল্য ক্ষারের তেজ এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা কিপ্রকারে প্রশমিত হয় ? সত্য বটে, কিন্তু দেখা যায় যে, অম্ল ব্যতীত সকল রসই ক্ষারদ্রব্যে বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে লবণ রসই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। লবণরস, অম্লের সহিত যুক্ত হইলে তীক্ষ্ণতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অত্যন্ত মধুরতা প্রাপ্ত হয়। যেমন, অগ্নি জলে আপ্লুত হইলে

তৎক্ষাৎ নির্ব্বাপিত হয়, সেইরূপ লবণ রসের সহিত অম্লরস সংযোগ হওয়া মাত্রেই তীক্ষ্ণতা দূরীভূত হইয়া থাকে। পীড়িত স্থানে ক্ষার দ্বারা সম্যক্‌রূপে দগ্ধ হইলে বিকারের (রোগের) উপশম ও অঙ্গের লাঘব হয়। এবং দগ্ধীভূত স্থান হইতে পূযাদিও স্রাব হয় না। সম্যক্‌রূপে দগ্ধ না হইলে সেই স্থানে বেদনা, কণ্ডূ, জাড্য (জাড়তা বা ভার বোধ) হয় এবং রোগেরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতিরিক্ত দগ্ধ হইলে ক্ষতস্থান জ্বালা করে, রক্তবর্ণ হয়, এবং পাকিয়া পূয়াদি স্রাব, শরীর বেদনা, গ্লানি, পিপাসা ও মোহ হয়; এমন কি অবশেষে সেই মোহই চিরমোহে পরিণত হইতে পারে। ক্ষারদগ্ধ স্থানে ক্ষতের লক্ষণ ও দোষের সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া হেতু ও ব্যাধির প্রত্যনীক চিকিৎসা করিবে॥ ১১।১২।১৩।১৪॥

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণের পক্ষে ক্ষার নিষিদ্ধ, যথা—দুর্ব্বল, বালক, বৃদ্ধ, ভীরু, সর্ব্বাঙ্গে শোথ বিশিষ্ট, উদরী, রক্তপিত্তী, গর্ভিণী, ঋতুমতী, প্রবৃদ্ধ, জ্বরী, প্রমেহী, উরঃক্ষত-ক্ষীণ, তৃষ্ণাও মূর্চ্ছা দ্বারা উপদ্রুত, ক্লীব, ক্ষীণশুক্র, উর্দ্ধগতাণ্ড, স্রস্তগর্ভাশয়। এতদ্ভিন্ন, মর্ম্মস্থান, শিরা, স্নায়ু, ধমনী, সন্ধিস্থান, তরুণাস্থি, সেবনী, গলদেশ, নাভি, নখমধ্য, লিঙ্গনাল, স্রোত, অল্পমাংস বিশিষ্ট স্থান, এবং অক্ষি; এই সমস্ত স্থানে ক্ষার প্রয়োগ করিবে না। কিন্তু অক্ষিবর্ত্মে (চক্ষের পাতায়) ক্ষার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অপর, ক্ষারসাধ্য রোগের মধ্যেও শোথাঙ্গী, অস্থিশূলী, অন্নদ্বেষী, হৃদয় ও সন্ধি স্থানের বেদনা দ্বারাপীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষে ক্ষার নিষিদ্ধ॥ ১৫।১৬॥

অজ্ঞ চিকিৎসক কর্ত্তৃক ক্ষার ব্যবহৃত হইলে, বিষ, অগ্নি শস্ত্র (অস্ত্র) বা বজ্রের ন্যায় প্রাণনাশক হইয়া উঠে। কিন্তু সেই ক্ষার বুদ্ধিমান চিকিৎসক কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইলে, ঘোরতর রোগ সমস্তও অচিরে প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ১৭॥

ইতি একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশাধ্যায়।

——o——

অগ্নিকর্ম্ম বিধি।

এরূপ কথিত আছে যে, ক্ষারাপেক্ষা অগ্নিক্রিয়া প্রধান। কারণ, অগ্নিদগ্ধ রোগের পুনরুদ্ভব হয় না, এবং ঔষধ, শস্ত্র ও ক্ষার দ্বারা যে রোগের শান্তি না হয়, তাহাও অগ্নিক্রিয়া দ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি দহন কার্য্যের উপকরণ, যথা—

পিপুল, ছাগবিষ্ঠা, গোদন্ত (গরুর দাঁত), শর, শলাকা, জাম্ববৌষ্ঠ, অন্য প্রকার লৌহ, মধু, গুড়, ধুনা সোমাদি এবং ঘৃত তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য ॥ ২ ॥

(ক) ত্বকগত রোগে দগ্ধ করিতে হইলে পিপুল, ছাগবিষ্ঠা, গোদন্ত, শর এবং শলাকার দ্বারা, মাংসগত রোগে জাম্ববৌষ্ঠ বা অন্য কোন প্রকার লৌহ দ্বারা; শিরাগত, স্নায়ুগত, সন্ধিস্থ এবং অস্থিগত রোগে গুড়, মধু বা স্নেহ দ্রব্য দ্বারা অগ্নিকর্ম্ম অর্থাৎ দগ্ধ করিবে। শরৎ ও গ্রীষ্ম ঋতু ব্যতীত সকল ঋতুতেই অগ্নিকর্ম্ম করা যাইতে পারে। কিন্তু যদি অগ্নি সাধ্য রোগ শরৎ ও গ্রীষ্ম ঋতুতে অতি প্রবল হইয়া উঠে, তাহা হইলে শরৎ ও গ্রীষ্ম ঋতু বিপরীত ক্রিয়া অর্থাৎ শৈত্যক্রিয়া করিয়া অগ্নিকর্ম্ম করিবে। সকল রোগেই এবং সর্ব্ব প্রকার ঋতুতেই রোগীকে পিত্তনাশক পিচ্ছিলান্ন আহার

(ক) পীড়িত স্থান দগ্ধ করাকে অগ্নিকর্ম্ম কহে। উপরে অগ্নি কর্ম্মের যে সমস্ত উপকরণ সামগ্রী বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পিপুল ছাগবিষ্ঠা গোদন্ত ও শর শলাকা প্রভৃতি পোড়াইয়া ব্যাধিস্থানে সংলগ্ন করিতে হয়। এবং মধু, গুড় ঘৃত প্রভৃতি বস্ত্র খণ্ডে মাখাইয়া বর্ত্তি বা পলিতা প্রস্তুত করিয়া, তাহা জ্বালিয়া পীড়িত স্থানে সংলগ্ন করিতে হয়। এস্থলে ইহা জানা আবশ্যক যে, উক্ত অগ্নি সংযুক্ত বস্তু পীড়িত স্থানে অধিককাল সংলগ্ন করিয়া রাখিতে নাই। উহা সংলগ্ন মাত্রেই তুলিয়া লইতে হয়। বিবেচনা করিয়া রোগবিশেষে ১। ২ বা ততোধিক বার সংলগ্ন করিতে হইয়া থাকে। চলিত ভাষায় এইরূপ করাকে "ছেঁকা" দেওয়া কহে।

করাইয়া অগ্নি ক্রিয়া করিতে হইবে। কেবল মূঢ়গর্ভ, অশ্মরী, ভগন্দর, অর্শ ও মুখরোগে অভুক্তাবস্থায় অগ্নিকর্ম্ম করা কর্ত্তব্য ॥ ৩।৪।৫ ॥

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, যে অগ্নি কর্ম্ম দুই প্রকার, ত্বকদগ্ধ ও মাংস দগ্ধ। কিন্তু এই গ্রন্থের মতে শিরা, স্নায়ু, সন্ধি ও অস্থি স্থানেও অগ্নি-ক্রিয়া করিবার নিষেধ নাই ॥ ৬ ॥

ত্বক্ দগ্ধ করিলে (চট্ চট্) শব্দ, দুর্গন্ধি, এবং চর্ম্মের সংকোচন হয়। মাংসদগ্ধে দগ্ধস্থান কপোতবর্ণ বিশিষ্ট, অল্পশোথ ও বেদনা যুক্ত, শুষ্ক, সংকোচিত ও ক্ষত বিশিষ্ট হয়। শিরা এবং স্নায়ুদগ্ধে দগ্ধ স্থান কৃষ্ণবর্ণ ও উন্নত ব্রণবিশিষ্ট হয়। এবং রক্তাদির স্রাব রহিত হয়। সন্ধ্যস্থি দগ্ধে দগ্ধস্থান রুক্ষ, অরুণবর্ণ ও কর্কশ হয় এবং স্থিরব্রণ অর্থাৎ দগ্ধজনিত ক্ষত শীঘ্র শুষ্ক হয় না।

শিরোরোগ ও অধিমন্থ (চক্ষুরোগ বিশেষ) রোগে ভ্রু, ললাট এবং ললাটের পার্শ্বস্থ অস্থিদ্বয় দাহন করিবে। বর্ত্মরোগে (চকের পাতার রোগে) চক্ষুর দৃষ্টিস্থানে (কণিনিকা স্থানে) আর্দ্র অলক্তক (আল্তা) স্থাপন করিয়া (আচ্ছাদন করিয়া) বর্ত্ম স্থানের রোম-কূপ সকল দগ্ধ করিবে। ত্বক্, মাংস, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি এবং অস্থিতে অত্যন্ত বেদনা বিশিষ্ট বাত জনিত কঠিন ও অসার সংযুক্ত উচ্চ ব্রণে অগ্নিকর্ম্ম বিধেয়। এতদ্ভিন্ন গ্রন্থি, অর্শ, অপচী, শ্লীপদ (গোধ) চর্ম্মকীল, তিলকালক, অন্ত্র-বৃদ্ধি, সন্ধি ও শিরা ছেদন বা নাড়ী হইতে অতিমাত্র রক্ত নিঃসরণ; এই সমস্ত রোগে অগ্নিকার্য্য করিবে ॥ ৭ ॥

(খ) রোগের স্থান ভেদে অগ্নিকর্ম্ম চতুর্ব্বিধ, যথা--বলয়, বিন্দু, বিলেখন ও প্রতিসারণ ॥ ৮ ॥

(খ) রোগ বিশেষে দগ্ধের প্রণালী বিভিন্ন প্রকার। তাহা প্রায় রোগের আকৃতি অনু-সারেই হইয়া থাকে। তন্মধ্যে সাধারণত এই কয়েক প্রকার প্রদর্শিত হইল, যথা, বলয়—বালার ন্যায় গোল রেখাকারে ব্যাধির মূলদেশ দগ্ধ করা অর্ব্বুদাদিরূপ দৃঢ় মূল রোগে এইরূপ ক্রিয়া আবশ্যক বিন্দু—বিন্দুর আকারে রোগস্থান দগ্ধ করা; তিল ও মাষক প্রভৃতি রোগে এইরূপ দগ্ধের প্রয়োজন। বিলেখন—তির্য্যক্, ঋজু ও বক্রাদিভেদে বিবিধ প্রকার রেখা সদৃশ দাগ দেওয়া। প্রতিসারণ—শলাকা প্রভৃতি দ্বারা রুগ্ন স্থান ঘর্ষণ করা।

অতএব রোগের সংস্থান (আয়তাদি আকার)এবং রোগীর মর্ম্মস্থান ও বলাবল রোগ ও রোগের কাল সম্যক্‌রূপে বিবেচনা করিয়া চিকিৎসক অগ্নিকার্য্য করিবেন ॥ ৯ ॥

রুগ্নস্থান সম্যক্‌রূপে দগ্ধ হইলে সেই স্থানে ঘৃত ও মধু মালিশ করিবে। এই সকল ব্যক্তির পক্ষে অগ্নিকর্ম্ম নিষিদ্ধ। যথা—পিত্তপ্রকৃতি, অন্তঃ-শোণিত (রক্তপিত্তি), ভিন্নকোষ্ঠ (অতিসার রোগগ্রস্থ), অনুদ্ধৃতশল্য (যাহাদিগের শরীর হইতে শল্য নির্গত করা হয় নাই) দুর্ব্বল, বালক, বৃদ্ধ, ভীরু, অধিক সংখ্যক ব্রণ দ্বারা পীড়িত এবং অস্বেদ্য (যাহাদিগকে স্বেদ দেওয়া যায় না) ॥ ১০ ॥

অতঃপর প্রমাদদগ্ধলক্ষণ এবং সম্যক্ দগ্ধের লক্ষণ বর্ণন করা যাইতেছে,—অগ্নি, ঘৃতাদি স্নেহদ্রব্য অথবা রুক্ষ (নীরস) দ্রব্য (কাষ্ঠাদি) আশ্রয় করিয়া দহন করে, ঘৃত তৈলাদি স্নেহদ্রব্য অগ্নি কর্ত্তৃক সন্তপ্ত হইলে সূক্ষ্ম শিরাতে সহজে প্রবিষ্ট হইতে পারে বলিয়া ত্বক্ ও মাংস প্রভৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া শীঘ্র দহন করিয়া থাকে। (সুতরাং) অগ্নিযুক্ত স্নেহ দ্রব্য দ্বারা দগ্ধ হইলে দগ্ধ স্থানে অতিমাত্র বেদনা হয় ॥ ১১ ॥

অগ্নিদগ্ধ চারি প্রকার যথা,—প্লুষ্ট, দুর্দ্দগ্ধ, সম্যক্ দগ্ধ এবং অতিমাত্র দগ্ধ। যে দগ্ধ স্থানে জ্বালা করে ও বিবর্ণ হয়, তাহাকে প্লুষ্ট বলে। যে দগ্ধ স্থানে স্ফোট (ফোস্কা) উত্থিত হয় এবং সেই স্ফোটে অত্যন্ত চোষ (আকর্ষণবৎ বেদনা বিশেষ), জ্বালা, রক্তবর্ণতা, পাক এবং বেদনা হয়, এবং অধিক দিনে শান্ত হয় তাহাকে দুর্দ্দগ্ধ কহে। যে দগ্ধ স্থান অনবগাঢ় (গভীর নহে), পক্কতাল ফলের বর্ণ বিশিষ্ট, তাহাকে সম্যক্ দগ্ধ বলে। যে দগ্ধে মাংস স্ফীত, হইয়া ঝুলিয়া পড়ে, শরীর বিঘট্টিত (ইতস্তত সঞ্চালিত) হয়, এবং শিরা, স্নায়ু ও সন্ধ্যস্থির ব্যাপাদান (বিকৃতি) সম্পাদিত হয়, এবং রোগীর প্রবল জ্বর, জ্বালা, পিপাসা, মূর্চ্ছা, প্রভৃতি উপদ্রব জন্মে, তাহাকে অতিদগ্ধ কহে। পরন্তু এই দগ্ধে ক্ষত স্থান বিলম্বে পুরিয়া উঠে এবং পূরিয়া উঠিলেও বিবর্ণ হইয়া যায়। এই চতুর্ব্বিধ দগ্ধ দ্বারা অগ্নিকর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

প্রাণিগণের রক্ত অগ্নি কর্ত্তৃক কুপিত হইয়া অত্যন্ত বেগবান্ হয় এবং সেই রক্তের বেগে পিত্তও বেগবান্ হইয়া উঠে। কারণ অগ্নি ও পিত্ত উভয়েই একজাতীয় পদার্থ; অর্থাৎ অগ্নির উপাদান যে তেজঃ, পিত্তেরও তাহাই উপাদান কারণ। অতএব উভয়েই উষ্ণবীর্য্য ও কটুরসবিশিষ্ট, তন্নিবন্ধন অগ্নি দ্বারা পিত্ত কুপিত হয় বলিয়া অগ্নিদগ্ধ স্থানে তীব্র বেদনা জ্বালা প্রভৃতি পিত্তের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় এবং পিত্ত স্বভাবতই বিদগ্ধ ভাব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং রক্ত ও পিত্ত কর্ত্তৃক স্ফোট জ্বর ও পিপাসা প্রভৃতি অত্যল্প সময়ের মধ্যেই উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

অতঃপর অগ্নিদগ্ধের প্রশমনার্থ চিকিৎসা বলা যাইতেছে,—প্লুষ্টদগ্ধে স্বেদ (অগ্নিসন্তাপ) ও উষ্ণ ঔষধ (উষ্ণ আলেপন ও অন্নপানাদি) হিতকর। কারণ. অঙ্গে অধিক পরিমাণে স্বেদ প্রযুক্ত হইলে শোণিতও পরিমাণে স্বিন্ন (অল্প) হইয়া উপকারক হয়, কিন্তু এরূপাবস্থায় শীতক্রিয়া অর্থাৎ দগ্ধস্থানে শীতল জল প্রয়োগ করিলে জলের স্বভাবত শৈত্যবশত শোণিত অতিশয় স্কন্দিত (গাঢ়) হইয়া উঠে। এজন্য উষ্ণ ক্রিয়াই সুখকর (উপকারী), কিন্তু শীত ক্রিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও উপকারী নহে(গ)। দুর্দ্দগ্ধে শীত ও উষ্ণ উভয় বিধ ক্রিয়া করিবে এবং ঘৃত মালিশ ও শীতল জল সেচন করিতে দিবে। সম্যক্ দগ্ধে বংশলোচন, প্লক্ষছাল (পাকুড় বৃক্ষের ছাল) রক্তচন্দন, গৈরিক (গেরীমাটী), গুলঞ্চ (গুড়ূচী); এই সমস্ত পেষণ করিয়া, তাহাতে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া দগ্ধ স্থানে লেপন করিবে; এবং গ্রাম্য, আনূপ বা ঔদক প্রাণীর মাংস পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। অপিচ পিত্তজনিত বিদ্রধিরোগে যেরূপ ক্রিয়া করিতে হয়, ইহাতেও সেইরূপ ক্রিয়া করা উচিত ॥১৪ ॥

(গ) অগ্নি দ্বারা ঈষৎ দগ্ধ হইলে দগ্ধ স্থানে রক্ত স্থিরভাবে থাকে। সুতরাং উক্ত স্থানে অগ্নি সন্তাপ বা উষ্ণ ঔষধ প্রয়োগে রক্ত উত্তপ্ত ও ঐ স্থান হইতে সঞ্চারিত হইয়া ইতস্তত চলিয়া যায়। কিন্তু যদি উষ্ণক্রিয়া না করিয়া শীতক্রিয়া করা যায়, তাহা হইলে এই স্থির রক্ত ঘনীভূত হইয়া জমাট বাঁধিয়া যায়। এইরূপে শোণিত গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া দগ্ধস্থানে অবস্থিতি করিলে, অভ্যন্তরস্থ বায়ু ও উষ্মা রুদ্ধ থাকিয়া এই স্থানে বেদনা স্ফীতত্তা ও রক্তিমাদি উৎপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং এরূপ স্থলে শীতক্রিয়া করা যুক্তি সঙ্গত নহে।

অতিদগ্ধে—প্রথমতঃ দগ্ধ স্থানের বিশীর্ণ মাংস সকল উত্তোলন করিয়া ফেলিয়া ঐ স্থানে শীতক্রিয়া করিবে। পরে ক্ষতস্থানে শালী তণ্ডুলের চূর্ণ কিম্বা গাব ছালই হউক বা কষায় বৃক্ষের ছাল বাটিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। এতদ্ভিন্ন পদ্মপত্র বা গুড়ূচী (গুলঞ্চ) পত্র দ্বারা ক্ষত স্থান আবৃত করিয়া রাখিলেও তাহা পুরিয়া উঠে। বিশেষতঃ ইহাতে পিত্তজনিত বিসর্পোক্ত সমস্ত ক্রিয়াই করা যাইতে পারে॥ ১৭॥

সমস্তদগ্ধের মলম।

মোম, যষ্টিমধু, লোধ, ধুনা, মঞ্জিষ্ঠা, চন্দন, সূচীমুখী (গোড়াচক্র) এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত পাক করিয়া মলম প্রস্তুত করিবে। এই মলম সর্ব্ব প্রকার অগ্নিদগ্ধ রোগেই প্রশস্ত॥ ১৮॥

স্নেহদগ্ধে—স্নিগ্ধ পদার্থ দ্বারা দগ্ধজনিত ক্ষতস্থানে রুক্ষ ক্রিয়া করিবে॥ ১৯॥

ধূমোপহতের লক্ষণ।

কণ্ঠ ও নাসিকাদি স্থানে অগ্নিকর্ম্ম প্রয়োগ করিবার সময় ধূম লাগিয়া এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়। যথা—রোগীর শ্বাস, অত্যন্ত হিক্কা, পেটফাঁপা, কাস, চক্ষু রক্তবর্ণ ও জ্বালা হয়। অপর নিশ্বাসের সহিত ধূম নির্গত এবং ধূমের গন্ধ ব্যতীত অন্য কোন পদার্থেরই আঘ্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, আস্বাদনেও সমস্ত দ্রব্যই ধূমের ন্যায়, শ্রবণ শক্তির লোপ এবং রোগী পিপাসা, জ্বালা ও জ্বর দ্বারা পীড়িত ও মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে॥ ২০॥

ধূমোপহতব্যক্তির চিকিৎসা।

ধূমের দ্বারা পীড়িত ব্যক্তিকে ঘৃত ও ইক্ষুরস, অথবা দ্রাক্ষা ও দুগ্ধ কিম্বা চিনির পানা, বা মধুর ও অম্লরস বিশিষ্ট দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সেবন করাইয়া বমন করাইবে। বমন ও বিরেচন ধূমগন্ধ বিনাশের পক্ষে

মহৌষধ। এই প্রকার উপায় অবলম্বিত হইলে দুর্ব্বলতা, হাঁচি, জ্বর, জ্বালা, মূর্চ্ছা, পিপাসা, পেটফাপা, শ্বাস ও কাস প্রশমিত হয়।

উক্ত ব্যক্তিকে মধুর, অম্ল, লবণ ও কটুরস বিশিষ্ট বস্তু দ্বারা কুলি করাইলেও ইন্দ্রিয়শক্তির সম্যক বিকাশ ও মন প্রসন্ন হয়। অপর উপযুক্ত মাত্রায় শিরোবিরেচন প্রদত্ত হইলে চক্ষু, মস্তক ও গ্রীবা পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। এই ব্যক্তির আহারসম্বন্ধে অবিদাহী লঘু ও স্নিগ্ধ দ্রব্যই হিতকারী ॥ ২১ ॥

গ্রীষ্ম কালে বা শরৎ কালে উষ্ণ বায়ু এবং রৌদ্রকর্ত্তৃক দগ্ধ হইলে শীতল ক্রিয়া করিবে। শীত, বর্ষা এবং বায়ু কর্ত্তৃক ক্লিষ্ট হইলে উষ্ণ অথচ স্নিগ্ধ ক্রিয়া সকল প্রশস্ত। অতিশয় তেজ দ্বারা দগ্ধ হইলে কোন প্রতীকারের সম্ভাবনা থাকে না, পরন্তু বজ্রাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া জীবিত থাকিলে ঘৃত তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন ও পরিষেক এবং প্রলেপাদি প্রয়োগ করিবে ॥ ২২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

রক্তমোক্ষণ।

রাজা, ধনী, বালক, বৃদ্ধ, ভীরু, নারীও সুকুমার এবং দুর্ব্বল ব্যক্তি-দিগের রক্তস্রাব করিতে হইলে জলৌকা (জোঁক) প্রয়োগই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। বিশেষতঃ বাতদুষ্ট-শোণিত স্রাবার্থ শৃঙ্গ, পিত্ত দুষ্ট-শোণিত স্রাবার্থ জলৌকা, কফ দুষ্ট-শোনিত স্রাবার্থ অলাবু যন্ত্র ব্যবহার করিবে। কারণ উক্ত তিনটী যন্ত্রই যথাক্রমে স্নিগ্ধ শীতল ও রুক্ষ গুণবিশিষ্ট। অপর ত্রিদোষদুষ্টশোণিত স্রাবার্থ তিনটী যন্ত্রই ব্যবহার করা উচিত ॥ ১ ॥

গরুর শৃঙ্গ উষ্ণ ও মধুর গুণ (ঈষৎস্নিগ্ধ) বিশিষ্ট বলিয়া বাতদুষ্ট রক্তমোক্ষণে হিতকারী। জলৌকা শীতলজলে বাস ও জলজ এবং মধুর গুণ বলিয়া পিত্তদুষ্ট শোণিত স্রাবার্থ প্রশস্ত। অলাবু যন্ত্র কটু, রুক্ষ ও তীক্ষ্ণগুণবিশিষ্ট বলিয়া শ্লেষ্মোপসৃষ্ট শোণিতস্রাবে হিতকর। শৃঙ্গ (শিঙা) দ্বারা রক্তস্রাব করিতে হইলে যে কোন স্থান হইতে ঐ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে, সেই স্থানের শিরা বা ধমনী কিঞ্চিৎ বিদীর্ণ করিয়া ঐ রক্তস্রোতে শৃঙ্গের মুখ সংলগ্ন করিবে এবং উহার সংলগ্ন মুখ বস্ত্রদ্বারা এরূপ ভাবে রুদ্ধ করিবে, যেন কোন প্রকারে বায়ু নিঃসরণ হইতে না পারে। তৎপরে শৃঙ্গের অপর ছিদ্রে মুখ দ্বারা সজোরে চুষিয়া রক্ত বাহির করিতে হয়। অলাবু যন্ত্রদ্বারা রক্তমোক্ষণ করিতে হইলে অলাবুর অভ্যন্তর দেশে দীপ প্রজ্জ্বালিত করিয়া পীড়িত স্থানে বসাইলে কিয়ৎক্ষণ পরে দীপ নির্ব্বাণ হইয়া অভ্যন্তরস্থ বায়ুর লঘুত্ব-বশতঃ শোণিত স্রাব হইতে থাকিবে॥ ২॥

জলৌকা বা জলায়ুকা।

জল যাহাদের আয়ু, তাহাদিগকে জলায়ুকা এবং জল যাহাদের ওক অর্থাৎ বাসস্থান তাহাদিগকে জলৌকা কহে। জলায়ুকা ও জলৌকা এই উভয় শব্দই একপদার্থ বোধক। অতএব জলৌকা দ্বাদশ প্রকার। তন্মধ্যে ছয়প্রকার সবিষ (বিষাক্ত) অপর ছয় প্রকার নির্ব্বিষ। এই দ্বাদশ প্রকার। তন্মধ্যে কৃষ্ণা, কর্ব্বুরা, অলগর্দ্দা, ইন্দ্রায়ুধা, সামুদ্রিকা ও গোচন্দনা এই ছয় প্রকার সবিষ।

সবিষ জলৌকার লক্ষণ।

সূক্ষ্ম শিরাবিশিষ্ট অঞ্জন চূর্ণের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ জলৌকারনাম কৃষ্ণা। যাহারা বর্ম্মি (বাইন) মৎস্যের ন্যায় আয়ত এবং ছিন্নোন্নত-কুক্ষি-বিশিষ্ট, তাহাদিগকে কর্ব্বুরা কহে। বহু রোমবিশিষ্ট, বিস্তৃত পার্শ্বযুক্ত, কৃষ্ণমুখী জলৌকার নাম অলগর্দ্দা। ইন্দ্র ধনুর ন্যায় ঊর্দ্ধ রেখা সকল দ্বারা চিত্রিত জলৌকার নাম ইন্দ্রায়ুধা। ঈষৎকৃষ্ণ পীতবর্ণ বিচিত্র পুষ্পেরন্যায় চিত্রবিচিত্রিত জলৌকার নাম সামুদ্রিকা। যাহাদের

অধোভাগ গোবৃষণের (অণ্ডকোষের) ন্যায় দুই খণ্ডে বিভক্ত ও সূক্ষ্ম-মুখ, তাহাদিগকে গোচন্দনা কহে। এই সবিষ জলোকা দ্বারা দষ্ট-ব্যক্তির দষ্টস্থানে অতিমাত্র শোথ ও কণ্ডূ হয় এবং ঐ ব্যক্তির মূর্চ্ছা, জ্বর, গাত্রজ্বালা, বমন, মদ (মত্ততা) এবং অবসন্নতা আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহাতে পান, আলেপন ও নস্য হিতকর। বিশেষতঃ ইন্দ্রায়ুধ কর্ত্তৃক দষ্টব্যক্তি অচিকিৎসনীয়। সবিষ মৎস্য, কীট ও ভেক-প্রভৃতির মূত্র পুরীষের দ্বারা পূতিভাব প্রাপ্ত কলুষিত জলে সবিষ জলোকা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রূপে সবিষ জলোকা এবং তাহাদের চিকিৎসা বর্ণিত হইল ॥ ৩ ॥

নির্ব্বিষ জলোকার লক্ষণ।

নির্ব্বিষ জলোকার নাম যথা—কপিলা, পিঙ্গলা, শঙ্কুমুখী, মূষিকা, পুণ্ডরিকমুখী ও সাবরিকা। যাহাদের দুই পার্শ্ব মনঃশিলার বর্ণের দ্বারা রঞ্জিত পৃষ্ঠদেশ স্নিগ্ধ মুদ্গের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট তাহাদিগকে কপিলা বলে। যাহারা বৃত্তাকার, শীঘ্রগামী এবং ঈষৎরক্তমিশ্র পিঙ্গলবর্ণ, তাহাদিগকে পিঙ্গলা বলে। যকৃতের বর্ণবিশিষ্ট, শীঘ্রপায়ী, দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ-মুখযুক্ত জলোকার নাম শঙ্কুমুখী। মূষিকের আকৃতি ও বর্ণবিশিষ্ট ও দুর্গন্ধযুক্ত জলোকার নাম মূষিকা। যে জলোকার মুখ পদ্মের ন্যায় বিস্তৃত এবং মুগের ন্যায় ঈষৎ পিঙ্গল বর্ণবিশিষ্ট তাহাকে পুণ্ডরিক-মুখী কহে। স্নিগ্ধ পদ্মপত্রের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট দশঅঙ্গুলি পরিমাণ জলো-কাকে সাবরিকা কহে। এই সাবরিকা পশুর জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যবন,* পাণ্ড্য, সহ্যাদ্রি ও পৌতন প্রভৃতি স্থানে ইহাদের জন্মস্থান। উক্ত স্থান সকলে হৃষ্ট পুষ্ট ও অধিক শোণিতভোজী নির্ব্বিষ জলোকা অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন পদ্ম, নিলোৎপল, নলিন, কুমুদ এবং সৌগন্ধিক কুবলয়, পুণ্ডরিক ও শৈবাল পূর্ণ নির্ম্মলজলেও নির্ব্বিষ জলোকা প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৪ ॥

* যবন (তুরস্ক) পাণ্ড্য—কাম্বোজের দক্ষিণ এবং ইন্দ্রপ্রস্থের পশ্চিমে অবস্থিত ভূপ্রদেশ। সহ্যপর্ব্বত—নর্ম্মদানদীতীরবর্ত্তী প্রদেশে অবস্থিত। পৌতন মথুরা।

পরন্তু এই সমস্ত নির্ব্বিষ জলৌকা, ক্ষেত্রে এবং সুগন্ধি জলেই বিচরণ করিয়া থাকে এবং সঙ্কীর্ণচারী নহে অর্থাৎ বিষাদি বিরুদ্ধ-ভোজী নহে, অপর পঙ্কাকীর্ণ স্থানে বাস করিতে ভাল বাসে না ॥ ৫ ॥

জলৌকা ধরিবার ও তাহাদের আহারাদি দেওয়ার উপায়।

আর্দ্র চর্ম্ম দ্বারা কিম্বা অন্যকোন পদার্থ দ্বারা জলৌকা ধরিয়া নূতন বড় পাত্রে ভাল পুষ্করিণীর বা দীঘির মৃত্তিকা জল রাখিয়া তাহাতে জলৌকা রাখিবে। উহাদের ভক্ষণার্থ শৈবাল, বল্লূর (শুষ্কমাংস) ও জলজ বস্তুর মূল চূর্ণ করিয়া দিবে। এবং শয্যার নিমিত্ত তৃণ ও জলজ দ্রব্যের পত্র পাত্র মধ্যে রাখিবে। দুই বা তিন দিন অন্তর জল ও আহারীয় দ্রব্য পরিবর্ত্তন এবং সাত দিবস পরে পাত্র পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য পাত্রে রাখিবে ॥ ৬ ॥

যাহাদের মধ্যভাগ স্থূল, শরীর পরিক্লিষ্ট এবং ক্ষীণ, চেষ্টাবিহীন ও যাহারা সহজে রুগ্ন স্থান গ্রহণ করেনা অথবা গ্রহণ করিয়াও উপযুক্ত পরিমাণে রক্তপান করেনা। আর যাহারা বিসাক্ত, সেই সমস্ত জলৌকা ব্যবহার করা বিধেয় নহে ॥ ৭ ॥

যাহার রোগ, জলৌকাবসেক-সাধ্য; তাহার পীড়িত স্থানে যদি বেদনা না থাকে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির সেইস্থানে শুষ্ক মৃত্তিকা ও গোময় চূর্ণ দ্বারা শুষ্ক (রুক্ষ) করিয়া রোগীকে উপবেশন বা শায়িত করিয়া রাখিবে। তদনন্তর পাত্র হইতে জলৌকা ধরিয়া তাহাদের শরীর সর্ষপ ও হরিদ্রা কল্ক মিশ্রিত জলে রঞ্জিত করিয়া জলপূর্ণ শরাবে কিয়ৎকাল রাখিয়া দেখিবে যে, জলৌকা সকলের গ্রহণ-জনিত শ্রম অপনোদন হইয়াছে কি না। যখন দেখিবে যে উহাদের গ্লানি দূরীভূত হইয়াছে, তখন তাহাদিগকে শরীরের রুগ্নস্থানে যোজনা করিয়া দিবে। যে কয়েকটী জলৌকা পীড়িত স্থানে প্রয়োগ করিবে, তাহাদের গাত্র সূক্ষ্ম, ও শুক্ল এবং আর্দ্র তুলা বা ছিন্ন বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত হইলে মুখ অপসারিত করিবে। যদি জলৌকা রুগ্নস্থান গ্রহণ না করে, তাহাহইলে দুগ্ধকিংবা

রক্ত বিন্দু প্রদান করিবে অথবা অস্ত্র দ্বারা ক্ষত করিয়া জলৌকা প্রয়োগ করিবে। যখন দেখিবে যে জলৌকা সকল অশ্বের খুরের ন্যায় মুখ এবং স্কন্ধ উন্নত করিয়া নিবিষ্ট হয়, তখন জানিবে যে জলৌকা রুগ্নস্থান গ্রহণ করিয়াছে। এই রূপে রক্তপান করিতে প্রবৃত্ত হইলে উহাকে আর্দ্র বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া জলসিঞ্চন করিতে থাকিবে। কারণ জলৌকার গাত্র শুষ্ক হইয়া গেলে অভীষ্টসাধনের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। জলৌকাদষ্ট স্থানে বেদনা ও কণ্ডুর প্রাদুর্ভাব হইলে জলৌকা বিশুদ্ধ রক্ত পান করিতেছে বলিয়া জানিবে এবং এইরূপাবস্থা ঘটিলেই জলৌকা অপসারিত করিবে। যদি রক্তের লোভে জলৌকার মুখ রোগীর গাত্র ত্যাগ না করে, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ জলৌকার মুখে প্রদান করিলেই রক্তপান ছাড়িয়া দিবে। তদনন্তর অধঃপতিত জলৌকার গাত্রে চাউলের গুড়া প্রদান করিয়া মুখে তৈল লবণ মালিশ করিয়া বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জণী দ্বারা জলৌকার লেজ ধরিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জণী দ্বারা অনুলোমক্রমে ধীরে মার্জিত করিয়া বমন করাইবে। যে পর্য্যন্ত নিম্ন লিখিত লক্ষণগুলি উপস্থিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত উক্ত প্রক্রিয়া করিবে। যে জলৌকা সম্যক্‌রূপে বমন করিয়াছে, তাহাকে জলপূর্ণ পাত্রে নিঃক্ষিপ্ত করিলে আহার করিবার জন্য ইতস্তত সঞ্চরণ করিবে। আর যে জলৌকা অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং ইতস্ততসঞ্চরণ করে না, তাহার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে বমন ক্রিয়া সংসাধিত হয় নাই বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে। এইরূপ অবস্থাপন্ন জলৌকাকে পুনর্ব্বার সম্যক্‌রূপে বমন করাইবে। অসম্যক্ বমিত জলৌকার ইন্দ্রমদ নামক অসাধ্য রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সম্যক্ বমিত জলৌকাকে পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মানুসারে যথা স্থানে রাখিয়া আহারাদি প্রদান পূর্ব্বক পালন করিবে। শোণিতের যোগাযোগ দেখিয়া জলৌকা-কৃত ক্ষতস্থান মধুদ্বারা মর্দ্দন করিবে, এবং শীতল জল দ্বারা আর্দ্র করিয়া রাখিবে। কিংবা বন্ধন করিয়া রাখিবে। অপর ঐ ক্ষত স্থান কষায়, মধুর, স্নিগ্ধ এবং শীতল প্রলেপ দ্বারা লিপ্ত করিবে ॥ ৮ ॥

যে ব্যক্তি জলৌকার জন্মস্থান, জাতিভেদ, গ্রহণপ্রণালী, পোষণ এবং অবচারণপ্রণালী সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত আছেন, তিনিই জলৌকা-সাধ্য রোগ জয় করিতে সমর্থ হন ॥ ৯ ॥

ত্রয়োদশোধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

শোণিতের বিবরণ।

ছয় রস যুক্ত, দুই বা আট প্রকার বীর্য্যবিশিষ্ট, অনেক গুণসমন্বিত পাঞ্চভৌতিক উপযুক্ত আহারদ্রব্য সম্যক্‌রূপে পরিপাক পাইলে তেজোভূত পরম সূক্ষ্ম সারপদার্থরূপে যে পরিণত হয়, তাহার নাম রস। সেই রসের আধারস্থান (অবস্থিতির পাত্র) হৃদয়। হৃদয়স্থ সেইরস ঊর্দ্ধগামী দশটী, অধোগামী দশটী ও তির্য্যগগামী চারিটী। এই চতুর্ব্বিংশতি ধমনীতে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য কারণে ও অনির্ব্বচনীয় প্রভাবে অহরহ সমস্ত শরীরের তর্পণ, বর্দ্ধন, ধারণ, যাপন, এবং জীবন ক্রিয়া সম্পন্ন করে। এই রস পদার্থ দেহের সর্ব্বত্র যে গমনাগমন করে, উহার (রসের) ক্ষয়বৃদ্ধিরূপ বিকৃতি দ্বারাই গতি অনুমিত হয়। সর্ব্ব শরীরের অবয়ব, দোষ, ধাতু ও মলাশয়ানুসারী রসসম্বন্ধে এই জিজ্ঞাসা (প্রশ্ন) হইতে পারে যে, এই রস কি সৌম্য (শ্লেষ্মবৎ) না তৈজস (পিত্তবৎ)? তদুত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, দ্রবানুসারী রস শরীরের স্নেহন, জীবন, তর্পণ ও ধারণাদি ভেদদ্বারা সৌম্য বলিয়াই অবগতি হয়। সেই রসই আবার যকৃৎ ও প্লীহাগত হইয়া রক্তিমা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

প্রাণিগণের শরীরস্থ বিশুদ্ধ তেজদ্বারা শরীরস্থ অব্যাপন্ন (অবিকৃত) রস রঞ্জিত হইয়া রক্ত বলিয়া অভিহিত হয়। এই রসই স্ত্রীলোকদিগের আবর্ত্তশোণিত রূপে পরিণত হইয়া রজো নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সেই আর্ত্তবরজঃ দ্বাদশ বৎসরের পর নির্গত হইতে থাকে এবং পঞ্চাশত বৎসরের পর ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥ ২ ॥

রক্ত এবং আর্ত্তব সৌম্য রস হইতে উৎপন্ন হইলেও গর্ভের কারণ অগ্নি ও সোম * বলিয়া রক্ত ও আর্ত্তব, এই উভয়ই আগ্নেয়। অপরাপর আচার্য্যগণ জীবরক্তকে পাঞ্চভৌতিক বলিয়াও বর্ণনা করেণ। কারণ, বিস্রতা (আমগন্ধি), দ্রবতা, রাগ (রক্ততা,) স্যন্দন ও লঘুতা এই সমস্ত ভূম্যাদির গুণ রক্তে বিদ্যমান আছে। রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা; এবং মজ্জা হইতে শুক্র উৎপন্ন হয়। অন্ন ও পান দ্রব্যের রস উক্ত সপ্ত ধাতুকে পোষণ করে। অপিচ পুরুষ রসাত্মক বলিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অতি সাবধানে অন্ন পান ও আচার দ্বারা রসের রক্ষা করিবে ॥ ৩ ॥

রস ধাতু গমনার্থক, সুতরাং যে অহরহ গমন করে তাহার নাম রস। সেই রস ভুক্ত দ্রব্য হইতে এক দিবসেই উৎপন্ন হইয়া পাঁচ দিবস কাল এক এক ধাতুতে অবস্থিতি করিয়া পঁচিশ দিনের পর ত্রিশ দিবস পর্য্যন্ত শুক্ররূপে এবং স্ত্রীলোকের আর্ত্তবরূপে পরিণত হইয়া থাকে। ॥ ৪ ॥

রস ধাতু আঠার হাজার নব্বই কলা পরিমিত সময় রক্তাদি ধাতুতে অবস্থিতি করে। সুশ্রুত তন্ত্র এবং অন্যান্য তন্ত্রেরও এইমত।

শব্দ অর্চ্চি এবং জলের গতির ন্যায় সেই রস অতি সূক্ষ্মরূপে সমস্ত শরীরে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ শব্দের ন্যায় তির্য্যক্ দিকে, অর্চ্চির (অগ্নিশিখার) ন্যায় উর্দ্ধদিকে এবং জলের ন্যায় নিম্নদিকে সঞ্চারিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে স্থিরীকৃত হইল যে, রসধাতু একমাসে শুক্রধাতুতে পরিণত হয়, কিন্তু তাহা হইলে বাজীকরণশীল ঔষধ প্রয়োগে কি প্রকারে শুক্র শীঘ্র বিরেচিত হইয়া থাকে ? ইহার মীমাংসা এই প্রকারে হইতে পারে যে, যে সমস্ত ওষধির দ্বারা বাজীকরণ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, সেই সমস্ত ওষধি যথানিয়মে প্রযুক্ত হইলে তাহাদের কাহারও স্বীয়

* আর্ত্তব আগ্নেয় এবং শুক্র সৌম্য সুতরাং গর্ভ অগ্নিষোমীয়।

বলের উৎকর্ষতা হেতু, কাহারও স্বীয় গুণের উৎকর্ষতা বশত, কাহারও বা স্বকীয় বল এবং গুণ উভয়ের উৎকর্ষতা প্রযুক্ত বিরেচক বস্তুর ন্যায় নরদেহে ক্রিয়া প্রকাশিত হয়, সুতরাং শুক্র শীঘ্র বিরেচিত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

যদি একমাসে রস শুক্ররূপে পরিণত হয়, তাহা হইলে শৈশবাবস্থায় শুক্রের কোন রূপ চিহ্ন কেন লক্ষিত হয় না? তাহার কারণ এই— যেমন পুষ্পমুকুলে গন্ধ আছে কিনা ইহা সহজে উপলব্ধি হয় না অথবা মুকুলে গন্ধ আছে কিন্তু কলিকাবস্থাতে গন্ধের সূক্ষ্মতাবশত এবং পত্রকেশরাদি দ্বারা আবৃত থাকাপ্রযুক্ত স্পষ্টরূপে অনুভূত হয় না, কিন্তু কালান্তরে পুষ্প বিকসিত হইলে গন্ধ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, সেইরূপ শিশুদিগেরও বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে শুক্রের ও রোমরাজীর প্রাদুর্ভাব এবং বালিকাদের আর্ত্তবের আধিক্য বিশেষতঃ স্ত্রীগণের রজোবৃদ্ধির সহিত স্তন ও গর্ভাশয়াদির বিশেষ বিশেষ লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু অন্নরস এইরূপ হিতকর হইলেও বৃদ্ধদিগের জরাপক্ক শরীরের পক্ষে তদ্রূপ হিতকর নহে।

রস ও রক্তাদি সাতটী পদার্থ শরীরকে ধারণ করিয়া আছে বলিয়া তাহাদিগকে ধাতু বলাযায়। এই সমস্ত ধাতুর বৃদ্ধি ও ক্ষয় শোণিতের উপর নির্ভর করে। সুতরাং শোণিতের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত তাহাদেরও হ্রাস বৃদ্ধির বিষয় বর্ণন করা যাইতেছে। ॥ ৬ ॥

বাতাদি দ্বারা দূষিতরক্তের লক্ষণ।

ফেণিল, কৃষ্ণ ও ঈষৎ রক্তবর্ণ, রুক্ষ, অল্প ও অস্কন্দী (গাঢ়ত্ব রহিত) রক্তকে বাতদুষ্ট রক্ত বলে।

পিত্তকর্ত্তৃক দূষিত রক্ত, নীল, পীত, হরিত, শ্যাব (হরিত কৃষ্ণ) ও বিস্রগন্ধি (কাঁচামাংসের গন্ধযুক্ত), পিপীলিকা ও মক্ষিকা দিগের অনভিলষিত এবং তরল।

শ্লেষ্মদূষিত রক্ত, পাণ্ডু ও লোহিতমিশ্রবর্ণবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, শীতল, গাঢ়, পিচ্ছিল, চিরস্রাবী, এবং মাংসপেশীর সদৃশ।

ত্রিদোষ দূষিত রক্ত কাঁজীর ন্যায়, বিশেষতঃ দুর্গন্ধযুক্ত। এতদ্ভিন্ন বাতাদির সমস্ত লক্ষণবিশিষ্ট।

বাতপিত্ত ও কফের কোনও দুইটী দ্বারা দূষিত রক্ত উভয় লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে। প্রাণিগণের শরীরস্থ রক্তের সাধারণ বিবরণ স্থানান্তরে বর্ণিত হইবে॥ ৭॥

বিশুদ্ধ শোণিতের লক্ষণ।

যাহার রক্ত প্রকৃতিস্থ, সেই রক্ত ইন্দ্রগোপকীটের ন্যায় উজ্জ্বল, অসংহত এবং অবিবর্ণ। যাহাদের রক্তমোক্ষণ করা যাইতে পারে তাহাদের বিষয় অষ্টবিধ শস্ত্র কর্ম্মাধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইবে। নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণের রক্তমোক্ষণ করা বিধেয় নহে। যথা—ক্ষীণব্যক্তি, অল্পভোজনহেতু সর্ব্বাঙ্গশোথী, পাণ্ডু রোগী, অর্শরোগী, উদরী, শোষী, এবং গর্ভিণী এই ব্যক্তিগণের শোথাবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিবেনা॥ ৮॥

অস্ত্রদ্বারা স্রাবণক্রিয়া দুই প্রকারে নিষ্পন্ন হয়। তাহাদের একের নাম প্রচ্ছন, অপরের নাম শিরাব্যধন। ঋজু, অসংকীর্ণ, সূক্ষ্ম, অনবগাঢ়, অনুত্তান ও সমান ভাবে এবং শীঘ্র শীঘ্র অস্ত্রপাত করিবে। কিন্তু অস্ত্রপাত সময়ে ইহাও দেখা উচিত যে, মর্ম্ম ও সন্ধি স্থানের বিদারণ অথবা শিরা ও স্নায়ুর ছেদন না ঘটে। তাহাও আবার অসময়ে বিদ্ধ হইলে দুর্ব্বিদ্ধ হইলে শীতবাতের সময় অস্ত্রক্রিয়া সম্পাদিত হইলে এবং ভোজনের পূর্ব্বে বা ভুক্তমাত্র রক্ত মোক্ষিত হইলে শোণিতের গাঢ়তাপ্রযুক্ত রক্তস্রাব হয় না, হইলেও অতি অল্প পরিমাণে স্রাব হইয়া থাকে॥ ৯॥

যাহারা মদ (বিষমদ্যজনিত বিকার), মূর্চ্ছা ও পরিশ্রম দ্বারা ক্লিষ্ট, বায়ু মল ও মূত্র যাহাদের রুদ্ধ, নিদ্রাভিভূত, ভীত, এই সমস্ত ব্যক্তির উপযুক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব হয় না॥ ১০॥

দূষিত রক্ত ঐরূপ কারণে পরিস্রাবিত না হইলে উহা শরীরে থাকিয়া রক্তিমা, শরীরজ্বালা, পাক ও শরীরে বেদনা উৎপাদন করে।

অজ্ঞ চিকিৎসক কর্ত্তৃক অত্যুষ্ণকালে, অতি ঘর্ম্মাক্ত অবস্থায় বা

যাহাকে অধিক স্বেদ দেওয়া হইয়াছে কিম্বা অতিবিদ্ধ হইলে অপরিমিত রূপে রক্তস্রাব হয়। অপরিমিত রক্তস্রাব হইলে, মস্তকবেদনা, দৃষ্টিহীনতা, অধিমন্থ (চক্ষুরোগ বিশেষ) ও তিমিররোগ, ধাতুক্ষয়, আক্ষেপক (ধনুষ্টঙ্কারাদি), পক্ষাঘাত, একাঙ্গ বিকার (বাতরোগ বিশেষ), পিপাসা, জ্বালা, হিক্কা, কাস, শ্বাস ও পাণ্ডুরোগ উৎপন্ন হয়, এমন কি ইহাতে মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে ॥ ১১ ॥

অতএব যাহারা সূর্য্যতাপাদি দ্বারা অধিক তাপিত হয় নাই এবং অল্প পরিমাণে স্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে নাতিশীতোষ্ণ কালে প্রথমতঃ যবাগূ পান করাইয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। রক্তস্রাব করিবার সময়ে যখন দেখিবে যে, শোণিত নির্গত হইতে হইতে রক্তবর্ণ বিশুদ্ধ শোণিত নির্গত হইতেছে, সেই সময় শুদ্ধ বলিয়া জানিবে। এবং যখন দেখিবে যে, রক্ত নিঃসৃত হইতে হইতে আপনা হইতেই স্রাব বন্ধ হয়, তখন সম্যক্ বিস্রাবিত বলিয়া জানিবে। এতদ্ভিন্ন শরীরের লঘুতা, বেদনার শান্তি, রোগের বলক্ষয় এবং মনের প্রসন্নতাও সম্যক্ স্রাবের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। ত্বগ্ (অষ্টাদশবিধ কুষ্ঠ) রোগ, গ্রন্থিরোগ, শোথ, এবং রক্তদোষ জনিত রোগ সমস্ত রক্তমোক্ষণশীল দিগের কখনও জন্মে না ॥ ১২ ॥

রক্তস্রাব যদি না হয়, তাহা হইলে কর্পূর, কুড়, তগরপাদুকা, পাঠা (অকনদ), দেবদারু, বিড়ঙ্গ, রক্তচিতার মূল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ। গৃহধূম, হরিদ্রা, অর্কাঙ্কুর (আকন্দের অঙ্কুর) ও ডহরকরঞ্জ এই সমস্ত দ্রব্য যতদূর প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, তিনটী, চারিটী অথবা সমুদায় দ্রব্য চূর্ণ করিয়া তৈল ও লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে ঘর্ষণ করিলে সম্যক্ রূপে রক্তস্রাব হইয়া থাকে। অতিমাত্র রক্তস্রাব হইতে থাকিলে লোধ, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন, গৈরিক (গেরিমাটী), ধুনা, রসাঞ্জন, শাল্মলীপুষ্প, শঙ্খ, শুক্তি (ঝিনুক), মাষকলাই, যব এবং গোধূম, এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ অঙ্গুলীতে করিয়া ক্ষতস্থানে অতি সাবধানে লাগাইয়াদিবে, অথবা শাল, সর্জ্জ, অর্জ্জুন,

অরিমেদ, কাকড়াশৃঙ্গী ও ধব (খদির) এবং ধম্বন এই সকলের ত্বক্ চূর্ণ করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিবে। কিম্বা পট্টবস্ত্র দগ্ধ করিয়া তাহার ভস্ম, সমুদ্রফেণ, লাক্ষাচূর্ণ ও যথোক্ত ব্রণবন্ধন দ্রব্য দ্বারা ক্ষতস্থানে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিবে। রোগীকে শীতল আচ্ছাদন, শীতল ভোজন, শীতল গৃহে বাস, এবং শীতল বস্তু পরিষেক ও শীতল প্রলেপাদি ব্যবস্থা করিবে। ক্ষারকিম্বা অগ্নিদ্বারা বিদ্ধ করিলে কিম্বা বিদ্ধ স্থানের অধোভাগে সেই শিরাই পুনঃ ভেদ করিলেও রক্তস্রাব নিবারিত হয়। বলকরণার্থ রোগীকে কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী প্রভৃতির ক্বাথ, শর্করা ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে, কিম্বা কৃষ্ণসার মৃগ, হরিণ, উরভ্র, শশক, মহিষ, ও শূকরের রক্ত, ক্ষীর, যূষ ও সুস্নিগ্ধ মাংসরসের সহিত সেবন করিতে দিবে। অপর রোগীর কোন উপদ্রব থাকিলে দোষানুযায়ী চিকিৎসা করিবে॥ ১৩॥

অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাবের দরুণ ধাতুক্ষয় প্রযুক্ত অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হয়, এবং বায়ুরও অত্যন্ত প্রাবল্য ঘটে, সুতরাং এমতাবস্থায় রোগীকে যত্নপুর্ব্বক নাতিশীতল, লঘু, স্নিগ্ধ, রক্তবর্দ্ধক, ঈষৎ অম্লরসবিশিষ্ট বা অম্লরসবিহীন আহার প্রয়োগ করা বিধেয়। সন্ধান, সঙ্কোচন, ঘনীভূতকরণ ও পাচন, এই চারি প্রকার উপায় দ্বারা রক্তস্রাব নিবারিত হয়॥ ১৪॥

তন্মধ্যে কষায় বস্তুদ্বারা ব্রণের সন্ধান (সঙ্কোচন), শৈত্যক্রিয়া দ্বারা শোণিতের গাঢ়ত্ব সম্পাদন, ভস্মদ্বারা পাচন ক্রিয়া এবং দাহ দ্বারা শিরাসঙ্কোচন নিষ্পন্ন হয়। শৈত্যক্রিয়া দ্বারা শোণিত ঘনীভূত না হইলে সন্ধান (সঙ্কোচন) যোগ, এবং সন্ধানক্রিয়া দ্বারা অভিষ্ট সাধন না হইলে পাচন প্রয়োগ করিবে। চিকিৎসক এই তিন উপায়ে যথাবিধি প্রয়োগ দ্বারা রক্তস্রাব নিবারণ করিতে যত্ন করিবেন। কিন্তু এইসমস্ত উপায় নিষ্ফল হইলে তদবস্থায় দাহই মহোপকারক। রক্তের দোষ সম্যক্‌রূপে নিঃশেষিত হইয়া রক্তস্রাব বন্ধ হইলে রোগ পুনর্ব্বার জন্মে না বা বৃদ্ধি প্রাপ্তহয়না। দোষ থাকিতে স্রাব বন্ধ হইলে পুনর্ব্বার

রক্তস্রাব না করিয়া সংশমনাদিদ্বারা রক্তের দোষ সংশোধন করিয়া লইবে। কারণ, শোণিতই শরীরের মূল এবং শোণিতই দেহকে ধারণ করিয়া থাকে। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে শরীরস্থ শোণিত রক্ষণীয় এবং *শোণিত দ্বারাই শরীর রক্ষিত হয় ইহা আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের স্থির-সিদ্ধান্ত*॥ ১৫॥

রক্তস্রাব যুক্ত ব্যক্তির বায়ুবৃদ্ধি হইলে শীতল সেকাদিদ্বারা এবং ঈষদুষ্ণ ঘৃতদ্বারা বেদনাযুক্ত শোথে পরিষেক করিবে॥ ১৬॥

ইতি চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

দোষ ধাতু ও মলাদির ক্ষয় এবং বৃদ্ধির বিবরণ।

দোষ এবং ধাতুই *শরীরের মূল †। অতএব হে সুশ্রুত! তাহাদের লক্ষণ সকল বর্ণন করিতেছি শ্রবণকর। শরীরের স্পন্দন (সঞ্চালন), শব্দ ও স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়ার্থের উদ্বহন (ধারণ), আহার দ্বারা পূরণ, রসমূত্র ওপুরীষাদির বিরেক (পৃথক্ করণ) এবং শুক্র ও মূত্রাদির বেগ ধারণ, এই সমস্ত কার্য্য বায়ুদ্বারা সম্পাদিত হয়। এই বায়ু পাঁচ অংশে বিভক্ত হইয়া শরীর ধারণ করিয়াথাকে। রঞ্জনকারিতা, পাক-কারিতা, ওজস্বিতা (তেজস্কতা), মেধাবিতা এবং উষ্মতা পিত্তের কার্য্য। এই পিত্ত পাঁচভাগে বিভক্তহইয়া অগ্নিকর্ম্মের সহায়তা সম্পা-

* দোষ-বায়ু, পিত্ত ও কফ। ধাতু-রস ও রক্তাদি। এবং উপধাতু মল বা পুরী-ষাদি।

† বৃক্ষাদির যেমন উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের পক্ষে মূলই প্রধান, তেমন শরীরের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের পক্ষেও দোষ এবং ধাতুই প্রধান।

দন করে। সন্ধিবন্ধন, স্নিগ্ধতাসম্পাদন, ব্রণরোপণ (ক্ষত পূর্ণ হওয়া) শরীরপূরণ, এই সমস্ত গুণবিশিষ্ট শ্লেষ্মা পাঁচভাগে বিভক্তহইয়া শরীরস্থ উদক ক্রিয়ার (জলের কার্য্যের) সহায়তা করিয়া থাকে ॥ ১ ॥

রস ধাতু, রক্তের পোষণ এবং শারীরিক প্রীণন ক্রিয়া সম্পাদন করে। রক্ত ধাতু, বর্ণের প্রসন্নতা, মাংসের পুষ্টিসাধন এবং জীবনক্রিয়া সম্পন্ন করে। মাংস ধাতু দ্বারা শরীর ও মেদের পুষ্টি সাধন হয়। মেদধাতু দ্বারা স্নেহ ও স্বেদের পুষ্টি এবং অস্থির দৃঢ়ত্ব সংসাধিত হইয়া থাকে। অস্থি ধাতু শরীরকে ধারণ এবং মজ্জাধাতুর পোষণ করে। মজ্জধাতু দ্বারা প্রীতি, স্নেহ, বল, শুক্র, পুষ্টি এবং অস্থির পূর্ণতা সম্পাদিত হয়। শুক্রধাতু ধৈর্য্য, চ্যবন (স্খলন), প্রীতি (স্ত্রীতেস্নেহ), দেহ-বল, হর্ষ ও বীজার্থ (গর্ভজনকশক্তি) উৎপাদন করিয়া থাকে। পুরীষ (বিষ্ঠা) দ্বারা উপস্তম্ভ (শরীর ধারণ), বায়ু ও অগ্নিধারণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। মূত্রদ্বারা বস্তি পূরণ ও ক্লেদনিঃসরণক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। স্বেদদ্বারা শরীরস্থ ক্লেদনিঃসরণক্রিয়া এবং চর্ম্মের কোমলত্ব সম্পাদিত হয়। আর্ত্তব, রক্তের লক্ষণাক্রান্ত এবং গর্ভজনক। গর্ভ, গর্ভলক্ষণাক্রান্ত। স্তন্য (স্তনদুগ্ধ) স্তনের পীনত্বজনক এবং জীবনের হিতকারী। অতএব এই সকল দোষ ধাতুর ও মলের পরীরক্ষণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ॥ ২ ॥

অতঃপর উহাদের ক্ষীণলক্ষণ বর্ণন করা যাইতেছে,—অতি সংশোধন (বিরেচনাদি), অতিসংশমন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, অসাত্ম্য অন্নভোজন, মনস্তাপ, ব্যায়াম, অনশন (উপবাস) এবং অতিমৈথুন দ্বারা শরীরস্থ দোষ, ধাতু ও মলাদির ক্ষীণত্ব সংঘটিত হয়। বাতক্ষয়ে মন্দচেষ্টতা (অঙ্গ পরিচালনে অনভিলাষ), অল্পভাষিতা, অল্পহর্ষ ও সংজ্ঞাহীনতা জন্মে। পিত্তক্ষয়ে শারীরিক উষ্মার ক্ষয়, অগ্নিমান্দ্য এবং শরীর ও মনের প্রভার হীনতা জন্মে। শ্লেষ্মক্ষয়ে শরীরের রুক্ষতা, অন্তর্দ্দাহ, আমাশয়, ইতরাশয় ও মস্তিষ্কের শূন্যতা, সন্ধিশৈথিল্য, পিপাসা, দুর্ব্বলতা ও নিদ্রানাশ হইয়া থাকে। এই প্রকার অবস্থায় স্বযোনিবর্দ্ধক অর্থাৎ বাতাদির পরিমাণবর্দ্ধক দ্রব্যাদি দ্বারা প্রতীকার করিবে ॥ ৩ ॥

রসক্ষয়ে হৃদয়ে বেদনা, হৃৎকম্প, হৃদয়ের শূন্যতা এবং পিপাসা জন্মে। শোণিতক্ষয়ে চর্ম্মের কর্কশতা, অম্ল ও শীতল দ্রব্যে অভিরুচি এবং শিরা শৈথিল্য জন্মে। মাংসক্ষয়ে স্ফিক (নিতম্ব), গণ্ড, ওষ্ঠ, উপস্থ (লিঙ্গনাল), উরু, বক্ষ, কক্ষ, পিণ্ডিকা (জানুর নিম্নস্থ স্থূলমাংস-পিণ্ড) উদর ও গ্রীবা, এই সকল স্থানের শুষ্কতা, রুক্ষতা এবং বেদনা, শরীরের অবসন্নতা এবং ধমনীর শিথিলতা জন্মে। মেদঃ-ক্ষয়ে প্লীহা-বৃদ্ধি, সন্ধিশূন্যতা (সন্ধিস্থানে চর্ব্বির হীনতা) শরীরের রুক্ষতা উপস্থিত হয় এবং রোগীর মেদুরমাংস (স্নিগ্ধমাংস) ভক্ষণে অভিলাষ জন্মে। অস্থিক্ষয়ে অস্থিবেদনা, দন্ত ও নখ সহজে ভগ্ন এবং রুক্ষ হয়। মজ্জার ক্ষয় হইলে শুক্রের অল্পতা, পর্ব্বভেদ (সন্ধিস্থানে বেদনা), অস্থিবেদনা, অস্থি শূন্যতা অর্থাৎ অস্থির মধ্যস্থানে যে তৈলাক্ত পদার্থ থাকে তাহার হ্রাস হয়। শুক্রক্ষয়ে লিঙ্গনাল ও অণ্ডে বেদনা; স্ত্রীসংসর্গে অনিচ্ছা, বিলম্বে ও অল্পপরিমাণে শুক্র স্খলন হইয়া থাকে। এই সমস্ত ক্ষতি পূরণার্থ ক্ষয়প্রাপ্ত ধাতুর বৃদ্ধি জনকদ্রব্য প্রয়োগ করিবে ॥ ৪ ॥

পুরীষক্ষয়ে হৃদয় ও পার্শ্বদেশে বেদনা, অভ্যন্তরস্থ বায়ু শব্দপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে গমন এবং কুক্ষিতে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। মূত্রক্ষয়ে মূত্রাশয়ে বেদনা ও মূত্রের অল্পতা হয়। এই সকল স্থলে পুরীষ ও মূত্রবর্দ্ধকদ্রব্য প্রয়োগ দ্বারা উহাদের প্রতীকার করিবে। স্বেদক্ষয়ে রোমকূপের স্তব্ধতা, ত্বক্‌শোষ, স্পর্শহানি, এবং ঘর্ম্মের বিনাশ হয়। অভ্যঙ্গ (তৈলাদি মালিশ) ও স্বেদ দ্বারা ইহার চিকিৎসা করিবে। আর্ত্তবক্ষয়ে (স্ত্রীলোকের গর্ভজনক শোণিতক্ষয়ে) যথোচিত সময়ে রজোদর্শন হয় না, অথবা হইলেও অল্পপরিমাণে হয় এবং যোনিতে বেদনা হইয়া থাকে। ইহার প্রশমনার্থ সংশোধন এবং যথাবিধি আগ্নেয় দ্রব্য প্রয়োগ করিব। স্তন্যক্ষয়ে (স্তনদুগ্ধক্ষয়ে) স্তনদ্বয়ের ম্লানতা, স্তনদুগ্ধের অভাব বা অল্পতা হয়। এইরূপাবস্থাতে শ্লেষ্মবর্দ্ধকদ্রব্য প্রয়োগ করিবে। গর্ভক্ষয়ে গর্ভের (গর্ভস্থশিশুর) অস্পন্দন ও কুক্ষির

(উদরের) অনুচ্চতা হইয়া থাকে। এই অবস্থাতে গর্ভিণীর অষ্টমমাসের সময় রোগীকে ক্ষীরবস্তি প্রয়োগ এবং বলকারক দ্রব্য আহার করিতে দিবে॥ ৫॥

অতিবর্দ্ধিত দোষ, ধাতু ও মলের লক্ষণ।

দোষ এবং ধাতুপ্রভৃতি স্বীয়যোনি বর্দ্ধক দ্রব্য সেবন দ্বারা বর্দ্ধিত হয় (*)। বায়ু বৃদ্ধি হইলে চর্ম্মের কৃশতা, কর্কশতা ও কৃষ্ণতা জন্মে। অপর, গাত্রস্পন্দন, উষ্ণপ্রিয়তা, অনিদ্রা, উৎসাহহানি এবং পুরীষের গাঢ়তা হয়। পিত্তবৃদ্ধি পাইলে শরীর পীত বর্ণের আভা ও সন্তাপযুক্ত হয়। এবং রোগীর শীতল বস্তুর প্রতি স্পৃহা জন্মে; নিদ্রার অল্পতা, মূর্চ্ছা, শরীর দুর্ব্বল, ইন্দ্রিয়গণের দৌর্বল্য, পুরীষ মূত্র ও চক্ষু পীতবর্ণ হয়। কফ বৃদ্ধি পাইলে শরীরের শুক্লতা, শৈত্য, গুরুতা হয়, মন এবং শরীরের অবসন্নতা, তন্দ্রা, নিদ্রা, এবং সন্ধিস্থ অস্থির বিশ্লেষণ হইয়া থাকে। রস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে বমনেচ্ছা, এবং লালাস্রাব হয়। রক্তাধিক্য হইলে শরীর ও চক্ষু রক্তবর্ণ এবং শিরাসকল রক্তে পরিপূর্ণ হয়। মাংস বৃদ্ধি পাইলে স্ফিক্ (নিতম্ব), গণ্ড, উপস্থ (লিঙ্গনাল) ওষ্ঠ, উরু, বাহু এবং জঙ্ঘাতে মাংস বৃদ্ধি হয়। এতদ্ভিন্ন শরীরের গুরুত্বও অধিক হইয়া থাকে। মেদ বৃদ্ধি হইলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল স্নিগ্ধ, উদর ও পার্শ্বদেশ বর্দ্ধিত হয়, কাস শ্বাসাদি রোগ জন্মে এবং শরীরে দুর্গন্ধ হইয়া থাকে। অস্থি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে অধ্যস্থি ও অধিদন্ত প্রভৃতি রোগ জন্মে। মজ্জা বর্দ্ধিত হইলে সর্ব্বাঙ্গের ও চক্ষুর গুরুত্ব সম্পাদিত হয়। শুক্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে অধিক পরিমাণে শুক্রস্রাব এবং শুক্রাশ্মরী রোগ হইয়া থাকে। পুরীষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে নীচপেটে (তলপেটে) বেদনা, আটোপ (গুড় গুড়াশব্দ) হয়। মূত্র বৃদ্ধি হইলে পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা বা মূত্র নির্গত, মূত্রাশয়ে বেদনা এবং উহার স্ফীততা জন্মে। স্বেদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে চর্ম্মে দুর্গন্ধ ও কণ্ডুয়ন হয়। আর্ত্তব বৃদ্ধি হইলে শরীরে বেদনা, অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব, শরীরে দুর্ব্বলতা ও গাত্রে দুর্গন্ধ

* যে বস্তু কফ বৃদ্ধি করে, তাহাই কফের যোনিবর্দ্ধক, এই নিয়মে সর্ব্বত্রই স্বযোনি-বর্দ্ধক শব্দের অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে।

জন্মিয়া থাকে। স্তন্য (স্তনদুগ্ধ) বৃদ্ধি হইলে স্তনদ্বয়ের স্থূলতা, পুনঃ পুনঃ দুগ্ধস্রাব এবং স্তনদ্বয়ে বেদনা জন্মে। গর্ভ বৃদ্ধি হইলে গর্ভকোষের (জরায়ুর) অতিশয় বৃদ্ধি এবং শোথ জন্মে। যে সকল ক্রিয়াদ্বারা এই সকল অতি বর্দ্ধিত দোষের শমতা জন্মে, সেই প্রকার সংশোধন ও সংশমন উপায় অবলম্বন করিয়া উহাদের প্রতীকার করিবে॥ ১১॥

এই সমস্ত ধাতুর মধ্যে কোনও একটী পূর্ব্ববর্ত্তী ধাতু অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইলে ক্রমশঃ তৎপরবর্ত্তী ধাতুও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সুতরাং অতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ধাতুর যথা কালে হ্রাস করাই উচিত॥ ১২॥

বলের লক্ষণ।

রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত সপ্তধাতুর পরবর্ত্তী যে তেজ পদার্থ শরীরে বিদ্যমান থাকে, তাহাকে ওজঃ বলে। সেই ওজঃ পদার্থই বল বলিয়া অভিহিত হয়।* স্বীয় শাস্ত্রের সিদ্ধান্তই ইহার প্রমাণ। বলের দ্বারা মাংসবৃদ্ধি ও মাংসের স্থিরতা সম্পাদিত হয় এবং শারীরিক ও মানসিক সমস্ত কার্য্য অপ্রতিহতভাবে সঙ্ঘটিত, বর্ণের প্রসন্নতা এবং উজ্জ্বলতা হয় এবং অন্তরেন্দ্রিয় ও বাহ্যেন্দ্রিয় স্ব স্ব কার্য্য সাধনে সমর্থ হইয়া থাকে॥ ১৩॥

ওজঃপদার্থের গুণ ও ক্ষয়ের লক্ষণ।

ওজঃধাতু সৌম্য, স্নিগ্ধ, শুক্ল, শীতল, শরীরের স্থিরতা সম্পাদক, প্রসরণশীল, শ্রেষ্ঠগুণসম্পন্ন, কোমল, পিচ্ছিল; এবং প্রাণের প্রধান স্থান; এই ওজঃ পদার্থ প্রাণিগণের অবয়বস্বরূপ, সুতরাং সমস্ত অবয়ব ব্যাপিয়া আছে। অপর এই ওজঃ পদার্থের অভাব হইলে শরীর শীর্ণ হইয়া যায়। অভিঘাত. ক্ষয়, ক্রোধ, শোক, চিন্তা, পরিশ্রম ও ক্ষুধা দ্বারা ধাতুবাহী স্রোত হইতে নিঃসৃত ও পরিচালিত হইয়া ওজঃ

* এস্থলে ওজঃ পদার্থ এবং বল, এই উভয়ের চিকিৎসার সামান্যতা বশতঃ এক পদার্থ বলা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক ইহারা পৃথক্ পদার্থ। কারণ, বেদোৎপত্তি নামক অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, আহারই প্রাণিগণের বল, বর্ণ ও ওজঃ প্রভৃতির কারণ।

পদার্থ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং শরীরিদিগের তেজ পরিচালিত হইয়া স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়ে ॥ ১৪ ॥

ক্ষয়ের তারতম্যানুসারে সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

উক্ত অভিঘাতাদি কারণে ওজঃ পদার্থের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটিলে বিস্রংস (স্থান চ্যুতি) ব্যাপন্নতা (রূপান্তর) এবং ক্ষয়, এই তিনটী অবস্থা ঘটিয়া থাকে। যথা—

বিস্রংসে (স্থানচ্যুতিতে) সন্ধিবিশ্লেষ, শরীরের দুর্ব্বলতা বাতাদি দোষের স্থানচ্যুতি, শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়ার বাধা জন্মে

ব্যাপন্নে (রূপান্তরে) শরীরের গুরুতা ও স্তব্ধতা, বাত জনিত শোথ, বর্ণভেদ (বিবর্ণতা), শরীরগ্লানি, ং সান্ধ-ইনিদ্রা. এই সমস্ত লক্ষণ ঘটিয়া থাকে। হা, এবং লালাত

ক্ষয়ে (ওজঃ ক্ষয়ে) মূর্চ্ছা (বিস্রংসকল রক্রোধ) মাংসক্ষয়, মোহ (বৈচিত্য), প্রলাপ (অসম্বন্ধভাষণ) ; এই সমস্ত লক্ষণ জন্মে। এমন কি অবশেষে মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে ॥ ১৫ ॥

বলের (ওজের) ব্যাপৎ, বিস্রংসন ও ক্ষয়, এই তিনটী দোষ ও ইহাদের লক্ষণ অব্যবহিত পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই পুনর্ব্বার সংক্ষেপ করিয়া বলা যাইতেছে। যথা—

শরীরের সন্ধিবিশ্লেষাদি, দোষবিস্রংসন (বাতাদি দোষের স্থানচ্যুতি), শ্রম (দুর্ব্বলতা), শারীকিক ও মানসিক ক্রিয়ার লাঘব, এই গুলি বলবিস্রংসের লক্ষণ।

শরীরের গুরুত্ব, স্তব্ধতা, গ্লানি, বর্ণের রূপান্তর, তন্দ্রা, নিদ্রা প্রভৃতি বলব্যাপন্নের লক্ষণ।

মূর্চ্ছা, মাংসক্ষয়, মোহ, প্রলাপ প্রভৃতি এবং পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সমস্ত ও মরণ, বলক্ষয়ের লক্ষণ।

উক্ত ত্রিবিধ অবস্থার মধ্যে বলবিস্রংস ও বলব্যাপন্নে অবিরুদ্ধগুণবিশিষ্ট ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা অর্থাৎ বাজীকরণ ও রসায়ণাদি উপায়

দ্বারা রোগীর বল বিধান করিবে। এতদ্ভিন্ন ক্ষয় লক্ষণাক্রান্ত রোগীকে পরিত্যাগ করাই বিজ্ঞ চিকিৎসকের কর্ত্তব্য।

তেজ।

তেজও আগ্নেয় পদার্থ। ক্রমশ পচ্যমান ধাতু সকল হইতে উৎপন্ন শরীরাভ্যন্তরস্থ রসাখ্য স্নেহপদার্থই তেজ বলিয়া অভিহিত। উক্ত বসা স্ত্রীজাতির শরীরে অধিক পরিমাণে আছে বলিয়া উহাদের শরীরের মৃদুতা, সৌকুমার্য্য; রোমের অল্পতা ও কোমলতা উৎসাহ-দৃষ্টি, শরীরের স্থিরতা, শক্তি (পরিপাক শক্তি) কান্তি ও দীপ্তি জন্মিয়া থাকে। তিক্ত, কষায়, শৈত্য, রুক্ষ ও বিষ্টম্ভী * বস্তু সেবন; মল ও মূত্রাদির বেগধারণ, স্ত্রীসংসর্গ, ব্যায়াম ও ব্যাধির পীড়নে তেজঃপদার্থ বিকৃত হইয়া থাকে। তেজের বিস্রংসন (স্থান চ্যুতি) ঘটিলে শরীরের কর্কশতা, বিবর্ণতা, শরীর-বেদনা, এবং নিষ্প্রভতা জন্মে। তেজের ব্যাপত্তি সংঘটিত হইলে শরীরের কৃশতা ও অগ্নিমান্দ্য জন্মে এবং ধাতু শরীর হইতে অধঃ ও তির্য্যক্‌ভাবে পতিত হয়। তেজের ক্ষয় অর্থাৎ স্বপ্রমাণাপেক্ষা ন্যূন হইলে দর্শনশক্তি ও অন্তরাগ্নির হ্রাস এবং বলের হানি হয়, বায়ুর প্রকোপ জন্মে, অবশেষে মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিয়া থাকে। এই ক্ষয়েও স্নেহ (ঘৃত তৈলাদি) পান, অভ্যঙ্গ (মালিস), প্রলেপ, পরিষেক, স্নিগ্ধ ও লঘু-দ্রব্য সেবন করা ব্যবস্থেয়॥ ১৬॥

যাহাদের শরীরস্থ দোষ (বায়ু, পিত্ত, কফ) ধাতু (রস রক্তাদি) মল বা বল ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই সেই ব্যক্তি স্বযোনিবর্দ্ধক অন্ন পানাদি অভিলাষ করিয়া থাকে। অর্থাৎ বাতক্ষীণ ব্যক্তির বাত বর্দ্ধক অন্ন পানাদিতে, পিত্তক্ষীণ ব্যক্তির পিত্তপোষণ দ্রব্যে, কফক্ষীণ ব্যক্তির কফ বর্দ্ধক বস্তুতে, মলক্ষীণ ব্যক্তির মলপোষণ দ্রব্যে এবং বলক্ষীণ

* যে সমস্ত বস্তু সেবন করিলে পাকাশয় স্তম্ভিত হয় এবং মল মূত্রাদি যথোচিতরূপে বহির্গত হয় না, তাহাদিগকে বিষ্টম্ভী দ্রব্য বলে।

ব্যক্তির বলকারক বস্তুতে অভিলাষ জন্মে। ক্ষীণ ব্যক্তি যে যে আহার দ্রব্যে অভিলাষ করে, সেই সেই আহার দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে ক্ষীণতা হইতে মুক্ত হইতে পারে।

যাহার ধাতুক্ষয় প্রযুক্ত বায়ু, চৈতন্য ও শারীরিক ক্রিয়া বিনষ্ট হইয়াছে, কিম্বা যাহার বল সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি অচিকিৎসনীয় ॥ ১৭ ॥

স্থূলতার কারণ ও চিকিৎসা।

রসই শরীরের স্থূলতা এবং কৃষতার কারণ। অধিকাংশ সময়েই ক্ষার রস শূন্য কফপ্রধান বস্তু ভোজন, ভুক্তদ্রব্য পরিপাক না হইতে পুনর্ব্বার আহারগ্রহণ, ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম হইতে বিরত এবং দিবানিদ্রায় রত থাকা, এই সমস্ত কারণে ভুক্তদ্রব্য সম্যক্‌রূপে পরিপাক পায় না। সুতরাং সেই সমস্ত অপক্ক অন্নরস সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হইয়া স্নেহাধিক্য বসত মেদ বর্দ্ধন করিতে থাকে। তজ্জন্য শরীরের অত্যন্ত স্থূলতা জন্মিয়া থাকে। অত্যন্ত স্থূলব্যক্তির ক্ষুদ্রশ্বাস (অল্পপরিশ্রমে হাঁপধরা) পিপাসা, ক্ষুধা, নিদ্রাধিক্য, ঘর্ম্মাধিক্য, গাত্র দৌর্গন্ধ্য, নিদ্রাকালে ঘর্ ঘর্ শব্দ, এবং গদ্গদভাষিতা প্রভৃতি লক্ষণ জন্মিয়া থাকে। মেদ ধাতুর কোমলতা হেতু মেদস্বী ব্যক্তি পরিশ্রমের কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। কফ ও মেদ দ্বারা স্রোত সমূহ রুদ্ধ হওয়াতে স্ত্রীসংসর্গে পটুতা থাকে না এবং অন্যান্য ধাতুরও যথোচিত পুষ্টিসাধন হয় না। প্রায়শ ধনীব্যক্তিগণ মেদস্বী হইয়া দুর্ব্বল হয়। এবং উহাদিগকে প্রমেহ, পিড়কা (ব্রণবিশেষ) জ্বর, ভগন্দর, বিদ্রধি ও বাতজনিত রোগ আসিয়া আক্রমণ করিয়া পরিশেষে মৃত্যুশয্যায় শায়িত করিয়া থাকে। ইহাও দেখা যায় যে মেদযুক্ত ব্যক্তির যে রোগই উৎপন্ন হউক, তাহাই বলবান হইয়া থাকে। তাহার কারণ স্রোত সকল মেদ দ্বারা রুদ্ধ থাকে। সুতরাং রোগের মূলীভূত কারণ স্বরূপ মেদধাতুর উৎপত্তির নিদান ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। স্থূলতা উৎপন্ন হইলে শিলাজতু, গুগ্‌গুল, গোমূত্র, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া,

জারিতলৌহ, রসাঞ্জন, মধু, যব, মুগ, কোরদূষ শ্যামাক (ধান্যবিশেষ) এবং উদ্দালক প্রভৃতি মেদ বিনাশক ও স্রোত বিশোধক দ্রব্য রোগিকে যথাবিধি সেবন করিতে দিবে, এবং ব্যায়াম ও লেখন-বস্তি* দ্বারা মেদ ধাতুর শমতা করিবে ॥ ১৮ ॥

কৃশতার কারণ।

নিরন্তর বাতবর্দ্ধক দ্রব্য সেবন, অতিশয় পরিশ্রম, অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ, অধিক অধ্যয়ন, ভয়, শোক, চিন্তা দ্বারা আকুল হওয়া, রাত্রি-জাগরণ, ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করণ, কষায় বস্তু সেবন, অল্প আহার ইত্যাদিরূপ কারণে উপশোষিত (রুক্ষভাব ও শুষ্কতা প্রাপ্ত) রসধাতু সম্যক্‌রূপে শরীরকে পোষণ করিতে সমর্থ হয় না বলিয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করিতে পারে না। সুতরাং শরীর অত্যন্ত কৃশ হইয়া পড়ে। অতি কৃশ ব্যক্তি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীতল বা উষ্ণ বায়ু, বর্ষা ও ভারাদি সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। সর্ব্বদা বাতরোগাক্রান্ত হইয়া দুর্ব্বলতানিবন্ধন কার্য্য করণে অক্ষম হয়। এমন কি ? অতি কৃশব্যক্তি কাস, শ্বাস, ক্ষয়রোগ, প্লীহা, উদররোগ; অগ্নিমান্দ্য, গুল্ম, রক্তপিত্ত এই সমস্ত রোগের মধ্যে কোনও রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়। পরন্তু দুর্ব্বলতানিবন্ধন সমস্ত রোগই ভীষণরূপ ধারণ করিয়া থাকে। অতএব যে যে কারণে শরীরের কৃশতা জন্মে, সেই সমস্ত কারণ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

কৃশতার চিকিৎসা

কৃশতা জন্মিলে ক্ষীরকাকোলী, অশ্বগন্ধা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ভূমি আমলকী, শতমূলী, বেড়েলা বা বাইরকলী, অতিবলা, (পীতবেড়েলা) নাগবলা (গোরকচাউলা) ; এবং অন্যবিধ মধুর দ্রব্য উপযুক্ত পরিমাণে লইয়া দুগ্ধের সহিত পাক্ করিয়া কৃশব্যক্তিকে পান করিতে দিবে। আহারার্থ দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মাংস, শালিতণ্ডুল, ষষ্ঠিকতণ্ডুল, যব, গোধূম ব্যবস্থা

* লেখন বস্তির বিষয় চিকিৎসিত স্থানে বর্ণিত হইবে।

করিবে। দিবানিদ্রা, ব্রহ্মচর্য্য ও অব্যায়াম (পরিশ্রম হইতে বিরত থাকা), উহার পক্ষে প্রশস্ত; অপর, পোষক ঘৃত ও তৈলাদি দ্বারা বস্তিকর্ম্মও করা উচিত ॥ ১৯ ॥

বলবান্ হওয়ার উপায়।

যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকার স্থূলতা সম্পাদক ও কৃশতাজনক আহারাদি বা উপায় অবলম্বন করে, তাহার অন্নরস (আহার রস) শরীরে সঞ্চারিত হইয়া সমস্ত ধাতুরই সমভাবে পোষণ করিয়া থাকে। সুতরাং ঈদৃশ ব্যক্তি সমধাতুত্ব বশতঃ অতিস্থূল বা অতিকৃশ না হইয়া মধ্যশরীর বিশিষ্ট হয়; এবং সর্ব্বপ্রকার কার্য্যসাধনে সক্ষম হয়। পরন্তু শীতোষ্ণ, ক্ষুৎ পিপাসা, বর্ষা ও আতপে অভিভূত হয় না। প্রত্যুত এবম্বিধ ব্যক্তি অন্যান্যাপেক্ষা বলবানই হইয়া থাকে। সুতরাং মধ্যম শরীর সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষাকরা উচিত ॥ ২০ ॥

যে সমস্ত ব্যক্তি অতিকৃশ বা অতি স্থূল, তাহারা নিতান্তই অকর্ম্মন্য। মধ্যশরীর বিশিষ্ট ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। কৃশব্যক্তিও স্থূলব্যক্তি হইতে অপেক্ষাকৃত, প্রশংসনীয়। যেমন প্রজ্বলিত বহ্নি পাত্রস্থ জলকে শোষণ করে, সেই রূপ দোষ (বায়ু পিত্ত ও কফ), স্বকীয় তেজদ্বারা ধাতুসকল (রসরক্তাদি) বিনাশ করিয়া থাকে। শরীরের পরিবর্ত্তন ও অস্থায়িত্ব হেতু দোষ, ধাতু ও মলের পরিমাণ নিরূপিত হইতে পারে না। অতএব চিকিৎসক সুস্থলক্ষণ দ্বারা দোষাদির সমতা নির্দ্ধারণ করিবেন। কারণ, কোন্ সময়ে দোষ, ধাতু ও মলের সমতা হয়, তাহা শরীরের সুস্থতার লক্ষণ ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। বিজ্ঞ চিকিৎসক ইন্দ্রিয়ের অপ্রসন্নতা প্রভৃতি দর্শন করিয়া অনুমানে দোষাদির অসমতা নির্ণয় করিবেন ॥ ২১ ॥

স্বাস্থ্যের লক্ষণ।

যে ব্যক্তির দোষের (বায়ু, পিত্ত ও কফের) ও অগ্নির সমতা আছে, যাহার ধাতু ও মল সমভাবে স্বস্ব কার্য্য করিতে থাকে, এবং আত্মা, ইন্দ্রিয়, ও মন প্রসন্ন থাকে, সেই ব্যক্তিই সুস্থ বলিয়া অভিহিত।

চিকিৎসকের কর্ত্তব্য।

বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক সুস্থব্যক্তির স্বাস্থ্যরক্ষা, অসুস্থ ব্যক্তির আরোগ্য পর্য্যন্ত দোষ, ধাতু ও মলের প্রয়োজনানুসারে ক্ষীণতা ও পোষকতা করিবেন॥ ২২॥

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

কর্ণব্যধন ও কর্ণবন্ধন বিধি।

অলঙ্কার পরিধানার্থ বালক বালিকাদিগের কর্ণ বিদ্ধ করা হইয়া থাকে। ষষ্ঠ বা সপ্তম মাসের অর্থাৎ মাঘ বা ফাল্গুনমাসে * শুক্লপক্ষে প্রশস্ত তিথি, করণ (ব্যবকরণাদি) মুহূর্ত্ত, ও প্রশস্ত নক্ষত্র সমন্বিত দিবসে বলি (দেবতোদ্দেশ্যে নৈবিদ্যাদি উপহার) মঙ্গল ও স্বস্তি বাচন করিয়া ধাত্রীর ক্রোড়দেশে বালক বা বালিকাকে উপবেশন করাইবে। বালককে খেলার বস্তু দ্বারা প্রলোভিত করিয়া শান্ত্বনা করিবে। তদনন্তর চিকিৎসক আপন বামহস্তে বালকের কর্ণ আকর্ষণ করিয়া দেখিবেন যে, কর্ণের যেস্থান এত পাতল যে অপর পার্শ্বস্থ সূর্য্যের কীরণ দৃষ্ট হয়, সেই দৈবকৃত ছিদ্রপথে সূচী দ্বারা ধীরে ধীরে দক্ষিণ হস্তে বিদ্ধ করিবেন। কর্ণ অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হইলে আরানামক অস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ করিতে হয়। বালকের দক্ষিণ ও বালিকার বাম কর্ণ প্রথম বিদ্ধ করিবে। তৎপরে বিদ্ধস্থানে পিচুবর্ত্তি (সূত্রবর্ত্তি) প্রবিষ্ট

* আয়ুর্ব্বেদ মতে সচরাচর ভাদ্রমাস হইতে বৎসর গণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং ষষ্ঠ ও সপ্তম মাস দ্বারা মাঘ ও ফাল্গুন এই মাসদ্বয়ই পরিগ্রহীত হইয়া থাকে।

করিয়া সেইস্থানে বিদ্ধ না হইলে অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হয় এবং অত্যন্ত বেদনা জন্মে। নির্দ্দিষ্টস্থান বিদ্ধ হইলে উক্ত প্রকার রক্তস্রাবাদি উপদ্রব ঘটে না॥ ১॥

অজ্ঞব্যক্তি দ্বারা যদৃচ্ছাক্রমে কর্ণস্থ * কালিকা, মর্ম্মরিকা, এবং লোহিতিকা নামক শিরা বিদ্ধ হইলে নানাবিধ উপদ্রব সংঘটিত হইয়া থাকে। কালিকা বিদ্ধ হইলে জ্বর, বিদ্ধস্থানে জ্বালা, এবং বেদনা হইয়া থাকে। মর্ম্মরিকা বিদ্ধ হইলে বেদনা, জ্বর ও গ্রন্থিরোগ জন্মে। লোহিতিকা বিদ্ধ হইলে মন্যাস্তম্ভ, অপতানক, মস্তকবেদনা ও কর্ণশূল উপস্থিত হয়। এই সমস্ত উপদ্রব ঘটিলে তত্তৎ রোগের চিকিৎসা দ্বারা উহাদের প্রতীকার করিবে। পরন্তু অমনোজ্ঞ ও অপ্রশস্ত সূচীর দোষে এবং স্থূলবর্ত্তির দোষে কিংবা যথোক্ত স্থানে বিদ্ধ না হইলে শোথ ও বেদনা দ্বারা বিদ্ধব্যক্তি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া থাকে। এরূপাবস্থায় বর্ত্তি শীঘ্রব হিষ্কৃত করিয়া যষ্টিমধু, এরণ্ডমূল, মঞ্জিষ্ঠা, যব ও তিল, এই সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া তাহাতে ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া বিদ্ধস্থানে প্রলেপ দিবে। এই প্রলেপে বিদ্ধস্থান শুষ্ক হইলে পর, পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে পুনঃ বিদ্ধ করিবে। তিন তিন দিবস পরে ক্রমশ স্থূল বর্ত্তি প্রবেশ করাইয়া দিবে, এবং আমতৈল (অপক্ব তৈল) সিঞ্চন করিবে। ক্ষত এইরূপে দোষ ও উপদ্রব হইতে মুক্ত হইলে ছিদ্র বর্দ্ধনার্থ লঘুবর্দ্ধনক † ধারণ করিবে॥ ২॥

এইরূপে কর্ণের ছিদ্র বিশেষরূপ বর্দ্ধিত হইলে, বাত, পিত্ত ও কফাদি কিম্বা তদ্ঘটিত কোনও রোগের শক্তিতে, অথবা কর্ণে কোন রূপে আঘাত প্রাপ্ত হইলে কর্ণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যাইতে পারে। কিরূপে সেই বিভক্ত স্থানের সন্ধিবন্ধন করা যাইতে পারে, তাহার উপায় বর্ণিত হইতেছে।

---

* কালিকাদি শিরার বিবরণ শারীর স্থানে বিবৃত হইবে।

† কর্ণের দোষবিশেষে অপামার্গ (আপাঙ), নিম্ব, কার্পাস প্রভৃতির কাষ্ঠ বা সীসকাদি নির্ম্মিত কর্ণালঙ্কারকে লঘুবর্দ্ধনক কহে।

কর্ণবন্ধনের আকৃতি।

কর্ণবন্ধনের আকৃতি সংক্ষেপতঃ পঞ্চদশ প্রকার। যথা ১ নেমিসন্ধানক, ২ উৎপলভেদ্যক, ৩ বল্লূরক, ৪ আসঙ্গিম, ৫ গণ্ডকর্ণ, ৬ আহার্য্য, ৭ নির্ব্বেধিম, ৮ ব্যাযোজিম, ৯ কপাটসন্ধিক, ১০ অর্দ্ধকপাটসন্ধিক, ১১ সংক্ষিপ্ত, ১১ হীনকর্ণ, ১৩ বল্লীকর্ণ, ১৪ যষ্টিকর্ণ, ১৫ কাকৌষ্ঠ। নেমিসন্ধানক—ছিন্ন কর্ণলতিকাদ্বয় বিস্তীর্ণ, দীর্ঘ ও সমভাবে বন্ধনের নাম নেমিসন্ধানক। উৎপলভেদ্যক—ছিন্নকর্ণলতিকাদ্বয়কে বৃত্তাকার, দীর্ঘ ও সমভাবে বন্ধনকে উৎপলভেদ্যক কহে। বল্লূরক—ছিন্নকর্ণলতিকাদ্বয়কে হ্রস্ব, বৃত্তাকার ও সমান করিয়া বন্ধনকে বল্লূরক বলাযায়। আসঙ্গিম—অভ্যন্তর দীর্ঘাকার-বিশিষ্ট যে কর্ণলতিকা, তাহা ছিন্ন হইলে, বাহ্যপালিমূলে যে বন্ধন করা হয়, তাহাকে আসঙ্গিম কহে। গণ্ডকর্ণ—কপোলমাংস কর্ত্তন করিয়া দীর্ঘাকার বাহ্যপালিতে সংলগ্নপূর্ব্বক বন্ধনকে গণ্ডকর্ণ বলে। আহার্য্য—কর্ণলতিকা অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইলে উভয় গণ্ডপ্রদেশ হইতে সানুবন্ধ মাংস আহরণপূর্ব্বক বন্ধন করাকে আহার্য্য কহে। নির্ব্বেধিম—যাহার কর্ণলতিকাদ্বয় মূলের সহিত ছিন্ন হইয়াযায়, সেই পীঠোপমপালিকে কর্ণপত্রিকার উপরে ছিদ্র করিয়া তৎসহযোগে বন্ধনের নাম নির্ব্বেধিম। ব্যাযোজিম—স্থূলতা এবং ক্ষুদ্রতাবশতঃ যাহার কর্ণলতিকাদ্বয় অসম, তাহা উল্লেখন করিয়া নানাবিধ উপায়ে বন্ধন করাকে ব্যাযোজিম বলা যায়। কপাটসন্ধিক—দীর্ঘাকার অভ্যন্তর কর্ণলতিকাকে অপর ক্ষুদ্র কর্ণলতিকার সহিত সংলগ্ন করিয়া কপাটের ন্যায় মিলনপূর্ব্বক বন্ধনের নাম কপাটসন্ধিক। অর্দ্ধকপাটসন্ধিক—দীর্ঘাকার বাহ্যপালিকে অপর ক্ষুদ্র পালি সহ অভ্যন্তর প্রদেশ মিলন করিয়া অর্দ্ধকপাটবৎ যে বন্ধন করা হয় তাহাকে অর্দ্ধকপাটসন্ধিক কহে। এই দশ প্রকার কর্ণবন্ধন সাধ্য *। উহাদের আকৃতি স্বস্ব নাম দ্বারাই কথঞ্চিৎ

* এই দশপ্রকার বন্ধন যোগ্য যে সমস্ত কর্ণভেদ জনিত রোগ, সমস্তই বিধিপূর্ব্বক বন্ধনে প্রশমিত হয় বলিয়া উক্ত দশ প্রকার বন্ধনকে সাধ্য বলা যায়।

পরিমাণে অনুমান করিয়া লওয়া যায়। সংক্ষিপ্তাদি পাঁচপ্রকার বন্ধন অসাধ্য। তন্মধ্যে যাহার শষ্কুলি (কর্ণছিদ্র) শুষ্ক, পালি স্ফীত, অপর পালি ক্ষুদ্র, তাহাকে সংক্ষিপ্ত কহে। যে কর্ণপালি যথাস্থানে অবস্থিত নহে এবং গণ্ড ও বাহ্যদিগের মাংসের ক্ষীণতা হয়, তাহাকে হীনকর্ণ বলাযায়। যে কর্ণলতিকাদ্বয় সূক্ষ্ম বা পাতলা, অসম ও ক্ষীণমাংস, তাহাকে বল্লীকর্ণ কহে। যে কর্ণলতিকা গ্রথিত-মাংসবিশিষ্ট, স্তব্ধশিরা দ্বারা আচ্ছাদিত এবং সূক্ষ্ম, তাহার নাম যষ্টিকর্ণ। যে কর্ণলতিকার মাংস শুষ্ক, পালির অগ্রভাগ সূক্ষ্ম, অথচ রক্তহীনতা লক্ষিত হয়, তাহাকে কাকৌষ্ঠকপালি বলা যায়। এই পাঁচপ্রকার কর্ণলতিকা বিধি-পূর্ব্বক বন্ধন করিলেও শোথ, জ্বালা, পক্বতা, রক্তিমা, পীড়কা (স্ফোটক), এবং রসরক্তাদির স্রাব হইয়া থাকে। সুতরাং উহাদের কোন উপায়েই শান্তি হয় না। ৩।

যাহার কর্ণলতিকাদ্বয় কর্ণসংযুক্ত নহে, তাহার কর্ণপীঠের ঠিক মধ্যস্থলে বিদ্ধ করিয়া বর্দ্ধিত করিবে। বাহ্যলতিকা দীর্ঘ হইলে অভ্যন্তর সন্ধি করিবে, এবং অভ্যন্তরলতিকা দীর্ঘ হইলে বাহ্যসন্ধি বিধান করিবে। যাহার কর্ণে একটীমাত্র লতিকা, কিন্তু তাহা যদি অত্যন্ত স্থূল, বিস্তৃত ও দৃঢ় হয়, তাহা হইলে উহাকে দুইভাগে উৎপাটিত (চিড়িয়া) করিয়া ছেদনপূর্ব্বক উপরিভাগে সংলগ্ন করিয়াদিবে। যাহার কর্ণলতিকা নাই, তাহার গণ্ডপ্রদেশ হইতে সরক্তমাংস উৎপাটিত করিয়া তদ্দ্বারা লতিকা প্রস্তুত করিয়া দিবে। ৪।

কর্ণবন্ধন-প্রণালী।

কোনও রূপ কর্ণবন্ধন করিতে হইলে চিকিৎসক অগ্রোপহরণীয় অধ্যায়োক্ত যন্ত্র-শস্ত্রাদি, বিশেষতঃ সুরামণ্ড, দুগ্ধ, জল, ধান্যাম্ল এবং মৃণ্ময়পাত্রখণ্ডচূর্ণ সংগ্রহ করিয়া বন্ধনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। বন্ধনার্থ সমাগত স্ত্রী কিম্বা পুরুষ, উভয়েরই কেশগুচ্ছ এইরূপে সুরক্ষিত বা রুদ্ধ হওয়া উচিত যেন কার্য্যকালে উহাতে কোনরূপ বাধা না জন্মায়। এস্থলে ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে বন্ধ্যব্যক্তিকে পূর্ব্বদিবসে লঘুভো-

জন করাইয়া রাখিতে হইবে। তদনন্তর হিতকারী যোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক রোগী ধৃত হইলে, ছেদ্য, ভেদ্য, লেখ্য ও ব্যধন কার্য্যের উপকরণ সমন্বিত চিকিৎসক কর্ণশোণিত পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। কারণ, উক্ত শোণিত দুষ্ট কি অদুষ্ট। শোণিত বাতদুষ্ট হইলে ধান্যাম্ল ও উষ্ণজলদ্বারা, পিত্তদুষ্ট হইলে শীতলজল ও দুগ্ধদ্বারা, কফদুষ্ট হইলে সুরামণ্ড ও উষ্ণজল দ্বারা কর্ণ ধৌত করিবে। তৎপরে ছিন্নপালি সম্পূর্ণরূপে পুনর্ব্বার অবলেখন করিয়া অনুন্নত, সম ও সম্পূর্ণরূপে যথাস্থানে সন্নিবেশপূর্ব্বক যাহাতে রক্তস্রাব বন্ধ হয়, এরূপভাবে সন্ধান করিবে। তদনন্তর যষ্টিমধুর কল্ক সন্ধিস্থানে স্থাপন করিয়া তদুপরি তুলা রাখিয়া বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক সূত্রদ্বারা নাতি দৃঢ় ও নাতিশিথিলভাবে বন্ধন করিবে। বন্ধনের পরে মৃণ্ময়পাত্রখণ্ড চূর্ণ চতুর্দ্দিকে ম্রক্ষণ করিয়া (মালিশ করিয়া) দিবে। এইরূপে বন্ধনকার্য্য সম্পন্ন হইলে রোগীকে যথাবিধি আহার বিহারের উপদেশ দিবে এবং দ্বিব্রণীয় অধ্যায়োক্ত বিধানানুসারে চিকিৎসা করিতে থাকিবে ॥ ৫ ॥

উক্ত রোগী কর্ণসন্ধিস্থান সঞ্চালন, দিবানিদ্রা, ব্যায়াম, অতিভোজন, স্ত্রীসংসর্গ, অগ্নিসন্তাপ, এবং অধিক কথা বলা পরিত্যাগ করিবেন। তিন দিবস পর্য্যন্ত কাঁচা তিলতৈল কর্ণসন্ধিস্থানে সিঞ্চন করিবে, তিনদিবস পরে তিলতৈল দ্বারা তুলা আর্দ্রকরিয়া উঠাইয়া ফেলিবে। কিন্তু রক্ত পরিষ্কৃত না হইলে, কিম্বা রক্তপরিষ্কৃত হইয়াও রক্তস্রাব নিবারিত না হইলে, অথবা রক্তের ক্ষীণতা লক্ষিত হইলে ক্ষত শুষ্ক করা উচিত নহে। কারণ, বাতদুষ্ট শোণিতসহ ক্ষত শুষ্ক করিলে মিশ্রকাধ্যায়োক্ত পরিপুটন নামক রোগ জন্মিয়া থাকে। পিত্তদুষ্ট শোণিতের সহিত ব্রণশুষ্ক করিলে ক্ষতস্থানে জ্বালা, পাক, রক্তিমা, এবং বেদনা জন্মে। কফদুষ্ট রক্তসহ শুষ্ক করিলে ক্ষতে স্তম্ভিতভাব, কণ্ডুয়ন উপস্থিত হয়। অতিমাত্র রক্তস্রাব থাকিতে ক্ষত শুষ্ক করিলে অত্যন্তশোথ ও ক্ষত শ্যামবর্ণ বিশিষ্ট হয়। ক্ষীণরক্তাবস্থায় শুষ্ক করিলে মাংসের অল্পতা ও কর্ণলতিকা বর্দ্ধিত হয় না। যে সময় দেখিবে যে সন্ধিস্থান উত্তমরূপে শুষ্ক,

উপদ্রব সকল দূরীভূত হইয়া স্বাভাবিক বর্ণ ধারণ করিয়াছে, সেই সময় কর্ণলতিকা অল্পে অল্পে বৃদ্ধি করিতে থাকিবে। উক্ত লক্ষণ প্রকাশিত না হইতেই বৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইলে লতিকাতে শোথ, জ্বালা, পাক, রক্তিমা ও বেদনা জন্মে, এমন কি পুনর্ব্বার ছিন্নও হইতে পারে। অতএব সম্যক্ শুষ্ক হইলে পালিবর্দ্ধনার্থ এই সমস্ত বস্তুসহ তৈলপাক করিয়া ম্রক্ষণ করিবে। বস্তু সকল যথা—গোধা, প্রতুদা, বিষ্কিরা, আনূপ ও ঔদকপ্রাণীর বসা, এবং মজ্জা, দুগ্ধ, ঘৃত, শ্বেতসর্ষপতৈল; এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে যাহা যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা গ্রহণ করিবে, এবং আকন্দ (আকন) শ্বেত আকন্দ, বেড়েলা, (বাইরকলি) অতিবলা (গোরক্ষচাউলা), অনন্তমূল, অপামার্গ, অশ্বগন্ধা, বিদারিগন্ধা (শালপর্ণী বা শালানী), ক্ষীরশুক্লা (ক্ষীরকাকোলী), জলশূক (জলনীলিকা নামক জলস্থ রোমযুক্ত বিষাক্ত কীটবিশেষ) এবং মধুরবর্গ (কাকোল্যাদিগণ); এই ঔষধগুলি কল্ক করিয়া তৈল পাক করিবে। উক্ত তৈল কর্ণপালিতে মালিশ করিলে কর্ণপালি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

কর্ণ স্বেদিত ও বর্দ্ধিত হইলে নিম্নলিখিত স্নেহদ্রব্য ব্যবহার করিলে সমুদয় উপদ্রবের শান্তি হইয়া কর্ণ সম্যক্ রূপে দৃঢ় ও বর্দ্ধিত হইবে। যব, অশ্বগন্ধা, যষ্টিমধু ও তিল, এই সমস্ত দ্রব্য বাটিয়া কর্ণে লেপন বা ঘর্ষণ করিবে। কিম্বা শতমূলী ও অশ্বগন্ধার কল্ক, কল্কের চতুর্গুণ তৈল ও তৈলের চতুর্গুণ দুগ্ধ; এই সকল বস্তু দ্বারা যথাবিধি তৈল পাক করিয়া মালিশ করিতে দিবে। অথবা পয়স্যা (অর্কপুষ্পী) এরণ্ডমূল ও জীবনীয়গণ (কাকোল্যাদিগণোক্ত দ্রব্য) কল্ক করিয়া দুগ্ধের সহিত তৈল পাক করিয়া মালিশ করিতে দিবে। পূর্ব্বোক্ত উপায় অবলম্বিত হইলেও যদি কর্ণ-বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে কর্ণের অপাঙ্গদেশ (কর্ণপত্রিকা নিম্নদেশ) ঈষৎ পরিমাণে ছেদন করিবে। কিন্তু যদি কর্ণের বাহ্য প্রদেশ ছিন্ন হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই নানাবিধ উপদ্রব সঙ্ঘটিত হইবে। কর্ণবন্ধনের পর কিঞ্চিৎ শুষ্ক হওয়ামাত্রেই যদি কোন ব্যক্তি কর্ণলতিকা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে

অভ্যন্তরভাগ সম্যক্‌রূপে শুষ্ক না হওয়াতে অপক্ক কোশীর ন্যায় স্ফীত হইয়া শীঘ্রই সন্ধি স্খলিত হইয়া যায়। অতএব অসময়ে বৃদ্ধি না করিয়া এইরূপাবস্থায় অর্থাৎ যে কর্ণলতিকায় রোমের উদ্গম হইয়াছে, এবং ছিদ্রপথ সম্যক্‌রূপ সুন্দর ও সন্ধিস্থান উত্তমরূপে সংলগ্ন হইয়াছে। অথচ নিম্নতা ঔন্নত্যাদি কোনও দোষ ঘটে নাই। অপর, দৃঢ়, বাহ্য ও অভ্যন্তর শুষ্ক এবং বেদনা রহিত, সেই কর্ণ যত্নের সহিত বৃদ্ধি করিবে ॥ ৭ ॥

কার্য্যকুশল ব্যক্তির নিকট কর্ণবন্ধনের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা নাই। কারণ, যে স্থানে যেরূপ বন্ধনের প্রয়োজন হয়, সেই স্থানে তাহাই করা উচিত।

হে সুশ্রুত! মনুষ্যের কর্ণ তলিকাতে যে সমস্ত রোগ জন্মে, তাহা পুনঃ বর্ণন করিতেছি;—বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রত্যেকটী, দুইটী বা তিনটীই কর্ণলতিকাতে প্রকুপিত হইয়া নানাবিধ রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। বায়ু প্রকুপিত হইলে লতিকাতে বিস্ফোটক, স্তব্ধতা ও শোথ জন্মে। পিত্ত প্রকুপিত হইয়া জ্বালা, বিস্ফোটক, শোথ ও কর্ণপাক উৎপাদন করে। কফ প্রকুপিত হইয়া কণ্ডু, শোথ, স্তব্ধতা ও গুরুত্ব জন্মায়। এই সমস্ত রোগ উপস্থিত হইলে দোষানুযায়ী সংশোধন করিয়া স্বেদ, অভ্যঙ্গ, পরিষেক, প্রলেপ ও রক্তমোক্ষণ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। মৃদুক্রিয়া ও পোষক আহারের দ্বারা রোগীর বলবিধান করিবে। যিনি এই সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহাদ্বারাই চিকিৎসা করা রোগীর সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কর্ণপালিতে যে সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহাদের লক্ষণের সহিত নাম বর্ণন করা যাইতেছে। যথা উৎপাঠক, উৎপুটক ও শ্যাবরোগ জন্মিলে লতিকা অত্যন্ত কণ্ডুযুক্ত হয়। অবমন্থ, গ্রন্থিক, এবং জম্বুল রোগ হইলে লতিকাতে অত্যন্ত কণ্ডু, জ্বালা, এবং স্রাব জন্মে উহাদের প্রতীকারার্থ নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া ও ঔষধ প্রয়োগ করিবে। উৎপাঠক রোগে আপাঙ, ধুনা (ধূপ), পারুলি, লকুচের (ডেউয়া বা মাদারের) ছাল, একত্র বাটীয়া প্রলেপ দিবে। এবং উক্ত ঔষধ সহযোগে তৈল পাক করিয়া মালিশ করিতে দিবে। উৎপুটক রোগে

সম্পাক (সোঁদাইল বা কানাইর লড়ি), শোভাঞ্জন (শজিনা), পুতীক (পুঁইশাক); গোধার বসা বা মেদ; শূকর, গো, অথবা হরিণের পিত্ত ও ঘৃত, একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। কিংবা এই সমস্ত দ্রব্য সহযোগে তৈল পাক করিয়া মালিশ করিতে দিবে। শ্যাবরোগে গৌরী (হরিদ্রা) শ্যামলতা, অনন্তমূল, সুগন্ধা (রাস্না) এবং তণ্ডুলীয়ক (বিড়ঙ্গ), এই ঔষধগুলি দ্বারা প্রলেপ দিবে, এবং উহাঁদের সহিত তৈলপাক করিয়া মালিশ করিতে দিবে। সকণ্ডুক রোগ জন্মিলে আকনদ (আকান্দ), রসাঞ্জন, মধু ও উষ্ণকাঁজী একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ এবং উহাদ্বারা তৈলপাক করিয়া মালিশার্থ প্রয়োগ করিবে। যদি কর্ণরোগ ব্রণের ন্যায় (ক্ষতের ন্যায়) হইয়া দাড়ায়, তাহা হইলে অভিজ্ঞ চিকিৎসক যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী ও জীবকাদিগণোক্ত দ্রব্যসাধিত তৈল দ্বারা ব্রণরোপণ অর্থাৎ ক্ষত শুষ্ক করিবেন। কৃতবংহণ হইলে গোধা, শূকর এবং সর্পের বসা প্রয়োগ করিবে। অবমন্থক হইলে প্রপৌণ্ডরী (পুণ্ডরীয়াকাষ্ঠ), যষ্টিমধু, সমঙ্গা (বরাহক্রান্তা বা মঞ্জিষ্ঠা), এবং ধব (বৃক্ষবিশেষ) এই সকল ঔষধ বাটীয়া প্রলেপ দিবে, এবং উহাদ্বারা তৈলপাক করিয়া মালিশ করিতে দিবে। কণ্ডূমানক রোগে সহদেবা (দণ্ডোৎপল), বিশ্বদেবা (গোরকচাউলা), ছাগদুগ্ধ ও সৈন্ধব একত্র করিয়া প্রলেপ দিবে। এবং ঐ সকল ঔষধ সহযোগে তৈলপাক করিরা প্রয়োগ করিতে দিবে। গ্রন্থিরোগে প্রথমত গুটিকা স্রাবিত করিবে। পরে সৈন্ধবচূর্ণ দ্বারা প্রলেপ দিবে। জম্বুলরোগে অস্ত্রদ্বারা অবলিখিত করিয়া লোধ্রচূর্ণ দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। তৎপর দুগ্ধদ্বারা ধৌত করিয়া ক্রমশ পরিষ্কৃত হইলে শুষ্ক করিবে। কর্ণস্রাব রোগে মধুপর্ণী (গুলঞ্চ বা গুড়ূচী), যষ্টিমধু, দেবদারু এই সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে, এবং উহাদের সহযোগে তৈলপাক করিয়া মালিশার্থ প্রয়োগ করিবে। দহ্যমান নামক রোগে যষ্টিমধু ও পঞ্চবল্কল অর্থাৎ বট, যজ্ঞডুমুর, প্লক্ষ (পাকুড়), অশ্বত্থ, কপিতন (আমড়া বৃক্ষ); এই সকলের

ছাল বাটিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া অথবা জীবকাদিগণোক্ত দ্রব্য ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে ॥ ৮ ॥

ছিন্ননাসিকার চিকিৎসা।

নাসিকা ছিন্ন হইলে কিরূপে তাহা যথাস্থানে সংস্থাপন এবং তত্রত্য ক্ষত শুষ্ক করিতে হয়, তাহা বর্ণন করা যাইতেছে;—নাসিকার পরিমাণ কোনও বৃক্ষপত্রের সমান। সুতরাং সেই পরিমিত মাংস, ছিন্ননাসিকব্যক্তির গণ্ডস্থল হইতে কর্ত্তন করিয়া নাসিকাগ্র বন্ধন করিতে হয়। উক্ত বন্ধনকার্য্য সম্পাদন করিতে বিশেষ নিপুণতার আবশ্যক। সুতরাং চিকিৎসক প্রাকৃতিক নলের চোঙ্গা বা এরণ্ডপত্রের নলদ্বয় নাসিকার দুইরন্ধ্রে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া নাসিকা উত্তোলিত করিবেন, এবং পতঙ্গ (রক্তচন্দন) যষ্টিমধু এবং রসাঞ্জনদ্বারা শীঘ্র বিলেখন করিয়া গণ্ডস্থলের মাংস স্থাপনপূর্ব্বক উক্ত নাসিকাদ্বয় অবলম্বন করিয়া সাবধানতার সহিত সুন্দররূপে তুলা ও বস্ত্রখণ্ড দ্বারা রুদ্ধ করিবেন। তদনন্তর তিলতৈল সিঞ্চন করিয়া রোগীকে ঘৃত পান করিতে দিবে। ঘৃত সম্যক্‌রূপে জীর্ণ হইলে, যথাবিধি স্নিগ্ধবিরেচন প্রয়োগ করিবে। নাসাসন্ধি যথাকালে শুষ্ক হইয়া আসিলেও যদি অর্দ্ধপরিমাণ অবশিষ্ট থাকে তাহা হইলে পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে শুষ্ক করিতে প্রয়াস পাইবে। নাসিকা উপযুক্ত পরিমাণাপেক্ষা ন্যূন হইলে, যথারীতি বিধানানুসারে ঔষধাদি প্রয়োগ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত করিবে। অতিবর্দ্ধিত থাকিলে তাহার সমতা করিবে ॥ ৯ ॥

ছিন্নৌষ্ঠের চিকিৎসা।

ওষ্ঠ ছিন্ন হইলে ছিন্ননাসিকারচিকিৎসার বিধানানুসারে উহারও চিকিৎসা করিবে। ওষ্ঠের চিকিৎসাতে কেবল নাড়ীযন্ত্রের (চোঙ্গের) প্রয়োজন হয় না, নচেৎ অপরাপর অংশে উভয়তই চিকিৎসার সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। যাঁহারা এই প্রকার চিকিৎসা করিতে সমর্থ, তাঁহারা রাজচিকিৎসক মধ্যে গণ্য ॥ ১০ ॥

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

আম, পচ্যমান ও পক্কাবস্থার বিবরণ।

গ্রন্থি, বিদ্রধি, অলজী প্রভৃতি নানাবিধ আকৃতি বিশিষ্ট প্রায় রোগই শোথ হইতে উৎপন্ন হয়। নানালক্ষণাক্রান্ত, বীস্তীর্ণ, গ্রন্থির ন্যায় উন্নত, সম বা বিষম, চর্ম্ম ও মাংসাবলম্বী, বাত পিত্তাদি দোষের একটী দুইটী বা তিনটী দ্বারা দূষিত শরীরের কোনও স্থানে সমুত্থিত স্ফীতির নাম শোথ ॥ ১ ॥

শোথ ছয়প্রকার, যথা—বাতজনিত, পিত্তজনিত, কফজনিত, রক্তজনিত, ত্রিদোষজনিত ও আগন্তুজ। শোথ সম্বন্ধীয় দোষের রূপবোধক লক্ষণসমস্ত বর্ণন করা যাইতেছে;—বাতজনিত শোথ অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ, কর্কশ, মৃদু, অনবস্থিত (চঞ্চল) এবং তোদাদি বেদনাযুক্ত। পিত্তজনিত শোথ সরক্ত পীতবর্ণ, মৃদু, শীঘ্রস্রাবী, এবং চোসাদি বেদনা বিশিষ্ট। কফজনিত শোথ পাণ্ডু বা শুক্লবর্ণ, কঠিন, শীতল, স্নিগ্ধ, মন্দস্রাবী এবং কণ্ডূ প্রভৃতি বেদনাযুক্ত। ত্রিদোষজ শোথ কৃষ্ণ পীতাদি বর্ণ বিশিষ্ট, ওষচোষাদি বেদনাযুক্ত। রক্তজনিত শোথ পৈত্তিক শোথের লক্ষণাক্রান্ত, বিশেষত অত্যন্ত কৃষ্ণ বর্ণ। আগন্তুজ শোথ পিত্ত ও রক্তজনিত শোথের লক্ষণ বিশিষ্ট, এবং আরক্তিম ॥ ২ ॥

চিকিৎসা-বিপর্য্যয় নিবন্ধনই হউক অথবা দোষের বাহুল্য বশতই হউক, বাহ্য ও আভ্যন্তরিক ক্রিয়াদ্বারা শোথ প্রশমিত না হইলে পাকিতে আরম্ভ হয়। সুতরাং শোথের অমাবস্থা পচ্যমানবস্থা ও পক্কাবস্থার লক্ষণ পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। অতএব উহাদের লক্ষণ সমস্ত বিবৃত হইতেছে ॥

যে শোথ স্পর্শ করিলে অল্প উষ্ণ এবং চর্ম্মের বর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট লক্ষিত হয় শোথে অপেক্ষাকৃত শৈত্যাধিক্য থাকে, অল্প বেদনা অনুভব হয় এবং শোথের উচ্চতা কম থাকে তাহাকে আমশোথ বলা

বলা যায়। উক্ত আমাবস্থার এই আভ্যন্তরিক লক্ষণগুলি হইয়া থাকে; যথা—শোথের অভ্যন্তর প্রদেশ যেন সূচীদ্বারা বিদ্ধ হইতেছে, কখনও যেন পিপীলিকায় দংশন করিতেছে, কিম্বা ইতস্তত সঞ্চরণ করিতেছে। কখনও বোধ হয় যেন অস্ত্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন, কখনও বা শেল বিদ্ধ হইতেছে, কিম্বা দণ্ডদ্বারা যেন আঘাত প্রাপ্ত, এবং হস্তদ্বারা অবপীড়িত বা অঙ্গুলীদ্বারা বিঘট্টিত, কিম্বা অগ্নি, ক্ষারাদি দ্বারা দগ্ধীভূত হইতেছে। এইরূপে ওষ চোষ, পরিদাহাদি উপদ্রব আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে রোগী বৃশ্চিক বিদ্ধের ন্যায় শয়ন, উপবেশন প্রভৃতি কোনও কার্য্যে শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না।

শোথের পচ্যমানাবস্থা।

যখন দেখিবে যে, স্ফীত বস্তির ন্যায় বিস্তৃত হইয়া শোথের চর্ম্ম বিবর্ণ হয়, পূর্ব্বাপেক্ষা শোথের বৃদ্ধি, জ্বর, দাহ, পিপাসা এবং ভক্তে (ভাতে) অরুচি হইবে, তখনই ফোড়ার পচ্যমান অবস্থা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিবে॥ ৩॥

শোথের পক্কলক্ষণ।

যে সময়ে শোথের বেদনার শান্তি, বর্ণ পাণ্ডু, উচ্চতার হানি, স্থানে স্থানে চর্ম্ম শিথিল, কোথাও বা চর্ম্ম ফাটিয়া যায়; শোথ অঙ্গুলী দ্বারা পীড়িত হইলে কোনও স্থান নিম্ন, কোনও স্থান উচ্চ হয়; অপর, যেমন বস্তিতে (চর্ম্মপুটকে) জল সঞ্চরণ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ শোথের এক পার্শ্বে পীড়ন করিলে পূযের সঞ্চরণ লক্ষিত হয়। কোন ২ সময়ে পুনঃ পুনঃ বেদনোদ্গমে কণ্ডু, শোথের অনুন্নততা, উপদ্রবের সান্তি হয়; এবং রোগীর আহারে অভিলাষ জন্মে। তখন শোথ (ফোড়া) পক্ক বলিয়া জানিবে॥ ৪॥

কফজ বা কোন প্রকার অভিঘাতজ শোথের গম্ভীর গতি নিবন্ধন কোন কোন চিকিৎসক ফোড়ার কয়েকটী মাত্র পক্ক লক্ষণ দর্শন করিয়া পক্ককে অপক্ক মনে করিতে পারেন। কিন্তু যে স্থলে শোথের বর্ণ শরীরের বর্ণের সদৃশ, শোথ শীতল, স্থূল, বেদনার অল্পতা এবং

প্রস্তরের ন্যায় কঠিন লক্ষিত হয়, সেই স্থলে চিকিৎসক শোথকে (ফোড়াকে) নিশ্চয়রূপে পক্ক বলিয়া অবধারণ করিতে পারেন* ॥ ৫ ॥

প্রকৃত চিকিৎসকের লক্ষণ।

যে ব্যক্তি আম, পচ্যমান এবং পক্কাবস্থা সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত চিকিৎসক মধ্যে গণ্য। ইহার বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিগণ চিকিৎসক-বেশধারী চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বীমাত্র ॥ ৬ ॥

দোষত্রয়ের পাচকতার শক্তিনির্ণয়।

বায়ু ব্যতীত বেদনা জন্মে না, পিত্ত ব্যতীত পাক-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় না, এবং কফ ব্যতীত পূয জন্মে না। অতএব শোথ পাকিবার সময়ে সমস্ত দোষই (বায়ু, পিত্ত ও কফ) একত্র কার্য্য করিতে থাকে। কিন্তু অপরাপর পণ্ডিতগণের মত এই যে, শোথ জন্মিবার কিছু কাল পরে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া বায়ু ও কফকে বলপূর্ব্বক বশীভূত করিয়া রক্তকে পাক করিয়া পূযরূপে পরিণত করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

অপক্ক শোথচ্ছেদনের ফল।

শোথ সম্যক্‌রূপে পাকিলে অস্ত্র দ্বারা ছেদন করা উচিত। যদি চিকিৎসকের বুঝিবার দোষে অপক্ক শোথ ছিন্ন হয়, তাহাহইলে মাংস, শিরা, স্নায়ু, অস্থি এবং সন্ধিতে অত্যন্ত বেদনা, অধিক পরিমাণে রক্ত স্রাব, বেদনার প্রাদুর্ভাব এবং অবদরণ (বিদরণ) প্রভৃতি বহুবিধ উপদ্রব কিম্বা ক্ষতে বিদ্রধি জন্মিয়া থাকে। যদি সেই চিকিৎসক ভয় বা মোহ (অজ্ঞানতা) বশতঃ পক্ক শোথকে অপক্ক মনে

(*) এস্থলে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে যে, উল্লিখিত পক্ক লক্ষণ গুলির সহিত উপরোক্ত পক্ক লক্ষণের কোন রূপ সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয় না, অথচ উহারা কি প্রকারে পক্কলক্ষণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে? উত্তর;—মনে কর শোথের গম্ভীর গতি বশতঃ (মাংসের মধ্য দিয়া গতি বসতঃ) উপরের বর্ণ কোন রূপ বিকৃত না হইয়াও বাহ্যদেশে শীতলতা প্রভৃতি অবশ্যই ঘটিতে পারে। কিন্তু অভ্যন্তরে পাক এবং উষ্ণাদি লক্ষণও ঘটিতে পারে। সুতরাং যে স্থলে ফোড়ার বর্ণ শরীরের বর্ণের সদৃশ, শোথ শীতল ইত্যাদি লক্ষণ ঘটিবে, সেই স্থলে অভ্যন্তরে বেদনার অল্পতা ও পাক প্রভৃতি অবশ্যই ঘটিবে।

করিয়া দীর্ঘ কাল অস্ত্র-ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত থাকেন, তাহাহইলে শোথ অধোদিকে পরিবর্দ্ধিত হয়, এবং পূয বহির্দ্দেশে পথ প্রাপ্ত না হইয়া স্বকীয় আশ্রয় স্থান ভেদ করিয়া ইতস্তত বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং বৃহৎ শোষ (নালি) জন্মায়। সুতরাং সেই ক্ষত কৃচ্ছ্রসাধ্য বা অসাধ্য হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

নিন্দনীয় চিকিৎসক।

যেব্যক্তি অজ্ঞানতা বশতঃ আম শোথ (কাঁচা ফোড়া) চ্ছেদন করে, এবং যে ব্যক্তি পক্কশোথকে অপক্ক মনে করিয়া উপেক্ষা অর্থাৎ কাল বিলম্ব করে; ঈদৃশ উভয় ব্যক্তিকেই চণ্ডালের ন্যায় মনে করা উচিত।

অস্ত্রসাধ্য শোথ রোগীকে অজ্ঞান করিবার উপায়।

চিকিৎসক অস্ত্র-ক্রিয়া করিবার পূর্ব্বে রোগীকে বলাধানার্থ হিতকর আহার প্রদান বরিবেন। অপর, যে ব্যক্তি অস্ত্রাঘাতের বেদনা সহ্য করিতে অসমর্থ, তাহাকে তীক্ষ্ণ মদ্যপান করিতে দিবে *, এবং মদ্যপায়ী ব্যক্তি মাত্রকেই তীক্ষ্ণমদ্য পান করাইয়া লইতে হইবে। মদ্য আহার সংযোগে রোগীকে মূর্চ্ছিত করে না বটে, কিন্তু মত্ততা বশতঃ রোগীর অস্ত্রবেদনা অনুভব হয় না। পরন্তু আহারে বলের পোষণ হয় বলিয়া ভুক্ত ব্যক্তি সহজে বেদনা দ্বারা অভিভূত হয় না। অতএব অস্ত্র-কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে রোগীকে † অবশ্য ভোজন করাইবে। কারণ, আহারে আভ্যন্তর প্রাণ (ওজোজনিত বল) বাহ্য প্রাণের দ্বারা (আহার জনিত উপচয়লক্ষণাক্রান্ত বলের দ্বারা) গুণান্বিত (বলবান্) হইয়া অবিরোধে পাঞ্চভৌতিক শরীর ধারণে সমর্থ হয় ॥ ৯ ॥

* কোন গুরুতর রোগে অস্ত্রক্রিয়া করিতে হইলে রোগীকে কিরূপে অজ্ঞান করিতে হয়, তজ্জন্য যে প্রাচীন পণ্ডিতগণ বিশেষ চিন্তা করিয়াছিলেন, এই বিষয়টী তৎসম্বন্ধে বিলক্ষণ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। গ্রন্থকার এস্থলে আভাসমাত্র দিয়াছেন। কিন্তু স্থলবিশেষে উহার বিস্তৃত বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

† অস্ত্র করিবার পূর্ব্বে সমস্ত রোগীকেই যে ভোজন করাইতে হইবে, এমন নহে। যেহেতু মূঢ়গর্ভ, উদর, অর্শ, অশ্মরী প্রভৃতি রোগে অভুক্তাবস্থায় অস্ত্র করার বিধান লক্ষিত হয়।

শোথ অল্পই হউক আর মহান্ই হউক, কোনও প্রকার প্রক্রিয়া ব্যতীত যদি পাকিয়া উঠে, তাহাহইলে সেই শোথ অত্যন্ত বিশালমূল, বিষম বিদগ্ধ ও অত্যন্ত অবগাঢ় দোষ হওয়াতে কৃচ্ছ্রসাধ্য মধ্যে পরিগণিত হয়, অর্থাৎ উক্তাবস্থাপন্ন শোথ সহজ উপায়ে প্রশমিত হয় না। আলেপ (প্রলেপ), বিস্রাবণ ও সংশোধন ক্রিয়া সম্যক্ প্রযুক্ত হইলেও যদি শোথ প্রশমিত না হয়, তাহাহইলে সেই শোথ শীঘ্রই সম ও অনবগাঢ়রূপে পাকিয়া উঠে। ঐ পক্ব শোথ (ফোড়া) পীড়ন করিলে বর্ত্তুলের ন্যায় হইয়া উঠে।

পক্ব শোথ ছেদন না করিয়া উপেক্ষা করিলে, যেমন বহ্নি তৃণাদি পরিপূর্ণ প্রদেশ প্রাপ্ত হইলে, বায়ু কর্ত্তৃক উদ্দীপিত হইয়া উক্ত প্রদেশকে বলপূর্ব্বক ভস্মসাৎ করিয়া থাকে, তদ্রূপ পূয নির্গত হইতে না পারিয়া স্বস্থানে থাকিয়া ক্রমে মাংস, শিরা ও স্নায়ু সকল বিনষ্ট করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

পক্বশোথের এই ছয় প্রকার ব্রণের ক্রম, যথা;—১ বিম্লাপন (অঙ্গুল্যাদির মর্দ্দনদ্বারা শোথের বিলয় করা), ২। অবসেচন (জলৌকাদি দ্বারা রক্তস্রাব করা), ৩। উপনাহ (বন্ধন), ৪। পাটন (বিদারণ), ৫। শোধন (পূয়াদি নির্গত করণের উপায়), ৬। রোপণ (ক্ষতের গহ্বরপূরণ করা বা ক্ষত শুষ্ককরণ), ৭। বৈকৃতাপহ (ত্বকের সমান বর্ণ করণোপায়) ॥ ১১ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ব্রণের আলেপন ও বন্ধনের বিবরণ।

ঔষধের মধ্যে আলেপই (প্রলেপই) আদ্য (প্রধান) উপক্রম (প্রক্রিয়া বা উপায়)। বিশেষতঃ ইহা সকলপ্রকার শোথে প্রযুক্ত হইতে পারে, এবং ব্যাধির শান্তি অতি শীঘ্র করে বলিয়া সর্ব্বপ্রকার প্রক্রি-

য়ার মধ্যে আলেপই প্রধানতম ঔষধ। কোন্ কোন্ রোগে কিরূপ আলেপ প্রদান করিতে হইবে, তাহা সেই সেই রোগে বর্ণিত হইবে। আলেপের পর বন্ধই প্রধান। তদ্দ্বারা ব্রণশুদ্ধি, ব্রণরোপণ ও অস্থি-সন্ধির স্থিরতা সম্পাদিত হয়। প্রতি লোমে অর্থাৎ যে দিকে লোমের গতি, তাহার বিপরীত দিকে আলেপন করিবে, অনুলোম ভাবে অর্থাৎ লোমের গতি যে দিকে, সেই দিক ভাবে আলেপন করিবে না। আলেপ প্রতি লোমক্রমে প্রয়োগ করিলে ঔষধ লোমকূপদ্বারা সহজে ঘর্ম্মবাহী শিরাতে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করে এবং ক্রিয়া প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। মিশ্রকাধ্যায়োক্ত পীড়ন দ্রব্য দ্বারা পীড়ন যোগ্য ব্রণ ব্যতীত অন্য ব্রণের আলেপ শুষ্ক না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্বে উপেক্ষা করিবে না। আলেপ শুষ্ক হইলে তুলিয়া ফেলিবে। কারণ, শুষ্ক আলেপ নিষ্ফল ও ব্রণজনক। উক্ত আলেপ তিনভাগে বিভক্ত, যথা প্রলেপ, প্রদেহ ও আলেপ। তন্মধ্যে প্রলেপ শীতল, তনু (পাতল) ও অবিশোষী; কখন বা বিশোষীও হয়। প্রদেহ, উষ্ণ বা শীতল, বহুল বা অবহুল, এবং অবিশোষী। আলেপ এতন্মধ্যবর্ত্তী গুণবিশিষ্ট। আলেপ দ্বারা রক্ত ও পিত্ত প্রসন্ন (পরিষ্কৃত) হয়। প্রদেহ বাত-শ্লেষ্ম প্রশমক, সঙ্কোচক, শোধক, ক্ষতের শুষ্কতা কারক বা গহ্বর পূর্ণকারক এবং শোথের বেদনা হারক। প্রদেহ ক্ষত ও অক্ষত উভয়বিধ রোগেই ব্যবহৃত হইতে পারে। ক্ষতস্থানে যাহা প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে কল্ক ও নিরুদ্ধালেপ কহে। এই প্রদেহ স্রাব নিবারক, ব্রণের কোমলতা সম্পাদক, দুরিতমাংসাপকর্ষক, (পচামাংস নাশক), অভ্যন্তর ভাগের বেদনা নাশক, এবং ব্রণ শোধক।

অবিদগ্ধ শোথে আলেপ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারা যে শোথের যে দোষ, তাহা প্রশমিত হয় এবং দাহ, কণ্ডু ও বেদনা দূর হয়, অপর ইহা চর্ম্ম পরিষ্কারের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ঔষধ, এবং দুষ্যকৃত দাহ, তোদাদি বেদনা ও কণ্ডূ নিবারক। মর্ম্মস্থানে বা গুহ্যদেশে যে সমস্ত রোগ জন্মে, তাহাদের দোষ সংসোধনার্থ আলেপন প্রয়োগ হিতকর।

পিত্তাধিক রোগের আলেপন দ্রব্যে ৬ ভাগ স্নেহ পদার্থ দিবে। বাতাধিক রোগের আলেপ বস্তুতে ৪ ভাগ এবং কফাধিকের আলেপে ৮ ভাগ স্নেহ দিবে। আর্দ্র মহিষচর্ম্ম যত পুরু, তত পুরু করিয়া আলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য। রাত্রিতে আলেপ প্রয়োগ করিবে না। কারণ রাত্রিতে আলেপ দিলে ব্রণশোথের তাপ শৈত্যদ্বারা অবরুদ্ধ হয়, এবং তাপ নির্গত হইতে না পারিলে বিকার বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা।

যে রোগ প্রদেহ দ্বারা নিবারিত হইতে পারে, তাহাতে দিবাভাগে আলেপ প্রদান করিবে। পিত্ত-রক্ত ও অভিঘাত জনিত এবং বিশেষতঃ সবিষ ব্রণশোথে কদাচিৎও পর্য্যুষিত আলেপ প্রয়োগ করিবে না। কারণ, পর্য্যুষিত আলেপের ঘনত্ব বশত শোথের সন্তাপ, বেদনা ও জ্বালা বর্দ্ধিত হয়। এক লেপের উপর পুনর্লেপ দিবে না। অথবা একই আলেপ দ্বারা পুনর্ব্বার প্রদেহ প্রয়োগ করিবে না। কারণ শুষ্কতা নিবন্ধন বীর্য্য হীন হয়, সুতরাং ঐ শুষ্ক আলেপ প্রযুক্ত হইলে নিষ্ফল হইয়া থাকে।

ব্রণ (ফোড়া) বন্ধন করিতে যাহা যাহা প্রয়োজন হয়, তৎসমস্ত বর্ণিত হইতেছে, যথা—ক্ষৌম (পট্টবস্ত্র, বা রেশমীর বস্ত্র), কার্পাস (সূতার কাপড়), আবিক (মেষ বা ছাগরোম দ্বারা নির্ম্মিত) দুকূল (সূক্ষ্মবস্ত্র), কৌশেয় (রেশম), পত্রোর্ণ (কম্বল), চীনবস্ত্র, পট্টবস্ত্র, চর্ম্ম, অন্তর্ব্বল্কল (যে বল্কলের বাহ্যদেশ পরিত্যাগ করা গিয়াছে), অলাবুশকল (লাউয়ের খাপড়া), লতাবিদল (লতার বা বাঁশের চটা), রজ্জু (দড়ী), তৃণফল (শাল্মলী ফল প্রভৃতি), সন্তানিকা (দুগ্ধের সর) ও লৌহ ॥ ৩ ॥

উক্ত বস্তু সকল রোগ, কাল ও প্রকরণ বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে। ব্রণবন্ধন প্রণালী চতুর্দ্দশ প্রকার; যথা—১ কোশ, ২ দাম, ৩ স্বস্তিক, ৪ অনুবেল্লিত, ৫ প্রতোলী, ৬ মণ্ডল, ৭ স্থগিকা, ৮ যমক, ৯ খট্বা ১০ চীন, ১১ বিবন্ধ, ১২ বিতান, ১৩ গোফণ, ১৪ পঞ্চাঙ্গী। এই সমস্ত নাম দ্বারাই বন্ধনের আকৃতি এক প্রকার ব্যাখ্যাত হইল ॥৪॥

বৃদ্ধাঙ্গুলী ও অঙ্গুলী সকলের পর্ব্বে কোশবন্ধন প্রয়োগ করিবে। সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কোচিত অঙ্গে দাম বন্ধন ; সন্ধি, কূর্চ্চক (পায়ের অঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্গুলীর মধ্যদেশ) ভ্রূ, স্তনান্তর, হস্ত ও পদতল এবং কর্ণেতে স্বস্তিক বন্ধন প্রয়োজ্য। হস্ত পদাদি অঙ্গশাখাতে অনুবেল্লিত বন্ধন; গ্রীবা ও মেঢ্রে (লিঙ্গে) প্রতোলী বন্ধন, বৃত্তাকার অঙ্গে মণ্ডলবন্ধন, অঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্গুলির এবং লিঙ্গাগ্রে স্থগিকা বন্ধন, যমকব্রণে যমকবন্ধন, হনু, শঙ্খ ও গণ্ডস্থলে খট্টাবন্ধন, অপাঙ্গে (চক্ষের প্রান্তে) চীনবন্ধন ; পৃষ্ঠ, উদর বক্ষস্থলে বিবন্ধ নামক বন্ধন, মস্তকে বিতানবন্ধন, চিবুক (থুতনি), নাসা, ওষ্ঠ, অংশ (স্কন্ধ) ও বস্তিপ্রদেশ (মূত্রাশয়ে) গোফণাবন্ধন; এবং জত্রুর (কণ্ঠ ও বক্ষস্থলের) ঊর্দ্ধদেশে পঞ্চাঙ্গী নামক বন্ধন প্রয়োগ করিবে। অথবা যে বন্ধন যে স্থানে সুন্দররূপে সংলগ্ন হয় চিকিৎসক তাহাই সেই স্থানে প্রয়োগ করিতে পারেন। যন্ত্রণ অর্থাৎ পাদগ্রন্থির বন্ধন ঊর্দ্ধ, অধ ও তির্য্যক্ ভাবে করিতে হয় ॥ ৫ ॥

বন্ধন প্রণালী।

বন্ধন করিবার সময় পূর্ব্বোক্ত বন্ধন দ্রব্যগুলি প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। তন্মধ্যে প্রয়োজন মতে দৃঢ় পট্টবস্ত্র বা কার্পাস বস্ত্রের খণ্ড বা ফালী বন্ধনের উপযুক্ত করিয়া লইয়া ব্রণমধ্যে বিকেশিকা ও ঔষধ প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া ঘন ঘন জড়াইয়া বা পেঁচ দিয়া বামহস্তে ঘুরাইয়া সরলভাবে ব্রণ বন্ধন করিবে, দেখিবে যেন বন্ধন শিথিল বা সঙ্কোচিত না হয়, অথচ বস্ত্রের কোমলতা থাকে। ব্রণের উপরে যেন বস্ত্রখণ্ডের পীড়াজনক গ্রন্থি (গিড় বা গাঁইট) না থাকে। উল্লিখিত বিকেশিকা * অতিস্নিগ্ধ, অতিরূক্ষ বা বিষম করিয়া প্রস্তুত করিবে না। কারণ, অতিস্নেহে ব্রণে ক্লেদাধিক্য, অতিরুক্ষতায় ছেদ, এবং অসমতা নিবন্ধন ব্রণমুখ ঘর্ষিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

* ঔষধ কল্ক, মধু ও ঘৃত দ্বারা লিপ্ত বস্ত্রের বা সূত্রের বর্ত্তি বা বাতিকে বিকেশিকা কহে।

ব্রণের আয়তন বিশেষে বন্ধ বিশেষ তিন প্রকার; যথা—গাঢ়, সম, ও শিথিল। যে বন্ধনে পীড়া বোধ হয়, কিন্তু বেদনা হয় না, তাহাকে গাঢ়বন্ধ কহে। যে বন্ধ উন্নত বা ফাঁপ-যুক্ত, তাহার নাম শিথিলবন্ধ। যে বন্ধন না শিথিল না গাঢ়, তাহাকে সমবন্ধ কহে॥ ৭॥

তন্মধ্যে গাঢ়বন্ধ স্ফিক্ (নিতম্ব প্রোথ), কুক্ষি, কক্ষা (বাহুমূল), বঙ্ক্ষণ (উরুসন্ধি), বক্ষঃস্থল এবং শিরোদেশে প্রযোজ্য। হস্ত, পাদ, বদন, কর্ণ, কণ্ঠ, মেঢ্র (লিঙ্গ), অণ্ডকোষ, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, উদর ও বক্ষঃস্থলে সমবন্ধ, এবং অক্ষিতে ও সন্ধিস্থানে শিথিলবন্ধ প্রয়োগ করিবে। ব্রণ পিত্তপ্রধান হইলে গাঢ়স্থানে সম, এবং সমস্থানে শিথিল বন্ধন করিবে। অপর, শিথিলস্থানের ব্রণ বন্ধন করিবে না। রক্তদুষ্ট ব্রণপক্ষেও এই নিয়ম অনুসরণ করিবে। শ্লৈষ্মিকব্রণে শিথিলস্থানে সমবন্ধ; সমস্থানে গাঢ়বন্ধ; গাঢ়স্থানে গাঢ়তর বন্ধন করিবে। এইরূপে বাতিক ব্রণও বন্ধন করিবে। পৈত্তিক ব্রণ শরৎ ও গ্রীষ্মকালে দিবসে দুইবার বন্ধন করিবে। রক্তদুষ্ট ব্রণও এইরূপ নিয়মেই বন্ধন করিবে। শ্লৈষ্মিক ব্রণ হেমন্ত ও বসন্তকালে তিন দিবস পরে বন্ধন করিবে,-বাতদুষ্ট ব্রণেও এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করিবে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া সাধারণ নিয়মস্থলে অন্য প্রকার নিয়ম অবলম্বন করা যাইতে পারে। এস্থলে ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, শিথিল বন্ধস্থলে গাঢ়বন্ধ প্রয়োগ করিলে বিকেশিকার ক্রিয়া প্রকাশ পায় না বরং শোথ ও বেদনার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। গাঢ় ও সমবন্ধন যোগ্য স্থানে শিথিল বন্ধন করিলে বিকেশিকা পড়িয়া যায়, ব্রণবন্ধন বস্ত্রের ইতস্ততঃ পরিচালন বশতঃ ব্রণমুখ ঘর্ষিত হয়। গাঢ় ও শিথিল বন্ধন যোগ্যস্থানে সমবন্ধ প্রযুক্ত হইলে কোন উপদ্রব না ঘটিলেও বন্ধনের কোন ফল হয় না॥ ৮॥

বন্ধনের ফলাফল।

অবিপরীত বন্ধনে অর্থাৎ বিধিপূর্ব্বক বন্ধন হইলে বেদনার উপশম, রক্তের প্রসন্নতা ও কোমলতা জন্মে। ব্রণ বন্ধন না করিলে বনমক্ষিকা,

মশা, তৃণ, কাষ্ঠ, প্রস্তরখণ্ড, ধূলী, শীত, বাত ও রৌদ্র প্রভৃতি দ্বারা অভিহত ক্ষতে নানাপ্রকার বেদনা ও উপদ্রব সংঘটিত হয়, এবং কখন বা ক্ষত দূষিত হইয়া আলেপন প্রভৃতি শীঘ্র শোষণ করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

অস্থি চূর্ণিত, মথিত, ভগ্ন বা অতিপাতিত হইলে কিংবা শিরা ও স্নায়ু ছিন্ন হইলে বন্ধনদ্বারা শীঘ্রই শোথ দূরীভূত হইয়া বিশ্লেষাদির শান্তি হয়; রোগী অনায়াসে শয়ন, উপবেশন ও গমনাগমন করিতে সমর্থ হয়, এবং ব্রণও শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায় ॥ ১০ ॥

অবন্ধ্য ক্ষতের বিবরণ।

পিত্ত, রক্ত, অভিঘাত বা বিষদ্বারা যে ব্রণ জন্মে কিংবা যে ব্রণ অত্যন্ত শোথ, জ্বালা, পাক, রক্তিমা ও বেদনা দ্বারা আক্রান্ত হয়, অথবা ক্ষার বা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়, কিম্বা যে ব্রণ অত্যন্ত পাকিয়া দোষের প্রবলতা বশত বিশীর্ণমাংশ যুক্ত হয়, সেই সমস্তব্রণ বন্ধন-যোগ্য নহে ॥ ১১ ॥

অর্থাৎ কুষ্ঠ ও অগ্নিদগ্ধ রোগীর ব্রণ, মধুমেহীর পীড়কা এবং যদি মূষিক বিষ দ্বারা বিষাক্ত বা কর্ণিকার মাংস পাক যুক্ত হয় এবং ভগন্দর রোগে যদি গুহ্যস্থান পাকিয়া উঠে, তাহা হইলে ঐ সমস্ত ব্রণ বন্ধন করিবে না; বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক বিশেষ বিবেচনা ও সাবধানতার সহিত সাধ্যাসাধ্যতা নির্দ্ধারণ করিবেন। এবং দেশ, দোষ, ব্রণ ও ঋতু বিবেচনা করিয়া ব্রণ বন্ধন করিবেন।

ঊর্দ্ধ, তির্য্যক এবং অধোদেশ ভেদে ব্রণ বন্ধনের প্রণালী তিন প্রকার। যে উপায়ে ব্রণ বন্ধন করিতে হয়, তাহা অশেষ রূপেবর্ণিত হইতেছে; ঘনকবলিকা, মৃদু পট্টবস্ত্র, বিকেশিকা ও ঔষধ দ্বারা ব্রণ বন্ধন করিতে হয়। কিন্তু বিকেশিকা ও ঔষধ অতিশয় স্নিগ্ধাদিদোষ যুক্ত না হওয়া কর্ত্তব্য। কারণ, অতি স্নিগ্ধ বিকেশিকায় ক্ষতে ক্লেদ জন্মায়; রুক্ষ বিকেশিকা ক্ষত ক্ষয় করে; দুর্ন্যস্ত হইলে ক্ষত মুখ ঘর্ষিত হয় এবং বিষম হইলে ক্ষত বৃদ্ধি করে এবং স্তম্ভিত ও স্রাব জন্মায়; উপযুক্ত রূপ হইলে উহাতে ক্ষত শুষ্ক হয়। অতএব চিকিৎসক ব্রণ বিবেচনা করিয়া

ঔষধ যোগ করিবেন। অপর, পিত্তজ ও রক্তজ ক্ষতের বন্ধন দিবসে একবার মোচন করিবে, এবং বাতজ ও কফজ ক্ষতের বন্ধন কাল-বিশেষে পুনঃ পুনঃ মোচন করিতে হয়। পরন্তু অনুলোম ভাবে নিম্ন দেশ হইতে পীড়ন করিয়া পূয় নির্গত করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি গুপ্তান্ত সমস্ত বন্ধন এবং সন্ধিবন্ধন বুদ্ধি পূর্ব্বক করিবেন। এই প্রণালী মতে ওষ্ঠের সন্ধি ও বন্ধন করিবেন। বিজ্ঞ চিকিৎসক বুদ্ধিচালনা করিয়া উক্ত নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর অনুবর্ত্তন করিলেই এই রূপে অস্থি যোজনা করিতে পারিবেন। রোগী গমনাগমন, শয়নোপবেশন, হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি বিবিধ প্রকার যানে গমন করিলেও বন্ধনগুণে ব্রণ দূষিত হইয়া অস্থি সন্ধি খুলিয়া যাইবে না।

যে সমস্ত ব্রণ মাংস, ত্বক, সন্ধি, অস্থি বা কোষ্ঠ কিংবা সিরা এবং স্নায়ু আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে, এবং যাহারা অবগাঢ় (গম্ভীর) ও সর্ব্বত্র বিষমভাবে অবস্থিত; সেই সমস্ত ব্রণের বন্ধন ব্যতীত কোন উপায়েই প্রতীকার হয় না॥ ১২॥

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনবিংশ অধ্যায়।

এই অধ্যায়ে ব্রণিত ব্যক্তির সেবার উপকরণ স্বরূপ গৃহ ও শয্যাদি বর্ণিত হইবে।

চিকিৎসক প্রথমতঃ ব্রণযুক্ত ব্যক্তির বাসগৃহ পরীক্ষা করিবেন, বাস-গৃহটী সুলক্ষণ সম্পন্ন এবং শয্যাদি পরিষ্কৃত হওয়া উচিত। ব্রণিত ব্যক্তির বাস-গৃহটী প্রশস্ত বাস্তু স্থানে হওয়া আবশ্যক। কারণ গৃহের অভ্যন্তরভাগ পরিষ্কৃত, অত্যন্ত উত্তাপও প্রবল বায়ুবিহীন হইলে এবং গৃহ প্রকাশ্য স্থানে সংস্থিত হইলে, উক্ত গৃহবাসীর শারীরিক, মানসিক এবং আগন্তুক ব্যাধি জন্মে না॥ ১॥

উক্ত লক্ষণাক্রান্ত গৃহে রোগীর শয্যা সুন্দররূপে বিস্তীর্ণ ও মনোহর ভাবে প্রস্তুত করাইবে, যেন শয্যার নীচে কোন প্রকার বাধাজনক লোষ্ট্র কাষ্ঠাদি না থাকে। শয্যার নিকটে রোগীর আত্মরক্ষার নিমিত্ত কোন প্রকার অস্ত্র রাখিবে এবং রোগীকে পূর্ব্বদিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিতে ব্যবস্থা দিবে।

ব্রণপীড়িত ব্যক্তি সুবিস্তীর্ণ শয্যাতে শয়ন করিলে অনায়াসে পার্শ্বপরিবর্ত্তনাদি শারীরিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে সক্ষম হয়। দেবগণ পূর্ব্বদিকে অবস্থিতি করেন বলিয়া তাঁহাদের পূজার নিমিত্ত পূর্ব্বদিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিতে হয়। রোগীর গৃহে মিষ্টভাষী আত্মীয় বন্ধুগণ সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া রোগীর সেবাশুশ্রূষা করিবেন। কারণ, প্রিয়ম্বদ সুহৃদ্গণ নানা প্রকারে রোগীকে আশ্বস্ত করিয়া মনোহর উপাখ্যান বলিলে রোগীর ব্রণযন্ত্রণা নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

রোগী দিবা নিদ্রায় বশীভূত হইবে না। দিবানিদ্রাতে ব্রণে কণ্ডু, শোথ ও বেদনা হয়; এবং শরীরের গুরুতা ও অত্যন্ত পূযস্রাব হইয়া থাকে। রোগী উত্থান, উপবেশন, পার্শ্বপরিবর্ত্তন, ইতস্ততঃ পাদচারণ ও উচ্চভাষণ প্রভৃতি শারীরিক ক্রিয়া অতি সাবধানতার সহিত সম্পাদন করিয়া ব্রণ রক্ষা করিবে।

শক্তিমান্ ব্যক্তিও ব্রণপীড়িত হইয়া স্থানাসন অধিকক্ষণ (দাড়ান এবং উপবেশন), ইতস্ততঃ পাদচারণ, যান গমন এবং অতিভাষণ পরিত্যাগ করিবে। ব্রণিত ব্যক্তি শয্যা কি আসন হইতে বারম্বার উত্থান, অধিক ক্ষণ উপবেশন এবং অধিক কাল শয়ন করিলে, বায়ু বর্দ্ধিত হইয়া ব্রণপীড়িত অঙ্গ অত্যন্ত বেদনা প্রাপ্ত হয়। অতএব এই সমস্ত পরিত্যাগ করিবে। অপর, গমনযোগ্য স্ত্রীলোকদিগের দর্শন, স্পর্শন এবং তাহাদের সহিত সম্ভাষণ দূর হইতেই (সম্পূর্ণরূপে) ত্যাগ করিবে। কারণ,স্ত্রীসন্দর্শনাদি দ্বারা কখনও কখন শুক্র বিচলিত হইয়া স্রাব হইতে পারে। সুতরাং অসংসর্গেও রোগী গ্রাম্য ধর্ম্মজনিত দোষে দূষিত হইতে পারে।

ব্রণযুক্ত ব্যক্তি নিম্নলিখিত আহার্য্য দ্রব্যগুলি পরিত্যাগ করিবে;

যথা—নবধান্য (নূতন চাউল) মাষকলাই, তিল, কলাই, কুল্থিকলাই, নিষ্পাব (শিম), হরিতবর্ণের শাক, অম্ল, লবণ, কটুদ্রব্য, গুড়, পিষ্টক, বল্লূরক (শুষ্কমাংস), শুষ্কশাক, ছাগমাংস, মেষমাংস, আনূপ জন্তুর মাংস, জলচরপ্রাণীর মাংস এবং ঐ সকল প্রাণীর বসা, শীতল জল, কৃশরা (মিষ্টান্ন), পায়স, দধি, দুগ্ধ এবং তক্র (ঘোল বা মাটা) প্রভৃতি বস্তু ; উল্লিখিত আহার্য্য দ্রব্যগুলি দোষ ও পূয়বর্দ্ধক। মদ্যপায়ী ব্যক্তির ফোড়া হইলে মৈরেয়, অরিষ্ট, আসব, সীধু প্রভৃতি মদ্য এবং সুরামিশ্রিত দ্রব্য বর্জন করা বিধেয়। কারণ মদ্য অম্লরসবিশিষ্ট, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ এবং উষ্ণবীর্য্য ; এজন্য মানবশরীরে মদ্যের ক্রিয়া অত্যল্প সময়েই প্রকাশ পায়। সুতরাং ব্রণরোগী মদ্যপান করিলে তাহার ব্রণ শীঘ্র দূষিত হইয়া থাকে।

অধিক পরিমাণে বায়ু, আতপ, ধূলী, ধূম ও তুষার-সেবন, অতি-ভোজন, অনিষ্ট শ্রবণ, অনিষ্ট দর্শন, ঈর্ষা, অসূয়া, ভয়, ক্রোধ, শোক, ধ্যান (চিন্তা), রাত্রিজাগরণ, বিষমাশন (অসময়ে বা অপরিমিত ভোজন), অনশন, দিবানিদ্রা, উপবাস, বাগবিতণ্ডা, ব্যায়াম, অধিক দূর পাদচারণ ; এবং শীতল দ্রব্য বা বাতবর্দ্ধক বস্তু কিম্বা বিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন, অজীর্ণ বস্তু সেবন পরিত্যাগ করিবে ; এবং মক্ষিকাদি পীড়া দায়ক কীট ক্ষত স্থানে পড়িতে দিবে না ॥ ৩ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

ব্রণপীড়িত ব্যক্তি ব্রণের বেদনাতে পরিতাপিত হওয়াতে ক্রমে মাংস ক্ষয় হইতে থাকে। এমতবস্থায় পূর্ব্বোল্লিখিত নিষিদ্ধ বস্তু সকল সেবনকরিলে তাহা সম্যক্‌রূপে পরিপাক না হওয়াতে বাতপিত্ত ও কফ, বর্দ্ধিত এবং উহাদের বিভ্রম জন্মে। তন্নিবন্ধন ব্রণরোগী শোথ, বেদনা, স্রাব ও দাহ পাকাদি দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে।

রাক্ষস, শিব, কুবের এবং কুমারের হিংসন-প্রিয় মহাবীর্য্য সম্পন্ন মাংস শোণিত লোলুপ অনুচরগণের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণার্থ ব্রণিত ব্যক্তি নখ ও রোম পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা পরিষ্কৃত শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিবে ; এবং শান্তি স্বস্ত্যয়ন, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরু

পরায়ণ হইয়া পবিত্র হৃদয়ে কালাতিপাত করিবে। উক্ত অনুচরগণ সৎকারার্থ কখনও বা রোগীকে হিংসা করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

পরন্তু রোগী সেই সমস্ত পূজাপ্রার্থী রাক্ষস প্রভৃতিকে সংযত চিত্তে ধূপ (ধুনা), বলি (ছাগাদি উপহার) এবং অন্যান্য ভোজ্য বস্তু প্রদান করিবে।

উক্ত রাক্ষসাদি অনুচরগণ পূজা দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া সৎক্রিয়াপরায়ণ রোগীর কোনও অনিষ্ট করে না। অতএব সর্ব্বদা অবহিত-চিত্তে বন্ধুজন-পরিবৃত হইয়া বাসগৃহে প্রত্যহ ধূপ, দীপ, জলছড়া। অস্ত্র, পুষ্পের মালা ও পুষ্পাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে; সম্পদ্ ও মঙ্গল সূচক মনের অনুকূল বাক্য শ্রবণ করিয়া কাল যাপন করিবে। কারণ, সম্পদাদি (সৌভাগ্যাদি) অনুকূল বাক্যে রোগী প্রফুল্লিত ও আশ্বস্ত হইলে, আপনা হইতেই অনেক পরিমাণে রোগের শান্তি হয়। সুতরাং ঐ রূপ ক্রিয়াতে শীঘ্র সুখী হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

উপাধ্যায় (বেদাধ্যাপক) ও চিকিৎসকগণ ঋক্ যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব বেদোক্ত এবং অন্যান্য হিতকর আশীর্ব্বিধান দ্বারা প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যা সময়ে রোগীর ব্রণরক্ষা করিবে।

সর্ষপ ও নিমপাতার সহিত ঘৃত ও লবণমিশ্রিত করিয়া দশ দিবস পর্য্যন্ত প্রতি দিবস প্রাতঃ ও সন্ধ্যা সময়ে রোগীর গৃহে ধূপ (ধোয়া) দেওয়া উচিত।

ছত্রা (দ্রোণপুষ্পী), অতিছত্রা (দ্রোণপুষ্পী), লাঙ্গুলী (ঈশলাঙ্গলিয়া), জটীলা (জটামাংসী), ব্রহ্মচারিণী (বামনহাটী), লক্ষ্মী (ফলিনীবৃক্ষ), গুহা (শালপর্ণী), অতিগুহা (পৃশ্নিপর্ণী), শতবীর্য্যা (শতমূলী) সহস্র বীর্য্যা (শ্বেতদূর্ব্বা) এবং শ্বেতসর্ষপ; এই সমস্ত দ্রব্য রোগী মস্তকে ধারণ করিবে।

রোগী শয়নাবস্থায় ব্রণ বিঘট্টিত বা কণ্ডূয়ন করিবে না এবং ব্রণে কোনরূপ আঘাত দিবে না। কেবল ধীরে ধীরে ব্রণোপরি বালব্যজন করিতে থাকিবে। এইরূপ করিলে যেমন মৃগগণ সিংহাক্রান্ত অর-

ণ্যানি পরিত্যাগ করে, সেইরূপ নিশাচরগণও রোগাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

ব্রণরোগী স্নিগ্ধ, উষ্ণ, অল্পদ্রবপদার্থযুক্ত শালীতণ্ডুলান্ন, জাঙ্গল(বনেচর প্রাণীর) মাংসের সহিত আহার করিলে শীঘ্রই ব্রণরোগ হইতে মুক্ত হইতে পারে।

তণ্ডুলীয়ক (কাঁটানটে বা কাঁটাগোড়া), জীবন্তী, সুনিষণ্ণক (সুষনিশাক) ও বাস্তুক শাকের সহিত কিম্বা কচিমূলক, বেগুন ও পটোলের সহ বা কারবেল্লকের (করেলার) সহিত কিম্বা এইরূপ গুণবিশিষ্ট বস্তুর সহিত অথবা মুদ্গাদির রসের সহিত শক্তু, বিলেপী, কুল্মাষ (যবের পিষ্টক) সিদ্ধ করিয়া এবং জল করিয়া ব্রণরোগী পানকরিবে। পরন্তু উহাদের সহিত দাড়িম, ঘৃত ভর্জিত আমলকী ও সৈন্ধবলবণ দিতে হইবে।

পরিশ্রমে ও রাত্রিজাগরণে ব্রণে শোথ, ও রক্তিমা জন্মে; দিবা নিদ্রাতে শোথে রক্তিমাও বেদনা হয়এবং স্ত্রীসংসর্গে ব্রণে শোথ, রক্তিমা, বেদনা এবং মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে ॥ ১০ ॥

অতএব ব্রণরোগী মন্দমারুত সঞ্চরিত গৃহে অবস্থান করিয়া নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিকিৎসকের মতে চলিলে, শীঘ্রই রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারে। এইরূপে যথোক্ত আহারাদি সম্যক্ আচরিত হইলেই রোগের যাতনা হইতে মুক্ত এবং দীর্ঘায়ু হইতে পারে ॥ ১১ ॥

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশতিতম অধ্যায়।

হিতাহিতীয় বিষয়।

কোন কোন আচার্য্য বলেন, যাহা বায়ুর পক্ষে হিত, তাহা পিত্তের পক্ষে অহিতকর। সুতরাং কোন বস্তুই একান্ত হিতকর বা একান্ত অহিত কর হইতে পারে না। কিন্তু এইমত সম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয় না কারণ, জগতের পদার্থ সকল স্বভাবত অথবা সংযোগ বশত একান্ত হিতকর, একান্ত অহিতকর, এবং হিতাহিতকর হইয়া থাকে। তন্মধ্যে জাতিসাত্ম্য হেতু জল, ঘৃত, দুগ্ধ এবং অন্ন প্রভৃতি একান্ত হিতকারী। দহন, পচন ও বিনাশ-প্রবণ অগ্নি, ক্ষার ও বিষ প্রভৃতি একান্ত অহিতকারী। অপর কোন কোন বস্তু সংযোগ বশত বিষ তুল্য; এবং যে সমস্ত বস্তু বায়ু-প্রকোপে পথ্য, তাহাই আবার পিত্ত-প্রকোপে অপথ্য ; সেই সমস্ত বস্তু হিতাহিতকারী। অতএব সমস্ত প্রাণীর আহারার্থ এই পদার্থগুলি জাতিভেদে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে ॥১॥

ধান্যবর্গ,—রক্তশালী, ষষ্টিক, গঙ্গুক, মুকুন্দক, পাণ্ডুক, পীতক, প্রমোদক, বালক, অশনক, পুষ্পক, কর্দ্দমক, শকুন, আহৃত, সুগন্ধক, কলম, নিবার (ধান্য বিং) কোদ্রব (ধান্য বিং) উদ্দালক, শ্যামাক, গোধূম, বেণু এবং যব প্রভৃতি ধান্যবর্গ অর্থাৎ ধান্য জাতীয়।

মাংসবর্গ এণ—হরিণ, কুরঙ্গ, মৃগমাতৃকা, স্বদংষ্ট্রা, করাল, ক্রকর, কপোত, লাব, তিত্তিরী, কপিঞ্জল, বর্ত্তীর, এবং বর্ত্তিকা প্রভৃতির মাংস।

কলায়বর্গ—মুদ্গ (মুগ) বনমুগ, মুকুষ্ট, কলায়, মসূর, মঙ্গল্য, চনক, হরেণু, আঢ়কী, এবং সতীল প্রভৃতি ; ইহাদিগকে কলায়বর্গ কহে।

শাকবর্গ—চিল্লি, বাস্তুক, সুনিষণ্ণক (সুষনিশাক), জীবন্তী, তণ্ডুলীয়ক (কাঁটনটে), এবং মণ্ডুকপর্ণী প্রভৃতি ; ইহারা শাকবর্গ।

। গোদুগ্ধ, ঘৃত, সৈন্ধব, দাড়িম ও আমলকী ওএই বস্তুগুলি সাধারণতঃ

সকলের পক্ষেই পথ্যতম, এবং ব্রহ্মচর্য্য, অনিবাত প্রদেশে শয়ন, উষ্ণজল, রাত্রিতে নিদ্রা, ব্যায়াম; এই সমস্ত নিতান্তই পথ্যতম ॥২॥

সংযোগে বিষতুল্য পদার্থ ॥

যে সমস্ত বস্তু সংযোগে বিষতুল্য অনিষ্টকর হয়; তাহা এই—বল্লীফলক, বক, করীর, অম্লফল, লবণ, কুলত্থকলাই, পিন্যাক (শিম) দধি, তৈল, বিরোহী, পিষ্টক, শুষ্কশাক, মেষমাংস, ছাগমাংস, মদ্য জামফল, চিলিচিম মৎস্য (চিলীমাছ), গোধা (গোসাপ) এবং শূকরের মাংস দুগ্ধের সহিত একত্র ভক্ষণ করিবে না।

রোগাদি ভেদে পথ্যাপথ্য নির্ণয়ের সূত্র।

বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক রোগ, সাত্ম্য, দেশ, কাল, শরীর এবং অগ্নি-বল প্রভৃতি বিশেষ বিবেচনা করিয়া পীড়িত ব্যক্তির পথ্যাপথ্য বিধান করিবে। চিকিৎসক অবস্থান্তরের বাহুল্য নিবন্ধন এই দ্রব্য বিহিত, এই দ্রব্য অবিহিত, এরূপ চিন্তা করেন না। কেবল স্বাস্থ্য রক্ষণেই বস্তুর সাধারণ উপকারিতা ও অপকারিতা চিন্তা করিয়া থাকেন। যেমন সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে দুগ্ধ ও বিসের মধ্যে দুগ্ধই মহোপকারক, কিন্তু বিস আবার তেমনি অপকারক। বৎস সুশ্রুত! এইরূপে বিবিধ রসাত্মক সলিলাদি পদার্থের মধ্যে কোন্ বস্তু হিতকারী এবং কোন্ বস্তু অহিতকারী, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া লও ॥ ৪ ॥

সংযোগ বিরুদ্ধ বস্তু।

অতঃপর অপরাপর যে সমস্ত বস্তু সংযোগে অহিতকরহইয়া উঠে, তাহা বর্ণিত হইতেছে, বিগতাঙ্কুর অথবা অঙ্কুরিতধান্য, মধু, বসা, দুগ্ধ, গুড় ও মাসকলায়ের সহিত গ্রাম্য, আনূপ ও ঔদক প্রাণীর মাংসাদি আহার; দুগ্ধ ও মধুর সহিত রোহিণী শাক্ বা পৌষ্কর শাক্ ভোজন; বারুণী ও কুল্মাষের সহিত বলাকার (বকের) মাংস ভোজন; পিপ্পলী ও মরিচের সহিত কাকমাচী; নাড়ীভঙ্গশাক, কুক্কুট ও দধি একত্র সেবন; উষ্ণজল অনুপানের সহিত মধু, এবং পিত্তের সহিতমাংস ভোজন; সুরা, কৃশরা ও দুগ্ধ একত্র ভোজন, সৌবিরক কাঁজীর সহিত তিলশষ্কুলী (তিলের খইল); মৎস্যের সহিত ইক্ষুজাত গুড় প্রভৃতি গুড়ের সহিত

কাকমাচী, মধুর সহিত মূলক, গুড়ের সহিত বরাহ মাংস অথবা মধুর সহিত বরাহমাংস একত্র ভক্ষণ দুগ্ধের সহিত মূলক, কিম্বা দুগ্ধের সহিত আম্র ও জাম অথবা শ্বাবিৎ (সজারু) ও গোধা (গোসাপ) দুগ্ধের সহিত একত্র ভোজন; সকল প্রকার মৎস্য বিশেষত চিলিচিম মৎস্য দুগ্ধের সহিত একত্রে সেবন; তালফল, দুগ্ধ, দধি বা তক্রের সহিত কদলীফল একত্রে ভোজন; দুগ্ধ দধি, মাষকলায়ের পিষ্টকের সহিত বা মধু এবং ঘৃতের সহিত লকুচফল (ডেহুয়াফল) ভক্ষণ; দুগ্ধ পানের অব্যবহিত পুর্ব্বে বা পরে ডেহুয়াফল (মাঁদারফল) ভক্ষণ অহিতকর। ৫।

সংস্কার বিরুদ্ধ গুণবিশিষ্ট বস্তু।

যে সমস্ত পদার্থ সংস্কার দ্বারা অর্থাৎ ক্রিয়া দ্বারা বিরুদ্ধ গুণ প্রাপ্ত হয়, তাহা এই; সার্ষপতৈলে ভর্জ্জিত (ভাজা) কপোত মাংস; এরণ্ড-কাষ্ঠের অগ্নিতে পক্ব (সিদ্ধ) বা এরণ্ড তৈলে পক্ব কপিঞ্জল, লাব, ময়ূর বা তিত্তিরি এবং গোসাপের মাংস; কাংস্যপাত্রে দশ রাত্র পর্য্যুষিত ঘৃত; গ্রীষ্মাদি উষ্ণকালে মধু বা উষ্ণ মধু; মৎস্যপাত্রে বা শৃঙ্গবেরের (আদার) পাত্রে পক্ব কাকমাচী; তিলকল্ক সহ সিদ্ধ উপোদিকা শাক; নারিকেলের সহযোগে বরাহ বসাতে সিদ্ধ বলাকার (বকের) মাংস; এবং অঙ্গারে দগ্ধ শূল্য অর্থাৎ শলাকাগ্রে বিদ্ধ পক্ব ভাসপক্ষীর মাংস বিরুদ্ধগুণ বিশিষ্ট হয় বলিয়া ভক্ষণ করা উচিৎ নহে। ৬।

পরিমাণে বিরুদ্ধ গুণ বিশিষ্ট দ্রব্য।

সমপরিমাণে মধু ও জল; তুল্যপরিমাণ মধু ও ঘৃত; বিশেষতঃ সমপরিমাণে মধু ও স্নেহ বা জল ও স্নেহ, তৈল ও ঘৃত, তৈল ও বসা, তৈল ও মজ্জা বা ঘৃত ও বসা, ঘৃত ও মজ্জা পান করিয়া পশ্চাৎ অন্তরীক্ষ জলপান অতি গর্হিত। ৭।

রসভেদে দুই বস্তুর মিশ্রণজনিত বিরুদ্ধগুণের বিবরণ।

বস্তুর রস, বীর্য্য ও বিপাক নিবন্ধন দ্বিবিধ রস বিশিষ্ট দুই দ্রব্যের

মিশ্রণে উক্ত রস ও বীর্য্যাদির বিরুদ্ধভাব ঘটিয়া থাকে। উক্ত বিরুদ্ধভাবাপন্ন দ্রব্য সেবিত হইলে শারীরিক অনিষ্টোৎপত্তি হয় বলিয়া উহাদের বিষয় বর্ণন করা যাইতেছে। যথা—

রস-বীর্য্য বিরুদ্ধ—মধুর ও অম্ল রস-বিশিষ্ট দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিলে রসবীর্য্য-বিরুদ্ধ দোষ ঘটিয়া থাকে *। এইরূপ মধুর ও লবণরস বিশিষ্ট বা কটু ও তিক্ত বস্তুর মিশ্রণেও উক্ত দোষ ঘটে।

রস-বীর্য্য-বিপাক বিরুদ্ধ—মধুর ও কটুরস বিশিষ্ট বস্তু অম্ল ও তিক্ত কিংবা অম্ল ও কষায় অথবা লবণ ও তিক্ত বস্তু একত্র মিশ্রিত করিলে রস-বীর্য্য-বিপাকবিরুদ্ধ হয়।

রস-বিপাকবিরুদ্ধ—মধুর ও তিক্তদ্রব্য মিশ্রণে রস-বিপাকবিরুদ্ধ এবং মধুর ও কষায় দ্রব্য বা অম্ল ও কটু দ্রব্য সংযোগে (মিশ্রণেও) রস-বিপাকবিরুদ্ধ দোষ ঘটে।

* জিজ্ঞাস্য এই যে, অম্লরস বিশিষ্ট বস্তুর সহিত মধুর রস বিশিষ্ট বস্তু মিশ্রিত করিলে রসবীর্য্য বিরুদ্ধ দোষ ঘটে। ইহাই যদি আয়ুর্ব্বেদের স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে অম্লরসযুক্ত দধির সহিত মধুর দ্রব্য চিনী বা গুড় প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া সেবনের যে ব্যবহার লক্ষিত হয়, ইহা কি প্রকারে যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে? এবং লবণ ও কটু (ঝাল) দ্রব্যের সহ যোগে রস-বিপাক বিরুদ্ধ দোষ ঘটিলে মৎস্যের ঝোল বা ব্যঞ্জনই বা কিপ্রকারে প্রস্তুত হইতে পারে? প্রথম আপত্তির উত্তরস্থলে এই বলা যাইতে পারে যে, মধুর ও অম্লরসের মিশ্রণে যে রসবীর্য্য বিরুদ্ধ দোষ ঘটে, তাহা সামান্যাকারের। কারণ মধুর দ্রব্যের সহিত দধি প্রয়োগের বিধান আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের অনেকস্থলে প্রাপ্ত হওয়া যায়; যথা চরক "ন চ সন্ধুক্ষয়েৎ পিত্তমাহারঞ্চ বিপাচয়েৎ। শর্করাসংযুতং দদ্যাৎ তৃষ্ণাদাহনিবারণম্॥" অর্থাৎ শর্করা যুক্ত দধি পিত্ত-বর্দ্ধন করে না; আহার পরিপাচক, তৃষ্ণা ও জ্বালা নিবারক; কিন্তু "সুরসঞ্চাম্লদোষঘ্নং ক্ষৌদ্রযুক্তং ভবেদ্দধি।" অর্থাৎ মধুযুক্ত দধি সুরস অথচ অম্লদোষকর হইয়া থাকে। সুতরাং এই বিধান বিশেষ আকারের। অতএব শাস্ত্রোক্ত সামান্যাকারের বিধান বিশেষ বিধানের বলে ব্যাবর্ত্তিত হইতে পারে। সুতরাং চিনী বা গুড়যুক্ত দধি সেবন করিতে দোষ নাই। দ্বিতীয় আপত্তির উত্তর;—কেবল লবণ ও কটু দ্রব্যের মিশ্রণে দোষ ঘটে, কিন্তু অন্যবিধ পদার্থের সহিত উক্ত পদার্থদ্বয় ক্রমে ক্রমে মিশ্রিত করিলে দোষ আসিতে পারে না।

রস-বিরুদ্ধ ;—অম্ল ও লবণ দ্রব্য কিংবা কটু ও কষায় অথবা তিক্ত ও কষায় বস্তু একত্র মিশ্রিত করিলে রস বিরুদ্ধদোষ ঘটিয়া থাকে।

সাধারণতঃ বর্জ্জনীয় দ্রব্য।

তরতমযোগযুক্ত অর্থাৎ অতি রুক্ষ, অতি স্নিগ্ধ, অত্যুষ্ণ ও অতি শীতল দ্রব্য এবং এইরূপ অন্যান্য বস্তু, অর্থাৎ অতিশয় রুক্ষাদিগুণযুক্ত দ্রব্য সকল সুস্থাবস্থায় সেবন করা বিধেয় নহে।

রস, বীর্য্য ও বিপাকদ্বারা এইরূপ বিরুদ্ধ দ্রব্য সকল নিতান্ত অহিত-জনক। এতদ্ভিন্ন বস্তু সকল হিত ও অহিতজনক। ৮।

যে অজ্ঞব্যক্তি বিরুদ্ধ রস বীর্য্যাদি পদার্থ ভক্ষণ করে, তাহার রোগ ও ইন্দ্রিয়শক্তির দুর্ব্বলতা জন্মে, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে॥ ৯॥

যাহা কিছু অহিত বস্তু সেবিত হয়, তাহাতেই দোষ ও রসাদি ধাতু দূষিত হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত দূষিত পদার্থ শরীর মধ্যে থাকিয়া রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। বহুদোষ বিশিষ্ট বা বলবান্ ব্যক্তির বিরুদ্ধভোজন জনিত রোগ বমন বিরেচন দ্বারা শান্তি করিবে; এবং দুর্ব্বল ব্যক্তির সংশমন ঔষধদ্বারা চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য॥ ১০॥

কিন্তু ইহাও দেখা যায় যে দীপ্তাগ্নি, তরুণবয়স্ক, স্নিগ্ধ আহার ও ব্যায়াম দ্বারা বলবান্ ব্যক্তির বিরুদ্ধ ভোজন অভ্যাস বা মাত্রার অল্পতা প্রযুক্ত কোন প্রকার দোষ ঘটে না॥ ১১॥

বায়ুর গুণ।

পূর্ব্বদিগস্থ বায়ু, মধুর, স্নিগ্ধ, লবণাক্ত, গুরু, বিদাহী, (অম্ল-পিত্ত-জনক)। বিশেষতঃ এই বায়ু সংস্পর্শে ক্ষতরোগ, বিষ-রোগ বা ব্রণরোগ বিশিষ্ট কিংবা শ্লেষ্ম-প্রধানব্যক্তিদিগের রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পরিশ্রান্ত, বায়ুপ্রধান, কফক্ষীণব্যক্তিদিগের পক্ষে পূর্ব্ববায়ু হিতকর, কিন্তু ব্রণের অতিশয় ক্লেদ-বর্দ্ধক।

দক্ষিণদিগস্থ বায়ু, মধুর, অবিদাহী (পাচক) কষায় রসবিশিষ্ট, লঘু, চক্ষুর হিতকারী ও বলবর্দ্ধক; রক্তপিত্তরোগের প্রশমক

এবং বায়ুর সমতাকারক। সুতরাং এই বায়ুই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

পশ্চিমবায়ু বিশদ (নির্ম্মল), রুক্ষ, পরুষ, খর (খরস্পর্শ), তীক্ষ্ণ, স্নিগ্ধতা নাশক ও বলহারক, শ্লেষ্মা ও মেদধাতুর শোষক এবং প্রাণিগণের শরীর ও বল অচিরে ক্ষয় করিয়া থাকে।

উত্তরদিকস্থ বায়ু, মৃদু, মধুর ও কষায়রস বিশিষ্ট, শীতল, দোষের (বায়ু, পিত্ত ও কফের) প্রশমক। সুতরাং প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিদিগের ক্লেদ ও বলবর্দ্ধক। বিশেষতঃ ক্ষীণ-ক্ষয় ও বিষরোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে মহোপকারক ॥ ১২ ॥

বিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

বায়ু, পিত্ত ও কফাদির বিবরণ।

বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা, এই তিনটীই শরীরোৎপত্তির কারণ। (১) শরীরের অধ, মধ্য ও ঊর্দ্ধদেশে অবস্থিত অবিকৃত বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা

১। "বাত, পিত্ত, ও শ্লেষ্মাই জীবদের উৎপত্তির কারণ" এই রূপ সিদ্ধান্তে অনেকেরই মনে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে, কেবল বায়ু, পিত্ত ও কফ দ্বারা শরীর কি প্রকারে উৎপন্ন হয়। কারণ, শুক্র ও শোণিত ব্যতীত গর্ভ উৎপন্ন হইতে পারে না, ইহা আয়ুর্ব্বেদের স্থির সিদ্ধান্ত। কেবল শুক্র শোণিতের সংযোগেই যে জরায়ুজ প্রাণীর সৃষ্টি হয় এরূপ নহে। মহর্ষি চরক বলেন "মাতৃজশ্চায়ং গর্ভঃ পিতৃজশ্চাত্মজশ্চ সাত্ম্যজশ্চ রসজশ্চাস্তি চ সত্ত্বসংজ্ঞমৌপাধিকমিতি। অর্থাৎ "মাতা, পিতা, আত্মা, সাত্ম্য এবং রস, এই সমস্ত ভাব হইতে গর্ভ উৎপন্ন হয়। সত্ত্বসংজ্ঞক মন এই সমুদয়ের সংযোজক"। অতএব কেবল বাত, পিত্ত ও কফ জীবদেহের উৎপত্তির কারণ হইতে পারে না। সত্যবটে, কিন্তু প্রকৃতিস্থ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা জরায়ুজ প্রাণীর উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন না কোন প্রকার

তিনখানি স্তম্ভে সংস্থিত গৃহের ন্যায় শরীরকে রক্ষা করে। সুতরাং বায়ু, পিত্ত, কফই শরীর ধারণের (রক্ষার) মূল। এই জন্যই কোন কোন পণ্ডিত এই শরীরকে ত্রিস্থূণ (তিনটী স্তম্ভ বিশিষ্ট) গৃহ বলিয়া থাকেন। ইহাদের বিকৃতি ঘটিলেই শরীরের বিনাশ হয়। পরন্তু দোষত্রয় (বায়ু, পিত্ত কফ) এবং শোণিত, এই পদার্থ চতুষ্টয় উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ কালেও শরীরে অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করিয়া থাকে (২) ॥ ১ ॥

বাত, পিত্ত, কফ শোণিত, ইহাদের কোনও একটীর অভাবে শরীর রক্ষা হয় না। সুতরাং উক্ত চারিটী পদার্থ দেহকে নিরন্তর ধারণ করিয়া থাকে ॥ ২ ॥

গত্যর্থক বা—ধাতু ক্ত প্রত্যয়ের যোগে বাত-শব্দ নিষ্পন্ন হয়। সন্তাপার্থক তপ ধাতু ক্ত প্রত্যয়ের যোগে পিত্ত এবং আলিঙ্গনার্থক শ্লিষ-ধাতু মন্ প্রত্যয়ের সহ যোগে শ্লেষ্মা সংগঠিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

দোষের প্রধানস্থান নির্ণয়।

সংক্ষেপতঃ শ্রোণি (নিতম্ব বা কটী) এবং গুহ্যদেশ বায়ুর স্থান,

কারণ,ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সাত্ম্য (হিতকর) বস্তু গর্ভোৎপত্তির কারণ। অসাত্ম্য সেবী না হইলে কখনও স্ত্রী ও পুরুষের বন্ধ্যাত্ব সম্ভবে না, অথবা গর্ভেরও কোন প্রকার অনিষ্ট সংঘটিত হয় না। অসাত্ম্যসেবী স্ত্রী ও পুরুষের বায়ু, পিত্ত ও কফ দূষিত ও শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পুরুষের শুক্র এবং স্ত্রীর শোণিত গর্ভাশয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক গর্ভোৎপাদিকা শক্তির হ্রাসকরিয়া থাকে। সুতরাং এই প্রকারে বিশুদ্ধ বায়ু, পিত্ত, কফ দেহোৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে। এস্থলে কেবল বাতাদি দোষত্রয়ের বিষয় বর্ণন করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য বলিয়া অন্যান্য কারণগুলি উল্লিখিত হয় নাই।

২। "বাত, পিত্ত, কফ ও শোণিত দ্বারা উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশ বিষয়ে শরীর অবিযুক্ত থাকে।" ইহা কোন কোন পণ্ডিত বলিয়া থাকেন। এস্থলে রক্তের ধর্ম্ম বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, এই অধ্যায়ে ব্রণের বিষয় বলাই প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং ব্রণের কারণ স্বরূপ বাতাদি দোষত্রয় এবং রক্তের ধর্ম্ম বর্ণন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

শ্রোণি এবং গুহ্যদেশের উপরে নাভির নিম্নপ্রদেশে পক্বাশয়। সেই পক্বাশআমাশয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ (পিত্ত ধরা কলা বা গ্রহণী) পিত্তের স্থান, এবং আমাশয় শ্লেষ্মার স্থান ॥ ৪ ॥

দোষের অপ্রধান স্থান নির্ণয়।

বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা, ইহারা প্রত্যেকে পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া পঞ্চবিধস্থানে অবস্থিতি করে। বায়ুর স্থানের বিস্তৃত বিবরণ বাত ব্যাধি রোগে বর্ণিত হইবে। যকৃৎ প্লীহা, হৃদয়, ত্বক্ এবং পূর্ব্বোক্ত পক্বাশয় ও আমাশয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে পিত্ত অবস্থিতি করে। উরঃ (বক্ষ), মস্তক, কণ্ঠ, সন্ধি, এবং আমাশয় শ্লেষ্মা বা কফের স্থান; প্রকৃতিস্থ দোষের এই সমস্ত স্থান জানিবে ॥ ৫ ॥

যেমন চন্দ্র শীতক্রিয়া দ্বারা, সূর্য্য উষ্ণ-ক্রিয়া দ্বারা, বায়ু শীত এবং উষ্ণের সঞ্চালন দ্বারা জগতের রক্ষা-কার্য্য সম্পন্ন করে। সেইরূপ কফ, পিত্ত ও বায়ু যথাক্রমে শৈত্যে আর্দ্র, উষ্ণে শোষণ, এবং গতি দ্বারা শীতোষ্ণাদি সঞ্চালন করিয়া জীবদেহ পালন করিয়া থাকে ॥ ৬॥

অন্তরাগ্নি নির্ণয়।

এস্থলে বিবেচনার বিষয় এই যে জীবদেহে পিত্ত ব্যতিরেকে অন্য অগ্নি আছে? না পিত্তই অগ্নি? উত্তর,—পিত্তব্যতীত অন্য অগ্নির উপলব্ধি হয় না। কারণ পিত্ত আগ্নেয় পদার্থ, এবং দাহ ও পাকাদি বিষয়ে অগ্নির ন্যায় কার্য্য করে। সুতরাং পিত্তই জীবদেহের অন্তরাগ্নি। পিত্তের ক্ষয় হইলে পিত্তকর তীক্ষ্ণ মরিচাদি প্রয়োগ এবং অতি বর্দ্ধিত হইলে শীত ক্রিয়ার প্রয়োগ দর্শনে এবং শাস্ত্র প্রমাণে পিত্ত ভিন্ন অগ্নি নাই বলিয়াই অনুমীত হয়। বিশেষতঃ অদৃশ্যকারণে পক্বাশয় ও আমাশয় এই উভয় আশয়ের মধ্যপ্রদেশস্থ পিত্ত, চতুর্ব্বিধ অন্ন ও পানদ্রব্য (চব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় দ্রব্য) পাক করে, এবং দোষ, রস, মূত্র ও পুরীষ পৃথক করিয়া থাকে। অপর পিত্ত সেই স্থানে থাকিয়াই স্বীয়শক্তি দ্বারা শরীরস্থ অবশিষ্ট পিত্তস্থা-

নের অগ্নিকার্য্যের সাহায্য করিয়া থাকে। সুতরাং ইহারই নাম পচাকাগ্নি; যে পিত্ত যকৃৎ এবং প্লীহাতে অবস্থিতি করে, সেই পিত্তের নাম রঞ্জকাগ্নি। এই রঞ্জক পিত্তই রসকে রক্তবর্ণ (রক্তরূপে পরিণত) করিয়া থাকে। হৃদয়স্থ পিত্তের নাম সাধকাগ্নি; সেই সাধকাগ্নি অভিলষিত মনোরথ সিদ্ধ করিয়া থাকে। দৃষ্টিস্থিত পিত্তের নাম আলোচকাগ্নি; সেই আলোক-পিত্তের প্রভাবে শরীরী রূপগ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। যে পিত্ত ত্বকে অবস্থান করে, তাহার নাম ভ্রাজকাগ্নি। সেই ভ্রাজক পিত্ত মালিশ, পরিসেক, অবগাহন ও আলেপন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা যে সমস্ত বস্তু শরীরে লিপ্ত হয়, সেই সমস্ত দ্রব্যের পাচক এবং ছায়ার অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক লীলাদির প্রকাশক।

পিত্তের গুণ।

পিত্ত তীক্ষ্ণ, দ্রব (তরল), পূতি (দুর্গন্ধি) উষ্ণ, কটুরস-বিশিষ্ট। সামাবস্থায় পিত্ত নীলবর্ণ এবং নিরামাবস্থায় পিত্ত পীতবর্ণ বিশিষ্ট, বিদগ্ধ পিত্ত অম্লরস বিশিষ্ট ॥ ৮ ॥

আমাশয়ের অবস্থান নির্ণয়।

পিত্তাশয়ের বা পিত্তধরা কলার অর্থাৎ গ্রহণী নাড়ীর ঊর্দ্ধদেশে কফের পাত্র আমাশয় অবস্থিত। শ্লেষ্মাতে পিত্তের বিরুদ্ধগুণ থাকা-প্রযুক্ত, তেজোরূপী পিত্তের গতি ঊর্দ্ধদিকে থাকা বশতই কফাশয় পিত্তাশয়ের ঊর্দ্ধদেশ অবস্থিত। চন্দ্রমণ্ডল সূর্য্যের ঊর্দ্ধদেশে অবস্থিতি হেতু যেমন চন্দ্রই উষ্ণরশ্মীর ক্রিয়ার আধার, সেইরূপ আমাশয়ও পিত্তের তেজ ক্রিয়ার আধার, এই জন্যই আমাশয় নামক শ্লেষ্মার স্থান চতুর্ব্বিধ আহারেরও আধার (৩)। ভুক্তদ্রব্য সকল আমাশয়িক রসে (দ্রবস্নেহাদি দ্বারা) ভিন্ন সংঘাত (শিথিলসংযোগ) ও ক্লিন্ন হওয়াতে সুখপাচ্য হইয়া থাকে। ৯।

৩। আমাশয়;—প্রথমতঃ ভুক্ত বস্তু যে স্থানে যাইয়া অবস্থিতি করে, সেই স্থানকে আমশয় কহে।

ঔদক গুণ।

ভুক্ত দ্রব্যের মাধুর্য্য, পিচ্ছিলতা ক্লেদিভাব এবং দ্রব্য ও স্নিগ্ধতা প্রযুক্ত আমাশয়স্থ শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। উক্ত শ্লেষ্মা মধুর ও শীতল গুণ বিশিষ্ট ॥ ১০ ॥

আমাশয়স্থ শ্লেষ্মা স্বকীয় ক্ষমতা বলে অপরাপর কফস্থানকে ক্লেদন ও পুরণাদি দ্বারা পোষণ করিয়া থাকে। উরস্থ শ্লেষ্মা ত্রিকস্থানকে (শির ও বাহুদ্বয়ের সন্ধি স্থানকে) ধারণ করিয়া রহিয়াছে, এবং আহার রসের দ্বারা স্বীয় ক্ষমতাবলে হৃদয়ের বল-বৃদ্ধি করিয়া থাকে। জিহ্বা মূলস্থ (কণ্ঠস্থ) শ্লেষ্মা স্বকীয় শৈত্যতা প্রযুক্ত জিহ্বান্দ্রিয়ের রস জ্ঞানের শক্তি উৎপাদন করিয়া দেয়। শিরস্থ শ্লেষ্মা স্নিগ্ধদ্রব্য দ্বারা পরিপোষিত হইয়া মস্তিষ্কের পোষণ করে, তহাতেই ইন্দ্রিয়গণও পরিপুষ্ট হয়। সন্ধিস্থ শ্লেষ্মা সমস্ত সন্ধির দৃঢ়তা সম্পাদন করে বলিয়া সন্ধি সকলকে কার্য্যক্ষম করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

শ্লেষ্মার গুণ বা লক্ষণ।

শ্লেষ্মা (কফ) শ্বেতবর্ণ, গুরু, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল ও শীতল। পরন্তু প্রকৃতিস্থ শ্লেষ্মা মধুর রস-বিশিষ্ট, বিকৃতিস্থ শ্লেষ্মা লবণরস-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। ১২।

শোণিতের স্থান।

যকৃৎ ও প্লীহা শোণিতের আধার। এই বিষয় শোণিত বর্ণনীয়াধ্যায়ে বর্ণিত হইবেক। রক্তউক্ত দুই স্থানে থাকিয়া দেহের অন্যান্য অবয়বের শোণিতের কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। ১৩।

রক্তের গুণ বা লক্ষণ।

শোণিত অশীতোষ্ণ, মধুর রস বিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, লোহিতবর্ণ, গুরু, আমগন্ধি। পরন্তু পিত্তের ন্যায় বিদগ্ধ গুণবিশিষ্ট অর্থাৎ যে যে বস্তুতে এবং যে প্রকারে পিত্ত বিদগ্ধ হয় শোণিতও সেই প্রকারে বিদগ্ধ হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

সঞ্চিত দোষের লক্ষণ।

দোষের যে যে স্থান বর্ণিত হইল, সেই সেই স্থানে দোষ (বায়ু

পিত্ত কফ) সঞ্চিত হয়, যে যে কারণে দোষ সঞ্চিত হয়, তাহা ঋতুচর্য্যাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। বায়ু সঞ্চিত হইলে কোষ্ঠস্তব্ধ ও পূর্ণ হয়। পিত্ত সঞ্চয়প্রাপ্ত হইলে শরীর পীতাভাযুক্ত ও অগ্নিমান্দ্য ঘটে। সঞ্চিত শ্লেষ্মাতে অঙ্গের গুরুতা ও আলস্য হয়। পরন্তু যে সমস্ত কারণে দোষের সঞ্চয় হয়। সেই সকল কারণ দ্রব্যে বিদ্বেষ ঘটিয়া থাকে। এই অবস্থা প্রথম চিকিৎসার কাল। ১৫।

বায়ু প্রকোপের কারণ।

বলবান্ ব্যক্তির সহিত সংগ্রাম (মল্লযুদ্ধ), অধিক পরিমাণে ব্যায়াম, অতিশয় স্ত্রীসংসর্গ, অত্যন্ত অধ্যয়ন, উচ্চস্থান হইতে পতন, দৌড়ান, প্রপীড়ন (শরীর টেপা),আঘাত, লঙ্ঘন (গর্ত্ত হইতে বেগের সহিত) ও প্লাবন (লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক গমন), সন্তরণ, রাত্রিজাগরণ, ভার-বহন, হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদব্রজে গমন ; কটু, কষায়, তিক্ত, রুক্ষ, লঘু, শীতবীর্য্য বস্তু, শুষ্ক শাক, বল্লূর (শুষ্কমাংস), বরক (ধান্য বিশেষ), উদ্দালক, কোরদূষ, শ্যামাক, নীবার, মুদ্গ (মুগ), মসূর, অড়হর, হরেণু, কলায়, নিষ্পাব (শিম) এই সমস্ত দ্রব্যভোজন, অনশন (উপবাস এবং অল্প ভোজন), বিষমাশন (অল্প বা অধিক কিম্বা অকালে আহার), অধ্যশন (ভুক্তদ্রব্য পরিপাক না পাইতে পুনর্ভোজন) বাত, মূত্র, পুরীষ, শুক্র, বমন, হাঁচি, উদ্গার ও অশ্রু প্রভৃতির বেগ-ধারণ এই সমস্ত কারণে শরীরস্থ বায়ু প্রকুপিত হইয়া থাকে। ১৬।

বায়ুবৃদ্ধির কাল।

শরীরস্থ বায়ু শীতকালে, মেঘযুক্তসময়ে, প্রবল বায়ু প্রবহন সময়ে, বর্ষাকালে, প্রাতঃসময়ে, অপরাহ্নে এবং ভুক্তদ্রব্য পরিপাকান্তে অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৭।

পিত্ত প্রকোপের কারণ।

ক্রোধ, শোক, ভয়, চিন্তা, উপবাস, বিদগ্ধ (অগ্নিসন্তাপ), স্ত্রীসং-

সর্গ, কটু (ঝাল), অম্ল, লবণ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লঘু, বিদাহী, তিলতৈল, পিন্যাক (তিলকল্ক বা তিলবাটা), কুলত্থ কলায়, সর্ষপ, অতসী (মসিনা), হরিতক শাক, গোধা (গোসাপ), মৎস্য, ছাগ ও মেষের মাংস, দধি, তক্র (ঘোল), কূর্চ্চিকা (কাঁজী বিশেষ), মস্তু (দধির মাত), সৌবীর (কাঁজী বিশেষ), সুরা বা সুরা দ্বারা প্রস্তুত অন্য দ্রব্য এবং অম্লরস বিশিষ্ট ফল, কটর (স্নেহযুক্ত দধি) ও সূর্য্য-সন্তাপপ্রভৃতি কারণে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া থাকে। ১৮।

পিত্তবৃদ্ধির কাল।

বিশেষতঃ উষ্ণক্রিয়া দ্বারা, গ্রীষ্মকালে, মেঘান্তে, মধ্যাহ্ন সময়ে, অর্দ্ধরাত্রে এবং ভুক্তদ্রব্য পরিপাক সময়ে পিত্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৯।

শ্লেষ্মাপ্রকোপের কারণ।

দিবানিদ্রা, ব্যায়াম না করা, অলসতা, মধুর, অম্ল, লবণ, শীত, স্নিগ্ধ, গুরু, পিচ্ছিল, অভিষ্যন্দি (ক্লেদজনক) বস্তু এবং হায়নক (ধান্যবিশেষ), যবক (শূক ধান্যবিশেষ), নৈষধ (ধান্যবিশেষ) ইৎকট (খগ্‌গলী), মাষকলাই, মহামাষ (রাজমাষকলাই), গোধুম, তিল, পিষ্টবিকৃতি (চাউলের পিষ্টক), দধি, দুগ্ধ, কৃশরা (তিল, চাউল ও মাষকলাই দ্বারা প্রস্তুত যবাগূ) পায়স, চিনী-গুড় প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য, আনূপ মাংস (শূকরাদির মাংস), ঔদক মাংস (কচ্ছপ প্রভৃতির মাংস) ও ইহাদের বসা (চর্ব্বি), বিস (পদ্মমূল), মৃণাল (পদ্মমূলস্থ প্ররোহাঙ্কুর), কশেরুক (কেশুর), শৃঙ্গাটক (শিঙাড়া, বা পানিফল) মধুর ফল (তাল-নারিকেল প্রভৃতি), বল্লীফল (লাউ প্রভৃতি), এই সমস্ত দ্রব্য ভক্ষণে এবং সমশন (নিয়ত একমাত্রায় সেবন) ও অধ্যশন (এক আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ব্বার আহার) প্রভৃতি কারণে শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয়। ২০।

শ্লেষ্মাপ্রকোপের কাল।

বিশেষতঃ শীতক্রিয়াতে, শীতকালে, বসন্ত ঋতুতে, প্রাতঃকালে ও প্রদোষ কালে (সন্ধ্যাকালে) শ্লেষ্মা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শোণিত প্রকোপের কারণ।

পিত্তপ্রকোপজনক দ্রব্যসেবন, দ্রব, স্নিগ্ধ ও গুরুদ্রব্য নিরন্তর ভোজন, দিবানিদ্রা, ক্রোধ, অগ্নিসন্তাপ, আতপ, (রৌদ্রসেবন) অতিরিক্ত পরিশ্রম, আঘাত, অজীর্ণদ্রব্য ও বিরুদ্ধ গুণবিশিষ্ট দ্রব্য সেবন, অধ্যশন (আহারের উপর আহারকরা), এই সকল কারণে রক্ত প্রকুপিত হইয়া থাকে। ২১।

শোণিত প্রকোপের কাল।

দোষের (বায়ু, পিত্ত ও কফের) সংস্রব ব্যতীত রক্ত নিজে প্রকুপিত হইতে পারে না, সুতরাং বাত-দুষ্ট রক্ত বায়ুর প্রকোপের কালে প্রকুপিত হয়। এইরূপ পিত্ত দ্বারা দূষিত এবং কফ দ্বারা দূষিত শোণিত পিত্ত প্রকোপের ও কফ প্রকোপের কালে প্রকুপিত হইয়া থাকে। ২২।

বায়ু ও পিত্তাদিরপ্রকোপের লক্ষণ।

কোষ্ঠে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও বায়ুর সঞ্চরণ, প্রকুপিত বায়ুর লক্ষণ। অম্লোদ্গার, গাত্রদাহ, ও পিপাসা, প্রকুপিত পিত্তের লক্ষণ। অরুচি ও বমনোদ্বেগ, প্রকুপিত কফের লক্ষণ। এই দ্বিতীয় চিকিৎসার সময়। ২৩।

বাতাদির প্রসর।

পূর্ব্বোক্ত বাতাদির প্রকোপের কারণ দ্বারা বায়ু, পিত্ত ও কফ, প্রকুপিত হইলে যেমন সুরার বীজ বা উপদানে পদার্থ সকল (গুড় তণ্ডুল, ও জল প্রভৃতি) একত্র মিশ্রিত করিয়া কিছুদিন বাসী করিলে উহাতে এক প্রকার উষ্মার উদ্রেক হওয়াতে উদ্রিক্ত হইয়া (ফুটিয়া) প্রসর অর্থাৎ বিস্তীর্ণ হয়। সেইরূপ বতাদি দোষেরও প্রসর হইয়া থাকে। বাতাদি দোষের মধ্যে বায়ুতে গতি থাকা প্রযুক্ত বায়ুই প্রসরণের

কারণ। বায়ু অচেতন পদার্থ হইলে ও উহাতে রজোগুণের আধিক্য-প্রযুক্ত বায়ু গতিশীল। কারণ রজোগুণের দ্বারাই সমস্ত পদার্থ চালিত হইয়া থাকে। যেমন মহান্ জলস্রোত অতি প্রবৃদ্ধ হইয়া তেজু ভেদ করিয়া অপর স্রোতের সহিত মিলিত হইয়া সর্ব্বত্র প্রধাবিত হয়। সেইরূপ বাতাদি দোষ, পৃথক্ বা দ্বন্দ্ব কিম্বা সমস্ত অথবা শোণিতের সহিত মিলিয়া শরীরে নানাবিধ প্রকারে প্রসর অর্থাৎ বিস্তীর্ণ হয়। প্রসরের ক্রম, যথা—বাত, পিত্ত ও কফ, ইহারা পৃথক্ পৃথক্; বা বাত-পিত্ত, বাত-শ্লেষ্মা; পিত্তশ্লেষ্মা কিম্বা বাত-শোণিত, পিত্ত-শোণিত, শ্লেষ্ম শোণিত, অথবা বাত, পিত্ত ও শোণিত; বাত, শ্লেষ্মা ও শোণিত; পিত্ত, শ্লেষ্মা ও শোণিত; কিম্বা বাত, পিত্ত, কফ; এবং বাত, পিত্ত, কফ ও শোণিত; এইরূপে পঞ্চদশ প্রকারে দোষের প্রসর হইয়া থাকে। ২৪

এক দেশাশ্রিত প্রকুপিত দোষের কার্য্য।

বাতাদি দোষ অত্যন্ত কুপিত হইয়া শরীরের সমস্ত অঙ্গ বা অবয়বে (চিবুক ও পাদাদি স্থানে) কিম্বা যে যে স্থানে প্রসারিত হয়, সেই সই স্থানে মেঘের ন্যায় বর্ষণ অর্থাৎ রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। কিন্তু দোষ অল্প কুপিত হইলে এক স্থানেই নিক্রিয়াবস্থায় অবস্থিতি করে। কিন্তু কালে মিথ্যা আহার ও আচরণাদি দ্বারা দোষ বল পাইয়া অধিকতর প্রকুপিত হইয়া থাকে। ২৫।

প্রসারিত বাতাদির চিকিৎসা সূত্র।

পিত্তস্থানগত বায়ুর পিত্তবৎ। কফস্থানপ্রাপ্ত পিত্তের কফবৎ এবং বাতস্থানগত কফের বাতবৎ চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ বায়ু পিত্তস্থান অধিকার করিলে পিত্তের প্রতীকার করা উচিত, অন্যান্য স্থানেও এইরূপ চিকিৎসার নিয়ম। এইরূপ চিকিৎসার বিভাগ জানিবে। ২৬।

প্রসর প্রাপ্ত দোষের লক্ষণ।

বিমার্গ গমন ও আটোপ (উদর স্ফীতি ও বেদনা), বায়ুর লক্ষণ।

ওস, চোষ ও পরিদাহ (শরীরে নানাবিধ জ্বালা) ও ধূমের ন্যায় উদ্গীরণ পিত্তের লক্ষণ। আর অরুচি, অবিপাক, অঙ্গের দুর্ব্বলতা ও বমন, শ্লেষ্মার লক্ষণ ; এইটী তৃতীয় চিকিৎসার সময়। ২৭।

দোষের স্থানসংশ্রয়।

প্রসর প্রাপ্ত দোষ শরীরের যে যে স্থান অধিকার করে, সেই সেই স্থানে এই সমস্ত রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে; যথা প্রকুপিত দোষ উদরে অবস্থান করিলে গুল্ম, বিদ্রধি, উদররোগ, অগ্নিমান্দ্য, আনাহ, বিসূচিকা, ও অতীসার প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। বস্তি (মূত্রাশয়) স্থানস্থ দোষ প্রমেহ, অশ্মরী, মূত্রাঘাত এবং মূত্রদোষ প্রভৃতি উৎপাদন করে। মেঢ্রস্থ (লিঙ্গ নালস্থ) দোষ নিরুদ্ধপ্রকাশ, উপদংশ, শূকদোষ প্রভৃতি রোগ জন্মায়। গুহ্যদেশস্থ দোষ ভগন্দর ও অর্শ প্রভৃতি, অণ্ডকোষ প্রাপ্ত দোষ কুড়ণ্ড; ঊর্দ্ধ জত্রুগত বাতাদি জত্রুর (কণ্ঠ ও বক্ষের সন্ধির) ঊর্দ্ধদেশের রোগ; ত্বক্, মাংস ও শোণিতস্থ বাতাদিত্রয় ক্ষুদ্ররোগ, কুষ্ঠ ও বিসর্প রোগ, মেদস্থ দোষ গ্রন্থি, অপচী, অর্ব্বুদ, গলগণ্ড ও অলজী প্রভৃতি; অস্থিপ্রাপ্ত দোষ বিদ্রধি ও অনুশয়ী প্রভৃতি; সর্ব্বাঙ্গগত বাতাদি জ্বর ও সর্ব্বাঙ্গব্যাপী রোগ প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া থাকে। এইস্থান সংশ্রিত দোষের পূর্ব্বরূপ প্রত্যেক রোগ বর্ণন স্থলে বিবৃত হইবে। সেই পূর্ব্বরূপাবস্থায় চতুর্থ চিকিৎসার নিয়ম অবলম্বনীয়। ২৮।

অনন্তর ব্যাধি প্রকাশ পাইলে যে সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহা বলিতেছি, শোথ, অর্ব্বুদ, (আব), গ্রন্থি, বিদ্রধি ও বিসর্প প্রভৃতি কোন রোগ শরীরে প্রকাশ পাইলেই স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। পরন্তু জ্বর ও অতীসার প্রভৃতি রোগও প্রকাশমাত্রে তাহাদিগের লক্ষণ স্পষ্টরূপে জানা গিয়া থাকে। ব্যাধি যে সময়ে শরীরে প্রকাশ পায়, সেই সময়ে তাহার শান্তি করিবার পক্ষে পঞ্চম ক্রিয়াকাল জানিবে। ২৯

অনন্তর ঐশোথাদি রোগে ক্ষত হইয়া শরীরে ব্রণ উপস্থিত হইলে

সেই অবস্থা সেই রোগের শান্তির পক্ষে ষষ্ঠ ক্রিয়াকাল জানিবে। জ্বর ও অতীসার প্রভৃতি রোগের দীর্ঘকাল অনুবন্ধ থাকে, সুতরাং সেই সময়ে শান্তির উপায় না করিলে রোগ অসাধ্য উঠে। ৩০।

যিনি দোষের অর্থাৎ বাতপিত্তাদির সঞ্চয়, প্রকোপ, গতিস্থান, ব্যক্তিভাব (প্রকাশ হওন) ও ভেদের (ব্রণভাবে পরিণত হওন) বিষয় অবগত থাকেন, তিনিই বৈদ্য পদবাচ্য। ৩১।

দোষের (বাতাদির) সঞ্চয় সময়েই যদি তাহার শান্তি করা যায়, তাহা হইলে আর তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে না। এই দোষ সকল যতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, ততই তহোরা উত্তরোত্তর বলবান্ হইয়া উঠে। ৩।

বাতাদি সমস্ত দোষের মধ্যে যদি একটী বা তাহার অধিক দোষ প্রকুপিত হয়, তবে তাহার সংসর্গে শরীরস্থ অপরাপর দোষও কুপিত হইয়া সেই কুপিত দোষের অনুধাবন করে। ৩৩।

দোষের এইরূপ পরস্পর সংসর্গবশতঃ অনেক দোষ কুপিত হইলে তাহাদিগের মধ্যে যে দোষটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, অগ্রে তাহারই শান্তি করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু সেই দোষের শান্তি এরূপভাবে করা উচিত, যেন তাহার শান্তি করিতে গিয়া অন্যান্য দোষের বৃদ্ধি না হয়। সেইরূপ সন্নিপাতে অর্থাৎ দোষসমূহের একত্র মিলনস্থলে ও ঐরূপে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। ৩৪।

ইতি একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

ব্রণের স্রাববিজ্ঞানীয় অধ্যায়।

ব্রণ বস্তু অর্থাৎ ব্রণ জন্মিবার স্থান আটটী, যথা ত্বক্ (চর্ম্ম), মাংস, শিরা, স্নায়ু, অস্থি, সন্ধি, কোষ্ঠ ও মর্ম্ম। এই সমস্ত স্থানেই ব্রণ জন্মিয়া থাকে। এই সমুদয়ের মধ্যে কেবল ত্বক্ অর্থাৎ চর্ম্মমাত্র ভেদ করিয়া যে সমস্ত ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহা সহজসাধ্য, তদ্ভিন্ন মাংসাদি অন্যান্য স্থানে যে ব্রণ উৎপন্ন হইয়া স্বয়ং বিদীর্ণ হয়, তাহা কষ্টসাধ্য। সচরাচর ব্রণ সমূহের আকৃতি চতুরস্র (চতুষ্কোণ) গোল ও ত্রিকোণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বিকৃত আকৃতি বিশিষ্ট ব্রণ সমূহ দুশ্চিকিৎস্য জানিবে। ১।

যদি সুচিকিৎসক কর্ত্তৃক চিকিৎসিত এবং রোগী আত্মজ্ঞানী হয়, অর্থাৎ অহিতাচারাদি না করে, তাহা হইলে প্রায় সর্ব্বপ্রকার ব্রণেরই শীঘ্র শীঘ্র শান্তি হইয়া থাকে। আর যদি রোগী অজ্ঞান অর্থাৎ অত্যাচারী এবং কুবৈদ্য কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হয়, তাহা হইলে দোষের বৃদ্ধিবশতঃ ব্রণও দূষিত হইয়া থাকে। ২।

যে সমস্ত ব্রণের মুখ নিতান্ত ক্ষুদ্র, অথবা যাহাদের মুখ অত্যন্ত বড় হয়, যে সমস্ত ব্রণ অতিশয় কঠিন অথবা অতিশয় মৃদু, যে সমস্ত ব্রণ অতিশয় উচ্চ অথবা অতিশয় নিম্ন, যে সমস্ত ব্রণ অতিশয় শীতল অথবা অতিশয় উষ্ণ, এবং যে সমস্ত ব্রণ কৃষ্ণ, রক্ত, পীত, শুক্ল প্রভৃতি বর্ণব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার বর্ণবিশিষ্ট, দেখিতে ভয়জনক, দুর্গন্ধযুক্ত পূঁজ, মাংস, শিরা ও স্নায়ুপ্রভৃতিতে পরিপূর্ণ, যাহা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত

পূঁজ নির্গত হয়, যাহার ঊর্দ্ধভাগে শোষ অর্থাৎ নালী হয়, যেসমস্ত ব্রণ ফাঁপা ও শোথযুক্ত, অমনোজ্ঞ অর্থাৎ অপ্রিয় গন্ধযুক্ত, অতিশয় ব্যথাযুক্ত, যাহাতে দাহ পাক, রক্তিমা, কণ্ডু (চুলকণা), শোথ এবং পীড়কা প্রভৃতি উপদ্রব থাকে, যাহা হইতে দুষ্টরক্তস্রাব হয় এবং যাহা দীর্ঘ-কাল স্থায়ী, সেই সমস্তকে দূষিত ব্রণ বলিয়া জানিবে। দোষের ন্যূনাধিক্যানুসারে সর্ব্বপ্রকার ব্রণকে ছয়ভাগে বিভক্ত করিয়া তদনু-সারে তাহাদের চিকিৎসা করিবে।৩।

অতঃপর সকল প্রকার ব্রণের স্রাবের বিষয় বলিতেছি। কেবল ত্বক্ অর্থাৎ চর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া যে সমস্ত ব্রণ উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত ব্রণ ঘৃষ্ট (ঘস্‌ড়ে যাওয়া), ছিন্ন (ছিড়ে যাওয়া), ভিন্ন (ভেদ হওয়া) অথবা বিদীর্ণ হইলে সেই সমস্ত ব্রণ হইতে মাংসের গন্ধযুক্ত ও পীত-বর্ণ জলবৎ স্রাব নির্গত হয়। মাংসকে অবলম্বন করিয়া যে সমস্ত ব্রণ জন্মে, তাহা হইতে ঘৃতের ন্যায় ঘন, শ্বেত এবং পিচ্ছিল স্রাব নির্গত হয়। শিরাকে আশ্রয় করিয়া যে সমস্ত ব্রণ জন্মে এবং তাহাতে যদি তৎক্ষণাৎ শিরা ছিন্ন হয়, তাহা হইলে অত্যন্ত রক্তস্রাব হয়, আর এই অবস্থায় ব্রণ পাকিয়া উঠিলে জলনালী দ্বারা যেমন জল নির্গত হয়, সেইরূপ সেই ব্রণ হইতে লালা বা শ্লেষ্মার ন্যায় ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ পূঁজ বিচ্ছিন্ন সূত্রের ন্যায় অতি সূক্ষ্মধারে নির্গত হইয়া থাকে। স্নায়ুকে অব-লম্বন করিয়া যে সমস্ত ব্রণ জন্মে, তাহা হইতে স্নিগ্ধ, ঘন, রক্তমিশ্রিত এবং নাসিকা হইতে নিঃসৃত শ্লেষ্মার ন্যায় স্রাব নির্গত হইয়া থাকে। অস্থিকে অবলম্বন করিয়া ব্রণ জন্মিলে এবং অস্থিস্থান অভিহত, স্ফুটিত, ভিন্ন, এবং দোষ কর্ত্তৃক বিদীর্ণ অথবা দোষ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে উহা সাররহিত হইয়া পড়ে এবং উহা হইতে ঝিনুকধোয় জলের ন্যায় জল নির্গত হয়। পরন্তু সেই স্রুত পদার্থ স্নিগ্ধ এবং মজ্জা ও রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া নির্গত হয়। শরীরের সন্ধি অর্থাৎ সংযোগ স্থানে ব্রণ হইলে সেই ব্রণ বলপূর্ব্বক টিপিলে তাহা-

হইতে কোনরূপ স্রাব নির্গত হয় না, অথচ আকুঞ্চন, প্রসারণ, উন্নতকরণ, অবনতকরণ, বেগে,গমন, উৎকাশী এবং প্রবাহন অর্থাৎ কুন্থন দ্বারা স্রাব নির্গত হয়। সেই স্রুত পদার্থ পিচ্ছিল, সূত্রবৎ এবং ফেণা, পূঁজ ও রক্ত মিশ্রিত হইয়া থাকে। কোষ্ঠগত ব্রণ হইলে রক্ত, মূত্র, বিষ্ঠা, পূঁজও জলবৎ রসের স্রাব হয়। শরীরের মর্ম্মস্থানগত ব্রণ হইলে সেই ব্রণ ত্বক্ প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, সুতরাং তাহা হইতে স্রাব নির্গত হয় না। বায়ুজনিত ব্রণ হইলে ত্বক্, মাংস, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি, অস্থি এবং কোষ্ঠ এই সপ্তস্থান হইতে যে স্রাব বহির্গত হয়,তাহা যথাক্রমে পরুষ; শ্যাব, শীতল, দধিমস্ত, ক্ষারজল, মাংসধৌত অথবা তুষধৌত জলের ন্যায় হইয়া থাকে। পিত্তজনিত ব্রণ হইলে পূর্ব্বোক্ত সাত প্রকার ধাতু হইতে যে স্রাব বহির্গত হয়,তাহা যথাক্রমে গোমেদ, গোমূত্র, ভস্ম, শঙ্খ কষায়, উদক, মধু এবং তৈলের ন্যায় হইয়া থাকে। রক্তজনিত ব্রণ হইলে তাহা হইতে পূর্ব্বোক্ত পিত্তজ ব্রণ হইতে যে সমস্ত স্রাব নির্গত হয়, তাহাই হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন উক্তস্রাবে অতিশয় কাঁচা মাংসের গন্ধ থাকে। কফজনিত ব্রণ হইলে উক্ত সাত প্রকার ধাতু হইতে যথাক্রমে নবনীত, হিরেকশ, মজ্জা, পিষ্টক, তিল বা নারিকেলজল ও বরাহরস সদৃশ স্রাব নির্গত হয়। ত্রিদোষ জন্য ব্রণ হইলে তাহা হইতে যে সকল পূঁজ রক্তাদি নির্গত হয়, তাহার বর্ণ তিল বা নারিকেলের জল, কাঁকুড় (ফুটি) রস, কাঞ্জীক, খর্দীরজল, প্রিয়ঙ্গু, যকৃৎ ও মুদ্গযূষাদি সদৃশ হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

সংপ্রতি দুইটি শ্লোক দ্বারা ব্রণাস্রাবের অসাধ্যত্ব বর্ণন করা যাইতেছে। যদি পক্বাশয় হইতে কুলত্থধৌত জলের ন্যায় স্রাব নির্গত হয় অথব রক্তাশয় হইতে ক্ষারোদক (ক্ষারমিশ্রিত জলের ন্যায়) সদৃশ কিম্বা আমাশয় হইতে কলাইয়ের জলের ন্যায় স্রাব নির্গত হয় তাহা হইলে এই সকল ব্রণাস্রাবকে অসাধ্য বলিয়া জানিবে। চিকিৎসকগণ প্রথমে এই সকল ব্রণাস্রাবকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিবেন ॥ ৫ ॥

অতঃপর সকল প্রকার ব্রণের বেদনা বলিতেছি। সূচীবিদ্ধ, চর্ম্ম-বিদারণ, দণ্ডাদি দ্বারা আঘাত, শস্ত্রাদি দ্বারা দ্বিখণ্ডী করণ, শিথিল, মন্থন, বিক্ষেপণ, চুম্‌চুম্‌ করণ, বহ্নিদ্বারা দগ্ধ, ভঙ্গ, পাষাণাদি দ্বারা বিদারণ, অথবা নখাদি দ্বারা ছিন্ন, ঊর্দ্ধাকর্ষণ, কম্পন, বিভাগ, শূলবিদ্ধ, বিকরণ, স্তব্ধতা, পূরণ, প্রসুপ্তি, আকুঞ্চন, অঙ্কুশ দ্বারা আঘাত করণ ইত্যাদি এবং অকারণে বারংবার নানাপ্রকার বেদনা উপস্থিত হয় তাহাকে বাতিকজন্য ব্রণ বলিয়া জানিবে। যে ব্রণে শরীরের এবং ব্রণের একদেশ জ্বালা, ব্রণের চারিদিকের চর্ম্ম সমূহ সঙ্কুচিত, ব্রণের চতুষ্পার্শ্বে দাহ ও তাম্রবর্ণ অথবা অঙ্গার বর্ণ গাত্র, ব্রণ পাকিলেও তাহাতে অত্যন্ত উষ্ণত্ব, ব্রণ গলিয়া গেলেও তাহাতে ক্ষার দগ্ধের ন্যায় জ্বালা ইত্যাদি পূর্ব্বোক্তরূপ বেদনা হইয়া থাকে, তাহাকে পিত্তজন্য ব্রণ বলিয়া জানিবে। রক্তজন্য ব্রণ হইলে পিত্তজন্য ব্রণসদৃশ লক্ষণ হইয়া থাকে। চুলকনা, গাত্রের গুরুত্ববোধ, নিদ্রার ন্যায় ক্লান্তি, অঙ্গসমূহ লিপ্তবৎ বোধ, ঈষৎ বেদনাযুক্ত, শরীরের স্তব্ধতা এবং শৈত্য ইত্যাদি লক্ষণ সমূহ যে ব্রণে দৃষ্ট হয় তাহাকে শ্লৈষ্মিক ব্রণ জানিবে। পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার দোষের লক্ষণ সমূহ যে ব্রণে লক্ষিত হইবে, তাহাকে ত্রিদোষজন্য ব্রণ বলিয়া জানিবে ॥ ৬ ॥

অতঃপর ব্রণ সমূহের বর্ণ বলিতেছি। ভস্ম, কপোত, অস্থি, পরুষ, অরুণ, অথবা কৃষ্ণ ইত্যাদি বর্ণ সমূহ যে ব্রণে দেখিবে, তাহাকে বাতিকজন্য ব্রণ বলিয়া জানিবে। যে ব্রণে নীল, পীত, হরিত, শ্যাম, কৃষ্ণ কপিল কিংবা পিঙ্গলাদি বর্ণ সমূহ লক্ষিত হয়, তাহাকে পিত্তজন্য ব্রণ বলিয়া জানিবে। রক্তজন্য ব্রণ হইলেও এইরূপ লক্ষণ হয়। শ্লেষ্মজন্য ব্রণ হইলে তাহা শ্বেত, স্নিগ্ধ ও পাণ্ডুবর্ণ হয়। সান্নিপাতিক ব্রণ হইলে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার দোষজন্য ব্রণের বর্ণ দৃষ্ট হয় ॥ ৭ ॥

বৈদ্য যে কেবল ব্রণ রোগেই পূর্ব্বোক্ত প্রকার বেদনা এবং বর্ণের

প্রতি লক্ষ্য করিবেন এমত নহে সকল প্রকার শোথজন্য রোগই এইরূপ লক্ষ্য করিবেন ॥ ৮ ॥

ইতি দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়

——:o:——

অথ কৃত্যাকৃত্যবিধি অধ্যায়।

যুবকদিগের এবং মাংসল ব্যক্তিদিগের অথবা বলবানের কিংবা যাহারা অতিশয় পরিশ্রম করিয়াও ক্লিষ্ট না হয়, তাহাদের ব্রণ অনায়াস সাধ্য। যদি কোন একটী ব্রণরোগীতে উপরোক্ত গুণ চতুষ্টয় লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহার ব্রণ সুখসাধ্য জানিবে। পূর্ব্বোক্ত গুণ চতুষ্টয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মধ্যে যুবকদিগের ধাতু বৃদ্ধির সময় বলিয়া তাহাদের ব্রণ অতি সহজেই পূরিয়া উঠে। হৃষ্ট পুষ্ট ব্যক্তির মাংস কঠিন বলিয়া শস্ত্র ক্রিয়া করিবার সময় শস্ত্র শিরা কিম্বা স্নায়ু পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে না। এবং ব্রণ রোগী বলবান্ হইলে ব্রণজন্য কোন প্রকার বেদনা কিম্বা শস্ত্রক্রিয়াজনিত যন্ত্রণা তাহাকে কোনরূপ গ্লানি জন্মাইতে পারে না। ক্লেশসহিষ্ণু হইলে গুরুতর শস্ত্রক্রিয়া করিলেও তাহার কোন প্রকার বেদনা অনুভব হয় না। সুতরাং এই সকল রোগীদিগেরব্রণ সমূহ অতিশয় সুখসাধ্য ॥ ১ ॥

বৃদ্ধ, কৃশ, দুর্ব্বল এবং ভীরু প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের ব্রণ হইলে পূর্ব্বোক্ত গুণ সমূহের বিপরীত গুণ লক্ষিত হয়। নিতম্বস্থান, গুহ্য,

পুংঅঙ্গ, ললাট, গণ্ড, ওষ্ঠ, পৃষ্ঠ, কর্ণফলক, কোষ, উদর, স্কন্ধ, সন্ধি এবং মুখের অভ্যন্তরে যে সকল ব্রণ হয়, তাহা সহজে আরোগ্য হয়॥ ২॥

চক্ষু, দন্ত, নাসিকা, অপাঙ্গ, কর্ণ,নাভি,উদর, সেবনী (পুরুষাঙ্গ) নিতম্ব, পার্শ্ব, কুক্ষি, বক্ষ, কক্ষ, স্তন প্রভৃতি স্থানে এবং সন্ধি স্থানে যে ব্রণ হয় কিংবা যে ব্রণের মধ্যে ফেণাযুক্ত পূয়রক্তাদি হয় এবং বায়ু প্রবাহিণী নালী হয় অথবা যাহাতে কোন প্রকার শৈল্য বিদ্ধ হয় কিংবা বদ্ধ থাকে তাহা সহজে আরোগ্য হয় না। অধোবাহিণী, উর্দ্ধ বাহিণী, রোমকূপমধ্যে, মর্ম্মস্থানে ব্রণ হইলে কিংবা সেবনী, কুটকাস্থি সংশ্রিত অন্তর্ম্মুখ ভগন্দর হইলে অতি কষ্টে আরোগ্য হইয়া থাকে। কুষ্ঠ রোগীর, বিষাক্ত রোগীর, শোষরোগীর, মধুমেহ রোগীর যে ব্রণ এবং পূর্ব্বোদ্ভূত ব্রণস্থানীয় ব্রণ, কষ্টসাধ্য॥ ৩॥

অবপাটিকা, নিরুদ্ধপ্রকাশ, সন্নিরুদ্ধগুদ, জঠর গ্রন্থি, ক্ষত এবং ক্রিমি বা পীনসজাত অথবা কোষ্ঠস্থান জাত রোগ, ত্বক্‌দোষ বিশিষ্ট রোগীর অথবা প্রমেহ রোগীর শরীরের ক্ষয়াবস্থায় যে সকল রোগ দৃষ্ট হয় সেই সকল রোগ, এবং শর্করা বা শিকতা মেহ, বাত কুণ্ডলী, অষ্ঠীলা, দন্তশর্করা (পাথুরি) উপকুশ, কণ্ঠশালুক, দন্তবেষ্ট, দদ্রু, অস্থি-ক্ষত উরঃক্ষত, ও ব্রণগ্রন্থিপ্রভৃতি রোগ যাপ্য অর্থাৎ স্থগিত থাকে এক-বারে আরোগ্য হয় না॥ ৪॥

প্রতীকার না করিলে সাধ্য রোগ ও ক্রমশ যাপ্য হয়, যাপ্য রোগও অসাধ্য হয়, এবং অসাধ্য রোগ প্রাণনাশ করে। যে রোগ প্রতীকার করিলেও স্থগিত থাকে এবং প্রতীকার না করিলে দেহ নাশ করে তাহাকেই যাপ্য রোগ বলাযায়। স্তম্ভ (চাড়া) উপযুক্তরূপে যোজিত হইলে যেমন পতনোন্মুখ গৃহকে রক্ষা করে, সেইরূপ উপযুক্তরূপে প্রতী-কার হইলে যাপ্য রোগ বিশিষ্ট রোগীর ও দেহ রক্ষা হয়॥ ৫॥

অতঃপর ব্রণ সমূহের অসাধ্যত্ব বলা যাইতেছে—যে ব্রণ, মাংস পিণ্ডের ন্যায় উদ্গত, সর্ব্বদা স্রাবযুক্ত, অন্তরে পূয় ও বেদনাবিশিষ্ট,

এবং যাহার ক্ষত স্থানের সকল পার্শ্ব অশ্বের গুহ্যদেশের ন্যায় উচ্চ, এবং কঠিন, গোশৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ, এবং কোমল মাংসাঙ্কুর বিশিষ্ট ও যে ব্রণ কতকগুলি ব্রণ হইতে দূষিত রুধির বা অল্প পিচ্ছিল পদার্থ স্রাব হয়। এবং যাহার মধ্যভাগ উন্নত হয়, ব্রণের ছিদ্র মুখ যে পর্য্যন্ত না থাকে, যে ব্রণ শণের ন্যায় স্নায়ুজালবিশিষ্ট, দেখিতে ভয়ঙ্কর ও যাহা হইতে বসা, মেদ, মাংস এবং মস্তকস্থিত মৃত্তিকা নিসৃত হয় অথবা যে ব্রণ কোষ্ঠস্থানে জন্মে, এবং পীত অথবা কৃষ্ণবর্ণ মুত্র বা পূরীষ এবং বায়ু বাহিনী কোষ্ঠস্থ ব্রণ অসাধ্য বলিয়া জানিবে। শরীরের মস্তক ও কণ্ঠদেশে অল্পমাংসবিশিষ্ট, চতুর্দ্দিকে শোষ (কাঁপা) ও মাংসের বুদ্‌বুদযুক্ত যে সকল বায়ুবাহিনী ব্রণ জন্মে তাহাকে অসাধ্য বলিয়া বলিয়া জানিবে। শরীরে যে সকল অল্পমাংসবিশিষ্ট পূয রক্ত বাহিনী ব্রণ জন্মে ও তদ্দ্বারা রোগীর অরুচি, অপাক, শ্বাসকাস প্রভৃতি উপদ্রব ঘটে অথবা শিরোদেশ বা কপাল ভিন্ন হইয়া যদি মস্তিষ্ক দৃষ্ট হয় এবং যে ব্রণেতে ত্রিদোষের লক্ষণ দৃষ্ট হয় অথবা যদি কাস ও শ্বাস উপদ্রব ঘটে, তবে সেই ব্রণ অসাধ্য বলিয়া জানিবে॥ ৬॥

যে ব্রণ হইতে বসা, মেদ, মজ্জা অথবা মস্তকস্থিত মৃত্তিকা নিসৃত হয়, সেই ব্রণ যদি কোন প্রকার আঘাত জন্য ঘটে তবে আরোগ্য হয়। শারীরিক দোষ কুপিত হইয়া জন্মিলে আরোগ্য হয় না। শরীরের যে সকল স্থানে মর্ম্ম, শিরা, সন্ধি, অস্থি না থাকে, সেই সকল স্থানে ব্রণ জন্মিয়া যদি বিকৃত হয় তবে সেই ব্রণ অসাধ্য বলিয়া জানিবে। কারণ তাহা ক্রমে ক্রমে বিকৃত হইয়া সমুদয় ধাতুর মধ্যে প্রবেশ করে। বর্দ্ধিত বৃক্ষকে যেরূপ উন্মূলিত করা যায় না। সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট রোগকেও একেবারে উন্মূলিত করা যায় না। যেরূপ দুষ্ট-গ্রহ মন্ত্রের প্রভাব নিবারণ করে, সেইরূপ উক্ত রোগ স্থির ও মহান্ ধাতুগত হইয়া সকলপ্রকার ঔষধের বীর্য্যনাশ করে॥ ৭॥

অবদ্ধমূল বৃক্ষকে যেরূপ অনায়াসে উন্মূলিত করা যায়। এই সকল

বিপরীত লক্ষণের লক্ষণবিশিষ্ট হইলে ব্রণও সেইরূপ সহজে আরোগ্য করা যায়। তিন দোষের কোন প্রকার দোষ না থাকিলে শ্যামবর্ণ ক্ষুদ্রাকার হইলে এবং বেদনা ও আস্রাব রহিত হইলে ব্রণ শুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া জানিবে। যে ব্রণ, গ্রন্থিশূন্য, বেদনা ও যন্ত্রণা রহিত, ত্বকের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও তাহার সহিত সমানভাবে স্থিত এবং যাহার মুখ পূরিয়া উঠিয়া থাকে, তাহাকে সম্যক্‌রূপে রূঢ় (পূরিয়াছে) বলিয়া জানিবে। ব্রণ পূরিয়া উঠিলেও দোষের প্রকোপ, ব্যায়াম, অজীর্ণ, হর্ষ, ক্রোধ, অথবা ভয়প্রযুক্ত পুনর্ব্বার তাহা বিদীর্ণ হয় (ফুলিয়া উঠিয়া রস পড়ে)॥

ইতি ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

:০:

ব্যাধি দুইপ্রকার শস্ত্রসাধ্য এবং স্নেহাদি ক্রিয়াসাধ্য। যে রোগ শস্ত্রক্রিয়া-সাধ্য, তাহাতে স্নেহাদি ক্রিয়া করা যাইতে পারে কিন্তু যে সকল রোগ স্নেহাদিক্রিয়া সাধ্য তাহাতে শস্ত্র চিকিৎসা করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। এই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অন্য সকল তন্ত্রের সহিত ঐক্য আছে, সুতরাং সকল প্রকার রোগই ইহাতে স্থূলরূপে বলা হইয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে পুরুষের দুঃখ সংযোগ হইলেই ব্যাধি বলা যায়। সেই দুঃখ তিন প্রকার যথা—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। উক্ত তিন প্রকার দুঃখই সপ্তপ্রকার ব্যাধির অন্তর্ভূত। সেই সপ্তপ্রকার এই যথা, আদিবলপ্রবৃত্তা জন্মবল প্রবৃত্তা, দোষবলপ্রবৃত্তা, সংঘাতবলপ্রবৃত্তা, কালবলপ্রবৃত্তা, দৈববলপ্রবৃত্তা, স্বভাববল

প্রবৃত্তা। উক্ত সপ্তপ্রকার ব্যাধির মধ্যে শুক্রশোণিতস্থিত বাতাদি দোষজনিত কুষ্ঠ অর্শ প্রভৃতি আদিবলজাত রোগ। তাহাই আবার দুই প্রকার মাতৃশোণিতজ এবং পিতৃশুক্রজ। শুক্রশোণিতের দুষ্টি ব্যতিরেকেও মাতার অনিষ্টকারী আহারাদিজনিত সন্তান যে, খঞ্জ, জন্মান্ধ, মূক (হাবা), মিন্মিন (নাঁকা) প্রভৃতি হয়,উহাকে জন্মবলজাতরোগবলে। সেই মাতার অপচার জনিত রোগ দুই প্রকার, রসদোষজনিতও দৌহৃদদোষ জনিত। যে রোগ কোন প্রকার ভয় কিম্বা অনিষ্টকারী আহারাদিতে জন্মে তাহাকে দোষবল জাতরোগ বলে। সেই রোগ আবার দুই প্রকার, আমাশয়সমুৎপন্ন এবং পাক্বাশয় সমুৎপন্ন, ইহাও আবার শারীরিক মানসিক ভেদে দুই প্রকার, এই সকল রোগ আধ্যাত্মিক। ১॥

বলবানের সহিত দুর্ব্বল ব্যক্তিদের যে বিগ্রহাদি জন্য রোগ জন্মে, তাহাকে সংঘাতবল রোগ বলে। সংঘাতবল রোগ দুই প্রকার, শস্ত্রাদিজনিত এবং হিংস্রজন্তুজনিত, এই সপ্ত প্রকার রোগ আধিভৌতিক। শীত, গ্রীষ্ম,বায়ু, বর্ষা প্রভৃতির জন্য রোগ সমূহকে কালবলজাত রোগ বলে। কাল বলজাত রোগ দুইপ্রকার,ব্যাপন্নর্ত্তুকৃত(ঋতু বিপর্য্যয়জনিত) অব্যাপন্নর্ত্তুকৃত(স্বাভাবিক ঋতুজনিত)। দেবতা,গো, গুরু,সিদ্ধপুরুষদিগের অপকার জনিত বা অভিশাপাদি জনিত অথবা অথর্ব্ববেদোক্ত আভিচারিক মন্ত্র জন্য কিম্বা উপসর্গ জন্য যেসকল রোগ জন্মে তাহাকে দৈববল জাত রোগ বলে, দৈববল জাত দুই প্রকার, বজ্রপাতাদি জন্য এবং পিশাচাদি জন্য ইহাই আবার সংসর্গক ও আকস্মিক ভেদে দুইপ্রকার। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জ্বরা, মৃত্যু, নিদ্রা প্রভৃতি স্বভাববল রোগ। এই রোগও দুই ভাগে বিভক্ত, কালকৃত এবং অকালকৃত। শরীরের উত্তমস্বাস্থ্যাদি রক্ষা করিলেও যে রোগ জন্মে তাহাকে কালকৃত রোগ বলে, আর স্বাস্থ্যাদির ত্রুটিতে যে রোগ জন্মে তাহা অকালকৃত, এই সকল ব্যাধি আধিদৈবিক। পূর্ব্বোক্ত সপ্তবিধ ব্যাধিই যাবতীয় সমস্ত ব্যাধির মুল বলিয়া জানিবে॥ ২॥

সকল ব্যাধির মূলই বায়ু পিত্ত কফ। প্রত্যেক রোগেই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কিম্বা মিলিত ভাবে ঐ তিন দোষের লক্ষণ লক্ষিত হয়। এবং উহাদের প্রশমনেই রোগের উপশম হইতে দেখা যায়, শাস্ত্রেও উহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। বিকারসম্ভূত বিশ্বরূপে অবস্থিত এই সকল জগৎ পদার্থ যেমন, সত্ত্ব, রজ, তম এই তিনগুণ ব্যতীত কোথাও অবস্থান করে না, সেইরূপ বিশ্বরূপে অবস্থিত নানাবিধ বিকারসম্ভূত এই দেহস্থ রোগসমূহ বায়ু, পিত্ত, কফ অতিক্রম করিয়া কুত্রাপি অবস্থিত হইতে পারে না। দোষ, ধাতু,মল এই তিনের সংসর্গ ভেদে এবং স্থানভেদে ও কারণভেদে রোগসমূহ নানাপ্রকার হয়। এবং রস, রক্ত, মাংস, মেদ প্রভৃতি সপ্তবিধ ধাতু দোষকর্ত্তৃক দূষিত হইয়া যেসকল রোগকে উৎপন্ন করে সেইরোগসমূহই রসজ রক্তজভেদেনানা-প্রকার উপাধি ধারণ করে। যথা—রসজ ব্যাধি, রক্তজ ব্যাধি, মাংসজ ব্যাধি, অস্থিজ ব্যাধি, মজ্জাজ ব্যাধি ও শুক্রজ ব্যাধি ইত্যাদি ॥ ৩ ॥

অন্নেবিদ্বেষ, অরুচি, অজীর্ণ, অঙ্গমর্দ্দ (বেদনা বিশেষ) জ্বর, হৃল্লাস, তৃপ্তি (ভোজনে অনভিলাষ) অঙ্গের গুরুত্ব হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, মার্গের উপরোধ, কৃশতা, মুখের বিরসত্ব, অবসন্নতা অকালে ত্বক্ সঙ্কোচ, কেশের অকালপক্বতা দৃষ্টি বৈকল্য প্রভৃতি রোগ রস ধাতু দূষিত হইলে জন্মে ॥ ৪ ॥

কুষ্ঠ, বিসর্প, (রোগ বিশেষ) পীড়কা (বোল্‌তা দংশন বৎ ফুলা) মশক, নীলিকা, তিল কালক, ন্যচ্ছব্যঙ্গ, ইন্দ্রলুপ্ত (টাকপড়া) বিদ্রধি, গুল্ম, বাতরক্ত, অর্শ, অর্ব্বুদ, অঙ্গমর্দ্দ, অসৃকধর, রক্তপিত্ত, গুহ্যদ্বার মুখ, মেঢ্র, প্রভৃতিতে পাক (ফোস্কা) এই সকল রোগ রক্ত ধাতু দূষিত হইয়া উৎপন্ন হয় ॥ ৫ ॥

মাংস ধাতু দূষিত হইয়া অধিমাংস অর্ব্বুদ অর্শ, অধিজিহ্বা, উপকুশ, গলশুণ্ডিকা, অলজী মাংস সংঘাত (ক্ষুদ্র ব্রণ বিশেষ) ওষ্ঠ প্রকোপ গণ্ডমালা প্রভৃতি ব্যাধিকে জন্মায় ॥ ৬ ॥

মেদধাতু দূষিত হইলে গ্রন্থি, বৃদ্ধি, গলগণ্ড, অর্ব্বুদ, মেদজনিত নানাবিধ রোগ এবং ওষ্ঠ প্রকোপ, মধুমেহ, অতিশয় স্থূলতা ও অত্যন্ত ঘর্ম্মপ্রভৃতি রোগ জন্মে ॥ ৭ ॥

অস্থি দূষিত হইলে, অধ্যস্থি, অধিদন্ত, অস্থিভেদ (সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা), অস্থিশূল ও কুনখ প্রভৃতি রোগ জন্মে ॥ ৮ ॥

অন্ধকার দর্শন, মূর্চ্ছা, ভ্রম, পর্ব্বগৌরব, উরু এবং জঙ্ঘার গুরুত্ব বোধ, চক্ষু হইতে জলস্রাব এই সকল রোগ মজ্জা ধাতু দূষিত হইলে

শুক্র ধাতু দূষিত হইলে ক্লীবতা, স্ত্রীসংসর্গবিষয়ে অনভিলাষ, শুক্রমেহ, গুল্ম ও অশ্মরিপ্রভৃতি ব্যাধি জন্মে। মলাশয় দূষিত হইলে চর্ম্মরোগ এবং মলের অত্যন্ত নিঃসরণ অথবা একেবারে মলবদ্ধ হইয়া যায়। ইন্দ্রিয়স্থান দূষিত হইলে ইন্দ্রিয়ের অত্যন্ত প্রবৃত্তি অথবা অপ্রবৃত্তি হয়। সংপ্রতি সংক্ষেপে এইমাত্র বলিলাম, পরে সবিস্তার ক্রমে প্রত্যেক রোগেই ধাত্বাদির বিষয় বিশেষ করিয়া বলিব। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, জ্বরপ্রভৃতি রোগ, বায়ু পিত্ত কফ এই তিন দোষকে নিত্য আশ্রয় করিয়া থাকে, কিম্বা তাহাদের বিরাম আছে? যদি নিত্য আশ্রয় করিয়া থাকে তাহা হইলে সকল প্রাণীকেই পীড়িত থাকিতে হয়। যদি বায়ু পিত্ত কফ ভিন্ন এবং জ্বর ভিন্ন বলা যায়, তবে জ্বরকালে অন্য প্রকার লক্ষণ না হইয়া কি নিমিত্ত কেবল বায়ু পিত্ত এবং শ্লেষ্মার লক্ষণ লক্ষিত হয়, এই নিমিত্ত কেনই না বায়ু পিত্তকফকেই জ্বরের মূল কারণ বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা নহে? এক্ষণে তাহার মীমাংসা করা যাইতেছে। দোষকে (বায়ু পিত্ত কফকে) পরিত্যাগ করিয়া জ্বর জন্মিতে পারে না সত্য, কিন্তু ঐ দোষত্রয়েই জ্বর নিত্য অবস্থিতি করে এরূপ নহে। যেমন বিদ্যুৎ, বাত, বর্ষা ও বজ্রপ্রভৃতি আকাশস্থ মেঘ ভিন্ন কোথাও প্রকাশ পায় না, অথচ কদাচিৎ মেঘসত্ত্বেও বিদ্যুৎ বাতপ্রভৃতি দেখা যায় না, কিন্তু কোন কোন বিশেষ কারণবশতঃ মেঘে বিদ্যুৎ ও বজ্র প্রভৃতি জন্মে এবং তরঙ্গ, ও বুদ্বুদ যেরূপ জল ভিন্ন কোথাও

থাকে না, অথচ সর্ব্বদা জলেতেও দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই রূপ জ্বরাদি রোগ সমূহ সর্ব্বদাই বায়ুপিত্ত প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া থাকে এরূপ নহে, কিন্তু কোন বিশেষ কারণবশতঃ দোষত্রয়কে আশ্রয় করিয়া জন্মে। রোগ সমূহের পরিমাণ, এবং পৃথক্ পৃথক্ সংখ্যা প্রভৃতি উত্তরতন্ত্রে বিস্তাররূপে বলিব ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়।

-ঃ০ঃ-

সংপ্রতি অষ্টবিধ শস্ত্রকর্ম্মাধ্যায় বর্ণন করিতেছি।

অষ্টবিধ শস্ত্রকর্ম্মের মধ্যে ভগন্দর, গ্রন্থি, শ্লৈষ্মিক (শ্লেষ্মজনিত ব্রণ), তিলকালক, (শরীরের কাল কাল তিল), ব্রণবর্ত্ম, অর্ব্বুদ, অর্শ, চর্ম্মকীল, (মলদ্বার পার্শ্ববর্ত্তী মাংসাঙ্কুর), অস্থিশল্য, (যে শল্য মাংসকে ভেদকরিয়া অস্থি পর্য্যন্তও ভেদ করিয়াছে), মাংসশল্য (যে শল্য মাংসমাত্রকে ভেদ করিয়াছে), জতু মণি, মাংসসংঘাত, গলশুণ্ডিকা, স্নায়ু, মাংস, শিরাপ্রভৃতি সম্বন্ধীয় কোথ (পূতিভাব), বল্মীক, শতপোনক (শুকদোষপঠিতরোগবিশেষ), অধ্রুষ, উপদংশ, মাংসকন্দ, ও অধিমাংসক প্রভৃতি রোগ ছেদ্য অর্থাৎ ছেদন ক্রিয়াদ্বারা চিকিৎসা করিবে ॥ ১ ॥

ত্রিদোষজন্য অন্য যে সকল বিদ্রধি, তিন প্রকার গ্রন্থি, বিসর্প-রোগ, বৃদ্ধিরোগ (কোরণ্ড প্রভৃতি), বিদারিকা (ক্ষুদ্ররোগ), প্রমেহ-পীড়ক_শোথ, স্তনরোগ, অবমন্থক, (শুকরোগ বিশেষ) কুম্ভীকা (চক্ষু রোগ,) অনুশয়ী, (পাদরোগ বিশেষ), নাড়ী, (নালীঘা), বৃন্দ, পুষ্করিকা ও অলজী প্রভৃতি প্রায় ক্ষুদ্র রোগ এবং তালুপুপ্পুট, দন্ত-পুপ্পুট, তুণ্ডিকেরী, গিলায়ু ও যেসকল ব্রণের অভ্যন্তর পাকিয়া যায় কিংবা অশ্মরীজন্য বস্তি এবং মেদজন্য রোগ সমূহের ভেদন ক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা করিবে ॥ ২ ॥

বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা এবং সান্নিপাতিক প্রভৃতি চারি প্রকার রোহিণী রোগ, কিলাস, উপজিহ্বিকা এবং সকল প্রকার মেদরোগ, দন্তবৈদর্ভ, গ্রন্থি, ব্রণবর্ত্ম, নেত্রবর্ত্ম, অধিজিহ্বিকা, অর্শ, কণ্ডু, কুষ্ঠরোগাদির মণ্ডল, মাংসকন্দী, (ঈষৎমাংসাঙ্কুর) ও মাংসোন্নতি প্রভৃতি রোগে লেখ্য অর্থাৎ লেখনক্রিয়া করিবে।

নানা প্রকার শিরাগত রোগ এবং মূত্রাধিক্য, কিম্বা জলোদরী প্রভৃতি রোগে বেধন করিবে। নালীঘা কিম্বা যে নাড়ীর অভ্যন্তরে শল্য থাকে, অথবা বাঁকাভাবে যে ব্রণের গতি হয়, তাহাদিগকে লৌহ-শলাকা দ্বারা অন্বেষণ করিবে ॥ ৩ ॥

তিন প্রকার শর্করা (মূত্র শর্করা পাদশর্করাদি,) দন্তমল, কর্ণমল, অশ্মরী, (পুংলিঙ্গের মধ্যে যে পাথর কুচির ন্যায় জন্মে তাহাকে চলিত ভাষায় পাথুরি বলে ইহারই অপরনাম অশ্মরী,) মূঢ়গর্ভ (অর্থাত গর্ভস্থ সন্তান সহজে প্রসব না হওয়া) কিম্বা মলাশয়ের মলকাঠিন্যপ্রভৃতি রোগ আহার্য্য, অর্থাৎ যন্ত্রদ্বারা আহরণীয়।

ত্রিদোষজনিত ভিন্ন পাঁচ প্রকার বিদ্রধি, কুষ্ঠ, বেদনা যুক্ত বায়ু, ঐকদেশিক শোথ, কর্ণপালিস্থ রোগসমূহ, গোদ, বিষদুষ্ট রক্ত, অর্ব্বুদ, বিসর্প, পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার গ্রন্থিরোগ, তিন প্রকার উপদংশ, স্তনরোগ, বিদারিকা, শুষির, গলশালুক, কণ্টক, কৃমিদন্তক, (দন্ত-মূলস্থ পূয়রক্তাদিযুক্তপোকাবিশেষ), দন্তবেষ্ট, উপকুশ, শীতাদ, দন্ত পুপ্‌পুট, পিত্ত, রক্ত ও শ্লেষ্ম-জন্য ওষ্ঠব্রণ, এবং নানাবিধ ক্ষুদ্ররোগে স্রাব্য ক্রিয়া করিবে অর্থাৎ এই সকল ব্যাধিস্থ পূয়রক্তাদি বাহির করিয়া ফেলিবে ॥ ৪ ॥

মেদ ধাতু হইতে যেসকল ব্রণরোগ জন্মে এবং পূর্ব্বোক্ত ভেদ্য ও লেখ্য ব্যাধিসমূহ কিম্বা সন্ধিপ্রভৃতি স্থানে যে সকল ব্রণ হয় তাহা-দিগকে সেলাই করিবে। কিন্তু ক্ষার, অগ্নি, কিম্বা বিষদ্বারা দূষিত ব্রণ এবং বায়ুবাহী নাড়ী সমূহ, অথবা যেসকল ব্রণের অভ্যন্তরে পূয়, রক্ত, কিম্বা শল্য থাকে তাহাকে অগ্রে সেলাই করিবে না। কিন্তু বিশেষ

করিয়া শোধন করিয়া সেলাই করিবে। পাংশু, রোম, নখ, অস্থি প্রভৃতি কোন ব্রণের অভ্যন্তরে থাকিলে, তাহাকে সর্ব্বাগ্রে বাহির না করিয়া শোধন করিবে। কারণ সর্ব্ব প্রথমে ঐ সকল আহরণ করিলে ব্রণ সমূহ পাকিতে পারে। এবং অত্যন্ত বেদনাও বৃদ্ধি হইতে পারে। সুতরাং বিশেষ করিয়া শোধন পূর্ব্বক ঐ সকল আহরণ করিবে।

ব্রণ শোধনানন্তর ঐ সকল ব্রণের চতুর্দ্দিক উত্তম রূপ টানিয়া ধরিয়া সূক্ষ্ম সূত্রদ্বারা কিম্বা অশ্মন্তক বৃক্ষের বল্কলসূত্র দ্বারা অথবা শণ, ক্ষৌমসূত্র, স্নায়ু, কেশ, মূর্ব্বা, (সূচীমুখী) গুড়ুচীপ্রভৃতির সূত্র দ্বারা ব্রণের সীবন অর্থাৎ সেলাই করিবে।

বেল্লিতক, গোকর্ণিকা, তুন্নসেবনী ও ঋজু গ্রন্থিপ্রভৃতি চারি প্রকার সেলাইর মধ্যে যেস্থানে যেরূপ সেলাই আবশ্যক। চিকিৎসক নিজে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক সেই স্থান সেইরূপে সেলাই করিবেন।

যে স্থানে অল্প মাংস, কিম্বা যে স্থানে সন্ধি আছে, সেসকল স্থানে দুই অঙ্গুলি পরিমিত গোলাকার সূচী দ্বারা সেলাই করিবে। মাংসাধিক স্থানে তিন অঙ্গুলি পরিমিত সূচী দ্বারা সেলাই করিবে। মর্ম্ম স্থানে, ফলকোষে, (অণ্ডকোষ), উদরে, ধনুর ন্যায় বক্র সূচী দ্বারা সেলাই করিবে। সমস্ত ব্রণাদি সেলাই করিতেই পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার সূচ প্রশস্ত। এই সকল সূচীর অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ এবং আকার মালতী পুষ্পের বোটার ন্যায় সুগোল করিবেক।

ব্রণের মুখের নিকটে কিম্বা অধিকদূরে সেলাই করিবে না, কারণ অধিক দূরে সেলাই করিলে ব্রণের মুখে ভয়ঙ্কর বেদনা হয় এবং ব্রণের মুখের অতি নিকটে করিলে সেলাই খুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা, সুতরাং চিকিৎসকগণ যথাসম্ভব স্থানে সাবধান পূর্ব্বক সেলাই করিবে॥ ৫ ॥

অনন্তরঅতসী বস্ত্রের দ্বারা অথবা কার্পাস তুলার দ্বারা সীব্যব্রণ ঢাকিয়া দিবে। পরে প্রিয়ঙ্গু, সৌবীরাঞ্জন, যষ্টিমধু, লোধ্রচূর্ণ, প্রভৃতি, ব্রণ স্থানের চতুর্দ্দিকে মাখাইবে, অথবা শল্লকীফল বা অতসী বস্ত্রের ভস্ম, চতুর্দ্দিকে মাখাইবে। এইপ্রকারে ব্রণবন্ধন করিয়া রোগী কিরূপ আহার

ব্যবহারাদি করিবে তাহা বিশেষ করিয়া উপদেশ দিবে। এ বিষয়ে এখানে সংক্ষেপে বলিলাম, চিকিৎসিত স্থানে ইহা সবিশেষ বলিব।

পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ শস্ত্রকার্য্যে, অল্প ছেদন, অতিরিক্ত ছেদন, বাঁকাভাবে ছেদন কিম্বা নিজের গাত্র ছেদন প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। অজ্ঞানবশতঃ কিম্বা লোভ বা শত্রুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, অথবা ভয়, মোহ কিম্বা কোন কার্য্যের ব্যাগ্রতাপ্রযুক্ত, যদি চিকিৎসক উত্তমরূপে শস্ত্রক্রিয়া না করেন, তাহা হইলে নানাবিধ পীড়া উপস্থিত হয়। যে চিকিৎসক ক্ষার, শস্ত্র বা অগ্নি প্রভৃতি ঔষধ পুনঃ পুনঃ অযৌক্তিক রূপে ব্যবহার করে, জীবনপ্রার্থী ব্যক্তি তাহাকে বিষ বা সর্পবৎ জ্ঞান করিয়া দূর হইতেই পরিত্যাগ করিবে। এই প্রকার চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসিত হইলে মর্ম্ম, সন্ধি, শিরা, স্নায়ু অথবা অস্থি প্রভৃতি স্থানে প্রাণসংশয় আঘাত নিশ্চয়ই পাইতে হয়। সুতরাং মূর্খ বৈদ্য কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইলে, তৎক্ষণাতই হউক কিংবা কিছুকাল বিলম্বেই হউক, প্রাণ বিয়োগ হওয়ারই সম্ভাবনা ॥ ৬॥ ৭ ॥

ভ্রম, (চক্রারূঢ়ের ন্যায়), প্রলাপ (অসম্বন্ধ ভাষণ) পতনবদ্বোধ, প্রমোহ (জ্ঞানরাহিত্য), বিচেষ্টন (শারীরিক কার্য্যে অনভিলাষ) সংলপন (নিদ্রিতের ন্যায় চিত্তের অকর্ম্মণ্যতা) শরীরের উষ্ণতা, গাত্রশৈথিল্য, মূর্চ্ছন (চেতনাচ্যুতি) উর্দ্ধবাত (উর্দ্ধদিকে শ্বাস হওয়া) এবং বায়ুজন্য ভয়ঙ্কর বেদনা, মাংস ধৌত জলের ন্যায় রক্ত নিঃসরণ, ইন্দ্রিয়সমূহের অপ্রবৃত্তি ইত্যাদি লক্ষণ, শরীরস্থ পাঁচটি মর্ম্মস্থান আহত হইলে লক্ষিত হয় ॥ ৮ ॥

শিরাসমূহ যদি ছিঁড়িয়া যায় কিংবা ক্ষত হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রগোপকীট সদৃশ বর্ণ-বিশিষ্ট স্রাব নির্গত হয় এবং অধিমন্থ বা শিরোরোগাদি নানাবিধ বায়ুজনিত রোগ জন্মে। স্নায়ু বিদ্ধ হইলে শরীরের কৌব্জতা, গাত্রের অবসন্নতা, কার্য্য করিতে অনিচ্ছা এবং এককালীন বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মাজন্য অসহ্য বেদনা, ব্রণ পুরিয়া উঠিতে অধিক দিন বিলম্ব হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হয়। সন্ধিস্থান

ক্ষত হইলে অত্যন্ত শোথ এবং ভয়ঙ্কর বেদনা, বলের হ্রাস, সর্ব্ব স্থানে বেদনা, সন্ধিস্থান অবশ ইত্যাদি চিহ্ন লক্ষিত হয়। শরীরে অত্যন্ত বেদনা এবং দিবারাত্রির মধ্যে কোন অবস্থাতেই মনের শান্তি না হওয়া, পিপাসা, অঙ্গের অবসাদ, শোথ, বেদনাযুক্ত, ইত্যাদি লক্ষণ বিশিষ্ট পুরুষকে অস্থিবিদ্ধ বলিয়া জানিবে, অর্থাৎ ব্রণ কাটিবার সময় এই ব্যক্তির অস্থিবিদ্ধ হইয়াছে ইহাই জানিবে। মর্ম্মস্থান ক্ষত হইলে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সমুহ দৃষ্ট হয়। মাংসস্থ মর্ম্মবিদ্ধ হইলে স্পর্শ জ্ঞান থাকে না এবং শরীর পাণ্ডুবর্ণ হয় ॥ ৯ ॥

যে চিকিৎসক শস্ত্রক্রিয়া করিতে গিয়া রোগীদিগের প্রাণ বিনাশ করে, বুদ্ধিমান্‌ব্যক্তি নিজের প্রাণরক্ষা করিবার নিমিত্ত সেই প্রাণাপহারীকুবৈদ্যকে পরিত্যাগ করিবে। কুটীলভাবে শস্ত্রক্রিয়া করিলে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

অতএব শস্ত্র ক্রিয়া সম্বন্ধে যে সকল দোষ উক্ত হইয়াছে, সেই সকল দোষ যাহাতে না ঘটে, সেই বিষয় লক্ষ্য রাখিয়া শস্ত্র ক্রিয়া করিবে, রোগী ও মাতা পিতা পুত্র বান্ধব প্রভৃতি হইতেও চিকিৎসককে সমধিক বিশ্বাস করিবে। যেহেতু চিকিৎসককে নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে হয়। সুতরাং চিকিৎসকগণও রোগীদিগকে পুত্রের ন্যায় পালন করিবে। কোন কোন রোগ একটী কর্ম্ম দ্বারা কোন কোন রোগ দুইটী কর্ম্ম দ্বারা, কোন রোগ তিনটী কর্ম্মদ্বারা কোন রোগ বা চারিটী কর্ম্মদ্বারা আরোগ্য হয়। এইরূপ হিতকামনা করিয়া চিকিৎসা করিলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কীর্ত্তি লাভ হয় এবং ইহাই স্বর্গলাভের প্রধান সোপান স্বরূপ।

ইতি সূত্রস্থানের পঞ্চবিংশতি অধ্যায়
সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশতি অধ্যায়।

সংপ্রতি দূষিত শল্যসম্বন্ধীয় অধ্যায় বর্ণন করিতেছি।

শীঘ্র গমনার্থক, শল এবং শ্বল ধাতু হইতেই শল্য এই পদ সাধিত হইয়াছে। এই শল্যই আবার দুই প্রকার, শারীর এবং আগন্তুক। যে, সকল শরীরের পীড়াজনক তাহাকেই শল্য বলে। এই শাস্ত্রে শল্যসম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা আছে বলিয়া এই শাস্ত্রকে শল্যশাস্ত্র বলে। পূর্ব্বোক্ত শারীর এবং আগন্তুক শল্যের মধ্যে, রোম, নখ, রস রক্তাদি সপ্তধাতু, অন্নমল, অর্থাৎ মূত্র, পুরীষ, কর্ণমল, ঘর্ম্ম, চক্ষুমল ও বায়ু, পিত্ত, কফ, প্রভৃতি দূষিত হইয়া শল্যরূপে পরিণত হয় এবং এই শল্যকে শারীর শল্য বলিয়া জানিবে। শারীরশল্য ব্যতীত যে সকল পদার্থে দুঃখ উৎপাদন করে তাহাকেই আগন্তুক শল্য বলিয়া জানিবে। প্রায় অধিকাংশ স্থলেই আগন্তুক শল্য লৌহময়, বেণুময়, বৃক্ষময়, তৃণময়, শৃঙ্গময়, অস্থিময় প্রভৃতি হইয়া থাকে। উক্ত শল্যদিগের মধ্যে, লৌহময় শল্যই সর্ব্ব প্রধান, কারণ প্রায় সর্ব্বত্রই লৌহ হিংসাদিকার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। লৌহের মধ্যেও আবার অব্যাহতগতি, সুক্ষ্মমুখ এবং দূরে প্রযুজ্য হয় বলিয়া শরই শল্যশ্রেষ্ঠ জানিবে। সেই শর দুই প্রকার, কর্ণী (কর্ণবিশিষ্ট) এবং শ্লক্ষ্ণ (সরু), এই শল্যদ্বয়ের আকৃতি নানাবিধ বৃক্ষ, পত্র, পুষ্প, ফল প্রভৃতির ন্যায় হইয়া থাকে। অথবা হিংস্রক জন্তু, মৃগ, পক্ষী প্রভৃতির মুখসদৃশ জানিবে ॥ ১ ॥

কিম্বা সূক্ষ্ম শল্য সমূহের ঊর্দ্ধ, অধঃ, অর্বাচীন (পশ্চাৎ), তির্য্যগ (বক্র) ঋজু (সরল) প্রভৃতি ভেদে পাঁচ প্রকার গতি হইয়া থাকে। সেই সকল শল্য যে সময় বেগের হ্রাসবশতঃ বা কোন পদার্থে আঘাতপ্রযুক্ত ত্বগাদি বা ব্রণাদিতে অথবা ধমনী, রক্তাদি ধাতুবহ স্রোতসমূহে এবং অস্থিবিবর কিম্বা শরীরের যে কোন

স্থানে অবস্থিতি করে, সেই সময় যে সকল লক্ষণ হয় তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। সেই সকল লক্ষণই সামান্য ও বৈশেষিক ভেদে দুই প্রকার। যে সকল ব্রণ শ্যাববর্ণ, পীড়কাব্যাপ্ত, শোথ এবং বেদনাযুক্ত, ও পুনঃ পুনঃ রক্তস্রাব কিম্বা জলবুদ্‌বুদের ন্যায় উন্নত, কোমল মাংস প্রভৃতি লক্ষণ বিশিষ্ট, সেই সকল ব্রণের অভ্যন্তরে শল্য আছে বলিয়া জানিবে। এইটী সশল্য ব্রণের সামান্য লক্ষণ জানিবে ॥ ২॥

বিশেষ লক্ষণ এই অর্থাৎ শল্য যদি ত্বগ্‌গত হয় তাহা হইলে, বর্ণের বিকৃতি হয়, শোথ এবং ব্রণস্থান প্রশস্ত ও কঠিন হয়, এবং মাংসগত হইলে শল্য স্থানে শোথের এত বৃদ্ধি হয় যে, শল্য একেবারে ঢাকিয়া পড়ে, এবং অসহ্নীয় বেদনা ও চোষ অথবা ব্রণ পাকিয়া উঠে, পেশীর অভ্যন্তরে শল্য থাকিলে চোষ ও শোথ ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সমূহ দেখা যায়। শিরাগত শল্য হইলে শিরাসমূহ স্ফীত বেদনা এবং শোথযুক্ত হয়। স্নায়ুগত হইলে স্নায়ু সমূহ ঊর্দ্ধদিকে উঠে এবং সংরম্ভ ও বেদনা উপস্থিত হয়। স্রোত সমূহের মধ্যে শল্যরুদ্ধ থাকিলে স্রোত সমূহের গতিরোধ হয়, শল্য ধমনীস্থ হইলে বায়ু, সশব্দ ফেণাযুক্ত রক্ত বাহির করে; এবং অঙ্গমর্দ্দ, পিপাসা (হৃল্লাস) লক্ষণ লক্ষিত হয়। অস্থিগত হইলে নানা প্রকার বেদনা ও শোথ হয়। শল্য অস্থিছিদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, অস্থি সমূহের পূর্ণতা এবং বেদনা ও সংহর্ষ (বায়ুর উপদ্রব বিশেষ) দোষের বলবত্ব প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়। সন্ধিগত হইলে অস্থিগত শল্যের যে সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয় সেই সমস্ত লক্ষণ এবং সন্ধি স্থানের কার্য্যের হানি প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। কোষ্ঠগত শল্য হইলে আটোপ (গুড় গুড়শব্দ), আনাহ (বায়ু মূত্র পুরীষাদি সংরোধ) হয় এবং ব্রণ মুখ হইতে আহারীয় দ্রব্য দৃষ্ট হয়, মর্ম্মগত শল্য হইলে মর্ম্মস্থানে আঘাত লাগিলেযেরূপ বেদনা উপস্থিত হয়। সেইরূপ বেদনা হইয়া থাকে। এই সকল লক্ষণই সূক্ষ্মগতি শল্যেতে অল্পরূপে লক্ষিত হয় ॥ ৩ ॥

বাতাদি দ্বারা দোষরহিত, দেহে অনুলোমভাবে প্রবিষ্ট, অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম কিংবা স্থূল শল্যসমূহের মুখ অতি সহজেই পুরিয়া উঠে, কিন্তু কণ্ঠ, স্রোত, শিরা, ত্বক, পেশী, এবং অস্থির ছিদ্রাভ্যন্তরস্থ শল্যসমূহ, দোষ প্রকোপ, ব্যায়াম ও কোন প্রকার আঘাতাদিদ্বারা স্বস্থান হইতে চ্যুত হইয়া পুনর্ব্বার অত্যন্ত দুঃখ জন্মায়।

শল্য যদি ত্বকের অভ্যন্তরে গুপ্তভাবে থাকে, তাহা হইলে উক্ত শল্যস্থ ত্বকের উপরে ঘৃত লেপন করিয়া স্বেদ দিবে। পরে মৃত্তিকা, মাষকলাই, যব, গোধূম ও গোময় প্রভৃতি দ্বারা উক্ত স্থান মর্দ্দন করিবে। এইরূপ করিলে যেস্থানে সংরম্ভ অথবা বেদনা উপস্থিত হয়, সেই স্থানে শল্য আছে বলিয়া জানিবে। অথবা ঘণীভূত ঘৃত এবং মৃত্তিকা, চন্দন প্রভৃতি লেপন করিবে। এই প্রকার লেপনের পর যে স্থানের উষ্ণতা-প্রযুক্ত ঘৃতাদি দ্রব হইয়া যায় অথবা শুষ্ক হইয়া যায়; সেই স্থানে শল্য আছে বলিয়া জানিবে।

মাংসের অভ্যন্তরে শল্য থাকিলে স্নেহ ও স্বেদাদিরূপ অবিরুদ্ধ নামক ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা পীড়িত ব্যক্তিকে কৃশ করিবে। রোগী এই সকল ক্রিয়া দ্বারা কৃশ হইলে অভ্যন্তরস্থ শল্য শিথিল হইয়া পড়ে। অনন্তর যে স্থান স্পন্দিত ও বেদনা যুক্ত হয়, সেই স্থানে শল্য আছে বলিয়া জানিবে। কোষ্ঠ, অস্থি, সন্ধি, পেশী প্রভৃতি স্থানের গুপ্ত শল্যে-রও এইরূপে পরীক্ষা করিবে।

শিরা, ধমনী, স্রোত ও স্নায়ু প্রভৃতি স্থানে শল্য লুক্কাইত থাকিলে রোগীকে খণ্ডচক্র রথে আরোহণ করাইয়া ঐ রথ উচুনিচু পথেতে চালাইবে। এইরূপ করিলে যে স্থানে বেদনাবোধ হয়, সেই স্থানে শল্য আছে বলিয়া জানিবে।

শল্য, অস্থিমধ্যে থাকিলে পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহ ও স্বেদাদি ক্রিয়া করিবে। এবং অস্থি সমূহ বারংবার বন্ধন এবং পীড়ন করিবে। এইরূপ করিতে করিতে যেস্থানে সংরম্ভ বা বেদনা বোধ হইবে, সেই স্থানে শল্য আছে বলিয়া জানিবে।

সন্ধি স্থানে ঐ ভাবে শল্য থাকিলে পূর্ব্বোক্তরূপে স্নেহ ও স্বেদ

ক্রিয়া করিবে। এবং সন্ধি স্থানে প্রসারণ, আকুঞ্চন, বন্ধন ও পীড়ন প্রভৃতি করিলে যে স্থানে বেদনা হয়, সেই স্থানে শল্য আছে বলিয়া জানিবে।

মর্ম্ম স্থানে শল্য গূঢ় ভাবে নিহিত থাকিলে অন্য রূপ আর পরীক্ষা করিতে হয় না, কারণ শিরা, সন্ধি, অস্থিপ্রভৃতিতে যে মর্ম্ম আছে, তাহাদের পরীক্ষাতেই মর্ম্মস্থ শল্যের পরীক্ষা হয়॥ ৪ ॥

সম্প্রতি আভ্যন্তরিক শল্য সামান্যরূপে জানিবার উপায় বলা হইতেছে। হস্তিস্কন্ধ বা অশ্বপৃষ্ঠ কিম্বা পর্ব্বত ও বৃক্ষ প্রভৃতিতে আরোহণ, ধনুতে শর যোজনা, ব্যায়াম, দ্রুতগমন, বাহুযুদ্ধ, পথগমন, লঙ্ঘন, নদীতে সন্তরণ, লম্ফপ্রদান করা, শারীরিক শ্রম, হাইতোলা, উদ্গার, কাশ, ক্ষবথু, (হাঁচি), শ্লেষ্মার ষ্ঠীবন, (থুথু), হাঁসা ও প্রণায়াম। এবং বায়ু, মূত্র, পুরীষও শুক্রপ্রভৃতি পরিত্যাগ করিবার সময় যেখানে বেদনা হয়, সেই স্থানে শল্য আছে বলিয়া জানিবে ॥ ৫ ॥

যেস্থানে বেদনা এবং ভারবোধ হয় কিংবা স্পর্শ করিলে লাগে না, অথবা রোগী যে স্থান বারংবার চালনা করে এবং যেস্থানে অসহ্য বেদনা বোধ হয়, পীড়িত ব্যক্তি যেস্থান সর্ব্বদা সতর্কের সহিত রক্ষাকরে, ও মর্দ্দন করে সেই স্থানে শল্য আছে বলিয়া জানিবে।

ঈষৎ পীড়াযুক্ত এবং শোথ, বেদনা ও উপদ্রব প্রভৃতিরহিত হইলে, এবং ব্রণের অভ্যন্তর পরিষ্কার ও কোমল হইলে, ব্রণের উপরিস্থ চতুর্দ্দিক সমতল থাকিলে এবং চিকিৎসক, ব্রণের অভ্যন্তর এষণী দ্বারা বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, ব্রণস্থান উত্তমরূপে প্রসারিত ও আকুঞ্চিত করিতে পারিলে, ব্রণের মধ্যে শল্য নাই বলিয়া জানিবে। ব্রণের অভ্যন্তরে অস্থিময় শল্য থাকিলে, ক্রমশঃ অভ্যন্তর শীর্ণ হইতে থাকে। শৃঙ্গময় ও লৌহসমশল্য থাকিলে, ভগ্নের ন্যায় বেদনা বোধ হয়। বৃক্ষময়, বেণুময়, তৃণময়, শল্য সমূহ অভ্যন্তর হইতে আহরণ করিয়া না ফেলিলে শীঘ্রই মাংসরক্তপ্রভৃতিকে পচাইতে আরম্ভ করে। স্বর্ণময়, রৌপ্যময়, তাম্রময়, পীত্তলময়, রঙময়, সীসকময়, প্রভৃতি শল্য অধিক দিন অভ্যন্তরে থাকিলে পিত্তের তাপে, গলিয়া শরীরের মধ্যেই মিলিয়া যায়। এইরূপ

স্বভাবতঃশীতগুণ বিশিষ্ট এবং কোমল শল্য শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে দ্রবীভূত হইয়া ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া যায়। শৃঙ্গ, দন্ত, কেশ, অস্থি, বেণু, কাষ্ঠ, প্রস্তর খণ্ড এবং মৃত্তিকাময় প্রভৃতি শল্য শরীরে একবারে লীন হইয়া যায় না। যে চিকিৎসক ত্বকাদির এবং ব্রণাদির মধ্যে উক্ত দুই প্রকার শল্যের পাঁচ প্রকার গতি জানেন, তিনিই রাজবৈদ্য বলিয়া অভিহিত হয়েন॥ ৬॥

ইতি ষড়বিংশ অধ্যায়।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

সম্প্রতি শল্যের অপনয়ন করিবার উপায় বর্ণন করা হইতেছে।

শল্য দুই প্রকার অববদ্ধ; (সম্যক্‌বদ্ধ) এবং অনববদ্ধ (অসম্যক্‌বদ্ধ)। উক্ত শল্যদ্বয়ের আহরণের অর্থাৎ বাহির করার উপায় সংক্ষেপে পঞ্চদশ প্রকার বলা হইতেছে। পঞ্চদশ প্রকার যথা, স্বভাব, (স্বাভাবিক ক্রিয়াদি), পাচন (পাকিয়া ওঠা), ভেদন, দারণ, প্রমার্জন, নির্ধাপন, বমন, বিরেচন, প্রক্ষালন, প্রতিমর্ষ, প্রবাহন, আচুষণ, অয়স্কান্ত (চুম্বকলৌহ) এবং হর্ষ প্রভৃতি॥ ১॥

এই সকলের মধ্যে অশ্রু, ক্ষবথু (হাঁচি), উদ্গার, কাস, মূত্র, পুরীষ (মল) বায়ু নিঃসরণ প্রভৃতি স্বাভাবিক ক্রিয়াদি হইতেও শরীরস্থ শল্য বাহির হয়। এই সকল উপায়কে স্বাভাবিক উপায় বলে। শল্য গাঢ়ভাবে শরীরাভ্যন্তরে থাকিলে শল্যস্থান দগ্ধ করিবে, পরে ঐ স্থান পাকাইবার জন্য চেষ্টা করিবে। শল্যস্থান পাকিলে পূয় ও রক্তপ্রভৃতির পতনবেগে কিংবা শল্যের গুরুত্বে আপনাহইতেই শল্য বাহির হয়।

পাকিলে যদি ভেদ না হয়, তাহা হইলে পকস্থান ভেদন (ছিদ্র) করিবে, অথবা কাটিয়া দিবে, তাহাতেও যদি শল্য বাহির না হয়, তবে, কোন যন্ত্র দ্বারা বা হস্তদ্বারা বাহির করিবে। চক্ষুর মধ্যে সূক্ষ্ম শল্য

থাকিলে, জলসেচন বা আধ্মাপন, (মুখের মধ্যে বায়ু পুরিয়া মুখফুলান) করিবে। কিংবা বস্ত্রের পুটলি করিয়া তদ্দ্বারা অথবা হস্তদ্বারা চক্ষু প্রমার্জন করিবে অর্থাৎ চক্ষু পুঁছিয়া ফেলিবে। সূক্ষ্ম শল্যের সহিত আহারীয় দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ গলদেশে বদ্ধ থাকিলে, শ্বাস বা কাসাদি দ্বারা বাহির করিবে। পক্কাশয়স্থ অন্নশল্য, বমন, অঙ্গুলিপ্রতিমর্শ, বা বিরেচন প্রভৃতি দ্বারা বাহির করিবে ॥ ২ ॥

ব্রণগত সূক্ষ্ম শল্যকে ধৌত করিয়া বাহির করিবে। বাতাশয়, মূত্রাশয়, কিংবা মলাশয়তে শল্য থাকিলে কুন্থন দ্বারা বাহির করিবে। শরীরস্থ দূষিত বায়ু, এবং বিষদ্বারা দূষিত রক্ত, ও দূষিত স্তন্য মুখেদ্বারা কিংবা, শৃঙ্গদ্বারা চূষণ করিবে। নানাবিধ কারণোৎপন্ন মানসিক শোক-রূপ শল্যকে হর্ষে দ্বারা বিদূরিত করিবে। ছোট শল্যই হউক কিংবা বড় শল্যই হউক, সকল রকমশল্যের আহরণের উপায়মাত্র দুইটী, অর্থাৎ প্রতিলোমপ্রবিষ্ট শল্যকে বিপরীত ভাবে টানিয়া বাহির করিবে। অনুলোম প্রবিষ্ট শল্যকে পরাচীন ভাবে (সোজাভাবে) আহরণ করিবে ॥ ৩ ॥

কুক্ষি, বক্ষ, কক্ষ, বঙ্ক্ষণ, পর্শুক প্রভৃতি স্থানীয় শল্য হস্তশক্য অর্থাৎ উক্ত শল্য যে পথ দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, সেই পথ দিয়া হস্ত দ্বারা আহরণ করিবার জন্য যত্ন করিবে। যে শল্য হস্ত দ্বারা আহরণ করা যায় না, তাহাকে শস্ত্র কিংবা যন্ত্র দ্বারা আহরণ করিবে ॥ ৪ ॥

শল্য আহরণ করিবার সময় রোগী মূর্চ্ছিত হইলে শীতল জল সেচন করিবে। এবং মর্ম্মসমূহ বিশেষ যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। রোগীকে বারংবার আশ্বাসিত করিবে।

অনন্তর শল্যাহরণ করিয়া ব্রণস্থান রক্ত রহিত করিবে। রোগীকে যদি স্বেদাদি প্রদান করিতে বাধা না থাকে তাহা হইলে অগ্নি কিংবা ঘৃত প্রভৃতি দ্বারা স্বেদ দিবেক, অথবা ব্রণস্থান দগ্ধ করিবে, বা ঘৃত মধু দ্বারা লেপন করিবে। পরে রোগী যেরূপ নিয়মে আহারাদি করিবে তাহাই উপদেশ দিবে। শল্য যদি শিরা, কিংবা স্নায়ুতে বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে শলাকাদিদ্বারা শিরা স্নায়ু হইতে বিমুক্ত করিয়া শল্য বাহির করিবেক। যে

স্থানে শল্য আছে, সেই স্থান ফুলিয়া শল্য আবৃত করিয়া রাখিলে ঐ ফুলা-স্থানের চতুর্দ্দিক টিপিয়া ধরিয়া শল্যকে কুশাদিদ্বারা বন্ধন করিয়া বাহির করিবে। হৃদয়েতে শল্য বিদ্ধ হইলে রোগীকে শীতল জল দ্বারা উদ্বেজিত করিয়া প্রবেশিত পথ দ্বারা শল্য বাহির করিবে। যে শল্য সহজে বাহির করা যায় না, তাহাকে অন্যকোন দৃঢ় দ্রব্যে বন্ধন করিয়া উৎপাটিত করিবে॥ ৫॥

শল্য অস্থির ছিদ্রমধ্যে প্রবেশ করিলে বা অস্থিতে প্রবেশ করিলে, পাদদ্বয় দ্বারা শল্যস্থান দৃঢ়রূপে ধরিয়া শল্য আহরণ করিবে। কিন্তু নিজে এই প্রকারে শল্যাপহরণ করিতে না পারিলে অন্য কোন বলবান্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক যন্ত্রকে উত্তমরূপে ধরাইয়া শল্য উদ্ধার করিবে। অথবা ধনুর গুণের সহিত শল্য বন্ধন করিয়া টানিয়া বাহির করিবে, কিংবা অশ্বের মুখেতে শল্যবন্ধন করিয়া ঐ অশ্বকে বিশেষরূপে তাড়না করিবে, পরে অশ্বের শিরবেগে শল্য আপনি উঠিয়া পড়িবে। দৃঢ়বৃক্ষশাখা নোয়াইয়া তাহার সহিত শল্য বন্ধন করিবে, পরে ঐ বৃক্ষ শাখা ছাড়িয়া দিলে তাহার সহিত শল্য উঠিয়া যাইবে। শল্য অস্থিদেশে উর্দ্ধমুখে থাকিলে, নুড়ি প্রস্তর বা মুদ্গর প্রহার দ্বারা সঞ্চালিত করিয়া বাহির করিবে॥ ৬॥

অস্থিশল্য কিংবা অন্য কোন প্রকার শল্য, বাঁকাভাবে কণ্ঠদেশে বদ্ধ থাকিলে, লম্বা সূত্রের একধারে কেশোণ্ডুক বন্ধন করিয়া, কোন দ্রব ভক্ষ্যবস্তুর সহিত আকণ্ঠ পর্য্যন্ত পান করাইবে, পরে বমন করাইবে। অনন্তর বমন করিতে করিতে যখন দেখিবে ঐ সসূত্র কেশোণ্ডুক শল্যের সহিত জড়িত হইয়াছে, তখন ঐ সূত্রের অপর ধার ধরিয়া টানিবে। অথবা কোমল দন্ত ধাবনকাষ্ঠ দ্বারা আহরণ করিবে। এইরূপে শল্য আহরণ করিবার সময় যদি কণ্ঠদেশ ক্ষত হয়, তাহা হইলে, ঘৃত, মধু কিংবা মধু চিনি মিশ্রিত ত্রিফলাচূর্ণ লেহন করিতে দিবে। অথবা আকণ্ঠ পর্য্যন্ত জল পান করাইয়া মাথা নিচু মুখে রাখিবে। ঐ অবস্থাতেই রোগীকে উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে বলিবে। কিংবা ভস্ম রাশির মধ্যে কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত পুতিয়া রাখিবে॥ ৭॥

যদি ভোজন করিবার সময় কোনরূপ শল্য গলদেশে আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে রোগী যখন নিদ্রিত থাকিবে, তখন নিঃসঙ্কচিত্তে তাহার স্কন্ধদেশে আঘাত করিবে, অথবা স্নেহ, বা মদ্য কিংবা অন্যকোন পাণীয়দ্রব্য পান করাইবে। বাহুরজ্জু বা লতা প্রভৃতি দ্বারা কণ্ঠদেশ পীড়িত হইলে, বায়ু ও প্রকুপিত হয়, বায়ু প্রকুপিত হইয়া শ্লেষ্মাকে কুপিত করে, ঐ কুপিত শ্লেষ্মা স্রোত সমূহের দ্বার রোধ করে, স্রোতসমূহেরদ্বার রোধ হইলে, মুখ হইতে সর্ব্বদা লালাস্রাব হয়, ও মুখ দিয়া ফেনা উঠে, কখন কখন বা একবারে সংজ্ঞা রহিত করিয়া ফেলে, এইরূপ অবস্থায় তৈল এবং স্বেদ বা তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচন অর্থাৎ নস্য ব্যবহার করিতে দিবে। বায়ু নাশক রস সমূহও দিতে পারা যায়॥ ৮॥

শল্য সমূহের আকৃতি এবং শল্য কোন্ স্থানে আছে এই সকল দেখিয়া বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক বিবেচনা পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র দ্বারা, শল্য সমূহ শরীর হইতে অপনীত করিবে। কর্ণীযুক্ত শল্য কিংবা অন্য কোন প্রকার কষ্টাহার্য্য শল্য হইলে, সুচিকিৎসক, যুক্তিপূর্ব্বক তাহাকে আহরণ করিবে। পূর্ব্বোক্ত উপায় সমূহ দ্বারা যদি শল্য অপনীত না হয়, তাহা হইলে বৈদ্য, বিশেষরূপ চিন্তা করিয়া যন্ত্র দ্বারা আহরণ করিবে। শল্য যদি আহৃত না হয়, তাহা হইলে শল্যস্থানে অত্যন্ত বেদনা হয় এবং পাকিয়া উঠে, অঙ্গসমূহ শিথিল হইয়া পড়ে, স্থানবিশেষে শল্য থাকিলে মৃত্যু পর্য্যন্তও হইয়া থাকে, অতএব চিকিৎসকগণ অতিশয় যত্নের সহিত শল্য অপনীত করিবেন॥ ৯॥

ইতি সপ্তবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশতি অধ্যায়

বিপরীতাবিপরীত ব্রণবিজ্ঞানীয় অধ্যায়।

পুষ্প যেরূপ ফলের, ধুম যেরূপ অগ্নির এবং মেঘ যেরূপ জলবৃষ্টির

অবশ্যম্ভাবিত্ব নিশ্চয় বলিয়া দেয়, সেইরূপ অরিষ্ট চিহ্নসমূহও মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিত্ব সূচিত করে। সেই সকল অরিষ্ট লক্ষণ অতিশয় সূক্ষ্ম-হেতু, অনবধানতাহেতু, এবং লক্ষণ সমূহের আস্তিত্ববিনাশিত্ব হেতু উদ্ধত ও মূর্খ ব্যক্তি অরিষ্ট লক্ষণ দেখিয়াও মৃত্যু বুঝিতে পারে না। অরিষ্ট লক্ষণ হইলে নিশ্চয়ই মরিবে। কিন্তু পবিত্র ব্রাহ্মণ, অথবা রসায়ন, তপস্যা, যপ প্রভৃতি দ্বারা কোথাও মৃত্যু নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

যে প্রকার নক্ষত্র-পীড়া নানাবিধ হইয়া থাকে, সেই প্রকার অরিষ্ট লক্ষণও নানাবিধ দেখা যায়। যাহার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে, তাহাকে চিকিৎসাদি করিলেও সিদ্ধি হয় না, অতএব সুচিকিৎসক যত্নের সহিত অরিষ্ট লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

ব্রণের যেরূপ স্বভাবত গন্ধ, বর্ণ, এবং রসাদি, তাহার বিপরীত গন্ধ, বর্ণ এবং রসাদি হইলে, পাকিবে বলিয়া জানিবে। বাতাদি জন্য ব্রণ হইলে ব্রণে কটু বা তীক্ষ্ণ রস এবং মাংসের ন্যায় গন্ধ হয়। রক্তজন্য ব্রণ হইলে ব্রণে লৌহ সদৃশ গন্ধ হয়, সন্নিপাত জন্য ব্রণ হইলে ব্রণে পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার গন্ধই হইয়া থাকে। লাজ, অতসী তৈল সদৃশ এবং ঈষদ্ মাংস-গন্ধই ব্রণের স্বাভাবিক গন্ধ জানিবে। এতদ্ভিন্ন ব্রণের অন্য গন্ধই বিকৃত গন্ধ বলিয়া জানিবে ॥ ২ ॥

মুমূর্ষু ব্যক্তিদিগের ব্রণ হইতে, মদ্য, অগুরু, ঘৃত, পুষ্প, পদ্মচন্দন, চাপাফুলপ্রভৃতির সদৃশ গন্ধ, কিংবা পারিজাতাদির গন্ধ পাওয়া যায়। কুক্কুর, অশ্ব, মূষিক, কাক অথবা অন্য প্রকার দুর্গন্ধ, বা পচা মাংসের গন্ধ মৎকুণ (ছারপোকা) প্রভৃতির গন্ধ যে ব্রণরোগীর ব্রণ হইতে পাওয়া যায়, ঐ ব্রণরোগী নিশ্চয়ই মৃত্যু মুখে পতিত হইবে। ব্রণে পঙ্ক (কর্দ্দম) গন্ধ, কিংবা মাটির গন্ধ ও নিতান্ত অমঙ্গল সূচক জানিবে। পিত্তজন্য ব্রণে মদন-ফল (ময়নাফল), কুঙ্কুম, কঙ্গুষ্ঠ প্রভৃতির ন্যায় বর্ণ হইয়া যদি দাহ, কিংবা চোষ (চুষণ বৎ পীড়া) রহিত হয়, তাহা হইলে ঐ ব্রণরোগীকে সুচিকিৎ-সক পরিত্যাগ করিবেন। শ্লেষ্মজন্য ব্রণে, কণ্ডু, স্থির, শ্বেত, স্নিগ্ধতা, প্রভৃতিলক্ষিত হইলে এবং পরিতাপ বা দাহ থাকিলে চিকিৎসক ঐ রোগীকে অচিরেই পরিত্যাগ করিবেন। কৃষ্ণবর্ণ, অল্পস্রাবী, বা মর্ম্ম-

তাপী, প্রভৃতি লক্ষণবিশিষ্ট বাতজ ব্রণ যদি একেবারে বেদনা রহিত হয়, তাহা হইলে চিকিৎসক গণ এইরূপ ব্রণরোগীকে পরিত্যাগ করিবে॥ ৩॥

ত্বক্ এবং মাংসস্থ ব্রণ যদি স্নেহযুক্ত এবং জ্বালা ও ঘূর্ঘুর শব্দ-বিশিষ্ট হয় এবং ব্রণ হইতে শব্দযুক্ত বায়ু নির্গত হয়, তাহা হইলে এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট ব্রণীরোগীকে সুচিকিৎসক দূর হইতেই পরিত্যাগ করিবে। যেসকল ব্রণ মর্ম্মস্থানে না হইয়াও অত্যন্ত বেদনা যুক্ত হয় এবং অভ্যন্তরে অত্যন্ত দাহ ও বাহিরে শীতল, কিংবা বাহিরে অত্যন্ত দাহ ও অভ্যন্তর অতিশয় শীতল হয়। যে ব্রণ, শক্তি, কুণ্ড, ধ্বজ, রথ, অশ্ব, হস্তী, গো, বৃষ অথবা অট্টালিকা সদৃশ আকৃতি বিশিষ্ট, এবং যে ব্রণে চূর্ণলিপ্ত না হইলে চূর্ণলিপ্তবৎ দেখা যায় এবং যে ব্রণে বল ও মাংসের ক্ষয় হয়, কিংবা শ্বাস, কাশ বা অরুচি প্রভৃতি রোগ জন্মে, যে সকল মর্ম্মস্থানীয় ব্রণ হইতে অতিশয় পূঁজ ও রক্তস্রাব হয়, এবং যে সকল ব্রণ উত্তমরূপ চিকিৎসিত হইলেও আরোগ্য হয় না। বিজ্ঞ চিকিৎসক এই সকল পূর্ব্বোক্ত লক্ষণবিশিষ্ট ব্রণ রোগীদিগকে স্বকীয় যশ রক্ষার জন্য দূর হইতেই পরিত্যাগ করিবেন।

ইতি অষ্টবিংশতি অধ্যায়।

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

অথ বিপরীতাবিপরীত দূতশকুন স্বপ্ননিদর্শনীয়াধ্যায়।

দূতের দর্শন, সম্ভাষণ (আলাপাদি), বেশাদি ও কার্য্য, নক্ষত্র, বেলা, তিথি, নিমিত্ত, শকুন, বায়ু চিকিৎসকের স্থান এবং বাক্য, দেহ ও মানসিক চেষ্টা প্রভৃতি দ্বারা রোগীর শুভাশুভ অর্থাৎ রোগের সাধ্যা-সাধ্য জানা যায়। পাষণ্ড, বর্ণাশ্রমী দূত, রোগীর মঙ্গলসূচক

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অথ ছায়াবিপ্রতিপত্তি অধ্যায়।

ছায়াদি হইতে যে সকল অরিষ্ট অর্থাৎ মৃত্যু লক্ষণ বুঝিতে পারা যায়, তাহা বলা যাইতেছে।

শ্যাব (কৃষ্ণমিশ্র পীত বর্ণ), লোহিত, নীল বা পীতবর্ণাদি ছায়া যাহার অনুগমন করে, তাহার মৃত্যু অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া জানিবে। যাহার লজ্জা, শ্রী, তেজ, বল, স্মৃতি ও প্রভা (শরীরের লাবণ্য বিশেষ) প্রভৃতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অচিরকালের মধ্যেই তাহার মৃত্যু ঘটিবে। কিংবা পূর্ব্বোক্ত লজ্জা, শ্রী প্রভৃতি যাহার শরীরে অকস্মাৎ লক্ষিত হয়, তাহার ও মৃত্যুকাল উপস্থিত বলিয়া জানিবে। যাহার নিম্ন ওষ্ঠ পতিত ও উপরিস্থ ওষ্ঠ ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত অথবা উভয় ওষ্ঠই জম্বু (জাম) ফলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহার জীবন দুর্ল্লভ ॥ ১ ॥

যে রোগীর দন্ত ঈষৎ রক্তবর্ণ বা শ্যাব বর্ণ লক্ষিত হয় এবং যাহার দন্ত পড়িয়া গিয়াছে বা যাহার দন্তের বর্ণ খঞ্জন পক্ষীর সদৃশ বর্ণ, তাহার মৃত্যুর অধিক দিন বিলম্ব নাই বলিয়াজানিবে। যাহার জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, স্তব্ধ (অবশ), অবলিপ্ত (লেপালেপা বোধ) এবং শোথযুক্ত ও কর্কশ (খরখরে) হয়, তাহাকে শীঘ্রই জীবন ত্যাগ করিতে হইবে। যে রোগীর নাসিকা বক্র ও বিকশিত, শুষ্ক এবং যাহার নাসিকা হইতে অত্যন্ত বিকৃত শব্দ হয়, কিংবা নাসিকা ত্রুটিত (বাঁকা) হইয়া যায়, তাহারও মৃত্যুকাল নিকট। যে রোগীর চক্ষু সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে এবং যাহার চক্ষু বিষম (উচুনিচু), স্তব্ধ (নিশ্চেষ্ট), রক্তবর্ণ, স্রস্ত (নিম্নে পতিত) এবং যাহার চক্ষু হইতে অবিশ্রান্ত জল পতিত হয়, নিশ্চয়ই তাহার মৃত্যুকাল অতি সন্নিকট। যাহার কেশ সমূহ সীতের ন্যায় হইয়া থাকে এবং ভ্রুদ্বয় সঙ্কুচিত ও নত হইয়া পড়ে অথবা যাহার চক্ষুর পক্ষদ্বয় অনবরত চলে, তাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইবার অধিক বিলম্ব নাই বলিয়া জানিবে ॥ ২ ॥

যে রোগী মুখস্থিত অন্ন আহার করিতে সমর্থ হয় না এবং মস্তক উচু করিতে পারে না, কিম্বা একদিকেই দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া থাকে, সে রোগী এক দিবসের মধ্যেই প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। রোগী বলবান্ই হউক বা দুর্ব্বলই হউক, যদি মোহ প্রাপ্ত হয়, এবং ঐ মোহ যদি সহজে অপনয়ন না হয়, তাহা হইলে বুদ্ধিমান চিকিৎসক ঐ রোগীকে পরিত্যাগ করিবেন। রোগী যদি উত্তান অর্থাৎ চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া থাকে এবং সর্ব্বদা পাদদ্বয় প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করে কিংবা কেবল মাত্র সংকুচিতই করে, তাহা হইলে অচিরকালের মধ্যেই ঐ রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। যে রোগীর পাদদ্বয় ও হস্তদ্বয় শীতল হয় এবং যে রোগীর ঊর্দ্ধশ্বাস, ছিন্নশ্বাস বা কাক শ্বাস (কাকের ন্যায় মুখ ব্যাদান করিয়া শ্বাস ফেলা) হইয়া থাকে, বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক ঐ রোগীকে অচিরকালের মধ্যেই পরিত্যাগ করিবেন। যে রোগী সর্ব্বদাই নিদ্রা যায় বা সর্ব্বদাই জাগিয়া থাকে, কিম্বা কোন কথা বলিবার সময় মোহ প্রাপ্ত হয়, সে রোগীকে বুদ্ধিমান্ বৈদ্য পরিত্যাগ করিবেন। যে ব্যক্তি উত্তরোষ্ঠ লেহন করে এবং অধিক পরিমাণে উদ্গার ফেলে। অথবা কোন এক জন মৃতব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া কথা বলে, তাহার মৃত্যু-কাল এত নিকটবর্ত্তী হয় যে, তাহাকে এক প্রকার মৃত বলিয়াই জানিবে ॥ ৩ ॥

যে ব্যক্তির শরীর কোন প্রকার বিষ দ্বারা পীড়িত না হইলেও রোমকূপ হইতে রক্ত নির্গত হয়, অভিজ্ঞ চিকিৎসক অবশ্যই তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন। বাতষ্ঠীলা রোগে অষ্ঠীলা হৃদয়ে উত্থিত হইয়া যে রোগীর অসহ্য বেদনা ও আহারে অরুচি জন্মায়, তাহাকে আর চিকিৎসা করিবে না অর্থাৎ অচিরেই তাহার মৃত্যু হইবে। অন্য কোন উপদ্রব না জন্মিয়া পুরুষের একমাত্র পাদেতেই শোথ জন্মিলে পুরুষের মৃত্যু হয়। এবং নারীর মুখেতে শোথ জন্মিলে তাহারও মৃত্যু হয়, এবং যদি গুহ্যেতে শোথ হয় তাহা হইলে উভয়েরই মৃত্যু হইবে বলিয়া জানিবে। যে শ্বাসরোগীর বা কাশ রোগীর অতীসার, জ্বর, হিক্কা, ছর্দ্দি কিম্বা লিঙ্গে

শোথ জন্মে, তাহা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। রোগী অত্যন্ত বলবান্ হইলেও যদি ঘর্ম্ম, দাহ, হিক্কা ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব জন্মে, তাহা হইলে অবশ্যই তাহাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। যাহার জিহ্বা শ্যাব (কৃষ্ণ মিশ্রিত পীত) বর্ণ হইয়াছে এবং চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, মুখে দুর্গন্ধ জন্মিয়াছে, তাহাকে পণ্ডিত চিকিৎসক পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৪ ॥

যে রোগীর চক্ষুর জলে মুখ পরিপূর্ণ হইয়াছে, এবং উভয় চরণ ঘর্ম্ম-যুক্ত ও চক্ষুদ্বয় আকুলিত (ঘোলাটে) হইয়াছে, সে নিশ্চয়ই যমরাজ্যে গমন করিবে। যাহার গাত্র কোন কারণ ভিন্ন অকস্মাৎ কৃশ হইয়া যায় বা অত্যন্ত স্থূল হয়, নিশ্চয়ই তাহাকে যমালয়ে গমন করিতে হইবে। যে সকল রোগীরা কর্দ্দম, মৎস্য, বসা, তৈল প্রভৃতি গন্ধের ন্যায় বমন করে, তাহারা অতি শীঘ্র কালের করালগ্রাসে পতিত হয়। যাহাদের কপালে যূকা (উকুন) দেখিতে পাওয়া যায় এবং যাহাদের বলি (পূজার উপহার) কাকেরা গ্রহণ করে না, অথবা যাহাদের কোন কার্য্যেতেই সুখ বোধ হয় না, অবশ্যই তাহারা মৃত্যু মুখে পতিত হইবে। যে রোগীর জ্বর; অতিসার এবং শোথ প্রভৃতি অত্যন্ত প্রবল এবং মাংস ও বল ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন। কারণ এরূপ রোগীকে কেহই চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করিতে শক্য হয় না। যে ক্ষীণ রোগীর ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, অত্যন্ত হৃদ্য অন্ন ও পানীয় দ্রব্য দ্বারা প্রশমিত না হয়, তাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত বলিয়া জানিবে। প্রবাহিকা (গ্রহণী), শিরঃশূল, কোষ্ঠশূল ও পিপাসা প্রভৃতি উপদ্রব যাহার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে এবং বলেরও হ্রাসতা দেখা যায়, তাহারও মৃত্যু অতি নিকটবর্ত্তী ॥ ৫ ॥

বিষম আচারের দ্বারা অর্থাৎ অহিতকর আহার ব্যবহারাদি দ্বারা এবং পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম ফল দ্বারা ও জন্তুদিগের অনিত্যত্বহেতু জীবন নাশ হইয়া থাকে। যাহার অচির কালের মধ্যেই মৃত্যু ঘটিবে, প্রেত (প্রেতত্মা) ভূত (যমানুচর), পিশাচ (দেবযোনি) ও রাক্ষস প্রভৃতিসর্ব্বদা

তাহার অনুগমন করে। এবং ঐসকল প্রেতাত্মারাই রোগীকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত ঔষধের বীর্য্য প্রভৃতি বিনষ্ট করিয়া ফেলে। এই নিমিত্ত গতায়ুদিগের সম্বন্ধে যে সকল চিকিৎসাদি প্রক্রিয়াসমূহ করা যায়, সে সমুদায়ই নিষ্ফল হইয়া থাকে॥ ৬॥

অথ দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অথ স্বভাব বিপ্রতিপত্তি অধ্যায়।

যাহার যে অঙ্গসমূহ স্বভাবতঃ যেরূপ থাকে, তাহার বিপরীত ভাব লক্ষিত হইলেই তাহার মৃত্যু লক্ষণ জানিবে। যথা, শুক্লবর্ণ সমূহের কৃষ্ণবর্ণতা, কৃষ্ণবর্ণ সমূহের শুক্লতা, রক্তবর্ণ সমূহের অন্য বর্ণতা হওয়া। এবং কঠিন অঙ্গসমূহের কোমলত্ব। কোমল অঙ্গসমূহের কঠিনত্ব। চল অঙ্গসমূহের অচলতা, কিম্বা অচল অঙ্গ সমূহের চলতা। স্থূল অঙ্গ সমূহের কৃশতা, কৃশাঙ্গ সমূহের স্থূলতা। দীর্ঘাঙ্গ সমূহের হ্রস্বত্ব, হ্রস্ব অঙ্গসমূহের দীর্ঘতা। পতন ধর্ম্মী অঙ্গ সমূহের অর্থাৎ দন্তপ্রভৃতির অপতনত্ব। এবং অপতনধর্ম্মী নখ প্রভৃতির পতনত্ব প্রভৃতিকে এবং অকস্মাৎ অঙ্গসমূহের শীতলতা, উষ্ণতা, স্নিগ্ধতা, রুক্ষতা, স্তব্ধতা, বিবর্ণতা, অবসন্নতা প্রভৃতি হওয়াও স্বাভাবিক অঙ্গের বিপ্রতিপত্তি বলিয়া জানিবে॥ ১॥

শরীরের কোন কোন স্থানসমূহের অর্থাৎ ভ্রূ, চক্ষুর পক্ষ্ম প্রভৃতির অবস্রস্তত্ব (লম্বমান হইয়া ঝুলিয়া পড়া) এবং ঊর্দ্ধগমন, চক্ষুদ্বয়ের ভ্রান্তত্ব, (ঘুর্ণন) ও বাঁকা হইয়া যাওয়া, মস্তক ও গ্রীবাদির পতন (ভাঙ্গিয়া পড়া) সন্ধিস্থান সমূহের বিমুক্তি অর্থাৎ শিথিল হইয়া যাওয়া। জিহ্বা নেত্র প্রভৃতির বাহির হইয়া পড়া এবং জিহ্বা, নেত্র,

নাসিকা প্রভৃতির মধ্য প্রবেশ। কোন কোন অঙ্গের গুরুত্ব বা লঘুত্ব-বোধ, কিম্বা ব্যঙ্গ প্রভৃতি ক্ষুদ্র রোগবিশেষের অকস্মাৎ প্রবাল বর্ণ হইয়া উৎপত্তি হওয়া প্রভৃতিও স্বভাব বিপ্রতিপত্তি। কপালের সিরা-সমূহের দর্শন, নাসিকাতে পিড়কা, প্রভাত কালে কপালে ঘর্ম্ম হওয়া, চক্ষুরোগ বিনা চক্ষুর জল পতিত হওয়া, মস্তকে গোময় চূর্ণের ন্যায় ধূলি দর্শন, অথবা কপোত কঙ্ক প্রভৃতির পতন, ভোজন না করিলেও মূত্র ও পুরীষের বৃদ্ধি, কিম্বা ভোজন করিলেও মূত্র পূরীষের বদ্ধতা, স্তনমূল, হৃদয়, বক্ষঃস্থল, প্রভৃতি স্থানে বেদনা, এই সকল সাধারণ অরিষ্ট মৃত্যুলক্ষণ বলিয়া জানিবে। বিশেষ অরিষ্ট লক্ষণ বলা হইতেছে। মধ্যদেশে শোথ এবং নীচাঙ্গের শুষ্কতা কিম্বা মধ্যদেশের শুষ্কতা ও নীচাঙ্গে শোথ প্রভৃতি অরিষ্ট অর্থাৎ মৃত্যু লক্ষণ একমাসিক বলিয়া জানিবে। সমস্তাঙ্গ বা অর্দ্ধাঙ্গ শুষ্ক হইয়া যাওয়া, এবং নষ্টস্বরতা (একেবারে স্বর না থাকা), হীন স্বরতা, বিকল-স্বরতা, (গদ্গদাদি বাক্য), বিকৃত স্বরতা, (স্বাভাবিক স্বরের বিপরীত স্বর) এই সকল অরিষ্ট লক্ষণ মাসিক বলিয়া জানিবে ॥ ২ ॥

দন্ত, মুখ, নখ, বা অন্যান্য শরীরে যদিবিবর্ণপুষ্প জন্মে অর্থাৎ যাহাকে প্রচলিত কথায় ফুলিপড়া বলে। এবং যাহার কফ, পুরীষ, শুক্রধাতু জলে ডুবিয়া যায়, যাহার চক্ষুর অভ্যন্তরে নানাবিধ, গো, অশ্ব প্রভৃতির বিকৃত রূপ লক্ষিত হয়, যে ব্যক্তির কেশ ও অঙ্গসমূহ তৈল লিপ্তের ন্যায় দেখা যায়, যে দুর্ব্বল ব্যক্তি অরুচি ও অতিসারাদি দ্বারা পীড়িত ও কাশরোগী তৃষ্ণায় পীড়িত হইলে, এবং মাংসক্ষীণ রোগী ছর্দ্দি, অরুচি, ফেণাযুক্ত পুয় ও রুধির বমন করে এবং স্বরভঙ্গ ও বেদনা যুক্ত হয়। তাহা হইলে অরিষ্ট লক্ষণ বলিয়া জানিবে। জ্বর এবং কাসাদি দ্বারা পীড়িত ব্যক্তির যদি হস্তে পদে বা মুখে শোথ হয়, এবং ক্ষীণ, অরুচি, জানুদেশের মাংস ও হস্ত, পাদ প্রভৃতি শিথিল হয়, তাহা হইলে তাহার অরিষ্ট লক্ষণ জন্মিয়াছে বলিয়া জানিবে। জ্বর, কাস, শ্বাসাদি দ্বারা পীড়িতব্যক্তি যদি পূর্ব্বাহ্নে ভোজন করিয়া অপরাহ্নে

বমন করে এবং অজীর্ণ মল পরিত্যাগ করে তাহা হইলে সে ব্যক্তি ঐ শ্বাসরোগেই প্রাণত্যাগ করিবে। যাহার অণ্ডকোষ শিথিল এবং লিঙ্গ অসাড় হইয়াছে কিম্বা যাহার গ্রীবাভঙ্গ হইয়া কিম্বা লিঙ্গ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে অথবা যে ব্যক্তি ভূমিতে পতিত হইয়া মুমূর্ষু ছাগলের ন্যায় বিলাপ করে, তাহাকে অচির কালের মধ্যেই প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে ॥ ৩ ॥

যাহার প্রথমত হৃদয় শুষ্ক হইয়া ব্যাধি জন্মিয়াছে এবং সর্ব্বদাই শরীর ভিজা থাকে, তাহার এই সকল লক্ষণকে পাক্ষিক অরিষ্ট লক্ষণ বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি লোষ্ট্রে লোষ্ট্রে এবং কাষ্ঠে কাষ্ঠে আঘাত করে, ও নখ দ্বারা তৃণ সমূহকে ছেদন করে। কিম্বা নিম্ন ওষ্ঠ দন্তদ্বারা দংশন করে, উপরের ওষ্ঠ লেহন করে এবং কর্ণ ও কেশ ছিঁড়িয়া ফেলে, দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, মিত্র, এবং চিকিৎসক সকলকে দ্বেষ করে, সেই ব্যক্তির সম্বন্ধে এই সকল লক্ষণকে বার্ষিক অরিষ্ট লক্ষণ বলিয়া জানিবে। কুটীল গ্রহগণ যাহার মন্দস্থানেতে গমন করিয়া জন্ম নক্ষত্রকে পীড়ন করে। এবং যেসময় আকাশে জন্ম নক্ষত্র উদিত হয়, সেই সময় যদি উল্কা বা অশনি দ্বারা যাহার জন্ম নক্ষত্র পীড়িত হয়, তাহার অরিষ্ট লক্ষণ জানিবে। গৃহ, দারা (ভার্য্যা) শয়ন, আসন, যান (রথাদি), বাহন (হস্তি অশ্ব), মণি, রত্ন (স্ফটিকাদি) প্রভৃতি এবং অন্যান্য গৃহোপকরণ সমূহে যাহার অমঙ্গল লক্ষণ সমূহ লক্ষিত হয়, তাহার আয়ুঃশেষ হইয়াছে বলিয়া জানিবে। যাহার মাংস ও বল ক্ষীণ হইয়াছে, তাহাকে চিকিৎসা করিলেও যদি ব্যাধির বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে তাহার আয়ুঃশেষ হইয়াছে জানিবে। যাহার মহাব্যাধি (বাত ব্যাধি প্রমেহ প্রভৃতি) সহসা নিবৃত্ত হয় এবং আহারের ফল দেখা যায় না, তাহাকে অল্পায়ু বলিয়া জানিবে। যে চিকিৎসক এই সকল অরিষ্ট লক্ষণ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনি ব্যাধির সাধ্যাসাধ্য পরীক্ষাবিষয়ে রাজাকর্তৃক পূজিত হন ॥ ৪ ॥

ত্রয়োত্রিংশতম অধ্যায়।

—:*:—

অথ অবারণীয় অধ্যায়।

হে বৎস! যে সকল ব্যাধি চিকিৎসার অভাবে উপদ্রব যুক্ত হইয়া অসাধ্য হয় তাহাদিগের বর্ণন করিতেছি। একাগ্র চিত্ত হইয়া আমার নিকট শ্রবণ কর। বাতব্যাধি, প্রমেহ, কুষ্ঠ, অর্শ, ভগন্দর, অশ্মরী, মূঢ়-গর্ভ (মৃতগর্ভ) ও উদররোগ প্রভৃতি অন্য প্রকার ব্যাধিকে মহাব্যাধি বলে। এবং এই আট প্রকার মহাব্যাধিই স্বভাবত অসাধ্য। বল ও মাংসক্ষয়, শ্বাস, তৃষ্ণা, শোষ, বমি, জ্বর, মূর্চ্ছা, অতিসার ও হিক্কা প্রভৃতি উপদ্রবযুক্ত মহাব্যাধি সমূহকে যশোভিলাষী চিকিৎসক, বিশেষ করিয়া পরিত্যাগ করিবেন॥ ১॥

ত্বকের ফুলা ও অসাড়তা, ভগ্ন, কম্প ও আধ্মান প্রভৃতি উপদ্রবযুক্ত বাতব্যাধি দ্বারা পীড়িত ব্যক্তি অচিরকালের মধ্যেই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। প্রমেহাধিকারে উপদ্রবের বিষয় যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, প্রমেহ রোগী সেই সকল উপদ্রব যুক্ত হইলে এবং বহুল পরিমাণে শুক্র ধাতু ক্ষরিত হইলে কিম্বা পীড়কা দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হইলে অতি সত্বরেই প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। কুষ্ঠ রোগীর ক্ষত অঙ্গ সমুহ হইতে রস বা দূষিত পূয রক্তাদি নিঃসরণ হইলে, চক্ষুদ্বয় রক্ত বর্ণ হইলে এবং স্বরভঙ্গ কিম্বা পঞ্চ কর্ম্ম সমুহে কোন ফল না হইলে কুষ্ঠ রোগী বিনষ্ট হইবে। তৃষ্ণা, অরুচি, শূল (বেদনা বিশেষ), অত্যন্ত শোণিত স্রাব, শোথ ও অতিসার প্রভৃতি উপদ্রব অর্শ রোগে জন্মিলে অর্শরোগীর মৃত্যু হয়। যে ভগন্দর রোগীর ভগন্দর হইতে বায়ু, মূত্র, পুরীষ, ক্রিমি, শুক্র প্রভৃতি নির্গত হয়, চিকিৎসক তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন। কোষ এবং লিঙ্গ শোথযুক্ত হইলে এবং মূত্র বন্ধ হইয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা দায়ক হইলে অশ্মরী রোগী বিনষ্ট হয়॥ ২॥

গর্ভ কোষে অত্যন্ত বেদনা, কুক্ষি দেশে রক্তবদ্ধতা, যোনিদেশ আবৃত প্রভৃতি উপদ্রব এবং মূঢ়গর্ভের অন্যান্য যে সকল উপদ্রব লিখিত আছে, সেই সকল উপদ্রব ঘটিলে মূঢ়গর্ভরোগে স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইয়া থাকে। পার্শ্ব বেদনা, অন্নে অরুচি, শোথ, অতিসার এবং বিরেচন দ্রব্য দ্বারা বিরিক্ত হইলেও পুনরায় পেটে ভার হওয়া প্রভৃতি উপদ্রব উদর রোগীর ঘটিলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩ ॥

জ্বর পীড়িত ব্যক্তি যদি অন্ধকার দর্শন করে কিম্বা চেতনাশূন্য হইয়া শয়ন করে ও বারম্বার ভূমিতে পতিত হয় এবং অভ্যন্তরে গরম ও বাহিরে শীতবোধ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে অল্প কালের মধ্যে প্রাণ বায়ু পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তির জ্বর রোগে শরীর রোমাঞ্চিত হয় এবং চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হয়, বক্ষঃস্থলে আঘাত প্রাপ্তের ন্যায় বেদনা হয়, ও মুখ হইতে অনবরত শ্বাস নির্গত হয়, সে জ্বর রোগে অচিরকালের মধ্যেই যমালয় গমন করে। যে ব্যক্তির হিক্কা, শ্বাস, তৃষ্ণা, মোহ, ঘূর্ণিত নয়ন দ্বয় এবং সর্ব্বদা শ্বাস, বল মাংসহীন, তাহার জ্বর আয়ু ক্ষয়-কারক বলিয়া জানিবে। যে জ্বর রোগী সর্ব্বদা অশ্রুপূর্ণ নেত্র, মোহযুক্ত বা সর্ব্বদা নিদ্রাভিভূত হইয়া থাকে এবং যাহার রক্ত মাংস ক্ষয় হইয়াছে, জ্বর তাহাকে বিনাশ করে। যে ব্যক্তি, শ্বাস, শূল, এবং পিপাসা দ্বারা পীড়িত ও বল মাংসহীন এবং জ্বর রোগদ্বারা পীড়িত, বিশেষতঃ রোগী যদি বৃদ্ধ হয়, তবে তাহাকে অতীসারে অবশ্যই বিনাশ করিয়া থাকে। চক্ষুদ্বয় শুক্লবর্ণ, অরুচিযুক্ত, ঊর্দ্ধশ্বাস দ্বারা নিপীড়িত ও কষ্টের সহিত বহু প্রস্রাবকারী রোগীকে যক্ষ্মা রোগ নষ্ট করে ॥ ৪ ॥

শ্বাস, বেদনা, পিপাসা, অরুচি হটাৎ গ্রন্থিরূপ গুল্মের লয় ও দুর্ব্বলতা দ্বারা আক্রান্ত গুল্মরোগীও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পেট ফাঁপা, মূত্র রোধ, বমি, হিক্কা, পিপাসা, বেদনা, শ্বাসযুক্ত ব্যক্তিকে বিদ্রধি রোগ শীঘ্র বিনাশ করিয়া থাকে। যদি পাণ্ডু রোগীর দন্ত, নখ ও চক্ষুদ্বয় পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং ঐ নয়নের পাণ্ডুতাহেতু দৃশ্য বস্তু সকলপাণ্ডুবর্ণ দর্শন করে; সেই ব্যক্তিও কালগ্রাসে পতিত হইবে। যে ব্যক্তি রক্ত

বমন করে ও যাহার চক্ষুদ্বয় অত্যন্ত রক্ত বর্ণ কিম্বা দিক্‌সমূহকে যে রক্ত দর্শন করে, রক্তপিত্ত তাহাকে বিনাশ করে। উন্মাদ রোগী যদি সর্ব্বদাই নীচের দিকে অথবা উর্দ্ধদিকে মুখ করিয়া থাকে এবং অতিশয় কৃশ ও বলশূন্য হয়, আর সর্ব্বদাই যদি জাগরিত থাকে, তাহা হইলে সেই রোগী নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবে। যাহার শরীর কম্পিত হয় এবং মাংস প্রভৃতি ক্ষয় হয় ও ভ্রূদ্বয় অনবরত স্পন্দিত হয় অথবা চক্ষুদ্বয়ের বিকৃতি জন্মে, তাহাকে অপস্মার অর্থাৎ মৃগীরোগ বিনাশ করে॥ ৫॥

ইতি সূত্র স্থানে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

অথ যুক্ত সেনীয় অধ্যায়।

সৈন্যযুক্ত, শত্রু পরাজয়াভিলাষী নৃপতিকে চিকিৎসকের যেরূপে রক্ষাকরা কর্ত্তব্য, তাহা উপদেশ করিতেছি। যে সময় ঐ নৃপতি সসৈন্যে জয়াভিলাষী হইয়া অমাত্যবর্গের সহিত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিবেন, তখন তাঁহাকে বিশেষতঃ বিষ হইতে যত্নসহকারে রক্ষা করা বিধেয়। যেহেতু পথ, জল, বৃক্ষাদির ছায়া এবং অন্যান্য ভোজনীয় দ্রব্য ও যব, তৃণ, কাষ্ঠ প্রভৃতিকে শত্রুগণ বিষাদি দ্বারা দূষিত করিয়া রাখে, সেই হেতু এই সকল বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া ব্যবহার করিবে। বিষদুষ্টের চিহ্ন ও চিকিৎসা কল্পস্থানে বিশেষ করিয়া বলিব। অথর্ব্ববেদে একশত একপ্রকার মৃত্যু কথিত আছে, তন্মধ্যে এক প্রকার কালমৃত্যু, অপর সমস্তই অভিঘাতাদি জন্য আগন্তুক মৃত্যু। রসমন্ত্রজ্ঞ বৈদ্য এবং পুরোহিত পূর্ব্বোক্ত দোষ ও আগন্তুক মৃত্যু হইতে নৃপতিকে সর্ব্বদাই রক্ষা করিবেন॥ ১॥ ২॥

নরপতিকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন। চিকিৎসক, পুরোহিতের মতানুযায়ী হইয়া চলিবেন। যদি নর-

পতির মৃত্যু হয়, তাহা হইলে বর্ণসঙ্কর প্রযুক্ত সকল ধর্ম্মকর্ম্ম নষ্ট হয় এবং প্রজা সকল উচ্ছন্ন যায়। দেখিতে সামান্য মনুষ্য আর রাজা এক প্রকার বটে, কিন্তু আজ্ঞা, ত্যাগ, ক্ষমা, ধৈর্য্য ও বিক্রম প্রভৃতি ক্ষমতা অমানুষিক, সেই হেতু, বিচক্ষণ কল্যাণাভিলাষী ব্যক্তি বাক্য, মন, কর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা দেবতার ন্যায় রাজার মঙ্গল কামনা করিবে। চিকিৎসক, সকল উপকরণে (যন্ত্র, শস্ত্র, ঔষধ) রাজগৃহের অনতিদূরে অন্য এক স্কন্দাবারে (তাম্বুতে) অবস্থিতি করিবেন ॥ ৩ ॥

বিষ এবং শল্যদ্বারা পীড়িত ব্যক্তিগণ,স্কন্দাবারস্থিত যশ ও সুখ্যাতি সম্পন্ন চিকিৎসকের নিকট অবিচারিতভাবে চিকিৎসার্থ উপস্থিত হইবে। স্বাধীন, প্রবীণ, নানাবিধ শাস্ত্রজ্ঞ, ও রাজা কিংবা তৎসদৃশ অন্যান্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক সম্মানিত চিকিৎসকই পতাকাদির ন্যায় শোভা পায়। চিকিৎসক, রোগী, ঔষধ, পরিচারক, (যাহারা রোগীর শুশ্রূষা করিয়া থাকে) এই চারিটীই রোগীর চিকিৎসাকার্য্য সাধন ও আরোগ্যের মুখ্য কারণ। আরোগ্যমূলক এই চারিটী যদি, স্বস্ব গুণশালী হয়, তাহাহইলে অতিশয় কঠিন রোগও অতি অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্য হয়। উদ্গাতা (যে যজ্ঞে সামবেদ গান করে), হোতা এবং ব্রহ্মা এই তিন উপস্থিত থাকিলেও যেমন আচার্য্য ব্যতীত যজ্ঞ সমাধা হইতে পারে না,সেইরূপ আরোগ্য করিবার মুখ্য উপায়স্বরূপ তিনপাদ গুণশালী হইলেও গুণবান্ চিকিৎসকের অভাব হইলে চিকিৎসাকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, কর্ণধার যেমন দাঁড়ী না হইলেও একাই নৌকা পারান্তরে লইয়া যাইতে সক্ষম হয়, সেইরূপ গুণশালী চিকিৎসকও পাদত্রয় ব্যতীরেকেও আপনিই রোগীকে আরোগ্য করিতে সক্ষম হন। যে চিকিৎসক, শাস্ত্রের যথার্থ অর্থজ্ঞ এবং দৃষ্টকর্ম্মা (যে ব্যক্তি সাক্ষাতে শস্ত্রক্রিয়া বা অন্যান্য চিকিৎসা দেখিয়া শিক্ষা লাভ করিয়াছে), কার্য্যক্ষম, লঘুহস্ত, (যেব্যক্তি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শস্ত্র কর্ম্ম করিতে সক্ষম), শুদ্ধাত্মা, বলবান্, যন্ত্র, শস্ত্র, ঔষধপ্রভৃতি চিকিৎসার উপযোগী উপকরণসমূহযুক্ত, প্রত্যুৎপন্নমতি,

ব্যবসায়ী (যে চিকিৎসক উৎকট রোগ দেখিয়া হীনোৎসাহ না হয়), বিশারদ (কষ্টসাধ্য রোগেও যিনি বিষণ্ণ হন না), সত্যবাদী ও ধর্ম্মপরায়ণ, সেই চিকিৎসকই পাদত্রয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও প্রথম পাদ বলিয়া জানিবে। যে রোগী দীর্ঘায়ু উৎসাহান্বিত, সাধ্যরোগবিশিষ্ট, দ্রব্যবান্, অলোভী, আস্তিক এবং চিকিৎসকের মতানুসারী, সেই রোগীকেই রোগীরূপ দ্বিতীয় পাদ বলিয়া জানিবে। যে ঔষধ, প্রশস্ত স্থানজাত এবং প্রশস্ত দিবসে উদ্ধৃত, উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবহৃত, মনঃপ্রিয়, গন্ধ এবং বর্ণ ও রসাদিবিশিষ্ট, দোষঘ্ন, অগ্লানিকর এবং প্রয়োগের বিপর্য্যয় ঘটিলেও যে রোগান্তর জন্মায় না, উপযুক্ত কালে প্রদত্ত ইত্যাদি লক্ষণবিশিষ্ট, সেই ঔষধই তৃতীয় পাদ বলিয়া জানিবে। যে পরিচারক, স্নিগ্ধ, অনিন্দিত কর্ম্মকারী, বলবান্ এবং পীড়িত ব্যক্তির রক্ষণাবেক্ষণে যত্নশীল, চিকিৎসকের মতানুসারী ও পরিশ্রমশীল, সেই পরিচারক চতুর্থ পাদ বলিয়া জানিবে ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

ইতি সূত্রস্থানে চতুস্ত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায়।

অথ আতুরোপক্রমণীয় অধ্যায়।

অনন্তর আতুরোপক্রমণীয় অধ্যায় বর্ণন করা যাইতেছে।

চিকিৎসক প্রথমতঃ পীড়িত ব্যক্তির আয়ু বিশেষরূপে পরীক্ষা করিবেন। রোগীর যদি দীর্ঘায়ু হয়, তাহা হইলে ব্যাধির সাধ্যাদি ও ঋতু, অগ্নি, বয়স, দেহ, বল, সত্ত্ব (উৎসাহ), সাত্ম্য (প্রাণিকর্তৃক সেবিত আহারাচারাদি) প্রকৃতি (বাতাদি) ভেষজ, (ঔষধ) দেশ, (জাঙ্গলাদি) প্রভৃতি পরীক্ষা করিবে। হস্তদ্বয়, পাদদ্বয়, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠ, স্তনাগ্র, দন্ত, মুখ, স্কন্ধদ্বয়, ললাট প্রভৃতি অঙ্গসমূহ হীন হইলে এবং অঙ্গুলি সমূহের পর্ব্ব, উচ্ছ্বাস (যেশ্বাস উপরের দিকে টানিয়া লওয়া হয়), চক্ষু, বাহু প্রভৃতি দীর্ঘ হইলে, ভ্রূদ্বয়, স্তনদ্বয়ের মধ্য বক্ষঃস্থল প্রভৃতি বিস্তীর্ণ

হইলে, জঙ্ঘা, মেঢ়্‌, গ্রীবা, প্রভৃতি হ্রস্ব হইলে, সত্বর নাভি প্রভৃতি গম্ভীর হইলে এবং স্তনদ্বয় শরীর হইতে অনুচ্চ হইলে, দৃঢ়রূপে বদ্ধ থাকিলে, কর্ণদ্বয় দীর্ঘলোমবিশিষ্ট হইলে, মস্তিষ্ক পশ্চাদ্ভাগে থাকিলে, স্নানানন্তর অনুলেপন করিলে তাহা মস্তক হইতে শরীরের নিম্নভাগ ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকিলে, অনন্তরহৃদয় শুষ্ক হইলে, নিশ্চয়ই পুরুষ দীর্ঘায়ু-বিশিষ্ট হয়। এইরূপ লক্ষণান্বিত রোগীকে অবশ্যই চিকিৎসা করিবে। এই সকল লক্ষণের বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট পুরুষকে অল্পায়ু বলিয়া জানিবে। উভয়লক্ষণান্বিত হইলে মধ্যমায়ু বলিয়া জানিবে ॥ ১ ॥ ২ ॥

যে ব্যক্তির শরীরের শিরা ও স্নায়ু প্রভৃতি গূঢ়ভাবে নিহিত, অঙ্গ সমূহ পরস্পর সংহত, ইন্দ্রিয় সমূহ অচল, এবং অঙ্গ সমূহ উত্তরোত্তর সুদৃশ্য, সেই ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হয়। যে ব্যক্তি জন্মাবধিই অরোগী এবং যাহার শরীর, জ্ঞান ও বিজ্ঞানপ্রভৃতি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি হয়, সে ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হয়। ৩।

এখন মধ্যমায়ুর লক্ষণ বর্ণন করিতেছি, তোমরা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। যাহার চক্ষুদ্বয়ের অধোভাগে ব্যক্ত এবং বিস্তৃত দুইটী বা তিনটী বা ইহা হইতেও অধিক রেখা সমূহ লক্ষিত হয়, পাদ দ্বয় ও কর্ণদ্বয় মাংসল, নাসাগ্র উচ্চ এবং পৃষ্ঠদেশে ঊর্দ্ধরেখা, তাহার পরমায়ু শত্তর বৎসর। অতঃপর অল্পায়ুর লক্ষণ বলিতেছি। পর্ব্ব সমূহ হ্রস্ব, মেঢ়্‌ (পুংচিহ্ন) বৃহৎ, বক্ষঃস্থল বক্র ও মাংসহীনতা প্রযুক্ত গর্ত্তের ন্যায়, পৃষ্ঠদেশ অপ্রশস্ত, কর্ণদ্বয় যথাস্থান হইতে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধভাগে স্থিত, নাসিকা উচ্চ, কথা বলিতে কিম্বা হাস্য করিতে যাহার দন্ত মাংস দেখা যায় এবং যে ব্যক্তি চক্ষুদ্বয় ঘূর্ণিত করিয়া দর্শন করে, সে ব্যক্তি পঁচিশ বৎসর জীবিত থাকে। ৪।

অনন্তর আয়ুর লক্ষণ বিশেষ করিয়া জানিবার জন্য পুনর্ব্বার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিমাণ দ্বারা বিশেষ করিয়া বলিতেছি। দেহের মধ্যভাগ এবং সক্‌থি (কটি সন্ধি হইতে পাদাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত), বাহুদ্বয়, মস্তক এই সকলকে অঙ্গ বলে এবং ইহার অন্যান্য অবয়বকে প্রত্যঙ্গ বলে। এই

সকলের মধ্যে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও প্রদেশিনী নিজের অঙ্গুলির দুই অঙ্গুলি প্রমাণ হইবে। মধ্যাঙ্গুলির আয়তন প্রদেশিনীর পাঁচ ভাগের চারি ভাগ, অনামিকার আয়তন মধ্যমাঙ্গুলির পাঁচ ভাগের চারি ভাগ, কনিষ্ঠাঙ্গুলীর আয়তন অনামিকার পাঁচভাগের চারিভাগ, পাদাঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে পাদতল পর্য্যন্ত চারি অঙ্গুলি আয়ত এবং পাঁচ অঙ্গুলি বিস্তৃত, পার্ষ্ণি (গোড়ালী) পাঁচ অঙ্গুলি আয়ত ও চারি অঙ্গুলি বিস্তার। পায়ের পাতা চতুর্দ্দশ অঙ্গুলি আয়ত ॥ ৫ ॥

পাদমধ্য, গুল্‌ফমধ্য, জঙ্ঘামধ্য, জানুমধ্য প্রভৃতির বিস্তার চতুর্দ্দশাঙ্গুলি, জঙ্ঘা (গুল্ফ ও জানুর মধ্যভাগ) অষ্টাদশ অঙ্গুলি, জানুর উপরিভাগ বত্রিশ অঙ্গুলি পরিমাণ দীর্ঘ এই উভয়ে মিলিত হইয়া পঞ্চাশৎ অঙ্গুলি পরিমাণ দীর্ঘ। জঙ্ঘার দৈর্ঘ্য উরুর সমান অর্থাৎ অষ্টাদশ অঙ্গুলি। কোষ, চিবুক, দন্ত, নাসাপুট, কর্ণমূল এবং চক্ষুর মধ্য ভাগ দুই অঙ্গুলি। শিশ্ন, মুখ মধ্য (মুখব্যাদন বা মুখের হাঁ) নাসিকা, কর্ণ, ললাট, গ্রীবার দৈর্ঘ্য এবং চক্ষুর আয়তন চারি অঙ্গুলি ॥ ৬ ॥

যোনিদেশের বিস্তার, মেহন (পুংচিহ্ন), নাভি, হৃদয়, গ্রীবা, স্তনমধ্য, মুখের দৈর্ঘ্যতা প্রভৃতি দ্বাদশাঙ্গুলি। মণিবন্ধ (হাতের কবজা), প্রকোষ্ঠ কনুয়ের (অধোভাগ) প্রভৃতির স্থূলতা দ্বাদশাঙ্গুলি। ইন্দ্রবস্তির দৈর্ঘ্য এবং স্কন্ধদেশ কূর্পরান্তরের দৈর্ঘতা (কনুয়ের মধ্যভাগের দৈর্ঘ্য) ষোড়শাঙ্গুল। চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুলি হস্ত, বত্রিশ অঙ্গুলি ভুজদ্বয়, উরুদ্বয় বত্রিশ অঙ্গুলি, মণিবন্ধ হইতে কূর্পর পর্য্যন্ত ষোড়শাঙ্গুল। হস্তমধ্য ছয় অঙ্গুলি দীর্ঘ ও চারি অঙ্গুলি বিস্তার। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূল হইতে প্রদেশিনী পর্য্যন্ত দুই অঙ্গুলি প্রমাণ, এবং কর্ণ ও চক্ষুর প্রান্ত পর্য্যন্ত পঞ্চাঙ্গুলি, প্রদেশিনী ও অনামিকা এই উভয়ের মধ্য সার্দ্ধ দুই অঙ্গুলি, কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ এই উভয়ের অন্তর সার্দ্ধ তিন অঙ্গুলি, মুখ ও গ্রীবার বিস্তার এবং দৈর্ঘ্য চব্বিশ অঙ্গুলি, নাসিকার ছিদ্রভাগের বিস্তার এক অঙ্গুলির তিনভাগ। চক্ষুদ্বয় স্থিত তারকাদ্বয়ের প্রত্যেক তারকার বিস্তার চক্ষুর চারিভাগের তিনভাগ। দৃষ্টির (চক্ষুর পুত্তলির) পরিমাণ চক্ষুর তারকের

নবমভাগ। মস্তক (মস্তিষ্কস্থান) হইতে কেশান্তপর্য্যন্ত একাদশ অঙ্গুলি। মস্তক হইতে পশ্চাদ্ভাগের কেশের শেষ পর্য্যন্ত দশাঙ্গুলি এবং প্রত্যেক কর্ণ হইতে অবটু (ঘাড়ের মধ্যভাগ) সপ্তাঙ্গুলি। পুরুষের বক্ষঃস্থলের পরিমাণ অর্থাৎ বিস্তার স্ত্রীলোকের নিতম্বের বিস্তারের সমান। স্ত্রীলোকের বক্ষঃস্থল অষ্টদশাঙ্গুল বিস্তীর্ণ, এবং পুরুষের কটিদেশে এই পরিমাণ বলিয়া জানিবে। সর্ব্বশুদ্ধ পুরুষের পরিমাণ এক শত বিশ অঙ্গুলি জানিবে॥ ৭॥

পুরুষের পঁচিশ বৎসর বয়সের সময় এবং স্ত্রীলোকের ষোল বৎসর বয়সের সময়, স্ত্রীপুরুষ উভয়ের একরূপ বীর্য্য হয়। নিজের অঙ্গুলির পরিমাণ অনুসারে শরীরের যেরূপ পরিমাণ বলা হইয়াছে, পুরুষ কিংবা নারী যদি ঐ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে পুরুষ দীর্ঘজীবী ও ধনবান্ হয় এবং নারী দীর্ঘজীবিনী ও ধনবতী হয়। যদি অধিকাংশ অঙ্গ ঐ পরিমাণানুরূপ হয় তাহা হইলে মধ্যমরূপ আয়ু ও অর্থ লাভ হয়। যদি কোন অঙ্গেরই পরিমাণ এরূপ না হয় বা অল্পাঙ্গের হয়,ত তাহা হইলে আয়ু ও ধন অল্প হইবে বলিয়া জানিবে॥ ৮॥

দেহস্থ সারসমূহের গুণ বলা যাইতেছে। স্মৃতি,(স্মরণ শক্তি),ভক্তি (গুরুজনের প্রতি ভালবাসা), প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) শৌর্য্য, শৌচ এবং মঙ্গল, জনক কার্য্যে মনোনিবেশ প্রভৃতি সত্ত্বসারের (বলের) গুণ বলিয়া জানিবে। শরীরের স্নিগ্ধতা ও দৃঢ়তা, অস্থি দন্ত নখ প্রভৃতির শুক্লতা এবং নানাবিধ মানসিক কামনা, এই সকল শুক্রধাতুর সারভাগ হইতে জন্মে। শরীরের স্থূলতা, বল, সৌভাগ্যযুক্ততা, স্বরের স্নিগ্ধতা ও গম্ভীরতা এবং চক্ষুদ্বয়ের বিস্তৃতি প্রভৃতি মজ্জধাতুর সার ভাগ হইতে জন্মে। মস্তকের এবং স্কন্ধ দেশের বিশালতা, এবং দন্ত হনু, অস্থি, নখ প্রভৃতির দৃঢ়তা অস্থিধাতুর সারভাগ হইতে জন্মে। মূত্র, স্বেদ, স্বর প্রভৃতির স্নিগ্ধতা, শরীরের বৃদ্ধি ও ক্লেশসহিষ্ণুতা প্রভৃতি মেদধাতুর সারভাগ হইতে উৎপন্ন হয়। গাত্রের ছিদ্ররহিতত্ব, অস্থিসমূহের সন্ধিস্থান সকল গূঢ়ভাবে নিহিত থাকা এবং

শরীরের মাংসবৃদ্ধি প্রভৃতি মাংসধাতুর সারভাগ হইতে জন্মে। রক্ত ধাতুর সারভাগ হইতে নখ, চক্ষু, তালু, জিহ্বা, ওষ্ঠ, হস্ততল, পাদতল, প্রভৃতি স্নিগ্ধ ও তাম্রবর্ণ হয়। ত্বক্‌সার হইতে ত্বকের প্রসন্নতা ও কোমলতা জন্মে। ওজঃ, শুক্র, অস্থি প্রভৃতি পূর্ব্ব পূর্ব্বধাতু প্রভৃ যত সারবিশিষ্ট হয়, ততই আয়ু ও সৌভাগ্যের লক্ষণ জানিবে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহের যেরূপ প্রমাণ বলা হইয়াছে, সুনিপুণ চিকিৎসক তাহা সম্যক্ রূপে অবগত হইয়া আয়ুঃ পরীক্ষা করিলে চিকিৎসা-কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বে যে ব্যাধিসমূহের বিবরণ বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে, সেই সকল ব্যাধিই সাধ্য, যাপ্য, এবং অসাধ্য, এই তিন প্রকার, এই ত্রিবিধ ব্যাধিই পুনরায় তিন প্রকারে পরীক্ষা করা যায়। যথা, ঔপসর্গিক, প্রাক্কেবল, এবং অন্যলক্ষণ। যে সকল ব্যাধি স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া দেহস্থিত অন্য কোন ব্যাধিকে পুনর্ব্বার উৎপাদন করে, তাহাকে পূর্ব্বস্থিত ব্যাধির উপসর্গ বা উপদ্রব বলা যায়। যে সকল ব্যাধি নিজে জন্মিয়া কোন প্রকার নূতন রোগ জন্মায় না এবং যেসকল ব্যাধিকে কোন রোগের পূর্ব্বরূপ বা উপদ্রব বলা যায় না তাহাদিগকে প্রাক্কেবল কহে। যে সকল ব্যাধি অন্য রোগের সূচনা করে তাহাকে পূর্ব্বরূপ বা অন্যলক্ষণ বলে। উপদ্রববিশিষ্ট ব্যাধি জানিলে মূলরোগে ও উপদ্রবে যাহাতে বিরোধ না হয় এরূপ ভাবে চিকিৎসা করিবে। কিন্তু উপদ্রব যদি মূলরোগ হইতে বলবান্ হয় তাহাহইলে সর্ব্বাগ্রে উপদ্রবের চিকিৎসা করিবে। প্রাক্কেবলরোগে বর্ত্তমান রোগকেই চিকিৎসা করিবে। অন্যলক্ষণ ব্যাধিতে সেইটী যে ব্যাধির পূর্ব্বরূপ, সেই মূল ব্যাধির চিকিৎসা করিবে ॥ ১০ ॥

বায়ু পিত্ত কফ ব্যতীত কোন রোগই উৎপন্ন হয় না, সুতরাং যে রোগের চিকিৎসা করিতে হইবে, সেই রোগ কোন্ দোষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা উক্ত না হইলেও বিচক্ষণ চিকিৎসক রোগের লক্ষণ সমূহ বিশেষ করিয়া দেখিয়া রোগ, কোন দোষজ এটী প্রথমত স্থির

করিয়া পরে চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। ঋতুরবিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শীতকালে শীতের প্রতিকার করিয়া এবং গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্মের প্রতিকার করিয়া পরে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিবে, কিছুতেই চিকিৎসার কাল অতিক্রম করিবে না। চিকিৎসা করিবার সময় উপস্থিত না হইলে যদি চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করা হয় এবং চিকিৎসার সময় অতিক্রম করিয়াও যদি চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, এবং যদি একবারে কোনরূপ চিকিৎসাই না করা হয় কিংবা অতিরিক্ত চিকিৎসা করা হয়, তাহা হইলে সাধ্য ব্যাধিও সিদ্ধ হয় না। যেরূপ ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন ব্যাধি প্রশমিত হয় এবং অন্য কোনরূপ ব্যাধিকে উৎপন্ন না করে, সেই ক্রিয়াকেই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বলিয়া জানিবে। যে ক্রিয়াতে ব্যাধি প্রশমিত না হয় এবং অন্য ব্যাধিকে জন্মায়, তাহাকে চিকিৎসাই বলা যায় না॥ ১১॥

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে অগ্নি, অন্নের পাককর্ত্তা, সেই অগ্নিই আবার চারি প্রকার, তন্মধ্যে দোষরহিত অর্থাৎ স্বাভাবিক বা অবিকৃত এক প্রকার; আর বিকৃত অর্থাৎ অস্বাভাবিক তিন প্রকার। বিকৃত অগ্নি যথা বিষম, তীক্ষ্ণ এবং মন্দ। বায়ু দূষিত হইয়া যে অগ্নিকে দূষিত করে তাহার নাম বিষমাগ্নি, পিত্তকর্ত্তৃক দূষিত অগ্নিকে তীক্ষ্ণ অগ্নি বলে এবং দূষিত শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক দুষ্ট অগ্নির নাম মন্দাগ্নি। সকল দোষের সাম্যাবস্থার অগ্নিকে সমাগ্নি বলে। ইহাকেই অবিকৃত অগ্নি বলিয়া জানিবে। উপযুক্ত সময়ের ভুক্ত অন্নকে যে অগ্নি সম্যক্‌রূপে পরিপাক করে তাহাকে সমাগ্নি বলে। যে অগ্নি অন্নকে কখন সম্যক্‌রূপে পরিপাক করে এবং আধ্মান, শূল, উদাবর্ত্ত, অতিসার, উদরের ভার, অন্ত্রকূজন, বায়ু নিঃসরণপ্রভৃতি জন্মায়, তাহাকে বিষমাগ্নি বলে এবং এই অগ্নিই বায়ু কর্ত্তৃক দূষিত। প্রচুর ভুক্তদ্রব্য যে অগ্নি দ্বারা পরিপাক হয় সেই অগ্নি পিত্ত কর্ত্তৃক দূষিত এবং ইহার নাম তীক্ষ্ণাগ্নি এই অগ্নি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে অত্যগ্নি বলা যায়। অত্যগ্নি কর্ত্তৃক মুহুর্মুহু প্রচুর ভুক্তান্ন শীঘ্র পরিপাক হয়, পরিপাকাবস্থায় বা পাকশেষে গলদেশ তালু ও ওষ্ঠ শুষ্ক

হয় এবং গাত্রদাহ ও সন্তাপ জন্মে। যে অগ্নি, যথাকাল ভুক্ত অন্ন অধিক সময়ে পরিপাক করে এবং পরিপাকাবস্থায় মাথার ভার, কাস, শ্বাস, প্রসেক (নাসিকা হইতে জলনিঃসরণ), বমন এবং শরীরের অবসন্নতা প্রভৃতি জন্মায়, তাহাকে মন্দাগ্নি বলে। বিষমাগ্নি, বাতজন্য রোগ জন্মায় ; তীক্ষ্ণাগ্নি,পিত্তজন্য রোগ জন্মায় ; মন্দাগ্নি,কফজন্য রোগ জন্মায়। অতএব সর্ব্বতোভাবে অগ্নিকে সমভাবে রক্ষা করিবে। অগ্নি বিষম হইলে স্নিগ্ধ, অম্ল, লবণ প্রভৃতি দ্বারা প্রতীকার করিবে। তীক্ষ্ণাগ্নিতে মধুর, স্নিগ্ধ, শীতল প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা এবং বিরেচন দ্বারা অগ্নির শান্তি করিবে। এই প্রকার অত্যগ্নিরও প্রতীকার করিবে এবং মহিষ দুগ্ধ, দধি, ঘৃত প্রভৃতির দ্বারা অগ্নির শান্তি করিবে। মন্দাগ্নি হইলে কষায়, কটু, তিক্ত প্রভৃতি দ্বারা এবং বমন দ্বারা তাহা প্রশমিত করিবে। ভগবান্ অগ্নি, উদরে থাকিয়া অন্ন পরিপাক করেন এবং ভুক্তান্নের রসাদিও গ্রহণ করেন, কিন্তু সূক্ষ্মহেতু তাহা লক্ষ্য হয় না। প্রাণ, অপান এবং সমান এই তিন বায়ু স্বস্থানে থাকিলে জঠরাগ্নিকে প্রজ্বলিত করে এবং রক্ষা করে ॥ ১২ ॥

প্রথমত মনুষ্যের বয়স তিনভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—বাল্য, মধ্য ও বৃদ্ধ। ষোলবৎসরের ন্যূনবয়স পর্য্যন্ত বাল্যাবস্থা,এই বাল্যাবস্থা আবার তিনভাগে বিভক্ত, যথা কেবল মাত্র দুগ্ধভোজী, দুগ্ধান্নভোজী ও অন্নভোজী, একবৎসর পর্য্যন্ত দুগ্ধভোজী, দুই বৎসর পর্য্যন্ত দুগ্ধান্নভোজী, ইহার পর অন্নভোজী। ষোল বৎসর হইতে সপ্তদশ বৎসর পর্য্যন্ত মধ্য বয়স। মধ্যবয়স চারিভাগে বিভক্ত, যথা বৃদ্ধি,যৌবন, সম্পূর্ণতা এবং হানি। বিশ বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি, ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত যৌবন, চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত সকল ধাতু, ইন্দ্রিয়,বল ও বীর্য্যপ্রভৃতির সম্পূর্ণতা, ইহার পর সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত অল্প অল্প হানি হইতে থাকে। সত্তর বৎসরের পর হইতে প্রতিদিন ধাতু,ইন্দ্রিয়, বল, বীর্য্য,উৎসাহ প্রভৃতির ক্ষয় হইতে থাকে। বলী (লোলচর্ম্মতা) পলিত (পককেশতা) খালিত্য (টাকপড়া) এবং কাস, শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব দ্বারা অভিভূত সুতরাং

জীর্ণ গৃহের ন্যায় ক্রমান্বয়েই শরীর অবসন্ন হইতে থাকে, কোন কার্য্য করিতেই সমর্থ থাকে না। এই অবস্থাকে বৃদ্ধাবস্থা বলে। বয়সের অবস্থা যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন, ঔষধের মাত্রাও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ॥ ১৩ ॥

বাল্যাবস্থায় শ্লেষ্মা, মধ্য বয়সে পিত্ত এবং বৃদ্ধাবস্থায় বায়ুর বৃদ্ধি হয়। এই সকল অবস্থা বিশেষ করিয়া পর্য্যালোচনা করত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বালকে ও বৃদ্ধে অগ্নি ক্ষার বিরেচন প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে না। যদি ক্ষার, অগ্নি, বিরেচন প্রভৃতি ক্রিয়া করিবার রোগ জন্মে, তাহা হইলে এই সকল ক্রিয়া অল্পে অল্পে ও মৃদুভাবে করিতে থাকিবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, দেহ স্থূল, কৃশ ও মধ্যভেদে তিন প্রকার। স্থূল শরীরকে কৃশ ও কৃশ শরীরকে পুষ্ট করিবে। এবং মধ্য শরীরকে ঐ অবস্থায় রক্ষা করিবে। বলের গুণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দৌর্ব্বল্যও স্বভাবত এবং দোষজাদি দ্বারা জন্মিয়া থাকে বলিয়া জানিবে। যেহেতু বলবান্ ব্যক্তিই সকল প্রকার চিকিৎসার যোগ্যপাত্র, সেইহেতু অধিকরণসমূহের মধ্যে বলই সর্ব্ব প্রধান অধিকরণ ॥ ১৪ ॥

কোন কোন ব্যক্তি কৃশ হইয়াও বলবান্ হয় এবং কোন কোন ব্যক্তি স্থূল হইয়া দুর্ব্বল হয়। অতএব ব্যায়ামাদি দ্বারা শরীর সবল করিবে। চিকিৎসকও এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। সত্ত্ববান্ ব্যক্তি বিপদে বা সম্পদে একেবারে অভিভূত হয় না। সত্ত্ববান্ ব্যক্তি আপনাতে আপনি মনোবৃত্তি স্থির রাখিয়া সুখদুঃখ সমস্তই সহ্য করিয়া থাকে। রজোগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি অন্য প্রকার উপায় দ্বারা মনঃস্থির করিয়া সকল বিষয়ই সহ্য করিতে পারে, আর তমোগুণ-বিশিষ্ট ব্যক্তি কিছুই সহ্য করিতে পারে না ॥ ১৫ ॥

প্রকৃতি এবং ঔষধ পরে বলিব। সাত্ম্য কাহাকে বলে তাহাই এক্ষণে বলিতেছি। দেশ, কাল, জাতি, ঋতু, রোগ, ব্যায়াম, জল, দিবা-স্বপ্ন এবং রস প্রভৃতি, প্রকৃতি বিরুদ্ধ হইয়াও যদি শারীরিক কোন ব্যাধি না জন্মায়, তাহা হইলে তাহাকে সাত্ম্য বলে। মধুরাদি রস বা

ব্যায়াম কিংবা অন্য কিছু সেবন করিলে যদি শরীর সুস্থ বোধ হয়, তাহা-হইলে তাহাকে সাত্ম্য বলা যায় ॥ ১৬ ॥

দেশ তিন প্রকার যথা আনূপ, জাঙ্গল এবং সাধারণ। যেস্থানে জলের ভাগ অধিক এবং নিম্ন ও উন্নত, নদীবিশিষ্ট, বর্ষাকালে দুর্গম, সর্ব্বদাই মৃদু ও শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়, এবং নানাবিধ বড় বড় বৃক্ষ ও পর্ব্বতাদি সমাকীর্ণ, কিম্বা যেস্থানে মনুষ্যের শরীর মৃদু ও সুকুমার হয়, এবং যেস্থানেবাত শ্লেষ্মাজনিত রোগই অধিক জন্মে, তাহাকে আনূপদেশ কহে। যেস্থান আকাশময় অর্থাৎ বৃক্ষ বা পর্ব্বতাদিশূন্য এবং অল্প অল্প কণ্টকযুক্ত ছোট ছোট বৃক্ষ, অল্পবর্ষা ও প্রস্রবণ এবং কূপবিশিষ্ট, কিম্বা উষ্ণ ও রুক্ষ বায়ু প্রবাহিত হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত-বিশিষ্ট, যেস্থানের মনুষ্যের শরীর দৃঢ় ও কৃশ এবং প্রায় বায়ু ও পিত্ত-জনিত রোগ জন্মে, সেই স্থানকে জাঙ্গল দেশ বলে। এবং এই উভয় লক্ষণই যেস্থানে লক্ষিত হয়, তাহাকে সাধারণ দেশ বলে।

সাধারণদেশে শীত, উষ্ণ, বর্ষা এবং বায়ু প্রভৃতি সমভাবে থাকে বলিয়া প্রাণিসমূহের দোষও সমানভাবে থাকে এবং এই নিমিত্তই এই-রূপ দেশকে সাধারণ দেশ বলে। সাধারণ দেশে প্রাণিগণ যেরূপ বলবান হয়, জলরহিত বা জলবহুলদেশে সেরূপ বলবান্ হয় না। স্বীয় দেশে যে সকল দোষ সঞ্চিত হয় অন্য দেশে গমন করিলে ঐ সকল দোষ প্রকুপিত হয়। অন্য দেশীয় জল, বায়ু উত্তম হইলে এবং আহার বিহার, নিদ্রা ও ইন্দ্রিয়সমূহের নিয়মিতরূপে ক্রিয়া হইলে বিদেশ-জন্য ব্যাধি জন্মিবার ভয় থাকে না। ১৭ ॥

যে সকল রোগ, দেশ, প্রকৃতি, সাত্ম্য ও ঋতু প্রভৃতির বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী হয় এবং রোগ অল্পকালজাত হয় কিম্বা রোগী বলবান্, সত্ত্ববান্, আয়ুষ্মান্ (দীর্ঘায়ু) হয় এবং অগ্নি সমভাবে থাকে, তাহা হইলে সেই সকল রোগ সুখসাধ্য বলিয়া জানিবে। এই সকল লক্ষণের সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষণ হইলে অসাধ্য এবং পূর্ব্বোক্ত সুখসাধ্য লক্ষণের কোন কোন লক্ষণ থাকিলে কৃচ্ছ্রসাধ্য বলিয়া

জানিবে। কোন একটী ক্রিয়ার ফল না দর্শিলে, অন্য ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। কিন্তু, যে পর্য্যন্ত ক্রিয়ার কোন একটী ফল না দেখা যাইবে, সে পর্য্যন্ত অন্য ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু ক্রিয়া-সঙ্কর হিতকর নহে। যদি রোগ কষ্টসাধ্য হয় এবং অন্য ক্রিয়া করিলে নিশ্চয়ই উপকার হইবে এরূপ বুঝিতে পারা যায়, তাহা হইলে একটী ক্রিয়ার ফল না দর্শিলে তৎক্ষণাৎ অন্য ক্রিয়া করিতে পারা যায়। যে সকল সুনিপুণ চিকিৎসক দেশ, কাল, প্রকৃতি, সাত্ম্য প্রভৃতি নিয়ম অনুসারে চিকিৎসা করেন, তাঁহারাই মৃত্যুপাশরূপ জগতের রোগসমূহকে ঔষধরূপ কুঠারের দ্বারা ছেদন করিতে সমর্থ হন॥ ১৮॥

ইতি পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশৎ অধ্যায়।

অথ শোথ চিকিৎসা।

সম্প্রতি মিশ্রক অধ্যায় বর্ণন করা যাইতেছে।

টাবালেবু, গণিয়ারী, দেবদারু, শৃঙ্গী, কুলেখাড়া এবং রাস্না প্রভৃতির প্রলেপে বাতজন্য শোথ নষ্ট হয়। দূর্ব্বা, নলেরমূল, যষ্টিমধু, রক্ত-চন্দন, অথবা শীতল দ্রব্যের গণ, (কাকোল্যাদিগণ) এই সকল দ্রব্যের প্রলেপের দ্বারা পিত্তজন্য শোথবিনাশ প্রাপ্ত হয়। আঘাতজন্য এবং রক্তজন্য শোথের প্রলেপবিধি পিত্তজন্য শোথের প্রলেপবিধিই জানিবে। বিষজন্য শোথরোগ হইলে বিষঘ্ন প্রলেপ দিবে কিংবা পিত্তঘ্ন প্রলেপ দিবে। অজগন্ধা, অশ্বগন্ধা, কালা, সরলা (সরলানামক তেউড়িয়া বিশেষ) বকপুষ্প, অজশৃঙ্গী, এই সকল দ্রব্যের প্রলেপে শ্লেষ্মজন্য শোথরোগ

নষ্ট হয়। এই তিন বর্গ এবং লোধ্র, হরীতকী, ময়নাফল, অনন্তা এই সকল প্রলেপ দ্বারা সন্নিপাতজন্য শোথের শান্তি হয়। স্নিগ্ধ, অম্ল, লবণরসপ্রভৃতির ঈষদুষ্ণ প্রলেপ, বাতজন্যশোথে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। পিত্তজন্য শোথে শীতক্রিয়া করা বিধেয়। শ্লেষ্মজন্য শোথরোগে অধিক পরিমাণে, ক্ষার, মূত্র (গোমূত্র) প্রভৃতি উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে ॥ ১ ॥

শণমূল, সজিনার ফল, তিল, সর্ষপ, যব, গোধূমচূর্ণ, কিণ্ব, অতসী, এই সকল দ্রব্য উষ্ণ করিয়া, শোথে প্রলেপ দিলে শোথ পাকিয়া উঠে। চিরবিল্ব (করঞ্জ), ভেলা, দন্তী, চিতা, করবী, বিষ্ঠা, কপোত, গৃধ্র ও কঙ্কপ্রভৃতির বিষ্ঠা, এই সকল দ্রব্য দ্বারা পক্ক শোথ (স্ফোটকাদি) বিদীর্ণ হয় ॥ ২ ॥

পিচ্ছিল দ্রব্যের (যব তিসী) প্রলেপে ব্রণ হইতে পূয়াদি আপনা হইতে সহজেই বাহির হয়। যব, গোধূম ও মাষকলাই চূর্ণ, শঙ্খিনী, (ছোনখড়িকা) আকঁড়, মালতীফুল, করবী, সুর্ব্বলা, (সাজিমাটি,) কিংবা, আরগ্বধাদি গণ, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথে, ব্রণ শোধন হয়, অর্থাৎ ব্রণাভ্যন্তরে দূষিত পূয় রক্তাদি থাকিতে পারে না ॥ ৩ ॥

অজগন্ধা, অজশৃঙ্গী, অপরাজিতা, লাঙ্গলী, করঞ্জ, চিতা, আকানিদি, বিড়ঙ্গ, এলাইচ, হরেণু, ত্রিকটু, (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ) যবক্ষার, এবং অন্যান্য লবণ, মনঃশিলা, হিরেকশ, তেউড়ী, দন্তী, হরিতাল, অড়হর বৃক্ষ, এই সকল দ্রব্যদ্বারা ব্রণের বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই সকল দ্রব্য দ্বারা ব্রণ শোধনার্থ কল্কও প্রস্তুত করা যায়। হিরেকশ, কটুকী, জাতিমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, এই সকল দ্রব্য এবং পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সমূহ দ্বারা ব্রণ শোধনার্থ ঘৃত কিংবা তৈল প্রস্তুত করিবে ॥ ৪

আকন্দের এবং মনসার আঠা, ক্ষারসমূহ, জাতিমূল, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, হিরেকশ, কটুকী, এই সকল দ্রব্য এবং পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যসমূহ দ্বারা ব্রণ শোধনার্থ ঘৃত প্রস্তুত করিবে। আপাঙ্গ, সোঁদাল, নিম্ব, ঘোষা-ফল, তিল, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিতাল, মনঃশিলা, এই সকল দ্রব্য শোধনার্থ

তৈলে প্রয়োগ করিবে। হিরেকশ, সৈন্ধব, নিম্ব, বচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, এই সকল দ্রব্য অন্যান্য শোধক দ্রব্যের সহিত চূর্ণ করিয়া শোধনার্থ ব্যবহার করিবে। সালসারাদিগণে যে সকল দ্রব্য উক্ত হইয়াছে, সেই সকল দ্রব্যের সার এবং পটোল, আমলকী, হরীতকী, বহেড়াপ্রভৃতির রস বা ক্বাথ ব্রণের শোধনার্থ প্রয়োগ করিবে। টার্পিণ, ধূনা এবং সরল কাষ্ঠেরও দেবদারু কাষ্ঠের সারপ্রভৃতি দ্বারা ব্রণে ধূপ দিবে ॥ ৫ ॥

কষায়বৃক্ষের ছালের ক্বাথ প্রস্তুত করিবে, পরে ঐ ক্বাথ শীতল হইলে ব্রণরোপণার্থ ব্রণে প্রয়োগ করিবে। সোমলতা, হরীতকী, অশ্বগন্ধা, কাকোল্যাদিগণ এবং বটের ঝুরীপ্রভৃতি দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া, ব্রণরোপণার্থ ব্যবহার করিবে। মঞ্জিষ্ঠা, সোমলতা, সরলকাষ্ঠ, শ্বেতখদির, শ্বেতচন্দন এবং কাকোল্যাদিগণ, এই সকল দ্রব্য একত্রে পেষণ করিয়া ব্রণে ব্যবহার করিলে ব্রণ পূরিয়া উঠে।

চাকুলিয়া, আলকুশীলতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মালতীলতা, শ্বেতকণ্টকারী, এবং কাকোল্যাদিগণ, এই সকল দ্রব্য ঘৃতের সহিত প্রয়োগ করিলে ব্রণ অতি শিঘ্রই পূরিয়া উঠে ॥ ৬ ॥

শৈলজ, অগুরু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দেবদারু, প্রিয়ঙ্গু, লোধ, এই সকল দ্রব্য দ্বারা তৈল পাক করিয়া ব্রণে ব্যবহার করিবে, এই তৈল ব্রণরোপণে অতিশয় প্রশস্ত বলিয়া জানিবে। কঙ্গুকা, আমলকী, হরিতকী, বহেড়া, লোধ, হিরেকশ, মণ্ডীরীবৃক্ষ এবং ধব ও সালবৃক্ষের ত্বক্, এই সকল দ্রব্য একত্রে চুর্ণ করিয়া ব্যবহার করিলে ব্রণ পূরিয়া উঠে। প্রিয়ঙ্গু, ধুনা, সালপুষ্প, হিরেকশ এবং ধববৃক্ষের ছাল, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া ব্রণপূরণার্থ প্রয়োগ করিবে। ৩৮ অধ্যায় উক্ত ন্যগ্রোধবর্গের ত্বক্ এবং ত্রিফলা এই সকল দ্রব্যের রস প্রয়োগ করিলে ব্রণ পূরিয়া উঠে। অপামার্গ, অশ্বগন্ধা, তালপত্রি, সুবর্চ্চলা, (রাজিমাটি) এবং কাকোল্যাদিগণ, এই সকল দ্রব্য ব্রণের উৎসাদ বিষয়ে প্রশস্ত। অর্থাৎ এই সকল দ্রব্য ব্যবহারে ব্রণ হইতে রস পূয়প্রভৃতি নির্গত হয়।

হরিকেশ, সৈন্ধব, কিণ্ব, মূর্ব্বা, মনঃশিলা, কুক্কুটডিম্বের খোলা, মালতীপুষ্পের মুকুল, শিরীশ, করঞ্জ এবং গৈরিক প্রভৃতি ধাতু, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ, উৎসাদিত ব্রণে প্রয়োগ করিলে ঐ ব্রণ অবসাদিত হয়। অর্থাৎ দূষিত পূয়রক্ত প্রভৃতি নিঃসৃত হইয়া শুষ্ক হইয়া যায়॥ ৭॥

এই অধ্যায়ে যে যে ক্রিয়ার জন্য যে যে ঔষধের বর্গ বলা হইল, ঐ সকল ঔষধের মধ্যে সমস্তই পাওয়া যাউক বা অর্দ্ধেকই পাওয়া যাউক অথবা যাহা যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, সুনিপুণ চিকিৎসক সেই সেই দ্রব্যই চিকিৎসার নিমিত্ত প্রয়োগ করিবেন॥ ৮॥

ইতি ষট্‌ত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশৎ অধ্যায়।

অথ ভূমিপ্রবিভাগীয় অধ্যায় বর্ণন করা যাইতেছে।

যে সকল ভূমি, ছিদ্রযুক্ত, শর্করা বা শীলাযুক্ত, উচুনীচু, বল্মীক, শ্মশান, আধুনিক দেবতাস্থান এবং বালুকাপ্রভৃতি দ্বারা অদূষিত এবং যেস্থান গর্ত্ত, লোনা বা ভঙ্গুরত্ব প্রভৃতি দোষরহিত অথচ স্নিগ্ধ, অঙ্কুরবিশিষ্ট, কোমল, স্থির, সমতল এবং কৃষ্ণ, গৌর, লোহিতবর্ণবিশিষ্ট, সেই স্থানজাত ঔষধ ব্যবহারার্থ গ্রহণ করিবে। কিন্তু এইরূপ ভূমিজাত হইলেও কৃমি, বিষ, শস্ত্র, সূর্য্যাতপ, বায়ু, অগ্নি বা জলস্রোতঃ এই সকল দ্বারা দোষরহিত, অথচ স্বাভাবিক রসবিশিষ্ট, এবং স্থূল, অবগাঢ়মূল, (যে বৃক্ষের মূল অধিক মাটির নীচে গিয়াছে) এই সকল গুণবিশিষ্ট ঔষধ ব্যবহারার্থ গ্রহণ করিবে। ঔষধ গ্রহণ করিবার সময় উত্তরমুখে দাঁড়াইয়া গ্রহণ করিবে। ইহা সামান্য ভূমি পরীক্ষা বলা হইল॥ ১॥

পুনরায় বিশেষ করিয়া বলিতেছি। যে সকল ভূমি প্রস্তরবিশিষ্ট, দৃঢ়, গুরু, শ্যাম ও কৃষ্ণবর্ণ এবং স্থূল বৃক্ষ ও শস্যে সমাকীর্ণ, সেই সকল ভূমিতে পার্থিব গুণ অধিক থাকে।

যে সকল ভূমি স্নিগ্ধ, শীতল, জলাশয়ের নিকটস্থ, স্নিগ্ধ শস্য ও তৃণবিশিষ্ট, কোমলবৃক্ষ পূর্ণ এবং শ্বেতবর্ণ, সেই সকল ভূমিতে জলীয়-গুণ অধিক পরিমাণে থাকে। যে সকল ভূমি বিবিধবর্ণবিশিষ্ট, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর এবং পাণ্ডুবর্ণ এবং অল্প অল্প বৃক্ষাঙ্কুরবিশিষ্ট সেই সকল ভূমিতে অধিক পরিমাণে অগ্নির গুণ থাকে বলিয়া জানিবে।

যে সকল ভূমি রুক্ষ, ভস্মরাশির সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট এবং ক্ষীণ, রুক্ষ, কঠোর ও অল্পরসবিশিষ্ট বৃক্ষসমূহের দ্বারা সমাচ্ছন্ন, সেই সকল ভূমিতে বায়ু অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। যে ভূমি, কোমল, সমতল ও ছিদ্রবিশিষ্ট, শ্যামবর্ণ ও অল্পরসযুক্ত, জল, অসারবৃক্ষ ও পর্ব্বতবিশিষ্ট, সেই ভূমিতে আকাশগুণ অধিক পরিমাণে থাকে ॥ ২ ॥

কোন কোন পণ্ডিতেরা বলেন যে প্রাবৃট, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত এবং গ্রীষ্ম, এই সকল ঋতুতে—যথাক্রমে মূল, পত্র, ত্বক্, ক্ষীর, সার, ফল-প্রভৃতি গ্রহণ করিবে। মূল প্রভৃতি গ্রহণ করিবার যে প্রণালী কথিত হইল তাহা সঙ্গত নহে, কারণ, জগতের পদার্থসমূহ আগ্নেয় এবং সৌম্য, সুতরাং সৌম্য ঔষধ সকল সৌম্য ঋতুতে গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ যে সকল ঔষধ শীতল বা স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট, সেই সকল ঔষধ, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত প্রভৃতি ঋতুতে গ্রহণ করিবে এবং আগ্নেয় (রুক্ষ বা উষ্ণ) ঔষধ সকল, আগ্নেয় (বসন্ত গ্রীষ্ম প্রাবৃট) ঋতুতে গ্রহণ করিবে। এই প্রণালীতে ঔষধ সকল গ্রহণ করিলে গুণের কোন হানি হয় না। যেকল ঔষধ সৌম্য ঋতুতে এবং সোমগুণাধিক ভূমিতে জন্মে; সেই সকল ঔষধ, অত্যন্ত মধুর স্নিগ্ধ ও শীতল হইয়া থাকে। এই প্রকার আগ্নেয় ঔষধ সম্বন্ধেও জানিবে ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত আগ্নেয় প্রভৃতি ভূমির মধ্যে যে সকল ভূমিতে পার্থিব ও জলীয়াংশ অধিক পরিমাণে থাকিবে, সেই সকল ভূমি হইতে বিরেচন

দ্রব্য গ্রহণ করিবে। যে সকল ভূমিতে অগ্নি, আকাশ ও বায়ু, এই তিনগুণ অধিক পরিমাণে থাকে, সেই সকল ভূমি হইতে বমনদ্রব্য গ্রহণ করিবে। উভয়গুণবিশিষ্ট ভূমি হইতে বমন এবং বিরেচন এই উভয়-বিধ ঔষধ গ্রহণ করিবে। যে সকল ভূমিতে আকাশগুণ অধিক থাকে, সেই সকল ভূমিতে সংশমনীয় দ্রব্য অধিক বলবান্ হয়। মধু, ঘৃত, গুড়, পিপ্পলী ও বিড়ঙ্গ প্রভৃতি ব্যতীত অন্যান্য সকল দ্রব্যই নূতন প্রশস্ত এবং সকল ঔষধই সরস হইলে বীর্য্যবান্ হয়। যদি সরসদ্রব্য না পাওয়া যায়, তাহা হইলে, সম্বৎসরের মধ্যে যে দ্রব্য গ্রহণ করা হইয়া-য়াছে তাহাই ঔষধার্থ গ্রহণ করিবে।

গোপালক, তাপস, ব্যাধ, অন্যান্য বনচারী ও মূলাহারীগণের নিকট হইতে ঔষধের অনুসন্ধান করিবে। পত্র এবং লবণ প্রভৃতি দ্রব্যের কোন অংশই পরিত্যাগ করিবে না। এবং ইহাদের গ্রহণ করিবার কোন কালবিশেষের নিয়ম নাই, সর্ব্বদাই গ্রহণ করা যাইতে পারে ॥ ৩ ॥

ভূমি, ষড়্বিধ গন্ধ, বর্ণ ও রসযুক্ত। এই নিমিত্তই ভূমিতে ষড়্-বিধ রসবিশিষ্ট বীজ উৎপন্ন হয়।

জল যে কি রসবিশিষ্ট তাহার কোন নিশ্চয় নাই, তবে ভূমির রসের সঙ্গে মিশ্রিত হইলে স্পষ্টরূপে রসের অনুভব হয়। পূর্ব্বোক্ত সকল লক্ষণযুক্ত যে ভূমি, তাহার নাম সাধারণ ভূমি। যে ভূমিতে যে রূপ গুণবিশিষ্ট দ্রব্য জন্মে, সেই ভূমিও সেই রূপ গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। স্বাভাবিক গন্ধ বা রসের ব্যত্যয় না ঘটিলে নূতনই হউক আর পুরাতনই হউক, সকল প্রকার দ্রব্যই ঔষধার্থে গ্রহণকরিতে পারা যায়।

কেবল মাত্র বিড়ঙ্গ, পিপ্পলী, মধু এবং ঘৃতই পুরাতন হইলে তাহাতে অধিকতর গুণ লক্ষিত হয়। অন্যান্য দ্রব্য দোষরহিত হইলে নূতনই গ্রহণ করিবে ॥ ৪ ॥

যে জন্তুর, রক্ত, রোম, নখ, দুগ্ধ, মূত্র ও পুরীষ প্রভৃতি গ্রহণ করিতে হইবে, প্রথমত সেই জন্তুর অধিক বয়স কি না, তাহাই পরীক্ষা করিতে

হইবে। অর্থাৎ অধিক বয়স হইলে গ্রহণ করিবে, নচেৎ গ্রহণ করিবে না। এবং যে সময় ঐ জন্তুর আহার জীর্ণ হইয়াছে বুঝিবে, সেই সময় রক্তরোম প্রভৃতি গ্রহণ করিবে। চিকিৎসক, প্লোত, মৃদ্ভাণ্ড, কাষ্ঠফলক এবং শঙ্কু প্রভৃতির মধ্যে ঔষধ রাখিবে এবং পবিত্র ও প্রশস্ত দিকে ঔষধ গৃহ নির্ম্মাণ করিবে ॥ ৫ ॥

ইতি সপ্তত্রিংশৎ অধ্যায়।

অষ্ট ত্রিংশৎ অধ্যায়

সংক্ষেপে দ্রব্যের সাঁইত্রিশটী গণ আছে। যথা—

১ম, বিদারিগন্ধাদিগণ সালপর্ণী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বেড়েলা, গোরক্ষ-চাউল, গোক্ষুর, চাকুলে, শতমূলী, অনন্তমূল, শ্যামালতা, জীবন্তী, ঋষভক, মাষাণী, মুগাণি, বৃহতী, কণ্টকারী, পুনর্ণবা, এরণ্ড, হংসপদী, (গোয়ালীয়ালতা), বৃশ্চিকালী (বৃশ্চিকপর্ণী) ঋষভী (আল্কুশী) ইহাদিগকে বিদারিগন্ধাদিগণ বলে। এই গণ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মাকে নষ্ট করে ও শোষ, গুল্ম, অঙ্গমর্দ্দ, উর্দ্ধশ্বাস ও কাস প্রভৃতি কে প্রশমিত করে ॥ ১ ॥

২য়, আরগ্বধাদিগণ, সোঁদাল, ময়নাফল, সেয়াকুল, কুড়চী, পাঠা বা আকনদ, গোক্ষুর, পারুল, মূর্ব্বা, ইন্দ্রযব, ছাতিম, নিম্ব, কুরুণ্টক, (পীতঝাঁটী) দাসীকুরুণ্টক, (নীলঝাটী) গুলঞ্চ, চিতা, মহাকরঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, পটোল, কি... এবং কৃষ্ণজীরা, এই সকলকে আরগ্বধাদিগণ বলে। এই গণ শ্লেষ্ম এবং বিষদোষ নষ্টকরে। অপর ইহা মেহ, কুষ্ঠ, জ্বর, বমী ও কণ্ডু নাশক এবং ব্রণশোধক। ॥ ২ ॥

৩য়, বরুণাদিগণ। বরুণবৃক্ষ, নিলঝিণ্টী, সজিনা, রক্তসজিনা, জয়ন্তী,

মেষশৃঙ্গী, পূতিকা, (করঞ্জ) নাটাকরঞ্জ, মূর্ব্বালতা, অগ্নিমন্থ (গণিয়ারী) ঝিণ্টী, (ঝাঁটী) রক্তঝাঁটী, আকন্দ, বসির, (গজপিপ্পলী) চিতা, শতমূলী, বিল্ব, অজশৃঙ্গী, দর্ভ, কুশ, বৃহতী এবং কণ্টকারী, ইহাদিকে বরুণাদিগণ বলে। এই বরুণাদিগণ দ্বারা শ্লেষ্মা ও মেদ প্রশমিত হয়। এবং শিরঃশূল, গুল্ম ও আভ্যন্তরিক বিদ্রধিপ্রভৃতি ও বিশেষরূপে আরোগ্য হয়। ॥ ৩ ॥

৪র্থ, বীরতর্ব্বাদিগণ।—বীরতরু (অর্জ্জুনবৃক্ষ) নীলঝিণ্টী, রক্তঝিণ্টী, দর্ভ (কুশ)বৃক্ষাদনী, নাগরমুথা, নল, কাশ, (কেশেঘাশ) অশ্মভেদক (পাথরকোঁড়) গণিয়ারী, মুর্ব্বালতা, আকন্দ, গজপিপ্পলী, শ্যোণাক, (শোণাপাতা) পিতঝিণ্টীমূল, পদ্মবৃক্ষ, কপোতবঙ্কা, (ব্রাহ্মীশাক) গোক্ষুর, এই সকলকে বীরতর্ব্বাদিগণ বলে। এই গণ বায়ুনাশক এবং অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত প্রভৃতি রোগবিনাশ করে ॥ ৪ ॥

৫ম, সালসারাদিগণ।—সালসার, (ধুনা) অজকর্ণ, খদির, কদর, (শ্বেতখদির) কালস্কন্দ, (গাব) ক্রমুক, (রক্তলোধ) ভূর্জ, মেষশৃঙ্গী, তিনিশবৃক্ষ, চন্দন, (শ্বেতচন্দন) কুচন্দন, (রক্তচন্দন) শিংশপা, শিরীষ, অসন, (পীতসাল) ধব, অর্জ্জুন, তালশাক, (তালমূলী) করঞ্জ, (নাটাকরঞ্জ) অশ্বকর্ণ, অগুরু, পাতকাষ্ঠ, ইহাদিগকে সালসারাদিগণ কহে। এই গণ কুষ্ঠহর, মেহ ও পাণ্ডুরোগ প্রশমক এবং কফ ও মেদশোষক ॥ ৫ ॥

৬ষ্ঠ, রোধ্রাদিগণ।—রোধ্র, (লোধ) সাবররোধ, পলাশ কাঁটানটে, অশোক, ফঞ্জীকা, (বামুনহাটী); কট্‌ফল, এলবালুকা সল্লকী, মঞ্জীষ্ঠা; সাল এবং কদলী, এই সকলকে রোধ্রাদিগণ বলে। এই রোধ্রাদিগণ অতিসার, মেদ ও কফ বিনষ্ট করে এবং যোনিদোষনাশক অপর ইহা ব্রণের হিতকর ও বিষনাশক ॥ ৬ ॥

৭ম, অর্কাদিগণ। অর্ক (আকন্দ), অলর্ক (শ্বেত আকন্দ), করঞ্জদ্বয় (নাটাকরঞ্জ ও ডহরকরঞ্জ), নাগদন্তী (হাতিশুঁড়া), অপামার্গ

(আপাঙ্) ভার্গী (বামনহাটী) রাস্না, বিষলাঙ্গুলে, ভূমিকুষ্মাণ্ড,অলবণা, এবং ইঙ্গুদী, এই সকলকে অর্কাদিগণ বলে। এই অর্কাদিগণ কফ ও মেদ নাশক কৃমি ও কুষ্ঠবিনাশক ও ব্রণশোধক ॥ ৭ ॥

৮ম, সুরসাদিগণ। সুরাসা, (রাস্না) শ্বেতসুরসা, (শুক্লশেফালিকা) শ্বেততুলসী, গন্ধতুলসী, গন্ধমাত্রা, সুমুখ, (শাকবিশেষ) সুগন্ধক, রাস্না, কৃষ্ণতুলসী, কাসমর্দ্দ, (কালকাসুন্দ) অপামার্গ, (আপাঙ্) ক্ষুরক, (কুলেখাড়া),বিড়ঙ্গ,কটফল, সুরসী নিগুণ্ডী.(নিলশেফালিকা), কোলাহল, (কুক্সীমা) ইন্দুরকাণী, ফঞ্জী (বামনহাটী), প্রাচীবন, কাকমাচী, (গুড়কাসাই), বিষমুষ্টিক (কুচলে) এই সকলের নাম সুরসাদিগণ। এই গণ ব্যবহারে কফ ও ক্রিমি নষ্ট হয় এবং প্রতিশ্যায়, অরুচি, শ্বাস, কাসপ্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয় ও ব্রণের হিতকর ॥ ৮ ॥

৯ম, মুষ্ককাদিগণ। মুষ্কক (ঘণ্টাপারুল),পলাশ, ধব, চিত্রক, সরলা, শিংশপা, মনসা, ত্রিফলা (আমলকী হরীতকী বহেড়া), এই সকলকে, মুষ্ককাদিগণ বলে। মুষ্ককাদিগণ মেদরোগ ও শুক্রদোষ হরণ করে এবং মেহ, অর্শ, পাণ্ডুরোগ, শর্করা অশ্মরীপ্রভৃতি বিনাশ করে ॥ ৯ ॥

১০ম, পিপ্পল্যাদিগণ। পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল,চঁই,চিতে, শুঁঠ, মরিচ, গজপিপ্পলী, হরেণু. এলাচী, বনযমানী, ইন্দ্রযব, আকনিধি, জীরে, সর্ষপ, মহানিম্ব. (ঘোড়ানিম) হিঙ্গু, ভার্গী, (বামনহাটী) মধুর, অতিবিষা, (আতইচ), বচ, বিড়ঙ্গ, কট্‌কী, এই সকলকে পিপ্পল্যাদিগণ বলে। এই গণ প্রতিশ্যায়, বায়ু এবং অরুচিবিনাশক, অগ্নিদীপ্তি কর, গুল্ম ও শূলহর এবং আমের পাচক ॥ ১০ ॥

১১শ, এলাদিগণ। এলাইচ,তগরপাদুকা, কুড়, জটামাংসী, গন্ধতৃণ, দারুচিনি, তেজপত্র, নাগকেশর, প্রিয়ঙ্গু, রেণুকা, ব্যাঘ্রনখ (গন্ধদ্রব্য-বিশেষ), নখী, গেঠেলা, সরলকাষ্ঠ, দোনখড়িকা, বালা, গুগ্‌গুল, ধুনা, শিলারস, কুন্দুরুখোটী, অগুরু, স্পৃক্ক (পৃড়িংশাক), বেণারমূল, ভদ্রদারু, কুঙ্কুম, পুন্নাগ, (বকুল) নাগকেশর; এই সকলকে এলাদিগণ বলে। এলাদিগণ বাতশ্লেষ্মা ও বিষদোষ নষ্ট করে, শরীরের বর্ণ প্রসন্ন

করে, কণ্ডূ, পীড়কা এবং কোঠ (চর্ম্মগতরোগবিশেষ) প্রভৃতি বিনাশ করে॥ ১১॥

১২শ, বচাদিগণ। বচ, মুথা, আতিষ, হরীতকী, দেবদারু, নাগকেশর, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কলসী, (চাকুলে), কুটজবীজ (ইন্দ্রযব) যষ্টি-মধু, এই সকলকে বচ এবং হরিদ্রাদিগণ বলে, এই গণ ব্যবহারে, স্তন্য শোধিত হয় ও আমাতিসার প্রশমিত হয় এবং বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মা পরিপাক হয়॥ ১২॥

১৩শ, শ্যামাদিগণ। শ্যামা (শ্যামলতা), মহাশ্যামা, তেউড়ী, দন্তী, দোনখড়িকা, লোধ, কমলাগুড়ি, রম্যক্, (বকপুষ্প) রক্তলোধ, পুত্র-শ্রেণী, (মুষলীলতা), গবাক্ষী, রাজবৃক্ষ (সোঁদাল) করঞ্জদ্বয় (করঞ্জ ও ডহরকরঞ্জ) গুলঞ্চ, সপ্তলা, পারুল, ছগলতন্দ্রী, বিষতাড়ক, সুধা, (সিজ), স্বর্ণক্ষীরীলতা, ইহাদিগের নাম শ্যামাদিগণ। এইগণ গুল্ম ও বিষহর, আনাহ এবং উদররোগে মলভেদকারী এবং উদররোগ প্রশ-মিত করে॥ ১৩॥

১৪শ, বৃহত্যাদিগণ। বৃহতী, কণ্টকারী, ইন্দ্রযব, আকনিধি, যষ্টিমধু, ইহাদিকে বৃহত্যাদিগণ বলে। বৃহত্যাদিগণ বায়ুপিত্তহারক এবং কফ, অরুচি, হৃল্লাস, বমনেচ্ছা এবং মুত্রকৃচ্ছ্ররোগ শান্তিকর॥ ১৪॥

১৫শ, পটোলাদিগণ। পটোলপত্র, চন্দন (রক্তচন্দন), মূর্ব্বা (সূচী-মুখী) গুড়ূচী, আকনিধি এবং কট্‌কী, এই সকলকে পটোলাদিগণ বলে। পটোলাদিগণ পিত্ত, কফ ও অরুচিবিনাশ করে, জ্বর প্রশমিত করে, ব্রণরহিত করে, বমন, কণ্ডূ ও বিষদোষ নিবৃত্তি করে॥ ১৫॥

১৬শ, কাকোল্যাদিগণ। কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মুদ্গপর্ণী, (মুগানি) মাষপর্ণী, (মাষাণী) মেদ, মহামেদ, গুলঞ্চ, কাকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন, পদ্মকাষ্ঠ, পুণ্ডরিয়াবৃক্ষ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, দ্রাক্ষা, জীবকদ্বয়, যষ্টিমধু, এই সকলকে কাকোল্যাদিগণ বলে। কাকোল্যাদি-গণ, রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক, জীবনী, পুষ্টিকর, তেজস্কর, স্তন্য এবং শ্লেষ্মজনক॥ ১৬॥

১৭শ, উষকাদিগণ। ক্ষারমৃত্তিকা, সৈন্ধব, শিলাজতু,কাসীসদ্বয় (দুই প্রকার কাসীস) হিঙ্গু এবং তুত্থক (তুঁতে) এই সকলকে উষকাদিগণ বলে। এই গণ কফহারী, মেদের পোষণকারী এবং অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও গুল্মরোগের শান্তিকর ॥ ১৭ ॥

১৮শ, সারিবাদিগণ। সারিবা (অনন্তমূল) যষ্টিমধু, চন্দন (রক্তচন্দন) পদ্মকাষ্ঠ, গাম্ভারীফল, মধুকপুষ্প, (মৌয়াফুল) বেণারমূল, এই সকলকে সারিবাদিগণ বলে। সারিবাদিগণ, পিপাসা, রক্তপিত্ত ও পিত্তজ্বর প্রভৃতি বিনাশ করে, বিশেষতঃ দাহ প্রশমিত করে ॥ ১৮ ॥

১৯শ, অঞ্জনাদিগণ। অঞ্জন (স্রোতের অঞ্জন) রসাঞ্জন, নাগপুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, নীলসুঁদী, নীলোৎপল, নাগকেশর, যষ্টিমধু, এই সকলকে অঞ্জনাদিগণ, বলে। অঞ্জনাদিগণ রক্তপিত্ত, বিষদোষ এবং অন্তর্দাহ প্রশমিত করে ॥ ১৯ ॥

২০শ, পরুষকাদিগণ। পরুষক, দ্রাক্ষা, কট্‌ফল, দাড়িম, পিয়াল, কতকফল, শাকফল ও ত্রিফলা, এই সকলকে পরুষকাদিগণ বলে। এই গণ বায়ু ও মূত্রদোষ প্রশমিত করে, মুখপ্রিয়, পিপাসার শান্তিকারক ও মুখরোচক ॥ ২০ ॥

২১শ ও ২২শ, প্রিয়ঙ্গু ও অম্বষ্ঠাদিগণ। প্রিয়ঙ্গু, সমঙ্গা,ধাতকীপুষ্প, পুন্নাগ, রক্তচন্দন, কুঙ্কুম, মোচরস, রসাঞ্জন, পুন্নাগ, পদ্মকেশর, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামালতা, অম্বষ্ঠা, (আকনাদি) ধাতকীপুষ্প, মঞ্জিষ্ঠা, কট্বঙ্গ, (শোণাপাত) যষ্টিমধু, বিল্বপোষিকা, (বেলশুঁঠ) লোধ, সাবরলোধ, পলাশ, নন্দীবৃক্ষ, পদ্মকেশর, এই সকলকে প্রিয়ঙ্গু ও অম্বষ্ঠাদিগণ বলে। এই গণদ্বয় পক্বাতিসার নষ্ট করে এবং সন্ধানকর (ক্ষতস্থান যোড়া লাগা),পিত্তের পক্ষে হিতকর এবং ব্রণের রোপণকারক ॥২১॥২২॥

২৩, ন্যগ্রোধাদিগণ। বট, যজ্ঞডুম্বুর, অশ্বত্থ, প্লক্ষ, (পাকুঁড়) মধুক, কপীতন, (আমড়া) অর্জ্জুনবৃক্ষ, আম্র, কোষাম্র (ক্যাওড়া) চোচঙ্গ, (গন্ধদ্রব্য), তেজপত্র, জম্বুফল, বনজম্বু, পিয়াল, যষ্টিমধু, কণ্টকী, বকুল, কদম্ব, বদরী, তিন্দুক, (গাব) সল্লকী (শালবৃক্ষ) লোধ,

সাবরলোধ, ভেলা, পলাশ, নন্দীবৃক্ষ, এই সকলকে ন্যগ্রোধাদিগণ বলে। ন্যগ্রোধাদিগণ ব্রণরোগের হিতকর, সংগ্রাহক, ভগ্নের সন্ধানকর, রক্তপিত্ত ও দাহ প্রশমক, মেদহর ও যোনিদোষবিনাশক ॥ ২৩ ॥

২৪শ, গুড়ূচ্যাদিগণ। গুলঞ্চ, নিম, ধনে, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, এই সকলকে গুড়ূচ্যাদিগণ বলে। গুড়ূচ্যাদিগণ সকল প্রকার জ্বরনাশক এবং অগ্নিবৃদ্ধিকর ও হিক্কা, অরুচি, বমি, পিপাসা এবং গাত্রদাহবিনাশ করে ॥ ২৪ ॥

২৫শ, উৎপলাদিগণ। নীলোৎপল, রক্তোৎপল, কুমুদ, সৌগন্ধিক, পদ্মকাষ্ঠ, নীলপদ্ম, শ্বেতপদ্ম, যষ্টিমধু, ইহাদিগকে উৎপলাদিগণ বলে। এই উৎপলাদিগণে পিপাসা গাত্রদাহ ও রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। এবং বিষদোষ, হৃদ্‌রোগ, ছর্দ্দি ও মূর্চ্ছাপ্রভৃতির শান্তি হয় ॥ ২৫ ॥

২৬শ, মুস্তাদিগণ। মুথা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, কুড়, হৈমবতী, (বচ), আকনিধি, কট্‌কী, মঞ্জিষ্ঠা, আতৈষ, দ্রাবিড়, ভল্লাতক, রক্তচিতা, ইহাদের নাম মুস্তাদিগণ। ইহা দ্বারা শ্লেষ্মা ও যোনিদোষ বিনষ্ট হয়। স্তনদুগ্ধশোধক এবং ভুক্তদ্রব্য পাচক ॥ ২৬ ॥

২৭শ, ত্রিফলা। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ইহাদিগকে ত্রিফলা বলে। ইহারা কফ, পিত্ত, মেদ, কুষ্ঠ ও বিষমজ্বর বিনাশ করে এবং চক্ষুর দোষশান্তি করে ও অগ্নি উদ্দীপন করে ॥ ২৭ ॥

২৮শ, ত্রিকটু পিপ্‌পলী, মরীচ ও শুণ্ঠী, ইহাদিকে ত্রিকটু বলে। ত্রিকটু শ্লেষ্মা, মেদ, মেহ, কুষ্ঠ ও চর্ম্মরোগ বিনাশ করে, অপর গুল্ম, পীনস, অগ্নিমান্দ্য শান্তিকর এবং অগ্নিকেউদ্দীপিত করে ॥ ২৮ ॥

২৯শ, আমলক্যাদিগণ। আমলকী, হরীতকী, পিপ্‌পলী, চিতা, এই সকলকে আমলক্যাদিগণ বলে। আমলক্যাদিগণ সকল প্রকার জ্বর, কফ, অরুচি প্রভৃতি বিনাশ করে এবং এই গণ চক্ষুদ্বয়ের বিশেষ হিতকর ॥ ২৯ ॥

৩০শ, ত্রপ্বাদিগণ। ত্রপু (রাঙ্‌), সীসা, তামা, রূপা, সোনা,

কৃষ্ণলৌহ এবং লৌহমল (মণ্ডুর) এই সকলকে ত্রপ্বাদিগণ কহে, এই গণ ব্যবহারে বিষ, ক্রিমি, পিপাসা, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, প্রমেহ এবং বিষদোষ প্রভৃতি নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

৩১শ, লাক্ষাদিগণ। লাক্ষা, রেবত, (সোঁদাল), কূটজ (কুড়চী) করবীর, কটফল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নিম্ব, ছাতিম, মালতী, বালা, এই সকলকে লাক্ষাদিগণ বলে। ইহারা কষায় তিক্ত ও মধুর, রসবিশিষ্ট এবং কফপিত্তজনিতরোগ এবং কৃমি ও কুষ্ঠ বিনাশ করিয়া থাকে এবং দুষ্ট ব্রণশোধন করে ॥ ৩১ ॥

ইতি অষ্টত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

ঊনচত্বারিংশৎ অধ্যায়।

সম্প্রতি পঞ্চবিধ পঞ্চমূল বর্ণন করা যাইতেছে।

গোক্ষুর, কণ্টকারী, ব্যাকুড়, চাকুলে, শালপাণি, এই সকলকে, স্বল্পপঞ্চমূল বলে। এই স্বল্পপঞ্চমূল, কষায়, তিক্ত ও মধুর রসবিশিষ্ট এবং বায়ু ও পিত্ত নষ্ট করে এবং বল এবং পুষ্টি বৰ্দ্ধনকর ॥ ১ ॥

বিল্ব, গণিয়ারি, সোণা, পারুল ও গাম্ভারী, এই সকলকে বৃহৎপঞ্চমূল বলে। ইহাদের আস্বাদন তিক্ত এবং শ্লেষ্মা ও বায়ু নষ্ট করে। পাকে লঘু ও অগ্নিদীপক এবং আস্বাদনের পর মধুররস অনুভব হয় ॥ ২ ॥

পূর্ব্বোক্ত মহৎ পঞ্চমূলোক্ত ঔষধসমূহ এবং স্বল্প পঞ্চমূলোক্ত ঔষধ সমূহকে দশমূল বলে। এই দশমূল শ্বাস, কফ, বায়ু ও পিত্ত প্রভৃতিকে প্রশমিত করে এবং আমপরিপাক করে ও সকল প্রকার জ্বর বিনাশ করে ॥ ৩ ॥

ভূমিকুষ্মাণ্ড, অনন্তমূল, হরিদ্রা, গুড়চী, অজশৃঙ্গী, ইহাদিগকে বল্লী-বলে।

পানি-আম্‌লা, গোক্ষুর, ঝিণ্টী (ঝাঁটি), গৃধ্রনখী ও শতমূলী, ইহাদিগকে কণ্টক বলে। বল্লী ও কণ্টক, এই উভয়গণ রক্তপিত্ত এবং ত্রিবিধ শোথ বিনাশ করে ও সকল প্রকার মেহ এবং শুক্রদোষ প্রশমিত করে॥

কুশ, কাশ, নল, দর্ভ, (উলু) ও ইক্ষু ইহাদিগকে তৃণ বলে। এই তৃণ পঞ্চক দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, মূত্রদোষ, মূত্রবিকার এবং রক্তপিত্ত বিনষ্ট হয়।

এই পঞ্চবিধ পঞ্চমূলের মধ্যে আদ্যপঞ্চমূলদ্বয় (স্বল্প ও মহৎ) বায় প্রশমিত করে। মধ্যদ্বয় (বল্লী ও কণ্টক) শ্লেষ্মা বিনাশ করে॥২০॥

তৃণাদ্যতৃণাদি পঞ্চমূল, পিত্ত বিনাশ করিয়া থাকে। তুবুদাদিগণ পরে অন্যত্র বলিব।

এস্থলে এই সকল গণ সংক্ষেপে বলিলাম। কিন্তু পরে চিকিৎসা-প্রকরণে বিস্তার করিয়া বলিব। সুনিপুণ চিকিৎসক, এই সকল গণোক্ত দ্রব্যসমূহ যথান্যায় বিভাগ এবং দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া এই সকল দ্রব্য দ্বারা কষায়, তৈল, ঘৃত ও পানক প্রভৃতি প্রস্তুত করিবেন। সকল ঋতুতেই ধূম, বর্ষা, বায়ু ও ক্লেদরহিতগৃহে অতি গোপনভাবে ঔষধ সকল রক্ষা করিবে। বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষের ভেদ দর্শন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ঔষধসমূহ প্রয়োগ করিবে। অবস্থাবিশেষে কোথাও পৃথক্ পৃথক্ কোথাও বা মিশ্রিত কোথাও বা সমস্ত গণ ব্যবহার করিবে॥ ২১ ॥

ইতি অষ্টত্রিংশৎ অধ্যায়।

ঊনচত্বারিংশৎ অধ্যায়।

সম্প্রতি সংশোধনীয় ও সংশমনীয় দ্রব্যের বিষয় বলা যাইতেছে।

সংশোধনীয় দ্রব্যসমূহ।

ময়নাফল, কুড়চি, দেবতাড়, তিতলাউ, অপামার্গ, কৃতবেধন, (কোশাতকী) সর্ষপ, বিড়ঙ্গ, পিপ্পলী, করঞ্জ, প্রপুন্নাড়, (চাকুন্দে) কাঞ্চনবৃক্ষ, কর্বুদার, (শ্বেতকাঞ্চন), নিম্ব, অশ্বগন্ধা, অম্লবেতস, বন্ধুজীব (বান্ধুলি), অপরাজিতা, শণপুষ্প (শণবৃক্ষ) বিম্ব (তেলাকুচা) বচ, রাখালশশা এবং চিতে, এই সকল দ্রব্য দ্বারা শরীরের ঊর্দ্ধভাগ সংশোধিত হয়। এই সকলের মধ্যে প্রপুন্নাড় পর্য্যন্ত বৃক্ষসমূহের ফল এবং কাঞ্চনবৃক্ষ হইতে অপর বৃক্ষসমূহের মূলমাত্র গ্রহণ করিবে।

তেউড়ি, শ্যামলতা, দন্তী, দ্রবন্তী, সপ্তলা, শঙ্খিনী, (ছোনখড়িকা), মেষশৃঙ্গী, গবাক্ষী, ছগলান্ত্রী (বিষতাড়ক), মনসা (সিজ) স্বর্ণক্ষীরীলতা, চিত্রক, অপামার্গ, কুশ, কাশ, তিল্বক, লোধ, কমলাগুড়ি, পটোলমূল, পাটল, গুবাক্, হরীতকী, আমলকী, বিভীতকী, নীলী, চতুরঙ্গুল, (সোদাল) এরণ্ড, করঞ্জ, মহাবৃক্ষ, (পাকুড়) ছাতিম, অর্ক এবং জ্যোতীষ্মতী, (লতাফটকী) এই সকল দ্রব্য দ্বারা শরীরের অধোভাগ সংশোধিত হয়। এই সকলের মধ্যে ত্রিবৃৎ হইতে কাশ পর্য্যন্ত দ্রব্যের মূল এবং তিল্বক হইতে পাটল পর্য্যন্ত দ্রব্যের ত্বক্, কমলাগুড়ির চূর্ণ, গুবাক্ হইতে এরণ্ড পর্য্যন্ত দ্রব্যসমূহের ফল, করঞ্জ এবং সোদাঁলের পত্র, ইহারপর অবশিষ্ট দ্রব্যসমূহের ক্ষীর গ্রহণ করিবে॥ ১॥

কোশাতকী, সপ্তলা, শঙ্খিনী, দেবদালী, কারবেল্লী, (করল্লা) এই সকল দ্রব্য শরীরের ঊর্দ্ধ এবং অধ এই উভয় ভাগই সংশোধন করে। এই সকল দ্রব্যের স্বরস গ্রহণ করিবে।

পিপ্পলী, বিড়ঙ্গ, অপামার্গ, শিগ্রু, (সজিনা) শ্বেতসর্ষপ, শিরীষ, করবীর, বিম্বী, অপরাজিতা, অপামার্গ, বচ, জ্যোতিষ্মতী, করঞ্জ, অর্ক, অলক (শ্বেত আকন্দ) রসুন, আতইশ, শুণ্ঠী, তালীশ, তমাল, রাস্না, অর্জ্জক, (বাবুইতুলসী) ইঙ্গুদী, মাতুলুঙ্গ, (টাবালেবু) সুরুঙ্গী, পীলু-জাতী, শাল, তাল, মধুক, লাক্ষা, হিঙ্গু, লবণ, মদ্যগোময়রস এবং গো-মূত্র, এই সকল দ্রব্য শিরোবিরেচক। এই সকলের মধ্যে মরীচ পর্য্যন্ত বৃক্ষসমূহের ফল, করবীর হইতে অর্ক পর্য্যন্ত বৃক্ষের মূল, অলর্ক হইতে শুণ্ঠী পর্য্যন্ত বৃক্ষসমূহের কন্দ, তালীশ হইতে অর্জক পর্য্যন্ত দ্রব্যের পত্র, ইঙ্গুদী ও মেষশৃঙ্গের ত্বক্, মাতুলুঙ্গ, সুরুঙ্গী এবং পীলু-জাতির পুষ্প; শাল, তাল এবং মধুকের সার; হিঙ্গু ও লাক্ষার নির্য্যাস, এই সকল দ্রব্য হইতে ঔষধার্থ উক্ত প্রকার ফল, মূল ও পত্র প্রভৃতি গ্রহণ করিবে। লবণপ্রভৃতি দ্রব্য পার্থিব পদার্থবিশেষ; মদ্য-সমূহ আসব দ্রব্যবিশেষ এবং গোমূত্র ও গোময়রস মলজাতীয় ॥ ২ ॥

সংশমনীয়দ্রব্যসমূহ।

দেবদারু, কুষ্ঠ, হরিদ্রা, বরুণ, মেষশৃঙ্গী, শ্বেতবেড়েলা, পীত-বেড়েলা, নীলঝিণ্টী, গণিকারিকা, দুরালভা, শল্লকী, পারুল, বীরতরু (অর্জ্জুনবৃক্ষ), পীতঝিণ্টী, গুলঞ্চ, এরণ্ড, পাষাণভেদী, (পাথরকোড়) অর্ক, অলর্ক (শ্বেত আকন্দ) শতমূলী, পুনর্নবা, সম্ভারলবণ, গজ-পিপ্পলী, কাঞ্চনবৃক্ষ, ভার্গী (বামনহাটী), কার্পাস, বৃশ্চিকালী, পত্তুর, (সালিঞ্চাশাক) যব, কোল, কুলত্থ এই সকল এবং বিদারি-গন্ধাদিগণ ও পূর্ব্বাধ্যায়োক্ত স্বল্পপঞ্চমূল ও বৃহৎপঞ্চমূল, ইহারা সাধা-রণতঃ বাতসংশমনীয়বর্গ ॥ ৩ ॥

চন্দন, রক্তচন্দন, বালা, বেণারমূল, মঞ্জিষ্ঠা, কাকোলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, প্রিয়ঙ্গু, শৈবাল, কহ্লার, (শ্বেতশুঁদি) কুমুদ, পদ্ম, কদলী, কন্দলী (পদ্মবীজ), দূর্ব্বা, মূর্ব্বা প্রভৃতি, এবং কাকোল্যাদি ও ন্যগ্রো-ধাদিগণ, পূর্ব্বাধ্যায়োক্ত তৃণপঞ্চমূল, এই সকল সাধারণতঃ পিত্তসংশ-মনীয়বর্গ ॥ ৪ ॥

দারুহরিদ্রা, অগুরু, রক্তচন্দন, কুষ্ঠ, (কুড়), হরিদ্রা, শীতশীব, গৌরী, সলুফা, সরলকাষ্ঠ, রাস্ন, করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, ইঙ্গুদী, জাতী, বিষলাঙ্গলী, হস্তিকর্ণ, (পলাশ) মুঞ্জাতক, বেণারমূল প্রভৃতি এবং পূর্ব্বাধ্যায়োক্ত বল্লীগণ, কণ্টকগণ, স্বল্প ও বৃহৎপঞ্চমূল এবং পিপ্পল্যাদি, বৃহত্যাদি, মুস্কাদি, বচাদি, সুরসাদি ও আরগ্বধাদিগণ সাধারণতঃ শ্লেষ্মসংশমনীয়বর্গ ॥ ৫ ॥

ব্যাধি, অগ্নি, প্রকৃতি এবং বলপ্রভৃতি বিশেষ করিয়া দেখিয়া ঔষধ সমূহ প্রয়োগ করিবে। ব্যাধির বল অপেক্ষা ঔষধের মাত্রা অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করিলে সেই ব্যাধি প্রশমিত করিয়া অন্য ব্যাধিকে জন্মায়। অগ্নির বল অপেক্ষা ঔষধের মাত্রা অধিক প্রযুক্ত হইলে ঔষধ পরিপাক হয় না এবং পরিপাক হইলেও অধিক বিলম্বে পরিপাক হয়। প্রকৃতিবলাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ঔষধ ব্যবহৃত হইলে, গ্লানি, মূর্চ্ছা এবং চিত্তচাঞ্চল্য জন্মায়। সংশমনীয়দ্রব্য এই প্রকারে অধিক পরিমাণে প্রযুক্ত হইলে সংশোধনীয় দ্রব্যে কোন ফল জন্মে না। পূর্ব্বোক্ত ব্যাধি, অগ্নি. প্রকৃতি এবং বল প্রভৃতির অপেক্ষা ন্যূন মাত্রায় ঔষধপ্রভৃতি প্রযুক্ত হইলেও কোন ফল হয় না। অতএব ব্যাধি এবং অগ্নি প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে ॥ ৬ ॥

সে সকল ব্যাধি সংশোমনীয়দ্রব্য দ্বারা প্রশমিত হয়, সেই সকল রোগে রোগী যদি বায়ুপিত্ত বা শ্লেষ্মা দ্বারা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ঐ রোগীকে সংশোধনীয়দ্রব্য অল্প পরিমাণে প্রয়োগ করিবে। এইরূপ ভাবে দোষজন্য দুষ্টি অপনীত হইলে এবং কোষ্ঠস্থ ক্রিয়া অল্প অল্প হইতে থাকিলে রোগীর বল দেখিবার দরকার করে না। ব্যাধিশূন্য হইয়া দুর্ব্বলতা থাকিলেও শরীর সংশোধিত হইয়াছে বলিয়া জানিবে। ব্যাধির আদিতে এবং মধ্যেতে যদি ক্বাথ প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার মাত্রা অঞ্জলি পরিমাণে, চূর্ণ হইলে দুই তোলা এবং কল্ক হইলে এক তোলা পরিমাণ জানিবে। দোষ, স্বয়ং প্রবৃত্ত হইলে এবং কোষ্ঠ স্থানের ক্রিয়া অল্প অল্প হইতে

থাকেলে দুর্ব্বল রোগীরও সংশোধনীয় ঔষধ প্রয়োগে রোগের শান্তি হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

একোন চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চত্বারিংশ অধ্যায়

দ্রব্য, রস, গুণ, বীর্য্য এবং বিপাকের বিষয় বলা যাইতেছে।

কোন কোন আচার্য্যেরা বলেন দ্রব্যই প্রধান। প্রথমত কারণ, দ্রব্য ব্যবস্থিত এবং রস অব্যবস্থিত,—যথা অপক্ক আমফলে যে রূপ রস অনুভূত হয়, পক্কফলে সেরূপ রসের উপলব্ধি হয় না। দ্বিতীয় কারণ; দ্রব্য নিত্য, রসগুণ অনিত্য, কল্কাদির স্থলে দ্রব্য রস এবং গন্ধবিশিষ্ট কিম্বা রসও গন্ধশূন্য হইয়া থাকে। তৃতীয় কারণ, দ্রব্য নিত্যই স্বজাতীয়গুণ আশ্রয় করিয়া থাকে, যথা—পার্থিব দ্রব্য কখনই অন্য ভাব প্রাপ্ত হয় না। চতুর্থ কারণ, পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা দ্রব্যই অনুভূত হয়, রস অনুভূত হয় না। পঞ্চম কারণ, দ্রব্য রসের আশ্রয় এবং রস দ্রব্যের আশ্রিত। ষষ্ঠকারণ—ঔষধের গণ বলিবার সময় দ্রব্যের নাম উল্লেখ করিয়া গণ বলিতে আরম্ভ করা হয়। যথা বিদারি গন্ধাদি-গণ আহরণ করিয়া চূর্ণ করত পাক করিবে ইত্যাদি। এস্থলে রসের নাম আরম্ভ করিয়া গণ বলা হয় নাই। সপ্তম কারণ, শাস্ত্রই প্রমাণ, কারণ শাস্ত্রেতে দ্রব্যই প্রধান এইরূপ বলা হইয়াছে। এবং উপদেশ স্থলেও বলিয়াছেন যথা মাতুলুঙ্গ এবং অগ্নিমন্থ প্রভৃতি। কিন্তু রসাদি উল্লেখ করিয়া উপদেশ দেন নাই। অষ্টম কারণ রস প্রভৃতির গুণ দ্রব্যাপেক্ষী যথা তরুণ দ্রব্যের তরুণ রস, পক্ক দ্রব্যে পক্করস ইত্যাদি। নবম কারণ দ্রব্যের একাংশেও ব্যাধি প্রশমিত হয়। যথা—মহাবৃক্ষের ক্ষীর

দ্বারা ইত্যাদি। এই হেতু দ্রব্যই প্রধান। ক্রিয়াও গুণের ন্যায় সমবায়ী কারণ॥ ১॥

অপরে একথা স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন যে, রসই প্রধান; প্রথম কারণ—আগম, আগমকেই শাস্ত্র বলে, সুতরাং শাস্ত্রে রসকে অধিকার করিয়াই প্রথমত বলিয়াছেন, যথা—আহার রসায়ত্ত এবং আহারই প্রাণ ধারণের মূল। দ্বিতীয় কারণ,—উপদেশ যথা—মধুর, অম্ল, লবণ প্রভৃতি রস বায়ুকে প্রশমিত করে। তৃতীয় কারণ অনুমান যথা—মধুরাদি রস দ্বারা দ্রব্যের মধুরত্বাদি অনুমিত হয়। চতুর্থ—ঋষির বচন, যথা—যজ্ঞার্থ কিঞ্চিৎ মধুর দ্রব্য আহরণ কর। অতএব রসই প্রধান এবং রসের দ্বারাই গুণসংজ্ঞা হইয়া থাকে। রসের লক্ষণ অন্যত্র বলিব॥ ২॥

অন্য কেহ কেহ এ কথা স্বীকার করেন না—তাঁহারা বলেন—বীর্য্যই প্রধান। কারণ ঔষধের বীর্য্যগুণেই ঔষধের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং বীর্য্যের প্রাধান্যবশতই শরীরে ঊর্দ্ধ অধ এবং উভয় ভাগের সংশোধন, সংশমন, সংগ্রহণ, অগ্নিদীপন, অগ্নি প্রপীড়ন, লেখন, বৃংহণ, রসায়ন, বাজীকরণ শ্বয়থুকরণ, বিলয়ন, দহন, দারণ, মাদন, মারণ, বিষের প্রশমন প্রভৃতি ঔষধের কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। জগতের অগ্নি সৌমীয়ত্বপ্রযুক্ত বীর্য্য দুই প্রকার যথা—শীত ও উষ্ণ। কেহ কেহ বলেন বীর্য্য অষ্টবিধ যথা—উষ্ণ, শীত, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, লঘু, বিষদ, মৃদু ও তীক্ষ্ণ। এই সকল বীর্য্য স্বকীয় বল এবং গুণের উৎকর্ষ দ্বারা রসকে পরাভূত করিয়া নিজের কার্য্য করিতে থাকে। যে প্রকার মহৎ পঞ্চমূল প্রথমে কষায়রস ও পশ্চাৎ তিক্ত রসবিশিষ্ট হইয়াও উষ্ণবীর্য্যহেতু বায়ুকে প্রশমিত করিয়া থাকে। সেই প্রকার—কুলত্থকষায়রস এবং পলাণ্ডু কটুরস হইয়াও উভয়তেই স্নেহভাবপ্রযুক্ত বায়ু প্রশমিত করে। ইক্ষু মধুর রস হইয়াও শীতবীর্য্যপ্রযুক্ত বায়ুকে বৃদ্ধি করে। পিপ্‌পলী কটুরস হইয়াও মৃদুশীতবীর্য্যহেতু পিত্তকে প্রশমিত করে। আমলকী, অম্লরস এবং সৈন্ধব, লবণরস ও

কাকমাচী, তিক্তরস এবং মৎস্য, মধুররস হইয়াও উষ্ণবীর্য্যপ্রযুক্ত পিত্তের বৃদ্ধি করিয়া থাকে। মূলক, কটুরস হইয়াও স্নিগ্ধবীর্য্যপ্রযুক্ত শ্লেষ্মবৃদ্ধি করিয়া থাকে। কপিত্থ, অম্লরস এবং মধু, মধুররস হইয়াও রুক্ষবীর্য্যপ্রযুক্ত শ্লেষ্মপ্রশমিত করে। এই সকল নিদর্শন মাত্র বলা হইল ॥ ৩ ॥

যে সকল রসের দ্বারা বায়ু প্রশমিত হয়, সেই সকল রসে যদি রুক্ষতা, লঘুতা, শীতলতা প্রভৃতি গুণ থাকে, তাহা হইলে তাহারা বায়ুকে প্রশমিত করিতে পারে না। যে সকল রসের দ্বারা পিত্ত প্রশমিত হয়, সেই সকল রসে যদি তীক্ষ্ণতা, উষ্ণতা ও লঘুতা প্রভৃতি গুণ থাকে, তাহা হইলে তাহারা পিত্তকে প্রশমিত করিতে পারে না। যে সকল রস শ্লেষ্মাকে প্রশমিত করে, সেই সকল রসে যদি স্নেহ, গৌরব ও শৈত্যাদি গুণ থাকে, তাহা হইলে তাহারা শ্লেষ্মাকে বর্দ্ধিত করে। এই হেতু বীর্য্যই প্রধান ॥ ৪ ॥

কেহ কেহ বলেন যে বিপাকই প্রধান। কারণ সকল দ্রব্যই সম্যক্ বা মিথ্যা পরিপাক হইয়া থাকে। সকল আহারীয় দ্রব্যই সম্যক্রূপে পরিপাক হইলেই গুণ জন্মায় এবং মিথ্যারূপ পরিপাক হইলে দোষ জন্মায়। কেহ কেহ বলেন যে, সকল রসই পরিপাক হয়, আবার কেহ কেহ বলেন যে, মধুর, অম্ল এবং কটু এই তিন রসই পরিপাক হয়। কিন্তু একথা সঙ্গত নহে, কারণ সকল দ্রব্যের গুণ এবং শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অম্ল রসের পরিপাক নাই। কারণ অগ্নিমন্দ হইয়া পিত্তকে বিদগ্ধ করে এবং পিত্ত বিদগ্ধ হইয়াই অম্ল রসকে প্রাপ্ত হয়। যদি অম্লরসের পরিপাক স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে লবণরসও পরিপাক হয় একথা স্বীকার করিতে হয়, কারণ শ্লেষ্মাই বিদগ্ধপাক হইয়া লবণরূপে পরিণত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, মধুর রস পরিপাক হইয়া মধুরই থাকে, এবং অম্ল রস পরিপাক হইয়া অম্লই থাকে। এইরূপ সকল রসই পরিপাকে অবিকৃত থাকে, যেরূপ স্থালীগত দুগ্ধ পাক হইলে মধুরই থাকে, এবং শালি

যব মুদ্গ প্রভৃতি ভূমিতে রোপিত হইলে উত্তরকালে তাহার স্বভাব বিকৃত হয় না। সেইরূপ রসসমূহের পরিপাক হইয়াও তাহাদের কোন বিকৃতি ঘটে না। কেহ কেহ বলেন মৃদু রস বলবান্ রসের অনুগমন করে। এইটীও স্থির সিদ্ধান্ত নহে। শাস্ত্রেও উক্ত আছে যে দুই প্রকার পাক যথা—মধুর এবং কটু, এই উভয়ের মধ্যে মধুর পাক গুরু এবং কটুপাক লঘু। পৃথ্বী, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ ইহারা গুণানুসারে গুরু এবং লঘু এই উভয়ের মধ্যেই পরিগণিত। পৃথ্বী এবং অপ্ এই দুইটী গুরু এবং অবশিষ্ট কয়েকটী লঘু; অতএব দুই প্রকার পাকই স্থিরসিদ্ধান্ত ॥ ৫ ॥

দ্রব্যের পরিপাক অবস্থায় যদি পৃথিবী ও জলের গুণ অধিক পরিমাণে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে মধুরপাক বলে এবং অগ্নি, বায়ু ও আকাশের গুণ অধিক থাকিলে কটুপাক বলে। যাঁহারা, দ্রব্য, রস, বীর্য্য ও বিপাক, এই সকলের মধ্যে এক একটীর প্রাধান্য স্বীকার করেন, তাঁহাদের মত পৃথক্‌রূপে পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তিরা পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য, রস, বীর্য্য, বিপাক এই চারিটীরই প্রাধান্য স্বীকার করেন, কারণ কখন কোন দ্রব্য সেবন দ্বারা কখন কোন বীর্য্য দ্বারা বা কখন কোন রস বা বিপাক দ্বারা দোষের শান্তি বা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বীর্য্যবিনা পাক নাই এবং রসবিনা বীর্য্য নাই ও দ্রব্য বিনা রস নাই, অতএব দ্রব্যই সর্ব্বপ্রধান। দেহ এবং দেহী এই উভয়ে যেরূপ পরস্পরসাপেক্ষ, দ্রব্য এবং রস এই উভয়েরও জন্ম সেইরূপ পরস্পর সাপেক্ষ। বীর্য্য বলিলে আট প্রকার গুণ (শীত, উষ্ণ রুক্ষপ্রভৃতি) বুঝা যায়। সেই আট প্রকার গুণই আবার দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত আট প্রকার গুণ নির্গুণ রসে কখনই থাকিতে পারে না। দ্রব্যতে দ্রব্য যেরূপ পরিপাক হয়, রস সেইরূপ পরিপাক হয় না। অতএব দ্রব্যই প্রধান এবং রস, বীর্য্য, বিপাক, ইহারা দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। স্বভাবত প্রসিদ্ধ এবং শাস্ত্রে যে সকল ঔষধ উক্ত হইয়াছে, বিচক্ষণ ব্যক্তিরা তাহার কোন মীমাংসা বা কোন

চিন্তা করিবেন না, অবিচারিতভাবে শাস্ত্রানুসারে ব্যবহার করিবেন। ঔষধ সকল স্বভাবতঃ প্রসিদ্ধ এবং তাহাদের লক্ষণও প্রত্যক্ষ। বিদ্বান্ চিকিৎসক, ঔষধের হেতু পরীক্ষা করিবেন না, কারণ এরূপ সহস্র হেতু আছে যে, অম্বষ্ঠাদিগণ বিরেচন করাইতে পারে না, সুতরাং বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক, ঔষধের হেতু অনুসন্ধান না করিয়া কেবলমাত্র শাস্ত্রানুসারেই ঔষধ প্রয়োগ করিবেন।

ইতি চত্বারিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

এক চত্বারিংশৎ অধ্যায়।

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, এই পঞ্চভূত সম্মিলিত হইয়াই দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চভূতের মধ্যে যে দ্রব্যে যে ভূতের আধিক্য থাকে, সেই দ্রব্য সেই নামে অভিহিত হইয়াকে যথা—এইটী পার্থিব, এইটী আপ্য, এইটী তৈজস, এইটী বায়ব্য, এইটী আকাশীয় ইত্যাদি। এই সকলের মধ্যে যে সকল দ্রব্য স্থূলসারবিশিষ্ট এবং সান্দ্র, মন্দ, স্থির, খর, গুরু, কঠিন, গন্ধ বিশিষ্ট এবং ঈষৎ কষায় রস ও প্রায়ই মধুররস, তাহাদিগকে পার্থিব দ্রব্য বলে। পার্থিবদ্রব্য স্থৈর্য্যকর, বলসংঘাতকর, বৃদ্ধিকর বিশেষতঃ স্বাভাবিক অধোভাগে গমনশীল। যে সকল দ্রব্য শীতল, আর্দ্র, স্নিগ্ধ, মন্দ, গুরু, সারক, সান্দ্র, মৃদু, পিচ্ছিল, অধিকতর রসবিশিষ্ট, অল্প কষায়, অম্ল, লবণ এবং প্রায় মধুর রসবিশিষ্ট, তাহাদিগকে আপ্য বলে। জলীয়দ্রব্য স্নেহ, হর্ষ, আর্দ্র এবং সংযোগকর ও ক্ষরণশীল॥ ১॥

যে সকল দ্রব্য, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, রুক্ষ, খর, লঘু, বিশদ ও অধিকতর রূপ ও গুণবিশিষ্ট, অল্প লবণরস এবং কটুরসপ্রায়, স্বভাবত

ঊর্দ্ধগমনশীল, সেই সকলকে তৈজসদ্রব্য বলে। তৈজসদ্রব্য দহন, পচন, দারণ, তাপ ও প্রকাশকর এবং প্রভা ও বর্ণকর। যে সকল দ্রব্য সূক্ষ্ম, রুক্ষ, খর, শিশির, লঘু, বিশদ এবং অধিকতর স্পর্শগুণাবশিষ্ট, অল্প তিক্ত বিশেষতঃ কষায় রসযুক্ত, সেই সকল দ্রব্য বায়বীয়। বায়বীয় দ্রব্য নির্ম্মল, লঘু এবং গ্লানিজনক এবং শোষক ও সঞ্চালক।

যে সকল দ্রব্য মসৃণ, সূক্ষ্ম, কোমল, কামোদ্দীপক, গোপনীয়, ঈষদ্ব্যক্তরস এবং শব্দবহুল, সেই সকল দ্রব্য আকাশীয়। আকাশীয় দ্রব্য মৃদু, দেহব্যাপক, ছিদ্রযুক্ত এবং লঘু॥ ২॥

এই দৃষ্টান্তানুসারে জগতের সমস্ত পদার্থকেই ঔষধের মধ্যে গণনা করা যায়। যেহেতু যুক্তি ও প্রয়োজন অনুসারে, বীর্য্যবান্ ও গুণশালী দেখিয়া প্রয়োগ করিলে সকল দ্রব্যই কার্য্যকর হয়। ঐ সকল দ্রব্য যে সময় প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে কাল বলে, যাহা করা যায়, তাহাকে কর্ম্ম বলে, যদ্দ্বারা করা যায়, তাহাকে বীর্য্য বলে, যে স্থানে করা যায়, সেই স্থানকে অধিকরণ বলে, যে প্রকারে করা যায় তাহাকে উপায় বলে, যাহা নিষ্পন্ন হয় তাহাকে ফল বলে॥ ৩॥

দ্রব্যসমূহের মধ্যে পৃথিবী ও জলগুণবহুল দ্রব্যেই বিরেচন হয় বলিয়া জানিবে, কারণ পৃথিবী ও জল গুরু এবং গুরুদ্রব্য অধোগমনশীল, সুতরাং অধোগমনশীল দ্রব্য দ্বারা বিরেচন হওয়া সম্ভব বলিয়া অনুমান করা যায়। বমনদ্রব্য ও এবং দে গুণবহুল বলিয়া জানিবে। অগ্নি ও বায়ু লঘু, লঘুত্বপ্রযুক্তই ঐ সকল দ্রব্য ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হয়, এবং ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হয় বলিয়াই বমন দ্রব্য ঊর্দ্ধগুণভূয়িষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত বমন ও বিরেচন এই উভয়দ্রব্যেই অধোগামিতা ও ঊর্দ্ধগামিতা এই উভয়গুণই অধিক পরিমাণে থাকে। এই প্রকার সংশমন দ্রব্যে আকাশগুণ অধিক থাকে এবং বায়ুর শোষকত্বগুণ থাকা প্রযুক্ত সংগ্রাহক দ্রব্যে অনিলগুণ অধিক পরিমাণে থাকে। দীপ্তিকর দ্রব্যে অগ্নিগুণ অধিক পরিমাণে থাকে, লেখনদ্রব্যে বায়ু ও অনিল, এই

উভয় গুণ অধিক পরিমাণে থাকে, বৃংহণ দ্রব্যে পৃথিবী ও জলের গুণ অধিক পরিমাণে থাকে, এই প্রকারে ঔষধের কার্য্য অনুমান দ্বারা স্থির করিবে ॥ ৪ ॥

পার্থিব, তৈজস ও জলীয় দ্রব্যে বায়ুর শান্তি হয়। ভূমি, জল ও বায়বীয় দ্রব্যে অতি শীঘ্রই পিত্ত প্রশমিত হয়। আকাশ, তৈজস ও বায়বীয় দ্রব্যে দেহীদিগের শ্লেস্মা প্রশমিত হয়। আকাশ ও বায়বীয় দ্রব্যে বায়ুবৃদ্ধি হয়। আগ্নেয় দ্রব্য দ্বারা পিত্তবৃদ্ধি হয়। পার্থিব ও জলীয় দ্রব্য দ্বারা শ্লেস্ম বৃদ্ধি হয়। এই প্রকার প্রত্যেক দ্রব্যেই গুণের আধিক্য নিশ্চয় করা হইল। এই সকল বিশেষ করিয়া জানিয়া একটী দ্রব্যই হউক বা বহু দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়াই হউক, দোষের শান্তির জন্য প্রয়োগ করিবে।

দ্রব্যের শীতল, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, মৃদু, তীক্ষ্ণ, পিচ্ছিল ও বিশদপ্রভৃতি গুণকে বীর্য্য বলে। তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য অগ্নিগুণবহুল, শীতল ও পিচ্ছিলবীর্য্য দ্রব্য জলগুণবহুল, পৃথিবী ও জলগুণবহুল দ্রব্য স্নিগ্ধ-বীর্য্য, মৃদুবীর্য্য দ্রব্য জল ও আকাশগুণবহুল, ॥ ৪ ॥

রুক্ষবীর্য্য বায়ুগুণবহুল। বিশদবীর্য্য দ্রব্য পৃথিবী ও বায়ুগুণবহুল। গুরু ও লঘুপাকের বিষয় পুর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। উষ্ণ ও স্নিগ্ধবীর্য্য দ্রব্য বায়ুনাশক। শীত, মৃদু ও পিচ্ছিলবীর্য্য দ্রব্য পিত্তবিনাশ করে। তীক্ষ্ণ, রুক্ষ ও বিশদবীর্য্য দ্রব্য শ্লেস্মা নষ্ট করে। গুরুপাকী দ্রব্য বায়ু ও পিত্ত নষ্ট করে, লঘুপাকী দ্রব্য শ্লেস্মা নষ্ট করে। মৃদু, শীত ও উষ্ণ, স্পর্শ দ্বারা জানা যায়। পিচ্ছিল ও বিশদ উভয়কে দর্শন ও স্পর্শনদ্বারা জানা যায়। স্নিগ্ধ ও রুক্ষ চক্ষু দ্বারা জানা যায়। শীত ও উষ্ণ এবং সুখ ও দুঃখ অনুভব দ্বারা জানা যায়। উদরে গুরুপাক জন্মিলে মল ও মুত্রবদ্ধ দ্বারা এবং শ্লেস্ম নিঃসরণ দ্বারা জানা যায়। সেইরূপ লঘুপাক হইলে মল ও মূত্রবদ্ধ হয় বলিয়া বায়ু প্রকুপিত হয় এবং ঐ প্রকুপিত বায়ু-কর্তৃক মনুষ্য অতিশয় পীড়িত হইয়া থাকে। দ্রব্যের গুণানুসারে রসের প্রভেদ হইয়া থাকে, যথা—পার্থিব দ্রব্য গুরু ও মধুররস, জলীয় দ্রব্য

স্নিগ্ধ ও মধুররস, ইতি পূর্ব্বোক্ত গণসমূহে যেরূপ দ্রব্যের গুণ উক্ত হইয়াছে, শরীরেও সেইরূপগুণ প্রকাশ করে। দ্রব্যগুণেই দেহের স্থিতি, ক্ষয় ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে॥ ৬॥

ইতি একচত্বারিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশৎ অধ্যায়।

রসবিশেষবিজ্ঞানীয় অধ্যায় বলা যাইতেছে।

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং ভূমি এই পঞ্চভূতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পাঁচটী গুণ যথাক্রমে এক একটী উত্তর উত্তর বৃদ্ধি হইয়া থাকে, যথা—আকাশের শব্দগুণ এবং বায়ুর শব্দ ও স্পর্শগুণ, অগ্নির শব্দ স্পর্শ ও রূপ এই তিনগুণ, জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, এই চতুর্ব্বিধগুণ এবং ভূমির শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চবিধ-গুণ। অতএব রস জলীয়গুণসম্ভূত পরস্পর সংসর্গ আনুকূল্যে এবং পরস্পর মিলিত হওয়াপ্রযুক্ত সকল ভূতেই সকল ভূতের অংশ আছে, কিন্তু উৎকৃষ্টাপকৃষ্টভেদে গৃহীত হইয়া থাকে। সেই জলীয় রসগুণ অন্যান্য ভূতের সহিত মিলিত হইয়া বিদগ্ধরস হয় এবং বিদগ্ধরস হইয়া ছয় প্রকারে বিভক্ত হয়। যথা—মধুর, অম্ল, লবণ, কটুক তিক্ত ও কষায়। এই ছয় প্রকার রস আবার পরস্পর মিলিত হইয়া ত্রিষষ্টি প্রকারে বিভক্ত হয়। ভূমি ও জলগুণাধিক্যে মধুররস জন্মে। ভূমি ও অগ্নিগুণবাহুল্যে অম্লরস জন্মে। জল ও অগ্নি বাহুল্যে লবণরস জন্মে। বায়ু ও আকাশগুণ বাহুল্যে কটুরস জন্মে। বায়ু ও আকাশ-গুণ বাহুল্যে তিক্তরস জন্মে। পৃথিবী ও বায়ুগুণ বাহুল্যে কষায় রস জন্মে। মধুর, তিক্ত, কষায়, এই তিন রসে পিত্ত নষ্ট হয়। কটু,

তিক্ত, কষায় এই তিনরসে শ্লেষ্মা নষ্ট হয়। বায়ু স্বয়ংই প্রসিদ্ধ। ইহার কোন স্বরূপ নাই। পিত্ত আগ্নেয় ও শ্লেষ্মা সৌম্য। এই সকল রস স্বযোনি বা স্বকারণ বর্দ্ধনকর এবং অন্য যোনি বা কারণপ্রশমক। কোন কোন পণ্ডিতেরা বলেন যে,জগৎ অগ্নিসোমীয়ত্বপ্রযুক্ত রস দুই প্রকার। তন্মধ্যে মধুর, তিক্ত, কষায় এই তিনটী সৌম্যরস। কটু, অম্ল, লবণ, এই তিনটী আগ্নেয় রস। মধুর, অম্ল, লবণ এই তিনটী স্নিগ্ধ ও গুরু এবং কটু, তিক্ত ও কষায় এই তিনটী রুক্ষ ও লঘু। সৌম্য-শীতল ও আগ্নেয়-উষ্ণ ॥ ১ ॥

শীততা, রুক্ষতা, লঘুতা, বিশদতা এবং বিষ্টম্ভতা, এই সকল বায়ু-গুণের লক্ষণ। কষায়রস ইহার সমান যোনি। কষায়রসের শৈত্য হইতে শৈত্য, রুক্ষতা হইতে রুক্ষতা, লঘুতা হইতে লঘুতা, বিশদতা হইতে বিশদতা এবং বিষ্টম্ভতা হইতে বিষ্টম্ভতা প্রভৃতি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

উষ্ণতা, তীক্ষ্ণতা, রুক্ষতা, লঘুতা এবং বিশদতা প্রভৃতি গুণযুক্ত বায়ু। ইহার সমান যোনি কটুরস, কটুরসের উষ্ণতা হইতে উষ্ণতা, তীক্ষ্ণতা হইতে তীক্ষ্ণতা, রুক্ষতা হইতে রুক্ষতা, লঘুতা হইতে লঘুতা এবং বিশদতা হইতে বিশদতা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মধুরতা, স্নিগ্ধতা, গুরুতা, শীততা, পিচ্ছিলতা, এই সকল শ্লেষ্মার-গুণ, ইহার সমান যোনি মধুররস, মধুরসের মধুরতা হইতে মাধুর্য্য, স্নিগ্ধতা হইতে স্নিগ্ধতা, গুরুতা হইতে গুরুত্ব, শীততা হইতে শৈত্য, পিচ্ছিলতা হইতে পৈচ্ছিল্যবৃদ্ধি হয়। ইহার বিপরীতযোনি কটুরস। কটুরস শ্লেষ্মা নষ্ট করে বলিয়াই ইহাকে মধুর রসের বিপরীতযোনি বলে

কটুরসপ্রযুক্ত মধুরতাকে এবং রুক্ষতাপ্রযুক্ত স্নেহকে, লঘুত্ব-প্রযুক্ত গুরুত্বকে, উষ্ণত্ব প্রযুক্ত শীতলতাকে, বিশদতাপ্রযুক্ত পিচ্ছি-লতাকে অভিভব করিয়া থাকে। এই সকল নিদর্শন মাত্র বলা হইল ॥ ২॥

ইহারপর রসলক্ষণ বলিতেছি। যে রসে সন্তোষ, আহ্লাদ এবং

তৃপ্তি জন্মায় ও জীবনীশক্তি প্রদান করে এবং মুখলেপ ও শ্লেষ্মাকে বৃদ্ধি করে, তাহাকে মধুররস বলে। যে রস দন্তহর্ষ ও মুখস্রাব জন্মায় এবং যে রস আহার করিতে একান্ত শ্রদ্ধা জন্মে, তাহাকে অম্লরস বলে। যে রসে ভোজনীয় দ্রব্যে রুচি জন্মায় এবং কফ প্রসেক ও মৃদুত্ব জন্মায়, তাহাকে লবণরস বলে। যে রসে জিহ্বার অগ্রভাগ জ্বালা করে, এবং শরীরের উদ্বেগ জন্মায় ও মাথা কট্-কট্ করে, নাসাস্রাব জন্মায় তাহাকে কটুরস বলে। যে রসে গলে চোষ, মুখে বিশদতা জন্মায় এবং আহারীয় দ্রব্যে রুচি ও হর্ষ জন্মায়, তাহাকে তিক্তরস বলে, যে রসে মুখশোষ জন্মায় ও জিহ্বাকে স্তম্ভিত এবং কণ্ঠদেশ বদ্ধ করে ও বক্ষঃস্থল আকৃষ্টের ন্যায় বোধ ও পীড়া জন্মায়, তাহাকে কষায়রস বলে ॥ ৩ ॥

সংপ্রতি রসের গুণ বলিতেছি। মধুররস, রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, ওজ, শুক্র ও স্তন্যবৃদ্ধি করে। এবং চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি, কেশের কৃষ্ণতা, বর্ণের উজ্জ্বলতা এবং বল প্রভৃতির বৃদ্ধি করে। ব্রণের সন্ধান (মিলন) করে। এবং রক্ত ও রস পরিষ্কার করে। বালক, বৃদ্ধ, ক্ষত এবং ক্ষীণ রোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর। ভ্রমর ও পীপিলিকার প্রিয়; তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা ও দাহ প্রশমিত করে। ষড়িন্দ্রিয়ের প্রসন্নকর এবং ক্রিমি ও কফকর। মধুররস, এই প্রকার গুণবিশিষ্ট হইলেও একমাত্র মধুররস অধিকপরিমাণে সেবন করিলে কাস, শ্বাস, অলসক, বমি, মুখের মধুরতা, স্বরভঙ্গ, কৃমি, গলগণ্ডপ্রভৃতি রোগ জন্মায় এবং অর্ব্বুদ, শ্লীপদ (গোদ) বস্তিদেশ ও মলদ্বার লেপালেপা বোধ এবং চক্ষুস্রাব প্রভৃতি জন্মায় ॥ ৪ ॥

অম্লরস জীর্ণকর, পরিপাককর, বায়ুর প্রশমকর ও অনুলোমকর, কোষ্ঠবিদাহকর, বাহ্যিক শীতকর, ক্লেদকর, প্রায়ই মনঃপ্রিয়কর। অম্লরসের এই সকল গুণ থাকিলেও কেবলমাত্র এই রস অধিক পরিমাণে সেবন করিলে, দন্তহর্ষ, নয়নসম্মীলন ও রোমহর্ষ (রোমাঞ্চ), শ্লেষ্মার তরলতা ও শরীরের শিথিলতা প্রভৃতি জন্মায় এবং ক্ষতস্থান,

আঘাত প্রাপ্ত স্থান, দগ্ধ স্থান, ভগ্নস্থান, শোথরোগ, পতিতস্থান, বিসর্প রোগ, ছিন্ন ভিন্ন বিদ্ধ বা পৃষ্ঠস্থান প্রভৃতি পাকিয়া উঠে এবং আগ্নেয় স্বভাবহেতু কণ্ঠ বক্ষঃস্থল ও হৃদয়ে দাহ জন্মায় ॥ ৫

লবণরস—সংশোধক, পাচক, বিশ্লেষজনক, ক্লেদকর, শৈথিল্যকর, উষ্ণরসসমূহের বিরোধী, মার্গবিশোধক, শরীরের কোমলতা জনক, লবণ রস এই সকল গুণসম্পন্ন হইলেও একমাত্র লবণ রস অপরিমিত সেবন করিলে গাত্রকণ্ডু, কোঠ (বোলতায় কামড়ানের ন্যায় ক্ষণধ্বংশী) শোথ, বিবর্ণতা, ধ্বজভঙ্গ, ইন্দ্রিয়ের তাপ, মুখে ও চক্ষুতে ব্রণ এবং রক্তপিত্ত, বাতরক্ত এবং অম্লউদ্গার প্রভৃতি রোগ জন্মায় ॥ ৬ ॥

কটুরস, অগ্নিদীপ্তিকর, পাচক, মুখরোচক, শোধক, এবং স্থৌল্য, আলস্য, কফ, ক্রিমি, বিষ, কুষ্ঠ, কণ্ডু প্রভৃতি প্রশমক, সন্ধিস্থানের শিথিলকর, শরীরের অবসন্নকর, স্তন্য, শুক্র ও মেদধাতু নাশক। কটুরস এই সকল গুণশালী হইলেও একমাত্র এই রস অতিরিক্ত সেবন করিলে ভ্রান্তি, মত্তভা এবং গলদেশ, তালু ও ওষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে শোথ জন্মায়। ও শরীরে সন্তাপ, বলেরহীনতা, কম্প, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, ভেদ প্রভৃতি উৎপাদন করে এবং হস্তে, পাদদ্বয়ে পার্শ্বে ও পৃষ্ঠদেশে বাত জন্য বেদনা জন্মায় ॥৭ ॥

তিক্তরস ছেদনকর, মুখরোচক, অগ্নিদীপ্তিকর, সংশোধনকর। কণ্ডু, কোঠ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা ও জ্বর প্রভৃতির শান্তিকর, স্তন্য শোধনকর, বিষ্ঠা, মূত্র, ক্লেদ, মেদধাতু, বসা, পুঁয় প্রভৃতির শোষণকর। তিক্তরস এই সকল গুণযুক্ত হইয়াও অপরিমিত সেবিত হইলে, গাত্রস্তম্ভ, মন্যা-স্তম্ভ, আক্ষেপক, অর্দ্দিত, শিরঃশূল, ভ্রান্তি, সূচীবিদ্ধ বেদনা, ভেদ, মুখের বিরসতা প্রভৃতি জন্মায় ॥ ৮ ॥

কষায় রস, মল মূত্রাদি বদ্ধকারক, ব্রণপূরক, স্তব্ধকারক, শোধক, লেখনকর, শোষক, পীড়াকারক ও ক্লেদশোষক। কষায় রস এরূপ গুণ-যুক্ত হইলেও একমাত্র এই রস অধিক পরিমাণে সেবন করিলে, হৃদয়ের পীড়া, মুখশোষ, উদরস্ফীততা, বাক্‌রোধ, মন্যাস্তম্ভ, গাত্র-

স্ফূরণ, কর্ণে চুম্ চুম্ শব্দ, আকুঞ্চন ও আক্ষেপ প্রভৃতি রোগ জন্মাইয়া থাকে॥ ৯ ॥

ইহার পর প্রত্যেক রসযুক্ত দ্রব্য পৃথক্ করিয়া বলিতেছি। কাকোল্যাদিগণ দুগ্ধ, ঘৃত, বসা, মজ্জা, শালিধান্য, ষাটিয়া ধান্য, যব, গোধূম, মাষকলাই, পাণিফল, কেশুর, সসা, গোমুখ, কর্কটী, অলাবু তরমুজ, কতকফল, গিলোঢ্য, (জম্বীর বিশেষ) পিয়াজ, পদ্মবীজ, গাম্ভারীফল, দ্রাক্ষা, খর্জ্জুর, ক্ষীরাই, তাল, নারিকেল, ইক্ষুবিকার (গুড় প্রভৃতি) পীতবেড়েলা, শ্বেতবেড়েলা, আলকুশী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, পয়স্যা, গোক্ষুর, মূর্ব্বালতা, মৌরি এবং কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি সংক্ষেপতঃ মধুরবর্গ ॥ ১০ ॥

দাড়িম, আমলকী, জম্বীর, আম্রাতক, (আমড়া) কপিত্থ, পাণি আম্লা, বড়কুল, তিন্তিড়ী, কোশাম্র, কামরঙ্গ, পারাবত (তিন্দুক), বেত্রফল, মাদার, অম্লবেতস, জম্বীর (গোড়ানেবু) দধি, ঘোল, সুরা, সাধারণ অম্লরস, কাঞ্জী, তুষোদক এবং ধান্যাম্ল প্রভৃতি সংক্ষেপত অম্লবর্গ ॥ ১১ ॥

সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, বিট্, পাক্য, সাম্বরী, সামুদ্র, পক্তিম, যবক্ষার, সুবর্চ্চিকা, (সাজিমাটী) প্রভৃতি সংক্ষেপত লবণবর্গ।

পিপ্পল্যাদিগণ, সুরসাদিগণ, শিগ্রু, মধুশিগ্রু, মূলক, রশুন, সুমুখ, (শ্বেত-তুলসী) মৌরী, কুড়, দেবদারু, রেণুক, অবল্গুজ, (সোমরাজীফল,) মুথা, কাঁচড়া, মুষাকানী, গুগ্গুল, সোনাপাতা, পীলুপ্রভৃতি সংক্ষেপত কটুকবর্গ ॥ ১২ ॥

আরগ্বধাদিগণ, গুড়ূচ্যাদিগণ, মঞ্জিষ্ঠা, বেত্রকরীর, (বেতেরকুঁড়ী) হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, বরুণবৃক্ষ, গোক্ষুর, সপ্তপর্ণ, বৃহতী, কণ্টিকারী, চোরহুলী, মূষিকপর্ণী, তেউড়ী, ঘোষাফল, কারবেল্ল, (করেলা) বার্ত্তাকু, করীর, করবীর কাকরোল, মালতী, শঙ্খহুলী, অপামার্গ, বলা, অশোক, কটুকী, জয়ন্তী, ব্রাহ্মী, পুনর্নবা, বৃশ্চিকালী, (বিছুতি) জ্যোতীষ্মতী, এই সকল সংক্ষেপত তিক্তবর্গ ॥ ১৩ ॥

ন্যগ্রোধাদিগণ, অম্বষ্ঠাদিগণ, প্রিয়ঙ্গ্বাদিগণ, রোধ্রাদিগণ, ত্রিফলা, জম্বু, আম্র, বকুল, তিন্দুক, কতকশাক, পাষাণভেদী, বনস্পতি (পুষ্প-

হীনবৃক্ষের ফল) ধুনা, কুরুবক, কাঞ্চনবৃক্ষ, জীবন্তী, চিল্লী, পালঙ্ক, সুষুনিশাক এবং উড়িধান্য ও মুদ্গ প্রভৃতি সংক্ষেপতঃ কষায়বর্গ। এই সকল রস পরস্পর মিলিত হইয়া ত্রিষষ্টি প্রকার রস উৎপন্ন হয়। যথা— দুইরসের পরস্পর সংযোগে পঞ্চদশ প্রকার, তিন রসের পরস্পর মিলনে বিংশতি প্রকার, চারিরসের মিলনে পঞ্চদশ প্রকার, পাঁচ রস পরস্পর মিলিত হইয়া ছয় প্রকার রস এবং সকল রসই প্রত্যেকে ছয় প্রকার। এই সকল সংযুক্ত রসের প্রয়োজন অন্যত্র বিশেষ করিয়া বলিব। এই ষড়্বিধরসকে যদি কেহ নিয়ত সেবা করে, তাহা হইলে ষড়্বিধরসই তাহার বশীভূত হয়, যে প্রকার প্রকুপিত দোষও বলবানের বশীভূত হইয়া থাকে॥ ১৪॥

ইতি দ্বিচত্বারিংশদধ্যায়।

ত্রিচত্বারিংশদধ্যায়।

—※—

অনন্তর আমরা বমন দ্রব্যবিকল্পবিজ্ঞানীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিতেছি।

বমনকারক দ্রব্যের মধ্যে ময়নাফলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এক প্রসৃতি (২পল) পরিমাণ মদনপুষ্প আতপে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে, পরে ঐ চূর্ণ, অপামার্গ, অর্ক, নিম্ব, ইহার মধ্যে যে কোন একটীর ক্বাথে আলোড়িত করিয়া মধু ও সৈন্ধবলবণের সহিত পরিমাণানুরূপ পান করাইবে। কাঁচা ময়নাফল পূর্ব্বের ন্যায় চূর্ণ করিয়া বকুল কিংবা পটোলমূলের ক্বাথের সহিত উত্তমরূপ মিশাইবে, পরে মধু ও সৈন্ধবলবণের সহিত উত্তমরূপ মিশ্রিত করিয়া গরম করিবে এবং ঈষদ্গরম থাকিতেই রোগীকে পান করাইয়া বমন করাইবে। কিম্বা পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ তিল,

তণ্ডুল, অথবা যবমণ্ডের সহিত পাক করিয়া বমনার্থ প্রয়োগ করিবে। ঈষৎ হরিৎ বা পাণ্ডুবর্ণ ময়নাফল কুশদ্বারা শক্তরূপে বন্ধন করিয়া গোময় দ্বারা ঐ ফলটী লেপন করিবে, পরে যব, তুষ, মুদ্গ, মাষকলাই, কিম্বা রাশীকৃত শালিধান্যের মধ্যে ঐ ফলটী অষ্টরাত্রি রাখিবে। পরে ঐ ময়নাফলের শস্য গ্রহণ করিবে এবং ঐ শস্য আতপে শুষ্ক করিয়া দধি, মধু ও মাংসের সহিত মর্দ্দন করিয়া পুনর্ব্বার শুষ্ক করিবে। অনন্তর পরিষ্কার পাত্রে উহা রাখিয়া কোবিদারাদি দ্রব্যের মধ্যে যে কোন দ্রব্যের ক্বাথের সহিত অথবা যষ্টিমধুর ক্বাথের সহিত আলোড়িত করিয়া একরাত্রি রাখিয়া দিবে, পরে প্রাতঃকালে রোগীকে পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে বসাইয়া বোদোক্ত আশীর্ব্বাদ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ঐ ঔষধ, মধু ও সৈন্ধবলবণের সহিত সেবন করাইবে। মন্ত্র যথা—ব্রহ্মা, দক্ষ, অশ্বিনীদ্বয়, রুদ্র, ইন্দ্র, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি এবং বায়ুগণ, ঋষিগণ, ঔষধিগণ এবং ভূতগণ তোমাকে রক্ষা করুন।

রসায়ন যেমন ঋষিদিগের পক্ষে, অমৃত যেমন দেবগণের পক্ষে, এবং সুধা যেমন শ্রেষ্ঠ নাগগণের পক্ষে, এই ঔষধও তোমার পক্ষে সেইরূপ হউক ॥ ১ ॥

বিশেষতঃ শ্লেষ্মাজ্বরে প্রতিশ্যায়ে বা অন্তর্বিদ্রধিরোগে দোষের প্রবৃত্তি না হইলে, পিপ্পলী, বচ এবং শ্বেতসর্ষপ এই কয়েকটী দ্রব্য একত্রে পেষণ করিয়া লবণের সহিত গরম জলে মিশ্রিত করিয়া, সম্যক্ বমনের লক্ষণ না দেখা পর্য্যন্ত রোগীকে ঐজল পুনঃ পুনঃ পান করাইবে। অথবা মদনফলের মজ্জাচূর্ণ, মদনফল ক্বাথ দ্বারা ভাবনা দিবে, অনন্তর ইহা এই ক্বাথের সহিত রোগীকে সেবন করাইবে। কিম্বা মদনফলের মজ্জা দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিবে পরে ঐ সিদ্ধ দুগ্ধের উপর যে সর পড়িবে, তাহা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে বমনার্থ প্রয়োগ করিবে। অথবা মদনফলের মজ্জা দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া ঐ দুগ্ধ রোগীকে পান করাইবে। অধোগ রক্তপিত্ত ও হৃদ্রোগে মদনফলের মজ্জা দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া যবাগূ মিশ্রিত করিবে,

পরে ঐ যবাগূ রোগীকে পান করাইবে। কফপ্রসেক, ছর্দ্দি, মূর্চ্ছা, তমকশ্বাস প্রভৃতি রোগে মদনফলের মজ্জা দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া ঐ দুগ্ধ দ্বারা দধি প্রস্তুত করিবে। রোগীকে ঐ দধি কিংবা দধির স্নেহভাগ সেবন করাইবে। পিত্ত, কফস্থান প্রাপ্ত হইলে ভল্লাতকের স্নেহের ন্যায় মদনফলের মজ্জাস্নেহ বাহির করিয়া ফাণিত (ফেনাইয়া) করত রোগীকে লেহন করিতে দিবে অথবা মদনফলের মজ্জা আতপে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করতঃ জীবন্তীর ক্বাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করাইবে। মদনফলের মজ্জার ক্বাথ পিপ্পল্যাদির চূর্ণের সহিত কিংবা উক্ত ফলের মজ্জাচূর্ণ নিম্ব, অথবা শ্বেত আকন্দের ক্বাথের সহিত সেবন করাইবে, ইহাতে শ্লেষ্মজনিত ব্যাধি প্রশমিত হয়। কিংবা ময়নাফলের মজ্জাচূর্ণের সহিত যষ্টিমধু, গাম্ভারী, দ্রাক্ষা, এই কয়েকটী দ্রব্য একত্র করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে। মদনফলের বিধান বলা হইল ॥ ২ ॥

দেবতাড়বৃক্ষের পুষ্পচূর্ণ পূর্ব্বের ন্যায় দুগ্ধের সহিত পাক করিবে, ঐ দুগ্ধের দ্বারা পুনর্ব্বার যবের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া রাখিবে, পরে ঐ যবের মণ্ডের উপরে যে সন্তানিকা (সর) পড়ে, সেই সন্তানিকা রোগীরে সেবন করাইবে। অপর ক্ষীরজাত দধির স্নেহভাগ প্রয়োগ করিবে। হরিত পাণ্ডুরোগীকে কেবলমাত্র পূর্ব্বোক্ত ক্ষীরজাত দধি সেবন করাইবে। কফ, অরুচি, কাস, শ্বাস, পাণ্ডু, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে দেবতাড় পুষ্পের ক্বাথের সহিত সুরা সেবন করাইবে কুটজফল এবং কোশাতকীর দ্বারা ও মদনফলের বিধির ন্যায় বমনকরান যায়। তিক্ত অলাবুর পুষ্পচূর্ণ পূর্ব্বের ন্যায় দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া সেবন করিলে কাস, শ্বাস, ছর্দ্দি এবং অন্যান্য কফরোগ প্রশমিত হয়। মদনফলের মজ্জার যোগ যেরূপ বলা হইয়াছে, ধামার্গবের (আপাঙ্গের) যোগও ঐ রূপ প্রণালীতে বমনকার্য্যে ব্যবহার করাইবে। গর, গুল্ম, উদরী, কাস, শ্বাস এবং শ্লেষ্মজনিত অন্যান্য রোগে এই যোগ বিশেষ উপকারী। বায়ু কফস্থান প্রাপ্ত হইলে কোশাতকী ও পিপ্পলীচূর্ণ একত্রে

মিশ্রিত করিয়া বমনকারক দ্রব্যের সঙ্গে বারম্বার পান করাইবে এবং উৎপলাদিচূর্ণের গন্ধ ঘ্রাণ লইতে দিয়া বমন করাইবে। দোষসমূহ বৃদ্ধি হইলে আকণ্ঠ পর্য্যন্ত পান করাইবে। বমন, বিরেচন এবং শিরো-বিরেচন দ্রব্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

বমন দ্রব্যের যোগ এই প্রকার বলা হইল, কিন্তু ব্যাধির কাল এবং রোগীর শক্তি প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক এই সকল প্রয়োগ করিবেন। বমনকারক দ্রব্যসমূহ, কষায়, স্বরস, কল্ক প্রভৃতি দ্বারা পেয় বা লেহ্য প্রস্তুত করিয়া রোগীকে পান করাইয়া বমন করা-ইবে ॥ ৩ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

ইতি ত্রিচত্বারিংশদধ্যায়।

চতুশ্চত্বারিংশদধ্যায়।

মূলবিরেচনের মধ্যে রক্তবর্ণ তেউড়িরমূল শ্রেষ্ঠ, ত্বগ্বিরেচনের মধ্যে বিল্বের (বেলের) ত্বক্ শ্রেষ্ঠ, ফলবিরেচনের মধ্যে হরীতকী প্রধান-তম। তৈলবিরেচনের মধ্যে এরেণ্ডতৈল শ্রেষ্ঠ, ক্ষীর বিরেচনের মধ্যে সিজের ক্ষীর শ্রেষ্ঠতম। এই সকল বিরেচন দ্রব্য রোগ-বিশেষে যথাক্রমে বলিব। বাতরোগে, তেউড়িরমূলচূর্ণ, সৈন্ধবলবণ ও শুণ্ঠীর চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া অধিক পরিমাণে অম্লরসের সহিত রোগাকে পান করাইবে। পিত্তজনিতরোগে ঐ তেউড়ির মূল চূর্ণ ও শর্করা প্রভৃতি এবং কাকোলী ক্ষীরকাকোলীর ক্বাথের সহিত পান করাইবে, অথবা উক্ত তেউড়ির মূলচূর্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করাইবে। কফজনিত রোগে পূর্ব্বোক্ত তেউড়িরমূলচূর্ণ, গুড়ূচী, নিম্ব, ত্রিফলা

এবং ত্রিকটু ও গোমূত্রের সহিত পান করাইবে। কিম্বা এই তেউড়ি-চূর্ণই গোক্ষুর ও ত্রিকটুর সহিত পুরাতন গুড়মিশ্রিত করিয়া লেহন করিতে দিবে। তেউড়ির মূলের রস এক প্রস্থ (দুই সের) এবং তেউ-ড়িরমূলের কল্ক এক কুড়ব (৩২ তোলা) সৈন্ধব ও শুণ্ঠী এককর্ষ (২ তোলা) একত্রে পাক করিবে, পরে যখন কল্কের ন্যায় হইবেক, তখন রোগীকে ঐ কল্‌ক সেবন করাইবে। অথবা ঐ কল্‌ক এবং শুণ্ঠী প্রত্যেকে সমান ভাগ লইয়া সৈন্ধব ও গোমূত্রের সহিত পান করাইবে।

তেউড়ি, শুণ্ঠী ও হরীতকী প্রত্যেক সমানভাগ এবং সুপক্ক পূগফল (সুপারি) অর্দ্ধভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া বিড়ঙ্গ-বীজ, মরীচ, দেবদারু, সৈন্ধবলবণ ও গোমূত্র প্রভৃতির সহিত পান করিবে। বিরেচন দ্রব্য সমূহ (তেউড়িপ্রভৃতি) চূর্ণ করত, ঐ সকল দ্রব্যের রস দ্বারা ঐ চূর্ণকে আর্দ্র হওয়া পর্য্যন্ত ভাবনা দিবে, পরে স্নিগ্ধ হওয়া পর্য্যন্ত ঘৃত দ্বারা মর্দ্দন করিবে এবং ঘৃত দ্বারা গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে। গুড় পাককালে পূর্ব্বোক্ত তেউড়িচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে, পাকশেষ হইলে ত্রিজাত (এলাইচ, দারুচিনি প্রভৃতি সুগন্ধদ্রব্য) প্রক্ষেপ দিবে এবং যোগানুরূপ গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে। একভাগ বিরেচন দ্রব্যের (তেউড়ি প্রভৃতি) চূর্ণকে চারভাগ ঐ বিরেচন দ্রব্যের ক্বাথ দ্বারা সিদ্ধ করিবে, পরে ঘৃত দ্বারা মর্দ্দন করিয়া পূর্ব্বোক্ত ক্বাথ দ্বারা দ্রব করিবে এবং ঐ রূপ দ্রবভাবসত্ত্বেই এলাচি, দারুচিনি, তেজপত্র প্রভৃতির চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া কিঞ্চিৎকাল পাক করিবে, পরে যত্নপূর্ব্বক শীতল করিয়া মোদক প্রস্তুত করিয়া রোগীকে ভক্ষণ করিতে দিবে। পূর্ব্বোক্ত বিরেচন দ্রব্যের রসের দ্বারা মুদ্গ কিংবা মসূর প্রভৃতিকে ভাবনা দিবে, পরে সৈন্ধবলবণ ও ঘৃতের সহিত একত্রে যুষ পাক করিবে এবং পাক শেষ হইলে রোগীকে ঐ যূষ পান করাইবে। এইরূপ প্রণালীতে বমন-কারক ঔষধও প্রস্তুত হইতে পারে।

ইক্ষুকে দুইভাগ করিয়া তেউড়ির কল্‌ক লেপন করত রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া পুট পাকপ্রণালীতে পাক করিবে, পরে ঐ ইক্ষু, পিত্ত-পীড়িত ব্যক্তিকে ভক্ষণ করিতে দিবে।

শর্করা, বনযমানী, দারচিনী, ক্ষীরিকা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ত্রিবৃৎ, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ করিয়া ঘৃত এবং মধু দ্বারা লেহনযোগ্য প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে, ইহাতে তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর প্রভৃতির শান্তি হয়।

তেউড়িচূর্ণ, চিনি, মধু, এই তিন দ্রব্যকে, তেউড়িচূর্ণের চারিভাগের একভাগ দারুচিনি, তেজপত্র ও মরিচ প্রভৃতির সহিত একত্রে মর্দ্দন করিয়া কোমল প্রকৃতি ব্যক্তিদিগকে বিরেচনার্থ সেবন করাইবে, যে হেতু এই বিরেচন কোমলপ্রকৃতি ব্যক্তিদিগের পক্ষে শ্রেষ্ঠতম। একপল (৮ তোলা) চিনি ও মধুর সহিত অর্দ্ধকুড়ব (১৬ তোলা) তেউড়িচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া অবলেহ প্রস্তুত করিবে। এই অবলেহটী পিত্তঘ্ন বিরেচন। তেউড়ি, শ্যামালতা, যবক্ষার, শুণ্ঠী, পিপ্পলী ও মধু এই সমস্ত দ্রব্য সকল প্রকার শ্লেষ্মরোগীর পক্ষে শ্রেষ্ঠ বিরেচক।

সুপক্ক বীজযুক্ত হরীতকী, গাম্ভারী, আমলকী, দাড়িম, বদর এই সকলের রস এরণ্ডতৈলে ভর্জিত করিয়া অন্যান্য অম্লফল (ছোলঙ্গ লেবু প্রভৃতি) প্রক্ষেপ দিবে, যে সময় উহা ঘনীভূত হইবেক, সেই সময় দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, তেউড়ি ও মধু মিশ্রিত করিয়া অবলেহ প্রস্তুত করিবে, এই অবলেহ শ্লেষ্মপ্রকৃতি সুকুমার ব্যক্তির পক্ষে শ্রেষ্ঠ বিরেচন। নীলীফল, তেউড়ি, চিনী, মিশ্রী, এই চারিটীর সমান দারুচিনি ও এলাইচ, একত্রে মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অম্ল রসের সহিত সেবন করিলে সন্নিপাত নষ্ট হয়। তেউড়ি, বৃদ্ধদারক, চিনি, পিপ্পলী, ত্রিফলা (আমলকী, হরীতকী, বহেড়া) এই কয়েকটী দ্রব্য মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে, এই মোদক ভক্ষণ করিলে সন্নিপাত, ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্ত ও জ্বর প্রভৃতি রোগপ্রশমিত হয়। তিন ভাগ তেউড়ি, তিন ভাগ ত্রিফলা এবং যবক্ষার, পিপ্পলী, বিড়ঙ্গ,

একত্রে এই তিনটী তিন্ ভাগ,এই কয়েকটী চূর্ণ করিয়া মধু ও ঘৃত দ্বারা অবলেহ প্রস্তুত করিবে, এই অবলেহ গুড়ের সহিত সেবন করিবে। ইহাতে কফবাতজন্য গুল্ম, প্লীহা, উদরী, হলীমক এবং অন্যান্য ব্যাধিও প্রশমিত হয়। এই বিরেচনে কোনরূপ উপদ্রব জন্মে না। বৃদ্ধদারক, তেউড়ি, নীলিফল, কটকী, মুথা, দুরালভা, চই, ইন্দ্রবীজ, ত্রিফলা (আমলকী, হরীতকী, বহেড়া) এই সকল একত্রে চূর্ণ করিয়া ঘৃত, মাংসরস, বা জলের সহিত মিশ্রিত করত পান করিবে, এই বিরেচন রুক্ষ ব্যক্তির পক্ষেও প্রশস্ত। বিরেচন দ্রব্যের ক্বাথ তিনভাগ ও চিনি দুইভাগ একত্রে মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে, উত্তমরূপ পাক হইলে, শীতল করিয়া পরিষ্কৃত কলসীতে হেমন্ত ঋতুর পনর দিবস এবং হেমন্তের পূর্ব্ব বা পরের ঋতুর পনরদিবস মোট একমাস কাল রাখিবে, যে সময় উহার গন্ধ মধুর ন্যায় হইবে তখন এই রস পান করিতে দিবে। ক্ষার, মূত্র বা অন্য প্রকার মোদক ও এই প্রণালীতে প্রস্তুত হয়।

বিরেচন দ্রব্যের মূলের ক্বাথ দ্বারা মাসকলাই ভাবনা দিবে। এবং ঐ ক্বাথে শালি ধান্যের চাউল ধৌত করিয়া একভাগ পেষণ করিবে পরে উহাকে পিণ্ডাকার করত শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে, অপর ভাগ শালি চূর্ণকে পূর্ব্বোক্ত কষায় দ্বারা সিদ্ধ করিবে। পরে পূর্ব্বোক্ত শালি পিষ্ট তিনভাগ এবং কিণ্ব একভাগ মিশ্রিত করিয়া ঐ ক্বাথের সহিত একটী কলসে রাখিবে, যে সময় সুরার ন্যায় হইবে সেই সময় উহা পান করিতে দিবে। এইরূপ সুরাবিধি, বামনীয় দ্রব্যেতেও প্রশস্ত। তেউড়ি প্রভৃতির মূল আরগ্বধাদির মূল, এবং মহত্ পঞ্চমূল, মূর্ব্বা, করঞ্জ, সিজ, হরীতকী, ত্রিফলা, আতইচ, বচ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া দুইভাগ করিবে, তন্মধ্যে একভাগ চূর্ণ করিবে অপর ভাগের ক্বাথ করিবে। পরে যবচূর্ণ করিয়া ঐ ক্বাথের দ্বারা পুনঃ পুনঃ ভাবনা দিবে, অনন্তর উহা শুষ্ক করত পেষণ করিবে, পরে ঐ পেষিত যব তিনভাগ এবং পূর্ব্বকৃত চূর্ণ সমস্ত একত্রে মিশ্রিত করিয়া

পূর্ব্বোক্ত ক্বাথ ভাগের সহিত কলসে রাখিয়া দিবে এবং পূর্ব্বের প্রণালী ক্রমে রোগীকে পান করাইবে, ইহার নাম সৌবীর কাঞ্জিক। পূর্ব্বোক্ত বর্গ সমূহ আহরণ করতঃ দুইভাগ করিবে, তন্মধ্যে একভাগ চূর্ণ করিবে এবং অপর একভাগ, যবের সহিত অজাশৃঙ্গ বৃক্ষের ক্বাথ মিশ্রিত করিয়া হাঁড়িতে পাক করিবে, এই প্রকারে সুসিদ্ধ হইলে নামাইয়া ঔষধ সমূহ পৃথক করিয়া লইবেক, পরে ঐ দুধের সহিত যবকে মর্দ্দন করিবে, ঐ মর্দ্দিত ঔষধ তিনভাগ এবং পূর্ব্বোক্ত সমস্ত চূর্ণ একভাগ ঐ যুষের সহিত সমস্ত ঔষধ মিশাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় কলসে রাখিবে। পূর্ব্ব কথিত কাল অতীত হইলে পর যে রস জন্মে তাহাকে তুষোদক বলে। তুষোদক এবং সৌবীরকের বিধি বলা হইল। ছয়রাত্রি বা সাত রাত্রি পরে উহা পানযোগ্য হয়। বিরেচন দ্রব্যের মধ্যে তেউড়ির মূলের বিধির ন্যায় শ্যামা ও দন্তী প্রভৃতির বিধি জানিবে। দন্তী এবং মূষিকপর্ণীরমূল, পিপ্পলী, মধু এই সকল একত্রে কুশের দ্বারা বন্ধন করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করত পুটপাক করিবে। পরে তেউড়ি মূলের বিধানের ন্যায় শ্লেষ্ম এবং পিত্তজনিত ব্যাধিতে প্রয়োগ করিবে। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য দ্বয়ের কল্ক এবং ক্বাথের দ্বারা চক্রতৈল পাক করিবে। ইহাদ্বারা ঘৃত ও পাক করা যায়। এই ঘৃত ব্যবহারে বিসর্প, কক্ষা, দাহ ও অলজী, প্রভৃতি ব্যাধি প্রশমিত হয়। এবং চক্রতৈল ব্যবহারে প্রমেহ গুল্ম, এবং বায়ু, ও শ্লেষ্মা জন্য বিসর্প প্রশমিত হয়। উক্ত চারিপ্রকার স্নেহ (তৈল ঘৃত) দ্বারা পুরীষ, শুক্র এবং বায়ুরোধ জন্য ব্যাধি সমূহ আরোগ্য হয়। দন্তীমূল, মূষিকপর্ণীরমূল, মরিচ, ধুস্তুর, বাসক, শুণ্ঠী, দ্রাক্ষা, চিতা, এই সকল দ্রব্য একত্রে রাখিয়া গোমূত্র দ্বারা সপ্তাহ কাল ভাবনা দিবে, পরে চূর্ণ করত ঘৃত দ্বারা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ভুক্ত ঔষধ জীর্ণ হইলে সন্তর্পনার্থে মধুর সহিত শক্তু আহার করিবে। ইহাতে পিত্তশ্লেষ্ম জনিত ব্যাধি এবং অজীর্ণ, পার্শ্ব-বেদনা, পাণ্ডু, প্লীহা ও উদরপ্রভৃতি ব্যাধি বিনষ্ট হয়। গুড়, ৮ পল (৬৪ তোলা) হরীতকী ১৬০ তোলা, দন্তী ৪ তোলা, চিতে ৪ তোলা, পিপ্পলী

১০ তোলা, তেউড়ি ১০ তোলা, এই সকল দ্রব্য দ্বারা মোদক প্রস্তুত করিয়া দশদিন অন্তর এক একটী মোদক সেবন করিবে। পরে উষ্ণ জল পান করিবে। ইহা সেবনে বাতপিত্তাদি দোষ এবং গ্রহণী, পাণ্ডু, অর্শ ও কুষ্ঠপ্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়॥ ১১॥

শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, দারচিনী, এলাইচ, তেজপত্র, মুথা, বিড়ঙ্গ ও আমলকী, এই নয়টী দ্রব্য সমান ভাগ এবং তেউড়ি আটগুণ, দন্তী দুইভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্রে চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। পরে ছয়ভাগ শর্করা এবং ঈষৎ সৈন্ধব লবণ ও মধু দ্বারা পিণ্ডাকার করিয়া ভক্ষণ করিবে। পরে শীতল জল পান করিবে। ইহাতে বস্তিরোগ, তৃষ্ণা, জ্বর, ছর্দ্দি, শোষ, পাণ্ডু ও ভ্রমরোগ প্রভৃতির বিনাশ হয়। এবং সকল প্রকার বিষদোষ নষ্ট হয় এবং ইহা বিরেচক। ইহার নাম ত্রিবৃদষ্টক। এই ঔষধ পিত্তরোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। পিত্তশ্লেষ্মা পীড়িতব্যক্তি এই ঔষধ সেবনের পর দুগ্ধপান করিবে। এবং এই ঔষধ ধনী লোকের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। লোধ্রবৃক্ষের মধ্যের বল্কল পরিত্যাগ ও বাহিরের ত্বক্ চূর্ণ করিয়া তিন ভাগ করিবে, তন্মধ্যে দুই ভাগ লোধের ক্বাথ দ্বারা গালিত করিবে, অপর একভাগ ঐ লোধের ক্বাথে ভাবনা দিবে। পরে শুষ্ক হইলে দশমূলের ক্বাথ দ্বারা ভাবনা দিয়া তেউড়ির ন্যায় প্রয়োগ করিবে। ত্বকের বিধান বলা হইল, এখন ফলের বিষয় বলিব॥ ১২॥

অস্থি অর্থাৎ আটীরহিত ও দোষবর্জ্জিত হরীতকীর ফল, তেউড়ির বিধানের ন্যায় ব্যবহার করিলে সকল ব্যাধিই প্রশমিত হয়। হরীতকী পরম রসায়ন, মেধাজনক, দুষ্টব্রণসংশোধক। হরীতকী, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, শুণ্ঠী, তেউড়ি, মরীচ এই সকল দ্রব্য গোমূত্রের সহিত পান করিলে বিরেচন হয়। হরীতকী, দেবদারু, কুড়, গুবাক, সৈন্ধব ও আদা এই সকল দ্রব্য একত্রে গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে বিরেচন হয়। নীলী বৃক্ষের ফল, শুণ্ঠী, হরীতকী এই কয়েক দ্রব্য একত্রে চূর্ণ করিয়া গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিবে। পরে

উষ্ণ জল পান করিবে। পিপ্পল্যাদিগণের ক্বাথ করিয়া ঐ ক্বাথে হরীতকী পেষণ করিবে। পরে সৈন্ধবের সহিত পান করিবে। ইহা পান করামাত্রেই বিরেচন হয়। শুণ্ঠী, গুড় কিম্বা সৈন্ধব লবণের সহিত মিশ্রিত হরীতকী ভক্ষণ করিলে অগ্নি বৃদ্ধি হয়। হরীতকী বায়ুর অনুলোমকারিণী, সংসর্গশক্তিবর্দ্ধিনী, ইন্দ্রিয়গণের প্রসন্নতাকারিণী এবং অতিরিক্ত ভোজনজনিত রোগসমূহ বিনষ্ট করে। আমলকী, শীতল, রুক্ষ এবং পিত্ত, মেদ ও কফ বিনষ্ট করে। বিভীতকী (বহেড়া) উষ্ণও নয় অথচ কফপিত্তবিনাশক। এই তিনটী ফল অম্ল, কষায় এবং তিক্ত ও মধুর। এই তিনটী ফলকে ত্রিফলা বলে। এই ত্রিফলা সকল রোগ বিনাশ করে। এবং তিন ভাগ ঘৃতের সহিত যুক্ত করিয়া সর্ব্বদা সেবন করিলে শীঘ্র জরাগ্রস্ত হইতে হয় না। সোঁদাল ব্যতীত অন্যান্য সকল বিরেচক দ্রব্যই হরীতকীর বিধানের ন্যায় প্রয়োগ করিবে॥ ১৩॥

বিরেচক সোঁদালফল পক্বাবস্থায় আহরণ করিয়া বালুকারমধ্যে রাখিয়া দিবে, পরে সপ্তাহকাল আতপে শুষ্ক করিবে এইরূপে উত্তমরূপ শুষ্ক হইলে পরে বীজ হইতে শস্য বাহির করিয়া জলে সিদ্ধ করিবে অথবা তিলের ন্যায় পেষণ করিয়া তৈল গ্রহণ করিবে। এই তৈল দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক বালককে প্রয়োগ করিবে। শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরীচ ও কুড় সংযোগে এরণ্ড তৈল লেহন করিবে, পরে ঈষদুষ্ণ জল পান করিবে ইহাতে বিরেচন হয়।

এরণ্ড তৈল দ্বিগুণ ত্রিফলার (হরীতকী, আমলকী, বহেড়া) ক্বাথের সহিত কিম্বা দুগ্ধ বা মাংসের যূষের সহিত পান করাইয়া বিরেচন করাইবে। এই বিরেচক ঔষধ বালক, বৃদ্ধ, ক্ষত, ক্ষীণ এবং সুকুমারদিগকেও প্রয়োগ করা যায়। হে সুশ্রুত! বিরেচক ফলসমূহের প্রস্তুত প্রণালী বলা হইল॥ ১৪॥

সংপ্রতি বিরেচক ক্ষীরসমূহের প্রস্তুতপ্রণালী বলিতেছি; শ্রবণ কর। তীক্ষ্ণ বিরেচকের মধ্যে সীজের ক্ষীর প্রধানতম, কিম্পিল্লী

সীজের ক্ষীর যদি মূর্খ চিকিৎসককর্ত্তৃক প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে বিষের ন্যায় প্রাণবিনাশ করে। এবং যদি বিজ্ঞ চিকিৎসককর্ত্তৃক প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই অতিশয় সঞ্চিত দোষ সমূহ এবং রোগ সমূহ বিনষ্ট হয়। মহৎ পঞ্চমূল এবং বৃহতী ও কণ্টকারী এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ পৃথকরূপে গ্রহণ করিবে, পরে ঐ সমূহের এক একটী ক্বাথের সমান সীজের ক্ষীর গ্রহণ করত ... সীজের ক্ষীরে ঐ ক্বাথ শোষণ করিবে, পরে পূর্ব্বের ন্যায় অম্লবর্গের দ্বারা বদরী (কুল) প্রমাণ সেবন করিবে। মহা বৃক্ষের ক্ষীর ও যবের তণ্ডুল দ্বারা যবাগূ প্রস্তুত করিয়া কিংবা গুড়ের দ্বারা মোদক প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে অতি সত্বরই বিরেচন হয়। সীজের ক্ষীর এবং চিনি ও ঘৃত এই কয়েকটী দ্বারা লেহ প্রস্তুত করিয়া লেহন করিবে। লবণযুক্ত পিপ্পলী ও গজপিপ্পলীকে সীজের ক্ষীর দ্বারা ভাবনা দিবে, পরে গুটীকার ন্যায় করিয়া সেবন করিবে কিংবা কোমল গুড় চূর্ণ সীজের ক্ষীর দ্বারা ভাবিত করিয়া গুটীকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে ॥ ১৫ ॥

পারুল, শঙ্খিনী, দন্তী, তেউড়ী, আরগ্বধ, (সোঁদাল) এই কয়েকটী দ্রব্য এক সপ্তাহকাল গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে ঐরূপ সীজের ক্ষীরে ভিজাইয়া রাখিবে, পরে উহাকে চূর্ণ করতঃ মাল্য ও বস্ত্র প্রভৃতিতে বিকীর্ণ করিয়া অর্থাৎ ছড়াইয়া দিবে। ঐ মাল্য কিংবা বস্ত্র আঘ্রাণ করিলে বা উহার দ্বারা শরীর আবৃত করিয়া রাখিলে মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তিদিগের উত্তমরূপ বিরেচন হয়। বিরেচক ক্ষীর, ত্বক্‌, ফল ও মূল প্রভৃতির প্রস্তুত প্রণালী এবং প্রয়োগ প্রণালী বলা হইল, রোগসমূহের অবস্থা দর্শন করিয়া যথোপযুক্তরূপে ইহাদিগকে প্রয়োগ করিবে। তেউড়ী, ত্রিফলা, দারুচিনি, বিড়ঙ্গ পিপ্পলী ও যবক্ষার এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ১২ মাষা, একত্রে গ্রহণ করিয়া ঘৃত এবং মধুদ্বারা মিশ্রিত করিয়া লেহন করিবে কিম্বা গুড়ের দ্বারা মোদক প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে। এই বিরেচন সকল বিরেচন অপেক্ষা

শ্রেষ্ঠ, এবং ইহাতে গুল্ম, প্লীহা, উদর, কাস, হলীমক, অরুচি এবং শ্লেষ্মজনিত অন্যান্য ব্যাধি বিনষ্ট হয়। বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক এই সকল বিরেচক ঔষধ ঘৃত, তৈল, দুগ্ধ, মদ্য, মূত্র এবং রস প্রভৃতির দ্বারা লেহ প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিতে দিবে। ক্ষীর, রস, কল্ক, শৃতকষায়, শীত-কষায় ও চূর্ণ এই ছয়টী কল্প উত্তরোত্তর লঘু বলিয়া জানিবে ॥ ১৬ ॥

ইতি চতুশ্চত্বারিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশদধ্যায়।

অনন্তর আমরা দ্রবদ্রব্যবিধি নামক অধ্যায়ের ব্যাখ্যা করিব।

আকাশ হইতে যে জল পতিত হয়, তাহার কোন রসের নির্দ্দিষ্ট নাই, কিন্তু অমৃততুল্য, জীবনীয়, তৃপ্তিকারক, ধারক, আশ্বাসজনক, শ্রমহর এবং ক্লম, পিপাসা, মত্ততা, মূর্চ্ছা, তন্দ্রা, নিদ্রা ও দাহ প্রভৃতির শান্তিকর এবং একান্ত হিতকর, সেই জল পৃথিবীতে পতিত হইয়া নদী, নদ, সরোবর, পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা, কূপ, ক্ষুদ্রকূপ, প্রস্রবণ, উদ্ভিদ (নিম্ন স্থান হইতে ঊর্দ্ধদিগে উত্থিত জল) বৃহৎ কূপ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় প্রভৃতি স্থানে অবস্থিতি করিলে নানাপ্রকার রস প্রাপ্ত হয় ॥১॥

তন্মধ্যে কোন কোন পণ্ডিতেরা বলেন যে, লোহিত, কপিল, পাণ্ডু, পীত, নীল এবং শুক্ল প্রভৃতি বর্ণবিশিষ্ট ভূমিতে ঐ জল পতিত হইলে উহাতে মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত এবং কষায় প্রভৃতি রস জন্মে। একথা সঙ্গত নয়, কারণ পৃথিবী, জল, অগ্নি প্রভৃতির পরস্পর অনুপ্রবেশে জলের উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট রস জন্মিয়া থাকে, যথা—ভূমিতে পার্থিবগুণ অধিক পরিমাণে থাকিলে সেই ভূমির জল অম্ল ও লবণ রসবিশিষ্ট হয়। এবং ভূমিতে অধিক পরিমাণে জলীয় গুণ থাকিলে

তাহার জল মধুর রসবিশিষ্ট হয়, কিংবা অধিক পরিমাণে আগ্নেয় গুণ থাকিলে জল কটু ও তিক্তরসবিশিষ্ট হয়, অথবা অধিক পরিমাণে বায়ুর গুণ থাকিলে জল কষায়রস হয় ও আকাশের গুণ অধিক পরিমাণে থাকিলে জলের অব্যক্তরস হয়। কারণ আকাশের অব্যক্তরস। কোন প্রকার রস জানা যায় না বলিয়াই আন্তরিক্ষ জলের অভাবে ঐ জলই পান করা বিধেয়॥ ২॥

আন্তরীক্ষ জল চারি প্রকার যথা ধার, কার, তৌষার ও হৈম। এই চতুর্ব্বিধ জলের মধ্যে ধার জলই প্রধান। ইহাই আবার লঘুত্বপ্রযুক্ত দুই প্রকার। গাঙ্গ এবং সামুদ্র। গাঙ্গ জল প্রায়ই আশ্বিনমাসে বর্ষণ হইয়া থাকে। এই সময় এই দুই প্রকার জল পরীক্ষা করিবে। অকুথিত ও অবিদগ্ধ শালিতণ্ডুলের অন্ন পিণ্ডাকার করিয়া রূপার পাত্রে বর্ষার সময় মুহূর্ত্তকাল বাহিরে রাখিবে, এই সময়ের মধ্যে যদি ঐ অন্ন অবিকৃত ভাবে থাকে, তাহা হইলে গাঙ্গজল বর্ষণ হইতেছে বলিয়া জানিবে, আর যদি ঐ অন্নের বর্ণ অন্যরূপ এবং দ্রবীভূত ও ক্লিন্ন হয়, তাহা হইলে সামুদ্র জল বর্ষণ হইতেছে বলিয়া জানিবে। এই জলও উপাদেয় নহে। সামুদ্র জলও আশ্বিন মাসে গ্রহণ করিলে গাঙ্গ জলের ন্যায় গুণবিশিষ্ট হয়। গাঙ্গজলই প্রধান। এই জল আশ্বিন মাসে গ্রহণ করিয়া পবিত্র শুক্লবর্ণ এবং বিস্তৃত বস্ত্রের একদেশ হইতে ক্ষরিত, অথবা হর্ম্ম্য হইতে পতিত অবস্থায় অন্য এক পবিত্র পাত্রে গ্রহণ করিয়া স্বর্ণ, রৌপ্য কিম্বা মৃণ্ময় পাত্রে ইহা রাখিয়া দিবে, পরে এই জলই সকল সময়ে ব্যবহার করিবে। এই জলের অভাবে আকাশগুণবহুল ভূমিস্থিত জল পান করিবে। সেই ভূমিস্থিত জল আবার সপ্ত প্রকার, যথা—কূপজল, নদীজল, সরোবরের জল, পুষ্করিণীর জল, প্রস্রবণ জল, ঔদ্ভিদ জল, (মৃত্তিকা হইতে নিঃসৃত জল) এবং ক্ষুদ্র কূপের জল। এই সকলের মধ্যে বর্ষাকালে আন্তরীক্ষ ও ঔদ্ভিদ জল পান করিবে। এই জল অতিশয় উপকারী। শরৎকালে সকল জলই নির্ম্মল থাকে, সুতরাং সকল জলই পান করা যায়। হেমন্তকালে সরো-

বরের এবং পুষ্করিণীর জল পান করিবে। বসন্তকালে কূপের জল এবং প্রস্রবণের জল পান করিবে, গ্রীষ্মকালেও এই জলই পান করিবে। বর্ষাকালে ক্ষুদ্র কূপের জল পান করিবে এবং বর্ষার জল নূতন না হইলে তাহাও পান করা যায় ॥ ৩ ॥

বিষাক্ত কীট, মূত্র, পুরীষ (বিষ্ঠা) ডিম্ব, শব এবং তৃণ ও পত্র প্রভৃতি দ্বারা দূষিত বর্ষাকালীয় নূতন জলে যে ব্যক্তি অবগাহন করে, কিম্বা ঐ জল পান করে, সে ব্যক্তি অতি শীঘ্রই বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক নানাবিধ রোগে পীড়িত হয় ॥ ৪ ॥

যে জল শৈবাল, কর্দ্দম, হট, (জলজাত যে লতার মূল মাটিতে না থাকে) তৃণ ও পদ্মপত্র প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছাদিত এবং চন্দ্র ও সূর্য্যের আলোক ও বায়ুর দ্বারা সেবিত না হয়, অথচ গন্ধ, বর্ণ ও রসবিশিষ্ট, সেই জল ব্যাপন্ন বলিয়া জানিবে। এই জলের স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বীর্য্য ও বিপাক এই ছয় প্রকার দোষ জন্মে বলিয়া জানিবে। এই সকলের মধ্যে খরতা, পিচ্ছিলতা, উষ্ণতা ও দন্ত-গ্রাহিতা প্রভৃতি জলের স্পর্শদোষ; কর্দ্দম, সিকতা, শৈবাল এবং নানাবিধবর্ণ প্রভৃতি রূপদোষ; মধুর, অম্ল প্রভৃতি কোন প্রকার আস্বাদই রসদোষ; কোন প্রকার অনিষ্টকর গন্ধই গন্ধদোষ; যে জল পান করিলে তৃষ্ণা, গুরুতা, শূল ও কফপ্রসেক প্রভৃতি জন্মে, সেই জলকে বীর্য্যদূষিত বলিয়া জানিবে। যে জল পান করিলে অধিক বিলম্বে পরিপাক হয় কিম্বা পেটভার হইয়া থাকে, সেইটী জলের বিপাকদোষ বলিয়া জানিবে। এই সকল দোষ আন্তরীক্ষ জলে নাই। জলদূষিত হইলে অগ্নি দ্বারা কিম্বা সূর্য্যাতপে সিদ্ধ করিবে কিম্বা অত্যুষ্ণ লৌহপিণ্ড, বালুকা বা মৃৎপিণ্ড ঐ জলে নিক্ষেপ করিয়া শীতল করিবে। নাগকেশর, চম্পক, (চাঁপাফুল) পদ্ম ও পাটলপুষ্প প্রভৃতি দ্বারা ঐ জল সুবাসিত করিবে ॥ ৫ ॥

সুবর্ণনির্ম্মিতপাত্রে, রৌপ্যপাত্রে, তাম্রপাত্রে, কাংস্যপাত্রে, মণিময় পাত্রে কিম্বা পুষ্পশোভিত মৃৎপাত্রে সুগন্ধি জল পান

করিবে। বিকৃত জল এবং যে ঋতুতে যে জলের বিধান করা হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্য জল পরিত্যাগ করিবে। এই জল পান করিলে দোষ জন্মে বলিয়াই এই জল পান করা বিধেয় নহে। বিকৃত জল এবং পূর্ব্বোক্ত অশোধিত জল, শোধিত না করিয়া পান করিলে, শোথ, পাণ্ডুরোগ, ত্বক্ দোষ, অজীর্ণতা, শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, শূল, গুল্ম, উদররোগ এবং অন্যান্য নানাবিধ ব্যাধি অতি শীঘ্রই জন্মে॥ ৬॥

কলুষিত জল সংশোধন করিবার উপায় সপ্ত প্রকার যথা,—কতকফল, (নির্ম্মলফল), গোমেদক (ধাতুবিশেষ), মৃণালের মূল, শৈবাল মূল, মুক্তা এবং মণি প্রভৃতি নিক্ষেপণ দ্রব্য পাঁচ প্রকার, যথা—ফলক, ত্র্যস্টক, মুঞ্জবলয়, উদক, মঞ্জিকা এবং শিক্য। শীতলকর দ্রব্য সপ্ত প্রকার, যথা—প্রবাহিত বায়ুতে রাখা, জলপ্রক্ষেপণ, যষ্টিকা ভ্রামণ (জলের মধ্যে যষ্টিকা আবর্ত্তন) বাতাস করা, কাপড়ে ছাঁকা, বালুকা প্রক্ষেপণ, শিকায় ঝুলাইয়া রাখা ইত্যাদি। গন্ধরহিত, রসরহিত, তৃষ্ণাহর, পবিত্র, শীতল, নির্ম্মল, লঘু এবং মুখপ্রিয়, এই সকল জলের গুণ॥ ৭॥

পশ্চিমদিক্ বাহিনী নদীর জল লঘুত্বপ্রযুক্ত পান করিবার পক্ষে প্রশস্ত। পূর্ব্বদিক্ বাহিনী নদীর জল গুরুত্বপ্রযুক্ত পান করা অবিধেয়। দক্ষিণদিক্ বাহিনী নদীর জল সাধারণত্বপ্রযুক্ত অতিশয় দূষিত নহে। সহ্যপর্ব্বতসম্ভূত নদীর জল পান করিলে কুষ্ঠরোগ জন্মে। বিন্ধ্যপর্ব্বতসম্ভূত নদীর জল পান করিলে কুষ্ঠ এবং পাণ্ডুরোগ জন্মে। মলয়পর্ব্বতসম্ভূত নদীর জল পান করিলে কৃমিরোগ জন্মে। মহেন্দ্রপর্ব্বতসম্ভূত নদীর জল সেবনে শ্লীপদ (গোদ) ও উদররোগ জন্মে। হিমালয়সম্ভূত নদীর জল সেবনে হৃদ্রোগ, শ্বয়থু (শোথ) শিরোরোগ, শ্লীপদ (গোদ) গলগণ্ড এবং পূর্ব্বদিক্ (অবন্তী ও উজ্জয়িনী প্রভৃতি দেশ) জাত ও পশ্চিমদিক্‌জাত নদীর জল পান করিলে অর্শরোগ জন্মে। পারিপাত্র পর্ব্বতজাত নদীর জল বলকারী এবং নানাবিধ ব্যাধিবিনাশক। সুতরাং এই জলই পানের পক্ষে প্রশস্ত॥ ৮॥

বেগবতী নদীর জল এবং নির্ম্মল জল লঘু, মন্দগামী জলে শৈবাল জন্মিয়া জলকে কলুষিত করিলে জল গুরু হয়, মরুভূমিতে প্রবাহিত নদীর জল তিক্ত ও লবণরসযুক্ত এবং ঈষৎ কষায় ও মধুররস এবং লঘু ও বলকারক। সকল ভৌম জলই প্রাতঃকালে গ্রহণ করিবে, যেহেতু ঐ সময় জল অতিশয় নির্ম্মল ও শীতল থাকে, এবং ইহাই জলের বিশেষ গুণ॥ ৯॥

যে জলে সমস্ত দিবস সূর্য্যকিরণ এবং রাত্রিকালে চন্দ্রকিরণ পতিত হয়, সেই জল আকাশ পতিত জলের ন্যায় অরুক্ষ ও অনভিষ্যন্দি। উত্তম পাত্রে গৃহীত বৃষ্টির জল ত্রিদোষহর, বলকারক, রসায়ন ও মেধাজনক হয় এবং পাত্রবিশেষে রাখিলে অধিক গুণবিশিষ্ট এবং রক্ষোঘ্ন (রাক্ষসভয়হর) শীতল, সুখজনক হয় এবং জ্বর, দাহ ও বিষদোষবিনাশ করে। চন্দ্রকান্তমণি-প্রস্রুত জল পিত্তনাশক এবং নির্ম্মল। মূর্চ্ছারোগে, পিত্তরোগে, গ্রীষ্মকালে, দাহরোগে, বিষরোগে, রক্তসম্বন্ধীয় রোগসমূহে, মদাত্যয়ে, ভ্রমরোগে, অতিশয় ক্লান্ত হইলে, তমক শ্বাসে, বমনরোগে এবং উর্দ্ধগ রক্তপিত্তরোগে, শীতল জল প্রশস্ত। পার্শ্বশূলে, প্রতিশ্যায়ে, বাতরোগে, গলরোগে, আধ্মানে, মৃদুকোষ্ঠে, নূতন জ্বরে, হিক্কারোগে এবং কোন স্নেহ দ্রব্য পান করিলে শীতল জল পান পরিত্যাগ করিবে॥ ১০॥

নদীর জল বায়ুবর্দ্ধক, রুক্ষ, অগ্নিদীপক, লঘু এবং লেখনকর, মধুরসবিশিষ্ট, গাঢ়, গুরু ও কফবর্দ্ধক। সরোবরের জল পিপাসানাশক, বলকারক,কষায় ও মধুররসবিশিষ্ট এবং লঘু; তড়াগসম্বন্ধীয় জল বাতবর্দ্ধক,স্বাদু, কষায়রসবিশিষ্ট এবং কটুপাকী।

বাপীর জল বায়ু ও শ্লেষ্মনাশক, ক্ষারযুক্ত, কটু ও পিত্তবর্দ্ধক। কূপের জল, পিত্তবর্দ্ধক, ক্ষারযুক্ত, শ্লেষ্মহর, অগ্নি দীপক এবং লঘু। চণ্টুরের (ক্ষুদ্র কূপ) জল অগ্নি দীপ্তিকর, রুক্ষ, মধুররস ও কফকর। প্রস্রবণের জল শ্লেষ্মহর, অগ্নিদীপক, মুখপ্রিয় এবং লঘু। উদ্ভিদ্ জল (মৃত্তিকা হইতে উত্থিত জল) মধুররস, পিত্তের শান্তি কর এবং অবি-

দাহী (অম্লপাক না হওয়া), বৃহৎ কূপের জল-কটু, ক্ষারযুক্ত, শ্লেষ্মঘ্ন, লঘুপাক ও অগ্নিদীপক। ক্ষেত্রের জল-মধুররসবিশিষ্ট, গুরুপাকী ও দোষবর্দ্ধক। পুষ্করিণীর জলও উক্ত প্রকার গুণবিশিষ্ট, কিন্তু এই জল দোষসমূহকে অতিশয় বৃদ্ধি করে। সমুদ্রের জল-আমিশগন্ধযুক্ত, লবণ রসবিশিষ্ট এবং সকল দোষকর। আনূপভূমির জল-নানাবিধ দোষকর এবং চক্ষুরোগ জন্মায় ও পানবিষয়ে নিতান্তই গর্হিত। জাঙ্গল-ভূমির জল-এই সকল দোষরহিত, অতএব অনিন্দনীয়। সাধারণ ভূমির জল বিদাহপাকী, পিপাসানাশক, হর্ষবর্দ্ধক, অগ্নিদীপক, স্বাদু এবং শীতল ও লঘু। উষ্ণ জল কফ, মেদ ও বায়ুনাশক, অগ্নিদীপ্তিকর, বস্তিশোধক এবং শ্বাস, কাস ও জ্বরনাশক, এই নিমিত্ত সর্ব্বদা উষ্ণ জল পথ্য। জল সিদ্ধ করিবার সময় যখন দেখিবে জলের বেগ কমিয়া আসিয়াছে, ফেণারহিত ও নির্ম্মল হইয়াছে এবং চার ভাগের একভাগ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তখন জল লঘু ও বিশেষ গুণশালী হইয়াছে বলিয়া জানিবে। কিন্তু উষ্ণ জল, বাসী হইলে কদাচিৎও পান করিবে না। ঐ জল অম্লরস হইয়া কফ বমন করায়, অতএব এই জল পিপাসাতুর ব্যক্তির পক্ষে হিতকর নহে॥ ১১ ॥

মদাত্যয়রোগে, পিত্তজনিত রোগে, এবং সন্নিপাতজন্য রোগে উষ্ণ জল শীতল করিয়া পান করিবে। নারিকেল জল-স্নিগ্ধ, স্বাদু, শীতল, মুখপ্রিয়, অগ্নিদীপক, বস্তিশোধক, বৃষ্য, তেজস্কর এবং পিত্ত-জনিত পিপাসানাশক ও গুরুপাকী। এতদ্ভিন্ন দাহ, অতিসার, রক্ত-পিত্ত, মূর্চ্ছা, মদাত্যয়, বিষরোগ, তৃষ্ণা, ছর্দ্দি এবং ভ্রমরোগে উষ্ণ জল শীতল করিয়া পান করা কর্ত্তব্য। অপর অরুচি, প্রতিশ্যায়, কফস্রাব, শোথ, ক্ষয়, অগ্নিমান্দ্য, উদররোগ, কুষ্ঠ, জ্বর, চক্ষুরোগ, ব্রণ এবং মধুমেহ প্রভৃতি রোগে জল খুব অল্প মাত্রায় ব্যবহার করিবে॥ ১২ ॥

ইতি জলবর্গ।

অথ দুগ্ধবর্গ।

গো, ছাগী, উষ্ট্রী, মেষী, মহিষী, অশ্বা, নারী, হস্তিনী প্রভৃতির

দুগ্ধ গুরু, মধুররস, পিচ্ছিল, শীতল, স্নিগ্ধ, শ্লক্ষ্ণ, সারক এবং মৃদু। দুগ্ধ সকল প্রাণীর সাত্ম্য বলিয়াই দুগ্ধকে ক্ষীর বলে॥ ১৩॥

সকল প্রকার দুগ্ধই সমস্ত প্রাণীর পক্ষে হিতকর। দুগ্ধ স্বভাবত সাত্ম্য বলিয়া কোন প্রকার দুগ্ধপান করিবার পক্ষে নিষেধ নাই। বায়ু পিত্ত এবং রক্ত সম্বন্ধীয় পীড়ায় ও মানসিক ব্যাধিসমূহে দুগ্ধপান বিরুদ্ধ নহে। দুগ্ধ জীর্ণ জ্বর, কাস, শ্বাস, শোষ, ক্ষয়, গুল্ম উন্মাদ, উদর, মূর্চ্ছা, ভ্রম, মত্ততা, দাহ, পিপাসা, হৃদ্রোগ, বস্তিরোগ, পাণ্ডু-রোগ, গ্রহণী, অর্শ, শূল, উদাবর্ত্ত, অতিসার, প্রবাহিকা, যোনিরোগ, গর্ভস্রাব, রক্তপিত্ত, শ্রম ও ক্লম প্রভৃতির শান্তিকারক। পাপনাশক, বলকারক, বৃষ্য, কামেন্দ্রিয়ের উত্তেজক, রসায়ন,মেধাবর্দ্ধক, সন্ধানকর, আস্থাপক. বয়ঃস্থাপনকর, বলকারক, আয়ুষ্কর, জীবনীয় পুষ্টিকর, বমন এবং বিরেচনে তুল্যগুণকারী, ওজগুণের বর্দ্ধক এবং বালক, বৃদ্ধ, ক্ষত ও ক্ষীণ ব্যক্তি দিগের এবং ক্ষুধা, স্ত্রীসংসর্গ ও পরিশ্রমে ক্লান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে দুগ্ধপানই উৎকৃষ্ট পথ্য॥ ১৪॥

গোদুগ্ধ—অনভিষ্যন্দি, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, রসায়ন, রক্তপিত্ত-নাশক, শীতগুণবিশিষ্ট, পাকবিষয়ে এবং রসেতে মধুর, জীবনীয় ও বাতপিত্তবিনাশক। ছাগীদুগ্ধ—গো দুগ্ধের সদৃশ গুণবিশিস্ট, বিশেষতঃ শোষ রোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর, অগ্নিদাপক, লঘু-পাক, সংগ্রাহী এবং শ্বাস, কাস ও রক্তপিত্তনাশক। অজাদিগের দেহ অল্পায়ত বলিয়া এবং সর্ব্বদা কটু, তিক্ত আহার করে ও অতিরিক্ত জল পান করে না এবং পরিশ্রমকারী এই নিমিত্ত ছাগদুগ্ধ সকল ব্যাধিরই শান্তি করিয়া থাকে। উষ্ট্রী দুগ্ধ—রুক্ষ, উষ্ণ, ঈষৎ লবণ রসবিশিষ্ট, স্বাদু ও লঘু, শোথ, গুল্ম, উদর, অর্শ, কৃমি, কুষ্ঠ এবং বিষদোষ নষ্ট করিয়া থাকে, মেষী দুগ্ধ—মধুর, স্নিগ্ধ, গুরুপাক ও পিত্ত কফজনক এই দুগ্ধ একমাত্র বাতাধিক প্রকৃতির পক্ষে এবং বায়ু জন্য কাস রোগে পথ্য। মহিষ দুগ্ধ—মহাভিষ্যন্দি, মধুর রস, অগ্নিনাশক, নিদ্রাজনক, শীতলকর এবং গো দুগ্ধ হইতে

স্নিগ্ধতর। একশফ—(যাহাদের খুর দুই ভাগ করা নহে যথা অশ্বাদি) জন্তুর দুগ্ধ উষ্ণ, বলকারক, বাতরোগের শান্তিকর, মধুর ও অম্ল রস, রুক্ষ, লঘু এবং ঈষৎ লবণরস। নারী দুগ্ধ—মধুর ও কষায়রস, হিম, জীবনীয়, লঘু এবং অগ্নিদীপক ॥ ১৫ ॥

হস্তিনী দুগ্ধ—মধুর, বৃষ্য, পশ্চাৎ কষায় রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, স্থৈর্য্যকারক, শীতল, চক্ষুর হিতকর ও বলবর্দ্ধক। রাত্রিকালে সোম-গুণত্বপ্রযুক্ত এবং ব্যায়ামের অভাব বশতঃ প্রভাতকালীয় দুগ্ধ, গুরু ও বিষ্টম্ভী এবং শীতল গুণবিশিষ্ট। দিবসে সূর্য্যের উত্তাপে সন্তাপিত হওয়ায় এবং ব্যায়াম ও বায়ু সেবন প্রযুক্ত দিবসের শেষ ভাগের দুগ্ধ বায়ুর অনুলোম কর, শ্রান্তিহর এবং চক্ষুর হিতকর। কাঁচা দুগ্ধ প্রায়ই চক্ষু রোগকারী ও গুরু বলিয়া জানিবে। দুগ্ধ অগ্নিতে সিদ্ধ করিলে ঐ দুগ্ধে চক্ষু রোগ জন্মায় না এবং লঘুপাক। স্ত্রীদুগ্ধ কাঁচাই হিতকর এবং কাঁচা দুগ্ধের মধ্যে দোহন করিবার সময় যে ধারোষ্ণ দুগ্ধ, তাহাই বিশেষ হিতকর। দোহনের পর শীতল হইলে অন্য প্রকার গুণ জন্মে। সকল দুগ্ধই অতিরিক্ত সিদ্ধ হইলে গুরুপাকী ও পুষ্টিকর হয়। দুগ্ধে কোন প্রকার দুর্গন্ধ হইলে কিংবা অম্ল রস জন্মিলে কিংবা বিবর্ণ, বিরস ও লবণ রসবিশিষ্ট হইলে অথবা বিগ্রথিত (ছানার ন্যায়) হইলে দুগ্ধ পরিত্যাগ করিবে। ইতি ক্ষীরবর্গ ॥ ১৬ ॥

অথ দধিবর্গ।

মধুর, অম্ল ও অত্যম্ল ভেদে দধি ত্রিবিধ। এই ত্রিবিধ দধিই কষায়ানুরস, (পাশ্চাৎ কষায় রসবিশিষ্ট) স্নিগ্ধ ও উষ্ণ এবং পীনস, বিষমজ্বর, অতিসার, অরুচি, মূত্রকৃচ্ছ্র, কৃশতা প্রভৃতি ব্যাধিবিনাশক, তেজস্কর, বলকর ও মঙ্গলকর। মধুর রসবিশিষ্ট দধি, চক্ষু-রোগ জনক এবং কফ ও মেদ বর্দ্ধক। অম্লরস যুক্ত দধি কফ ও পিত্ত জনক এবং অত্যম্ল রসযুক্ত দধি রক্তদূষক। মন্দজাত দধি, বিদাহি এবং মল মূত্র, বায়ু, পিত্ত ও কফ বৃদ্ধি কর। গব্য দধি,—স্নিগ্ধ, মধুরপাকী,

অগ্নিদীপক, বলবৰ্দ্ধক, বাতনাশক, পবিত্র ও রুচিকর। ছাগ দধি—কফ ও পিত্ত নাশক, লঘু এবং বায়ু জন্য ক্ষয় রোগের শান্তি কর, অর্শ, শ্বাস, কাস প্রভৃতি রোগের বিশেষ হিতকর এবং অগ্নিদীপক। মহিষ-দধি—মধুরপাকী, তেজস্কর, বায়ু ও পিত্তের প্রসন্নকর, শ্লেষ্মবৰ্দ্ধক এবং স্নিগ্ধ। উষ্ট্র দধি—কটুপাকী, ক্ষারযুক্ত, গুরু ও ভেদকর এবং বায়ু জনিত অর্শ, কুষ্ঠ, কৃমি ও উদরীরোগ বিনাশ করিয়া থাকে।

মেষদধি,—শ্লেষ্মা বায়ু ও অর্শের প্রকোপ কর, মধুরপাকী, চক্ষু-রোগ কর এবং দোষসমূহের বৰ্দ্ধক। ঘোটকীর দধি—অগ্নিদীপক, চক্ষুর অহিত কর, বাতবৰ্দ্ধক, রুক্ষ, উষ্ণ, কষায় এবং কফ ও মূত্র বিনাশক। নারী দধি,—স্নিগ্ধ, মধুরপাকী, বলকারক, তৃপ্তিকর, গুরু, চক্ষুর হিতকর এবং দোষ নাশক। হস্তিনীর দধি—লঘুপাকী, শ্লেষ্মনাশক, উষ্ণবীর্য্য এবং অগ্নিমান্দ্যকর, কষায় রস ও মল-বৰ্দ্ধক ॥১৭॥

পৃথক্ পৃথক্ রূপে যে সকল দধির কথা বলা হইল, তন্মধ্যে গব্য দধিই সকলের শ্রেষ্ঠ। বস্ত্র দ্বারা ছাকা দধি বাতনাশক, কফকর, স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকর এবং ভোজনীয় দ্রব্যে রুচিকর, কিন্তু পিত্ত জন্মায় না। গরম দুগ্ধ হইতে যে দধি জন্মে,সেই দধি বিশেষ গুণকর বায়ু ও পিত্ত নাশক, রুচিকর এবং ধাতু, অগ্নি ও বলবৰ্দ্ধক, দধির উপরস্থ সর গুরুপাকী, রস্য, বায়ুনাশক, অগ্নিদীপক এবং কফ ও শুক্রবৰ্দ্ধক। অসার দধি (স্নেহভাগ শূন্য) রুক্ষ, মল রোধক, বিষ্টম্ভক, বাতবৰ্দ্ধক, অগ্নিদীপক, লঘু, কষায়-রসযুক্ত ও রুচিজনক। শরৎ, গ্রীষ্ম ও বসন্ত ঋতুতে দধি প্রায়ই অহিত কর। হেমন্ত, শীত ও বর্ষাকালে দধি প্রশস্ত। মস্তু (দধির মাৎ) তৃষ্ণা ও ক্লান্তি নাশক, লঘু, শরীরের দ্বাররোধক, অম্ল, কষায়, মধুর ও কফবাতনাশক এবং তেজস্কর নহে, প্রহ্লাদকর, তৃপ্তিকর, মলের ভেদক, বলকর ও রুচিকর। স্বাদু, অম্ল, অত্যম্ল,মন্দজাত, গরম দুগ্ধ-জাত,মস্তু ও অসার এই সপ্তবিধ দধি বলা হইল। মস্তু এই সপ্তবিধ দধির সমান গুণবিশিষ্ট বলিয়া জানিবে। ইতি দধিবর্গ ॥১৮॥

অথ তক্রবর্গ।

তক্র মধুর, অম্ল ও পশ্চাৎ কষায় রস এবং উষ্ণবীর্য্য, লঘু, রুক্ষ, অগ্নিদীপক, গর, শোথ, অতীসার, গ্রহণী, পাণ্ডুরোগ, অর্শ, প্লীহা, গুল্ম, অরুচি, বিষমজ্বর, তৃষ্ণা ছর্দ্দি, প্রসেক (কফ প্রসেক) শূল, মেদ, শ্লেষ্মা এবং বায়ু নাশক, মধুরপাক, মুখপ্রিয় ও মূত্রকৃচ্ছ্র এবং স্নেহপান জনিত ব্যাধিসমূহের শান্তিকর এবং তেজস্কর। দধির সঙ্গে অর্দ্ধ ভাগ জল মিশ্রিত করিয়া মন্থন দণ্ডদ্বারা স্নেহভাগ গ্রহণ করিলে যে অনতিশয় গাঢ় কিম্বা অনতিশয় দ্রব ভাগ থাকে, তাহাকে তক্র বলে, তক্র স্বাদু অম্ল ও কষায় রসবিশিষ্ট।

জল ভিন্ন মথিত দধি হইতে যদি স্নেহভাগ গ্রহণ করা না হয়, তাহা হইলে ঐ মথিত দধিকে ঘোল বলে। গ্রীষ্মকালে এবং দুর্ব্বল রোগীকে আর মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ ও রক্তপিত্তগ্রস্থ রোগীকে তক্র পান করিতে দিবে না। শীতকালে অগ্নিমান্দ্যে এবং কফ জনিত রোগ সমূহে ও শারীরিক দ্বার সমূহ রুদ্ধ হইলে ও বায়ু দূষিত হইলে তক্র পান প্রশস্ত ॥ ১৯ ॥

মধুর রসবিশিষ্ট তক্র, শ্লেষ্মাকে প্রকুপিত করে ও পিত্তকে প্রশমিত করে। অম্ল রসযুক্ত তক্র, বায়ু নাশক ও পিত্তকর। বায়ু প্রকুপিত হইলে অম্ল রসযুক্ত তক্র সৈন্ধব লবণের সহিত সেবন করিবে। পিত্ত প্রকুপিত হইলে স্বাদু রসযুক্ত তক্র চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। কফ জনিত রোগে শুঁঠ, পিপ্পলী, মরীচ ও যবক্ষার এই কয়েকটী দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। তক্রকুর্চ্চিকা (ছানা) মলমূত্ররোধক, বাতবর্দ্ধক, রুক্ষ ও অতিশয় অজীর্ণ কর।

মণ্ড, তক্র হইতেও লঘু এবং কুর্চ্চিকা অপেক্ষা নবনীত লঘুতর। কিলাট (ক্ষীর) গুরুপাক, বাতনাশক এবং পুরুষত্ব ও নিদ্রা বর্দ্ধক। পীয়ূষ (সপ্তাহ প্রসূতা গাভীর দুগ্ধ) ও মোরট, মধুর রস, পুষ্টিকর ও তেজস্কর। সদ্যোত্থিত নবনীত লঘুপাকী, কোমল, মধুর, কষায় ও

ঈষদম্ল রস, শীতল, মেধাজনক, অগ্নিদীপক, মুখপ্রিয়, মল মূত্রাদি-রোধক, পিত্ত ও বায়ু নাশক, তেজস্কর, অবিদাহি এবং ক্ষয়, কাস, শ্বাস, ব্রণ, অর্শ ও অর্দ্দিত প্রভৃতি রোগ বিনাশক, গুরু, কফ ও মেদবর্দ্ধক এবং বলকারক, পুষ্টিকর ও শোষনাশক, বিশেষত বালকদিগের পক্ষে অতিশয় প্রশস্ত। ক্ষীরোত্থিত নবনীত উৎকৃষ্ট, স্নেহ ও মাধুর্য্যযুক্ত এবং অতিশয় শীতল, কোমলতাজনক, তেজস্কর, চক্ষুর হিতকর, মলরোধক, রক্তপিত্ত ও চক্ষুরোগনাশক, প্রসন্নতাকারক। দুগ্ধের সর বায়ুনাশক, তৃপ্তিজনক, বলকারক, তেজস্কর, স্নিগ্ধ, অরুচিকর ও মধুরপাকী এবং রক্তপিত্তপ্রশমক ও গুরুপাকী। পূর্ব্বোক্ত দধি, তক্র, ঘোল ও নবনীত প্রভৃতি গব্য সম্বন্ধীয়ই সকলের শ্রেষ্ঠ। অবশিষ্ট মহিষাদির দধিজাত তক্র প্রভৃতি স্বস্ব ক্ষীর সমূহের ন্যায় বীর্য্য ও গুণবিশিষ্ট বলিয়া জানিবে। ইতি তক্রবর্গ॥ ৩০ ॥

অথ ঘৃতবর্গ।

ঘৃত সৌম্য, শীতবীর্য্য, কোমল, মধুর রস, অল্পাভিষ্যন্দি, স্নিগ্ধ, এবং উদাবর্ত্ত, উন্মাদ, অপস্মার, শূল, জ্বর, আনাহ (বন্ধনবৎ পীড়া) বায়ু ও পিত্তের শান্তিকর, অগ্নিদীপক, স্মরণশক্তি, বুদ্ধি, মেধা, কান্তি, স্বর, লাবণ্য, কোমলতা, ওজ, তেজ এবং বলকর, আয়ুর্বর্দ্ধক, তেজস্কর, মেধাজনক, বয়ঃস্থাপক (জরাগ্রস্থ না হওয়া) গুরু, চক্ষুর হিতকর, শ্লেষ্মা বর্দ্ধক এবং পাপ ও অলক্ষীর শান্তি কর, বিষদোষ ও রাক্ষস-নাশক ॥ ৩১ ॥

গব্য ঘৃত মধুরপাকী, শীতল, বায়ু, পিত্ত ও বিষদোষ নাশক, চক্ষুর হিতকর, এবং বলকারক। সকল ঘৃত অপেক্ষা গব্য ঘৃতই শ্রেষ্ঠ। ছাগ ঘৃত অগ্নিদীপক, চক্ষুর হিতকর, বলবর্দ্ধক, এবং কাস, শ্বাস, ক্ষয় প্রভৃতি রোগে উৎকৃষ্ট পথ্য ও লঘুপাকী। মাহিষ ঘৃত—মধুর রস, রক্তপিত্তনাশক, গুরুপাক, কফ বর্দ্ধক, বায়ু ও পিত্তের শান্তিকর এবং সুশীতল। উষ্ট্র ঘৃত—কটুরস ও কটুপাকী, শোথ, কৃমি এবং বিষদোষ নাশক, অগ্নিদীপক, কফ, বায়ু, কুষ্ঠ, গুল্ম এবং উদর

রোগ নাশক। আবিক ঘৃত—লঘুপাক, পিত্তের অপ্রকোপকারী এবং কফে, বাতে, যোনিদোষে, শোষরোগে এবং কম্পে হিতকর। এক-শফ ঘৃত—লঘুপাক, উষ্ণবীর্য্য, কষায়, কফনাশক, অগ্নিদীপক এবং মূত্ররোধক। নারী দুগ্ধের ঘৃত—চক্ষুর হিতকর, অমৃত তুল্য এবং দেহ ও অগ্নির বর্দ্ধক, লঘুপাক ও বিষদোষ নাশক। হস্তিনীর ঘৃত—কষায় রস, মলমূত্র রোধক, তিক্ত ও অগ্নিকর, লঘুপাক, কফ, কুষ্ঠ এবং কৃমিনাশক। ক্ষীর ঘৃত—মলরোধক এবং রক্তপিত্ত, ভ্রম, বিষ ও মূর্চ্ছার শান্তিকর ও চক্ষুরোগের হিতকর। ঘৃতমণ্ড মধুররস, সারক এবং যোনিশূল, কর্ণশূল, চক্ষুশূল ও শিরঃশূল বিনাশক। এই সকল ঘৃতাদি বস্তিক্রিয়া নস্য ও চক্ষুপূরণে প্রশস্ত। পুরাতন ঘৃত-সারক, কটুপাক, ত্রিদোষহর এবং মূর্চ্ছা, মেদ, উন্মাদ, উদর, জ্বর, গর, শোথ, অপস্মার, যোনিশূল, কর্ণশূল, চক্ষুশূল এবং শিরঃশূল প্রভৃতির বিনাশক ও অগ্নিদীপক। ইহা বস্তিক্রিয়া, নস্য ও অক্ষিপূরণে প্রশস্ত। পুরাতন ঘৃত—তিমিররোগ, শ্বাস, পীনস, জ্বর, ও কাস নাশক এবং মূর্চ্ছা, কুষ্ঠ, বিষ, উন্মাদ, গ্রহ ও অপস্মার বিনাশক। একাদশ শত-বৎসরের ঘৃতকে কুম্ভসর্পি বলে। এই ঘৃত রাক্ষসনাশক। ইহা হইতে অধিক কালের হইলে মহা ঘৃত বলে, মহাঘৃত কফনাশক এবং বাত-প্রধান ব্যক্তির পানীয়। এই ঘৃত বলকারক, পবিত্র, মেধাজনক ও বিশেষত তিমির রোগ নাশক এবং সকল প্রাণীর পক্ষে প্রশস্ত ॥ ৩২ ॥

অথ তৈলবর্গ। তৈল (তিল তৈল) আগ্নেয়, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, মধুর, মধুরপাক, পুষ্টিকর, তৃপ্তিকর, কামপ্রবৃত্তির উত্তেজক, সূক্ষ্ম, বিশদ, গুরু, সারক, বিকাসী, তেজস্কর; ত্বকের প্রসন্নতাকারক এবং মেধা ও শরীরের কোমলতা এবং মাংসের দৃঢ়তা সম্পাদক, চক্ষুর হিতকর, মূত্রবর্দ্ধক, লেখনকর, তিক্তরস ও পশ্চাৎ কষায় রস, পাচক, বায়ু ও কফ নাশক, কৃমিঘ্ন, উষ্ণ, পিত্তজনক, যোনিশূল এবং শিরঃশূল ও কর্ণশূলপ্রশমক, গর্ভাশয়ের শোধক এবং ছিন্ন, ভিন্ন, বিদ্ধ, উৎপিষ্ট, চ্যুত, মথিত, ক্ষত, পিচ্চিত, ভগ্ন, স্ফুটিত, ক্ষারদগ্ধ, অগ্নিদগ্ধ, বিশ্লিষ্ট, দারিত, অভিহত,

ভুর্ভগ্ন, মুগ ও ব্যালাদি কর্ত্তৃক দষ্ট প্রভৃতি স্থলে তিল তৈল প্রশস্ত। বস্তিক্রিয়া ও পান, নস্য, কর্ণপূরণ ও চক্ষুপূরণ প্রভৃতিতে এবং অন্ন-পান বিধিতে বায়ু শান্তি করিবার জন্য তিল তৈল প্রয়োগ করিবে ॥৩৩॥

এরণ্ড তৈল,—মধুর, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, অগ্নিদীপক, কটুরস ও পশ্চাৎ কষায়রস, সূক্ষ্ম, দ্বারশোধক, ত্বকের হিতকর, তেজস্কর, মধুরবিপাক, বয়ঃস্থাপনকর, যোনি ও শুক্রশোধক এবং আরোগ্য, মেধা,কান্তি, স্মৃতি ও বলকারক, বায়ু কফ এবং অধোভাগস্থ দোষহর। নিম্ব, অতসী, কুসুম্ভ, মূলক, দেবদারু, বোযাফল, অর্ক, কম্পিল্লক, হস্তিকর্ণ, পৃথ্বিকা, (বড়এলাচি) পিলু, করঞ্জ, ইঙ্গুদী, শিগ্রু, সর্ষপ, তিসী, বিড়ঙ্গ, জ্যোতিষ্মতি এই সকল ফলের তৈল তীক্ষ্ণ, লঘু, অনুষ্ণ বীর্য্য, কটুরস ও কটু বিপাক, সারক এবং বায়ু, কফ, কৃমি, কুষ্ঠ, প্রমেহ ও শির-রোগের শান্তিকর। শণবীজের তৈল—বাতঘ্ন, মধুর ও বলকারক, কটু-পাক, চক্ষুর অহিতকর, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, গুরুপাকী, এবং পিত্তবর্দ্ধক। সার্ষপ তৈল, কৃমি, কণ্ডু ও কুষ্ঠ নাশক, লঘু, কফ, মেদ ও বাতঘ্ন, লেখনকর, কটু এবং অগ্নিদীপক, ইঙ্গুদীতৈল, কৃমিঘ্ন, ঈষৎ তিক্ত ও লঘু এবং কুষ্ঠ, কৃমি, দৃষ্টিশক্তি, শুক্র এবং বলনাশক। কুসুম্ভ তৈল—কটুপাক, সকল দোষকর ও রক্তপিত্তকর এবং তীক্ষ্ণ, চক্ষুর অহিতকর ও বিদাহী ॥ ৩৪ ॥

কিরাততিক্তক, (চিরেতা) অতিমুক্তক (তিনিশ) বিভী-তক, (বহেড়া) নারিকেল, কোল, (কুল) পীলু, জীবন্তী, পিয়াল, কর্ব্বুদার, সূর্য্যবল্লী, ত্রপুষ, এর্ব্বারুক এবং কর্কারুক, কুষ্মাণ্ড-প্রভৃতির তৈল, মধুর রস, মধুর-বীর্য্য ও মধুর পাক, বায়ু ও পিত্তের শান্তিকর, শীতবীর্য্য, চক্ষুর অহিতকর ও মল মূত্রজনক এবং অগ্নিমান্দ্যকারক। মধুক, গাম্ভারী ও পলাশের তৈল, মধুর ও কষায় এবং কফ ও পিত্তের শান্তিকর। তুবরক, ও ভল্লাতকের তৈল, উষ্ণবীর্য্য ও মধুর, কষায় এবং পশ্চাৎ তিক্তরস, ও বাত, কফ, কুষ্ঠ, মেদ, প্রমেহ, এবং কৃমিনাশক, ঊর্দ্ধ ভাগস্থ এবং অধোভাগস্থ দোষহর। সরলকাষ্ঠ,

দেবদারু, গণ্ডীর, শিংশপা ও অগুরু প্রভৃতির সারের তৈল-তিক্ত, কটু ও কষায়, দূষিত ব্রণেরশোধক, কৃমি, কফ, কুষ্ঠ এবং বাতনাশক। তুম্বী, কোশাম্র, দন্তী, দ্রবন্তী, শ্যামা, সপ্তলা, নীলিকা, কম্পিল্লক ও শঙ্খিনী প্রভৃতির তৈল তিক্ত, কটু, কষায় এবং অধোভাগস্থ দোষনাশক, কৃমি, কফ, কুষ্ঠ ও বাতনাশক এবং দূষিত ব্রণশোধক, যবতিক্ত তৈল—সকল দোষের শান্তিকর, কিঞ্চিৎ তিক্ত ও অগ্নিদীপক, লেখনকর, মেধাজনক, পথ্য এবং রসায়ন।

এরৈকেষিকা তৈল।—মধুর, অতিশয় শীতল, পিত্তনাশক, বাত-প্রকোপক, এবং শ্লেষ্মবর্দ্ধক ॥ ৩৫ ॥

আম্র তৈল—কিঞ্চিৎ তিক্ত, অতিশয় সুগন্ধি, বায়ু ও কফ নাশক, রুক্ষ, মধুর, কষায় এবং রসের ন্যায় অতিশয় পিত্তকর নহে। যে সকল ফলজাত তৈল উক্ত হইল, সেই সকল তৈলের গুণ ও কর্ম্ম অবগত হইয়া তত্তৎফলের উপকারিতা জ্ঞাত হইবে। যে সকল স্থাবরদ্রব্যের তৈল জন্মে, তাহা সংক্ষেপে বলা হইল। ঐ সকল তৈল, তিল তৈলের ন্যায় বায়ুর শান্তিকর। সকল প্রকার তৈলের মধ্যে তিল তৈল প্রশস্ত। তৈলের ন্যায় কার্য্যকারী ও গুণশালী বলিয়াই অপরাপরের তৈলত্ব বলা হইল। গ্রাম্য, আনূপ, ও জলচর প্রভৃতির বসা, মেদ ও মজ্জা—গুরু, উষ্ণ, মধুর এবং বাতঘ্ন। জাঙ্গল, একশফ এবং ক্রব্যাদ (মাংসভোজী) পশুদিগের মেদ ও মজ্জা প্রভৃতি লঘু, শীতল, কষায়, এবং রক্তপিত্তনাশক। সাধারণ পক্ষীর বসা মজ্জা প্রভৃতিও উত্তরোত্তর গুরুপাক এবং বাতঘ্ন। ইতি তৈলবর্গ ॥ ৩৬ ॥

অথ মধুবর্গ।

মধু—মধুর, পশ্চাৎ কষায় রস, রুক্ষ, শীতল, অগ্নিদীপক, বলও বর্ণকর, লঘু, কান্তিকর, লেখনকর, মুখপ্রিয়, সন্ধানকর, শোধক, রোপণকর, বাজীকরণ (রতিশক্তি বর্দ্ধক) সংগ্রাহী, চক্ষুর প্রসন্নতাকর, সূক্ষ্মপথগামী, পিত্ত, শ্লেষ্মা, মেদ, প্রমেহ, হিক্কা, শ্বাস, কাস, অতিসার, সর্দ্দি, তৃষ্ণা,

কৃমি এবং বিষদোষ শান্তিকর, আহ্লাদজনক, ত্রিদোষনাশক এবং লঘুত্বপ্রযুক্ত কফনাশক। পৈচ্ছিল এবং মাধুর্য্য ও কষায়রসপ্রযুক্ত বায়ু ও পিত্তনাশক। পৌত্তিক, ভ্রামর ক্ষৌদ্র, মাক্ষিক, ছাত্র, আর্ঘ্য, ঔদ্দালক ও দাল প্রভৃতি ভেদে মধু অষ্ট প্রকার। এই সকলের মধ্যে পৌত্তিক মধু বিশেষ রুক্ষ, ও উষ্ণ এবং বিষের সহিত সম্পর্কথাকা-প্রযুক্ত বাতরক্ত এবং পিত্তকর, ছেদনকর, বিদাহী ও গুরুতাজনক। ভ্রামরমধু—পিচ্ছিল ও অতিরিক্ত স্বাদুত্বপ্রযুক্তগুরুপাকী। ক্ষৌদ্রমধু—শীতল, লঘু এবং লেখনকর। মাক্ষিক মধু—লঘুতর ও অতিশয় রুক্ষ এবং সকল প্রকার মধু হইতে এই মধুই শ্রেষ্ঠ ও শ্বাসাদি রোগেতে প্রশস্ত। ছাত্র মধু—স্বাদুপাক, গুরু, শীতল, পিচ্ছিল, রক্তপিত্ত-শান্তিকর, শ্বিত্র (শ্বেতকুষ্ঠ বিশেষ) মেহ ও কৃমিনাশক। আর্ঘ্য-মধু—চক্ষুর হিতকর এবং কফ ও পিত্তহর, কষায়, কটুপাকী, বল-কারক,তিক্ত এবং বলবর্দ্ধক নহে। ঔদ্দালক মধু—রুচিকর, স্বরের হিতকর, কুষ্ঠ এবং বিষদোষনাশক, কষায়, উষ্ণ অম্ল, পিত্তকর এবং কটুপাকী। দালমধু—বমি ও প্রমেহের শান্তিকর ও রুক্ষ। নূতন মধু—পুষ্টিকর, অধিক শ্লেষ্মা নাশক নহে এবং সারক। পুরাতন মধু—মেদ ও স্থূলতানাশক, সংগ্রাহী এবং লেখনকর। পক্ক মধু—ত্রিদোষ-নাশক এবং অপক্ক মধু—অম্ল ও ত্রিদোষকর। মধু নানাবিধ দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া বহুবিধ ব্যাধি বিনাশ করে এবং ইহাতে বহুবিধ দ্রব্যের সারভাগ থাকে বলিয়া মধু উৎকৃষ্ট যোগবাহী বলিয়া জানিবে। নানাবিধ দ্রব্যের রস, গুণ, বীর্য্য ও বিপাক প্রভৃতির বিরুদ্ধ পুষ্পরস হইতে জন্মে বলিয়া এবং সবিষ মক্ষিকাজাত বলিয়া মধু অনুষ্ণ উপচার বলিয়া জানিবে। সবিষ মক্ষিকা সংযোগ হইতে জন্মে বলিয়া মধু উষ্ণ সংযোগে বিরুদ্ধগুণ হয়। স্বয়ং উষ্ণ হইলে কিম্বা উষ্ণ দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত করিলে মধু বিষের ন্যায় প্রাণনাশক হয়। মধু সুকুমার এবং শীতল ও নানাবিধ ঔষধির রসজাত বলিয়া উষ্ণ সংযোগে বিরুদ্ধ-গুণ হয় এবং বৃষ্টির জলে বিশেষ বিরুদ্ধগুণ হইয়া থাকে। উষ্ণ

সংযুক্ত মধু, বমনকার্য্যে ব্যবহার করিবে। এই মধু পরিপাক হয় না এবং উদরেও অবস্থান করে না বলিয়া বমনকার্য্যে কোনরূপ বিরুদ্ধগুণ হয় না। অপক্ব মধু বিশেষ কষ্টদায়ক। বিরুদ্ধ সংযোগে সকল মধুই বিষের ন্যায় অনিষ্টজনক।

অথ ইক্ষুবর্গ।

ইক্ষু—মধুর রস ও মধুরপাক, গুরু, শীতল, স্নিগ্ধ, বলকারক, তেজস্কর, মূত্রজনক, রক্তপিত্তশান্তিকর, কৃমি ও কফকর। ইক্ষু বহুবিধ। যথা—পৌণ্ড্রক ভীরুক, বংশক, শতপোনক, কান্তার, (কাজলি) তাপসেক্ষু, কাষ্ঠেক্ষু, সূচিপত্র, নৈপাল, দীর্ঘপত্র, নীলপোর, এবং কোশকৃৎ। স্থূলরূপে এই কয়েকটী ইক্ষু জাতির গুণ বলিব। পৌণ্ড্রক ও ভীরুক ইক্ষু-সুশীতল, মধুর, স্নিগ্ধ, বৃংহণ, শ্লেষ্মবহুল, সারক অবিদাহী, গুরু ও তেজস্কর। বংশক ইক্ষু ঐ দুই প্রকার ইক্ষুর সমান-গুণবিশিষ্ট, এবং ক্ষারযুক্ত। শতপোর ইক্ষু—বংশক ইক্ষুর তুল্য গুণবিশিষ্ট এবং ঈষৎ উষ্ণ ও বাতনাশক। কান্তার ও তাপস ইক্ষু—বংশক ইক্ষুর তুল্যগুণবিশিষ্ট। কাষ্ঠেক্ষুও এই প্রকার গুণযুক্ত বায়ু প্রকোপকর। সূচীপত্র, নীলপোর, নৈপাল, দীর্ঘপত্র এই কয়েক প্রকার ইক্ষুই বাতবহুল, কফ ও পিত্তনাশক, কষায় রস এবং বিদাহী। কোশকার ইক্ষু—গুরু, শীতল, রক্তপিত্ত ও ক্ষয় রোগনাশক। সকল প্রকার ইক্ষুরই মূলদেশ অতিশয় মধুর এবং মধ্যদেশ মধুর এবং অগ্রভাগ লবণ রস বলিয়া জানিবে। দন্তদ্বারা নিষ্পীড়িত ইক্ষুরস, অবিদাহী, কফকর, বায়ু পিত্তের নিবৃত্তিকর, মুখের প্রীতিকর, এবং তেজস্কর। যন্ত্রদ্বারা নিষ্পীড়িত ইক্ষুরস, গুরু, বিদাহী ও বিষ্টম্ভী (মল মূত্ররোধক) পাক করা ইক্ষুরস, গুরু, সারক, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ এবং কফ বাতনাশক। ফানিত ইক্ষুরস, গুরু, মধুর, চক্ষুরোগকারী, পুষ্টিকর, তেজস্কর এবং ত্রিদোষকর। ইক্ষুগুড়—সক্ষার, মধুর এবং অতিশয় শীতল নহে, স্নিগ্ধ, মূত্র ও রক্তশোধক, অধিক পিত্তনাশক নহে, বায়ুনাশক, মেদ ও কফকর, বলকারক ও তেজস্কর। পুরাতন গুড়—পিত্তঘ্ন, মধুর, গুরু,

বাতনাশক, রক্ত পরিষ্কারক, এবং পথ্যতম ও অধিক গুণবিশিষ্ট। মৎস্যণ্ডিকা, খণ্ড, এবং শর্করা, (এই ত্রিবিধই শর্করাবিশেষ) ইহারা উত্তরত্তোর নির্ম্মলতানুসারে, স্নিগ্ধ, গুরু, মধুর, তেজস্কর, রক্তপিত্তের শান্তিকর এবং তৃষ্ণার শান্তিকর। মৎস্যণ্ডিকা, খণ্ড ও শর্করা প্রভৃতি উত্তরোত্তর যেরূপ নির্ম্মল ও মধুর হইবে, স্নিগ্ধতা, গুরুতা, শৈত্য, এবং সারকতা প্রভৃতিও সেইরূপ হইয়া থাকে। মৎস্যণ্ডিকা, খণ্ড ও শর্করা, প্রভৃতির স্বভাবত যেরূপ গুণ হইয়া থাকে, ঐ সকলকে স্রাবিত (দ্রব) করিলেও সেইরূপ গুণবিশিষ্ট হয়। শর্করা যেরূপ সারবান্, নির্ম্মল এবং ক্ষাররহিত হইবে, সেইরূপই উহা গুণকারী হইবে বলিয়া জানিবে। মধু শর্করা—ছর্দ্দি ও অতীসারনাশক, এবং রুক্ষ, ছেদনকর, মুখপ্রিয়, কষায় ও মধুরপাক। যবাস শর্করা—মধুর, কষায়, পশ্চাৎ তিক্তরস, শ্লেষ্মনাশক ও সারক। যত প্রকার শর্করা বলা হইল, সকল প্রকার শর্করাই দাহশান্তিকর, রক্তপিত্ত প্রশমক এবং ছর্দ্দি, মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণানাশক। ফাণিত মধুকপুষ্পসম্ভূতরস, বায়ু ও পিত্তকর, কফনাশক, মধুরপাকী, কষায়রস এবং বস্তিদূষক।

অথ মদ্যবর্গ।

সকল প্রকার মদ্যই, পিত্তকর, অম্লরস, অগ্নিদীপক, মুখরোচক, ভেদক, কফ ও বাতনাশক, মুখপ্রিয়, বস্তিশোধক লঘু ও বিদাহপাকী, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, ইন্দ্রিয়সমূহের উত্তেজক, প্রফুল্লকর ও মল মূত্রের বর্দ্ধনকর। এই সকল মদ্যের বিশেষ গুণ বলিতেছি শ্রবণ কর। মার্দ্বিক মদ্য—(দ্রাক্ষা বা আঙ্গুর মদ্য) অবিদাহী ও মধুর বলিয়াই রক্তপিত্ত রোগেও বুদ্ধিমান্ চিকিৎসকগণ এই মদ্য নিষেধ করে নাই। এই মদ্য—মধুর, রুক্ষ, পশ্চাৎ কষায় রস লঘু ও লঘুপাকী, সারক, শোষ ও বিষম জ্বরনাশক। খর্জ্জুর মদ্য—প্রায় দ্রাক্ষা মদ্যের তুল্য, অল্পই প্রভেদ, বাত প্রকোপক, বিশদ, রুচিকর, কফনাশক, কৃশকর, লঘু, কষায়, মধুর, মুখপ্রিয়, সুগন্ধী ও ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক। সুরা-কাস, অর্শ, গ্রহণী-দোষ, মূত্রাঘাত ও বাতনাশক এবং স্তন্য, রক্ত ও ক্ষয় রোগের হিত-

কারী। পুষ্টিকর ও অগ্নিদীপ্তিকারী। শ্বেতা (শর্করা) জাত সুরা-কাশ, অর্শ, গ্রহণী, শ্বাস ও প্রতিশ্যায়নাশিনী ; মূত্র, কফ, স্তন্য, রক্ত ও মাংসের বর্দ্ধনকারী ; ছর্দ্দি, অরুচি, হৃদয়বেদনা, কুক্ষিবেদনা, এবং শূল-রোগ বিনাশকারী। সুরা—যবের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত করিলে উহা প্রসন্নকারী, কফ, বায়ু, অর্শ, কোষ্ঠবদ্ধতা ও আনাহ-নাশক, পিত্তবহুল, অল্প কফকারক এবং রুক্ষ। মধুলিকাসুরা-মলমূত্র-রোধিনী, গুরু এবং শ্লেষ্মবহুলা, আক্ষিকী (তিনিশবৃক্ষজাত) সুরা—রুক্ষা, ঈষৎ কফকারিণা, তেজস্করী ও জীর্ণকরী। কোহল (উগ্র-মদ্যবিশেষ) মদ্য, ত্রিদোষকর, ভেদক, তেজস্কর ও মুখপ্রিয়। জগলমদ্য—(দ্রাক্ষা জাতমদ্য) গ্রাহী (মল মূত্ররোধক) উষ্ণ, পাচক, রুক্ষ, এবং তৃষ্ণা, কফ ও শোথবিনাশক। বক্কস মদ্য-হর্ষজনক এবং প্রবাহিকা, আটোপ (পেটের মধ্যে গুড়গুড়া শব্দবিশেষ) অর্শ, বায়ু ও শোষনাশক এবং সারশূন্য বলিয়া উদরস্তম্ভকর ও বায়ু প্রকোপকর, অগ্নিদীপক, মল ও মূত্রজনক, বিশদ, ঈষৎমাদক ও গুরু। গৌড়সীধু—(গুড়জাত উগ্রমদ্যবিশেষ) কষায়, মধুর, পরিপাককর ও অগ্নিদীপক। শর্করা সীধু—মধুর, রুচিকর, অগ্নি-দীপক, বস্তিশোধক, বাতনাশক, মধুরপাক, মুখপ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক। পক্ব রসজাত শীধু—পূর্ব্বোক্ত গুণবিশিষ্ট এবং বল ও বর্ণ কর, সারক, শোথনাশক, অগ্নিদীপক, মুখপ্রিয়, রুচিকর, এবং শ্লেষ্মা ও অর্শের হিতকর। আক্ষিক শীধু—শরীর শুষ্ককারী, শীতল-রসযুক্ত, শোথ ও উদররোগনাশক, বর্ণকর, জীর্ণকর, স্বরের পক্ষে হিতকর, বেদনার শান্তিকর ও অর্শের হিতকর, পাণ্ডুরোগনাশক, ব্রণের হিতকারী, মল মূত্ররোধক, লঘু কষায় ও মধুর, পিত্তনাশক এবং রক্ত পরিষ্কারক। জাম ফলের শীধু-মলমূত্র বদ্ধকর, কষায়-রস ও বাত প্রকোপকর। সুরাসব তীক্ষ্ণ,—মনের প্রীতিকর, মূত্র বর্দ্ধক, কফ ও বায়ুনাশক, মুখপ্রিয়, স্থিরমদ (যে মদ্য পান করিলে মত্ততা অনেক সময় স্থায়ী থাকে, সেই মদ্যকে স্থির মদ্য কহে) এবং বায়ু

নাশক বলিয়া জানিবে। মধুজাত আসব—লঘু, ছেদজনক, প্রমেহ, কুষ্ঠ ও বিষদোষ বিনাশক, তিক্ত, কষায়, শোথহর, তীক্ষ্ণ, স্বাদু, কিন্তু বাত বর্দ্ধক নহে। মৈরেয় আসব—তীক্ষ্ণ, কষায় মত্ততাজনক। অর্শ, কফ ও গুল্ম হর, কৃমি মেদ ও বাত হর, মধুর এবং গুরু। মৃদ্বীক ইক্ষু রসাসব—(দ্রাক্ষাও ইক্ষু রসজাত আসব) বলকারক, পিত্তহর ও বর্ণকর। মধুক পুষ্পজাত শীধু—বিদাহী, অগ্নি বৃদ্ধিকর, বলকারক, রুক্ষ, কষায়-রস, কফহর এবং বায়ু ও পিত্তপ্রকোপকর। অন্যান্য কন্দ, মূল এবং ফলজাত আসবেরগুণ ঐ সকলের রস হইতে নিশ্চয় করিবে। নূতন মদ্য চক্ষু রোগকারী, গুরু, বাতাদি প্রকোপকর, অনিষ্ট গন্ধযুক্ত, বিরস, মনের অপ্রিয়কর এবং বিদাহী। পুরাতন মদ্য—সুগন্ধযুক্ত, অগ্নি-দীপক, মনঃপ্রিয়, মুখরোচক, কৃমিনাশক, নাড়ীপথশোধক, লঘু, এবং বাত কফনাশক। অরিষ্ট, দ্রব্য সমূহের সংযোগে সংস্কৃত হয় বলিয়া বিশেষ গুণশালী, নানাবিধ দোষহর এবং বহুবিধ দোষের শান্তিকর, অগ্নিদীপক, কফ ও বায়ুনাশক, সারক, পিত্তবিরোধী, শূল, আধ্মান (উদরের স্ফীততা) উদররোগ, প্লীহা, জ্বর, অজীর্ণ ও অর্শ রোগে হিতকর। পিপ্পল্যাদিগণের সহিত একত্রে অরিষ্ট প্রস্তুত করিলে ঐ অরিষ্ট, গুল্ম ও কফরোগ হরণ করে। চিকিৎসিত স্থানে রোগনাশক অরিষ্টসমূহ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বলিব। অরিষ্ট, আসব ও শীধু প্রভৃতির গুণ এবং কর্ম্ম বলা হইল, বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রস্তুত-প্রণালী দর্শন করিয়া ব্যবহার করিবে। অরিষ্ট ঘন হইলে, বিদাহী, দুর্গন্ধ, রসহীন কৃমিকর ও গুরু হয়। নূতন অরিষ্ট, মনের অপ্রিয়কর ও তীক্ষ্ণ, মন্দ পাত্রস্থিত অরিষ্ট—উষ্ণ। অল্প ঔষধ দ্বারা প্রস্তুত করা, পর্য্যুষিত (বাসী) অতিশয় নির্ম্মল, পিচ্ছিল এবং পাত্রাবশিষ্ট মদ্য, সকল সময়েই পরিত্যাগ করিবে। যে সকল মদ্য অল্প উপকরণ দ্বারা প্রস্তুত করা হয় এবং নূতন ও পিচ্ছিল সেই সকল মদ্য গুরুপাক, কফপ্রকোপকর এবং সহজে জীর্ণ হয় না। যে মদ্যে উপকরণ সামগ্রী অধিক পরিমাণে থাকে, সে মদ্য পিত্তপ্রকোপকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ,

বিদাহী, মনের অপ্রিয়, ফেণিল, দুর্গন্ধযুক্ত, কৃমিবহুল, রসহীন ও গুরুপাক। পর্য্যুসিত মদ্য-বায়ু প্রকোপকর ও সকল দোষযুক্ত এবং সকল দোষের প্রকোপকর। অধিককাল স্থায়ী বলিয়া যে সকল মদ্যে রস জন্মে, সেই সকল মদ্য অগ্নিদীপক, কফ ও বায়ুর শান্তিকর, মুখরোচক, প্রসন্নকর ও সুগন্ধযুক্ত এবং সেবনযোগ্য ও মত্ততাজনক। রস এবং বীর্য্যভেদে মদ্য অনেক প্রকার। মদ্য, সূক্ষ্ম, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ-বীর্য্য এবং প্রফুল্লকারী বলিয়া জঠরাগ্নির সহিত মিলিত হইয়া হৃদয়স্থ ঊর্দ্ধগত ধমনীপ্রাপ্ত হয়, পরে ঐ ধমনীপথ প্রবেশ করত ইন্দ্রিয় এবং মনকে চঞ্চল করিয়া অতি শীঘ্রই মত্ততা জন্মায়। শ্লেষ্মা প্রকৃতি পুরুষের মদ্যপান-জনিত মত্ততা বিলম্বে হইয়া থাকে, বাতপ্রকৃতির শীঘ্রই মত্ততা জন্মে এবং পিত্ত প্রকৃতির অতি শীঘ্রই মত্ততা জন্মিয়া থাকে। সত্বপ্রকৃতির লোক মত্ত হইলে, পবিত্রতা, দাক্ষিণ্য, হর্ষ এবং কৃত্রিম পোষাক দ্বারা সৌন্দর্য্যের অভিলাষ ও গীত, অধ্যয়ন, সৌভাগ্য এবং সুরতকার্য্যে উৎসাহ হইয়া থাকে। রাজস প্রকৃতির লোক মত্ত হইলে দুঃখশীলতা এবং সাহস, আত্মত্যাগ, সামান্য কারণে বিবাদ করিবার বাসনা প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে। তামসিক প্রকৃতি লোকের মত্ততা জন্মিলে, অপবিত্রতা, নিদ্রা, অহঙ্কার, অগম্যা গমনের অভিলাষ ও মিথ্যাকথা বলা প্রভৃতি নানাবিধ অসৎকার্য্য করিয়া থাকে। শুক্ত,—রক্তপিত্তকর, ছেদক, ভুক্তদ্রব্য পরিপাককর, স্বরের বিকৃতি-কর, জীর্ণকারক, শ্লেষ্মা, পাণ্ডু এবং কৃমিহর ও লঘুপাক। ঐ শুক্ত চুয়াইলে যে রস বাহির হয় তাহা তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, মূত্রবহুল, মুখপ্রিয়, কফনাশক, কটুপাকী এবং বিশেষ মুখরোচক। গুড়, রস এবং মধু প্রভৃতিদ্বারা যে শুক্ত প্রস্তুত হয়, তাহা চক্ষু রোগকারী এবং যথানু-ক্রমে উত্তরোত্তর লঘু এবং লঘুতর ও লঘুতম। তুষোদক—অগ্নিদীপক, মনের প্রীতিকর এবং হৃদ্‌রোগ, পাণ্ডুরোগ ও কৃমি রোগনাশক। সৌবীরক—গ্রহণী ও অর্শ রোগনাশক এবং ভেদক। ধান্যাম্ল—ধান্য হইতে জন্মে বলিয়া অগ্নিদীপক, দাহনাশক; মর্দ্দনে ও পানে বায়ু,

কফ ও তৃষ্ণার শান্তিকর ও লঘু এবং তীক্ষ্ণতাপ্রযুক্ত অতি শীঘ্রই গণ্ডূষ পানে কফের নিঃসরণ হয়, মুখের বিরসতা, দুর্গন্ধ, মলের কঠিনতা ও শ্রান্তি বিনষ্ট করিয়া থাকে এবং অগ্নিদীপক, জীর্ণকারক, ভেদক, আস্থাপন বিষয়ে বিশেষ হিতকর ও সমুদ্রতীরবাসীদের সাত্ম্য বলিয়া জানিবে।

অথ মূত্রবর্গ।

গো, মহিষ, ছাগ, মেষ, অশ্ব, গর্দ্দভ ও উষ্ট্র প্রভৃতির মূত্র—তীক্ষ্ণ, কটু, উষ্ণ, তিক্ত এবং পশ্চাৎ লবণ রস, লঘু, শোধক ও কফ, বায়ু, কৃমি, মেদ, বিষ, গুল্ম, অর্শ, উদর, কুষ্ঠ, শোথ, অরুচি এবং পাণ্ডু রোগের শান্তিকর। সামান্যত ইহা মনের প্রীতিকর ও অগ্নিদীপক। এই সকল মূত্র কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, পশ্চাৎ লবণরস, লঘু, শোধক কফ ও বায়ুনাশক এবং কৃমি, মেদ, বিষদোষ, অর্শ, উদররোগ এবং গুল্মবিনাশক, শোথ এবং অরুচি নাশক, পাণ্ডু রোগহর, ভেদক ও মনের প্রীতিকর, অগ্নিদীপক ও পাচক। গোমূত্র—কটু, তীক্ষ্ণ উষ্ণ এবং ক্ষারযুক্ত বলিয়া বায়ু বর্দ্ধক নহে, লঘু, অগ্নিদীপক, মেধাজনক, পিত্তবহুল, কফ ও বায়ুর শান্তিকর এবং শূল, গুল্ম, উদররোগ আনাহ (বন্ধনবৎ বেদনা) ও বিরেচক, আস্থাপন এবং মূত্র প্রয়োগসাধ্য অন্যান্য রোগে গোমূত্র প্রয়োগ করিবে। অর্শ, উদর, শূল, কুষ্ঠ, প্রমেহ, আনাহ, শোথ, গুল্ম এবং পাণ্ডু রোগে মহিষমূত্র ব্যবহার করিবে। ছাগমূত্র—কাস, শ্বাস, শোষ, কামলা ও পাণ্ডু রোগনাশক এবং কটু ও তিক্ত রস, ঈষৎ বাতপ্রকোপক। মেষমূত্র—কাস, প্লীহা, উদররোগ, শ্বাস, শোষ এবং কোষ্ঠ বদ্ধতা প্রভৃতি রোগে হিতকর এবং ক্ষারযুক্ত, তিক্ত, কটুক, উষ্ণ ও বাতনাশক। অশ্বমূত্র—অগ্নিদীপক, কটু, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ এবং বাত ও চিত্তবিকার নাশক, কফহর, কৃমি ও দদ্রু রোগে প্রশস্ত। হস্তিমূত্র—তিক্ত ও লবণযুক্ত এবং ভেদক, বাতনাশক, পিত্ত প্রকোপকর ও তীক্ষ্ণ, এই মূত্র ক্ষার ক্রিয়াতে এবং কিলাস রোগে প্রশস্ত। গর্দ্দভমূত্র—গর ও চিত্তবিকার নাশক, তীক্ষ্ণ, গ্রহণী

রোগহর, অগ্নিদীপক, ক্রিমি, বায়ু ও কফের শান্তিকর। করভমূত্র—অর্শের শান্তিকর। মনুষ্যমূত্র—বিষদোষনাশক। দ্রবদ্রব্যসমূহ সঙ্ক্ষেপে বলা হইল, কিন্তু বুদ্ধিমান্ চিকিৎসকগণ, কাল এবং দেশ বিবেচনা করিয়া এই সমস্ত ঔষধ রাজাকে প্রদান করিবেন।

ইতি পঞ্চচত্বারিংশৎ অধ্যায়।

ষট্‌চত্বারিংশদধ্যায়।

==*==

অনন্তর আমরা অন্নপান-বিধিনামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব।

ধন্বন্তরিকে অভিবাদন করিয়া সুশ্রুত বলিলেন মহাভাগ! পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে প্রাণিদিগের আহারই বল, বর্ণ এবং ওজধাতুর মূল। সেই আহার ছয় রসের অধীন, রসসমূহ আবার দ্রব্যের অধীন, অতএব দ্রব্য, রস, গুণ, বীর্য্য ও বিপাকই দোষ এবং ধাতুর ক্ষয়, বৃদ্ধি এবং সমতার কারণ। ব্রহ্মাদিলোকেরও স্থিতি, উৎপত্তি এবং বিনাশের কারণ আহার, আহার হইতেই বল এবং আরোগ্য রক্ষিত হয়, বর্ণ ও ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা জন্মে, কিন্তু এই আহারেরই বৈষম্য ঘটিলে শরীর অস্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে। বহুবিধ দ্রব্যাত্মক ও অনেক প্রকার বিকল্প এবং প্রভাব-বিশিষ্ট চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চতুর্ব্বিধ দ্রব্য এবং রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক, প্রভাব ও কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ ভাবে জানিতে ইচ্ছা করি। যে চিকিৎসক দ্রব্যের স্বভাব বুঝিতে পারে না, সে স্বাস্থ্যরক্ষা ও ব্যাধি প্রশমিত করিতেও সমর্থ হয় না। হে ভগবন্! যেহেতু সকল প্রাণীরই আহারমূল, সেই হেতু আমাকে অন্নপান বিধি উপদেশ করুন। এই প্রকার উক্ত হইলে ভগবান্ ধন্বন্তরি বলিলেন হে বৎস সুশ্রুত! যে প্রকার প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর দিতেছি শ্রবণ কর। লোহিতক,

শালি, কলম, কর্দ্দমক, পাণ্ডুক, সুগন্ধক, শকুনাহৃত, পুষ্পাণ্ডক, পুণ্ডরীক, মহাশালি, শীতভীরুক, রোধ্রপুষ্প, দীর্ঘশুক, কাঞ্চনক, মহিষমস্তক, হায়নক, দূষক ও মহাদূষক প্রভৃতিকে শালিধান্য বলে। শালিধান্য—মধুর রস, শীতবীর্য্য, লঘুপাকী, বলকারক, পিত্তনাশক, ঈষৎ বাত ও কফকর, স্নিগ্ধ, মলরোধক ও অল্পতাকারী। এই সকল শালিধান্যের মধ্যে লোহিতক ধান্য শ্রেষ্ঠ। এই ধান্য দোষনাশক, শুক্র ও মূত্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, বল ও বর্ণকর, স্বরের হিতকর, মনের প্রীতিকর, শ্রমহর, ব্রণের হিতকর, জ্বরহারক এবং সকল প্রকার দোষ ও বিষনাশক। অন্যান্য শালি—ক্রমশ অল্পগুণশালী। ষষ্টিক, কঙ্গুক, মুকুন্দক, পীতক, প্রমোদক, কাকল, অশনপুষ্প, মহাষষ্টিক, চূর্ণক, কুরবক এবং কেদার প্রভৃতিকে ষষ্টিকধান্য বলে। সকল প্রকার ষষ্টিক ধান্য—মধুর রস এবং মধুরপাকী, বায়ু ও পিত্তের শান্তিকর এবং শালি ধান্যের তুল্যগুণবিশিষ্ট, পুষ্টিকর, কফ ও শুক্র বর্দ্ধক।

ষষ্টিক প্রভৃতি ধান্যের মধ্যে ষষ্টিক ধান্যই প্রধান, ষষ্টিক ধান্য পশ্চাৎ কষায়রস, লঘু, কোমল, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, শরীরের স্থিরতাসম্পাদক, বলবর্দ্ধক, মধুরপাকা, সংগ্রাহী এবং লোহিত শালির তুল্যগুণবিশিষ্ট। অন্যান্য ষষ্টিক ধান্য ক্রমশই অল্প গুণশালী। কৃষ্ণব্রীহি, শালামুখ, জতুমুখ, নন্দীমুখ, লাবাক্ষক, ত্বরিতক, কুক্কুটাণ্ডক, পারাবতক ও পাটল প্রভৃতি ব্রীহিধান্য। সকল প্রকার ব্রীহি ধান্যই কষায়, মধুররস ও মধুরপাকী, উষ্ণবীর্য্য, অল্পাভিষ্যন্দি, ষষ্টিক ধান্যের তুল্যগুণবিশিষ্ট এবং মলরোধক। ব্রীহিধান্যের মধ্যে কৃষ্ণব্রীহিই শ্রেষ্ঠ ধান্য, পশ্চাৎ কষায়রসও লঘু। অপর ব্রীহিধান্য ক্রমশঃ অল্পগুণকারী। দগ্ধভূমিজাত শালিধান্য—লঘুপাকী, কষায় রস, মল ও মূত্ররোধক, রুক্ষ, ও শ্লেষ্মানাশক। স্থলজাত শালিধান্য—কফপিত্তনাশক, কষায় ও কটুক, কিঞ্চিৎ তিক্ত, মধুর, বায়ু ও অগ্নি বৃদ্ধিকর। কৈদার ধান্য—মধুর, তেজস্কর; বলকারক, পিত্তনাশক, অল্প কষায়রস ও অল্প মল, গুরু, এবং কফ ও

শুক্রবর্দ্ধক। রোপ্যাতিরোপ্য ধান্য—লঘু, শীঘ্রপাকী, অধিক গুণশালী, অবিদাহী, দোষহর, বলকারক, ও মূত্রবর্দ্ধক। ছিন্নরূঢ়শালি ধান্য—রুক্ষ, মলরোধক, তিক্ত, কষায়, পিত্তনাশক, লঘুপাক ও কফবর্দ্ধক। শালি ধান্যের হিতাহিত বিস্তারক্রমে বলা হইল, এক্ষণে কুধান্যমুদ্গাদির বিষয় বলিতেছি।

অথ কুধান্য বর্গ।

কোরদূষক, (ছোট মটর), শ্যামা, নীবার (অরোপিত ধান্য), শান্তনু তুবর, (অড়হর কলাই), কোদ্দাল, প্রিয়ঙ্গু, মধুলিকা, নান্দিমুখী কুরুবিন্দ (কুলথ কলাই), গবেধুক, বরুক, তোদপর্ণী, মুকুন্দক, এবং বেণুযব প্রভৃতিকে কুধান্য বলে। সকল প্রকার কুধান্যই উষ্ণ, কষায়, মধুর, রুক্ষ, কটুপাক, শ্লেষ্মনাশক, বদ্ধনিস্যন্দ, এবং বায়ু ও পিত্ত প্রকোপকর। কুধান্যসমূহের মধ্যে কোদ্রব, নীবার, শ্যামাক এবং শান্তনুপ্রভৃতি কষায়, মধুর এবং শীতপিত্তের শান্তিকর। কৃষ্ণ, রক্ত, পীত এবং শ্বেত প্রিয়ঙ্গু উত্তর উত্তর ক্রমশই অধিক গুণশালী, রুক্ষ ও কফনাশক। মধুলী,—মধুর ও শীতল, নান্দীমুখ স্নিগ্ধ, বরুক ও মুকুন্দক—অধিকতর শোষণকারী। বেণুযব—রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, কটুপাকী, মূত্ররোধক, কফহর, কষায় ও বাতপ্রকোপকর। মুদ্গ, বনমুদ্গ, কলায়, মুকুষ্ঠ, মসূর, মঙ্গল, চণক, মটর ত্রিপুটক, হরেণু, ও আঢ়কী প্রভৃতিকে বৈদল বলে। সকল প্রকার বৈদলই কষায়, ম র, শীত, কটুপাক, বাতকর, মলমূত্ররোধক এবং পিত্তশ্লেষ্মার শান্তিকর। এই সকলের মধ্যে মুদ্গ—অতিশয় বাতবর্দ্ধক নহে ও দৃষ্টিশক্তির হিতকর। হরিতবর্ণ বন্যমুদ্গ—মুদ্গের তুল্যগুণবিশিষ্ট; মসূর—মধুরপাকী ও মলরোধক। মুকুষ্ঠক—ক্রিমিকর। কলায়—অতিশয় বাতবর্দ্ধক। আঢ়কী—কফ ও পিত্তনাশক এবং অতিশয় বাতপ্রকোপকারী নহে, শীত, মধুর এবং কষায়। চণক (ছোলা) কফ, রক্তপিত্ত ও পুংস্ত্বনাশক। হরেণু ও সতীন—মলরোধক বলিয়া জানিবে। মুদ্গ ও মসূর ভিন্ন অন্যান্য সকল প্রকার বৈদলই উদরাধ্মান (পেটফাঁপ) কারক,

মাষকলাই—গুরুপাকী, মলমূত্রভেদক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, তেজস্কর, মধুর, বাতনাশক, তৃপ্তিকর, স্তন্যজনক ও বিশেষবলকারক এবং শুক্র ও কফজনক। মাষকলাই কষায়ভাব প্রাপ্ত হইলে, মল, মূত্র ও কফজনক নহে, স্বাদু, মধুরপাকী, তৃপ্তিজনক, স্তন্যজনক ও রুচিপ্রদ। আত্মগুপ্ত (আল্‌কুশি) মাষকলায়ের সমান গুণবিশিষ্ট এবং কাকাণ্ডফলও মাষকলায়ের তুল্যগুণশালী। বনমাষ—রুক্ষ, কষায় ও অবিদাহী। কুলথকলাই—উষ্ণ, কষায়রস, কটুপাকী, কফ ও বায়ুনাশক, শুক্রাশ্মরী ও গুল্মের শান্তিকর, মলমূত্ররোধক, পীনস ও কাসহর, আনাহ (বন্ধনবদ্বেদনা) মেদ, মলদ্বারে খিলের ন্যায় বোধ হওয়া, হিক্কা ও শ্বাস প্রভৃতির শান্তিকর এবং রক্তপিত্তকর, কফনাশক ও চক্ষুরোগের শান্তিকর। বন্যকুলথও এই প্রকার গুণশালী এবং ঈষৎ কষায়, মধুর, তিক্ত, সংগ্রাহক, পিত্তকর ও উষ্ণ। তিল—মধুরপাকী, বলকারক, স্নিগ্ধ ও ব্রণের লেপনকর, দন্তের হিতকর, অগ্নিদীপক, মেধাজনক, মূত্রের অল্পতাকর, স্তন্য ও কেশের হিতকর, বায়ুনাশক ও গুরু। তিলের মধ্যে কৃষ্ণ তিল শ্রেষ্ঠ। শুক্ল তিল মধ্যম, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য তিল হীনতর বলিয়া জানিবে। যব—কষায়, মধুর, শীতল, কটুপাকী, কফ ও পিত্তহর, তিলের ন্যায় ব্রণের হিতকর, মূত্ররোধক ও অতিশয় বায়ু ও মলবর্দ্ধক, শরীরের স্থিরতাসম্পাদক এবং অগ্নি, মেধা, স্বর ও বর্ণবর্দ্ধক, পিচ্ছিল, স্থূল, বিলেখনকর, মেদ, বায়ু ও তৃষ্ণাহর, অতিশয় রুক্ষ ও রক্তপিত্তের শান্তিকর। অতিযব এই সকল গুণ হইতে কিঞ্চিৎ হীনতর বলিয়া জানিবে। গোধূম—মধুর, গুরু, বলকারক, স্থির, শুক্রজনক, রুচিকর, স্নিগ্ধ, অতিশয় শীতল, বায়ু ও পিত্তনাশক, সন্ধানকর, কফকর ও সারক। শিম্বি—রুক্ষ, কষায় এবং বিষদোষ, শোথ, শুক্র, শ্লেষ্মা এবং দৃষ্টিশক্তির ক্ষয়কারী, কটুপাকী, মধুর, মলমূত্রভেদক, বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক। শিম্বি কৃষ্ণ, শ্বেত, পীত ও রক্তবর্ণভেদে অনেক প্রকার। ইহারা যথাক্রমে গুণাধিক হইয়া থাকে। শিম্বি রসে ও পাকে কটু এবং উষ্ণ। মূলজাত এবং লতাজাতভেদে শিম্বি দুই প্রকার,

সকল প্রকার শিম্বিই মধুরপাকী ও মধুররস, বলকারক, পিত্ত-নাশক, বিদাহী, অতিশয় রুক্ষ এবং অধিক সময়ে জীর্ণ হয়, বায়ুবর্দ্ধক, রুচিকারক এবং অতিকষ্টে জীর্ণ হয়। কুসুম্ভ—কটু-পাকী ও কটুরস, কফনাশক এবং বিদাহী বলিয়া অহিতকর। অতসী—উষ্ণ, স্বাদুরস, বাতনাশক ও পিত্তবর্দ্ধক। শ্বেতসর্ষপ—কটুরস ও কটুপাকী এবং রক্তপিত্তের প্রকোপকারী, তীক্ষ্ণ উষ্ণ, রুক্ষ, কফ ও বায়ুনাশক। কৃষ্ণসর্ষপও এই প্রকার গুণকারী। যথা-ঋতুতে না জন্মিলে, ব্যাধি দ্বারা দূষিত হইলে, পর্য্যায়ক্রমে না জন্মিলে, ভূমিতে না জন্মিলে এবং পুরাতন না হইলে ধান্য গুণশালী হয় না। নূতন ধান্য—চক্ষুরোগকারী এবং লঘু। একবৎসরের ধান্য-বিদাহী—গুরু ও বিষ্টম্ভী। ধান্য বিরূঢ় হইলে দৃষ্টিশক্তির দোষ জন্মায়। ইহাতে শালি হইতে সর্ষপ পর্য্যন্তের কালের পরিমাণ, সংস্কার ও মাত্রা প্রভৃতি বলা হইল।

অথ মাংসবর্গ।

মাংসবর্গ প্রধানতঃ ছয়টী যথা—জলচর, উভয়চর, গ্রামবাসী, মাংস-ভোজী, একশফ (যাহাদের খুর যোড়া নহে) এবং জাঙ্গল এই সকল মাংস-বর্গ উত্তরোত্তর ক্রমশই প্রধানতম। ইহরা আবার দুই প্রকার যথা—জাঙ্গল (বন্য) ও আনূপ (সজলদেশবাসী)। সেই জাঙ্গলবর্গ আবার আট প্রকার, যথা—জঙ্ঘাল, বিষ্কির, প্রতুদ, গুহাশয়, প্রসহ, পর্ণমৃগ, বিলেশয় এবং গ্রাম্য। এই সকলের মধ্যে জঙ্ঘাল এবং বিষ্কিরই প্রধানতম। তন্মধ্যে এণ, হরিণ, ঋষ্য, কুরঙ্গ, করাল, কৃতমাল, শরভ, শ্বদংষ্ট্রা, (কুক্কুর দন্তেরন্যায় দন্তবিশিষ্ট মৃগ) পৃষত, অরুষ্কর এবং মৃগ-মাতৃকা প্রভৃতি জঙ্ঘাল মৃগ। এই সকল মৃগ—কষায়, মধুর, লঘু, বাতপিত্তনাশক, তীক্ষ্ণ, মনের প্রীতিকর এবং বস্তিশোধক। এণ মাংস—কষায়, মধুর, মনের প্রীতিকর, রক্তপিত্ত এবং কফরোগের শান্তিকারক, সংগ্রাহী, মুখরোচক, বলকারক ও জ্বরনাশক। হরিণ মাংস—মধুররস, লঘুপাকী, দোষনাশক, অগ্নিদীপক, শীতল, মলমূত্ররোধক, লঘু ও

সুগন্ধি। কৃষ্ণবর্ণ মৃগকে এণ বলে ও তাম্রবর্ণকে হরিণ বলে। কৃষ্ণ ও তাম্রবর্ণ ভিন্ন মৃগকে কুরঙ্গ বলে। মৃগমাতৃকা—শীত এবং রক্তপিত্তের শান্তিকর ও সন্নিপাত, ক্ষয়, শ্বাস, কাস, হিক্কা এবং অরুচিবিনাশক। লাব, তিত্তিরি, কপিঞ্জল, বার্ত্তীর, বর্ত্তিকা, বর্ত্তক, নপ্তৃকা, বাতীক, চকোর, কলবিঙ্ক, ময়ূর, ক্রকর, উপচক্র, কুক্কুট, সারঙ্গ, শতপত্রক, কুতিত্তিরি, কুরবাহুক এবং যবলক প্রভৃতি বিষ্কির জাতিয় মৃগ। এই সকলের মাংস—লঘু, শীতল, মধুর, কষায় এবং দোষসমূহের শান্তিকর। লাবমাংস—সংগ্রাহী, অগ্নিদীপক, কষায়, মধুররস, লঘু, কটুপাকী এবং সন্নিপাতে বিশেষ উপকারী। তিত্তিরি মাংস—ঈষদ্ গুরু ও উষ্ণ, মধুর, তেজস্কর, মেধা ও অগ্নিবর্দ্ধক, সকল দোষের শান্তিকর, সংগ্রাহী এবং হিক্কা, শ্বাস ও বায়ুর শান্তিকর। কপিঞ্জল মাংস—রক্তপিত্তের শান্তিকর, শীতল, লঘু এবং কফজন্য রোগে ও বায়ুর অল্পতা হইলে এই মাংস বিশেষ হিতকর। ক্রকর মাংস—বায়ু ও পিত্তের শান্তিকর, পুষ্টিকর, মেধা, অগ্নি ও বলবর্দ্ধক, লঘু এবং মনের প্রীতিকর। উপচক্রক (চক্রবাকবিশেষ) মাংসও উক্ত গুণবিশিষ্ট এবং কষায়, স্বাদু ও লবণরসবিশিষ্ট, ত্বকের ও কেশের হিতকর এবং রুচিকারক। ময়ূরমাংস—স্বর, মেধা, অগ্নি, দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের দৃঢ়তাকারক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও বায়ুনাশক, পুষ্টিকারক, স্বেদ এবং বলবর্দ্ধক। বন্য কুক্কুট মাংস—পুষ্টিকর। গ্রাম্যকুক্কুটের মাংসও উক্ত প্রকার গুণবিশিষ্ট এবং গুরু, বাতরোগ, ক্ষয়, বমি এবং বিষমজ্বরনাশক। কপোত, পারাবত, ভৃঙ্গরাজ, পরভৃত (কোকিল), কোয়ষ্টিক, কুলিঙ্গ, গৃহকুলিঙ্গ, গোক্ষোড়ক, ডিডিমাণ, শতপত্রক, মাতৃনিন্দক, ভেদাশি, শুক, সারিকা, বল্গুলী, গিরিশাল, হ্বালদূষক, সুগৃহী, খঞ্জরীট, হারীত ও দাত্যূহ প্রভৃতি প্রতুদ জাতীয় পক্ষী। পূর্ব্বোক্ত পক্ষীদিগের মধ্যে যে সকল পক্ষী ফলাহারী তাহাদের মাংস—কষায়, মধুর, রুক্ষ, বায়ুকর, পিত্ত ও শ্লেষ্মার শান্তিকর, শীতল, মূত্ররোধক ও মলের অল্পতাকারক। এই সকলের মধ্যে ভেদাশীর মাংস—সকল দোষকর এবং মলের দুষ্টিকর। কাণ-

কপোত মাংস—রক্তপিত্তের শান্তিকর, কষায়,বিশদ এবং মধুরপাকী ও গুরু। কুলিঙ্গের মাংস—মধুর, স্নিগ্ধ, কফ ও শুক্রবর্দ্ধক। গৃহকুলিঙ্গ,—রক্তপিত্তনাশক এবং শুক্রবৃদ্ধি করে। সিংহ ব্যাঘ্র, বৃক, তরক্ষু, দ্বীপী, মার্জ্জার, শৃগাল, মৃগ ও এর্ব্বারুক প্রভৃতি জন্তুকে গুহাশয় বলে। এই সকলের মাংস—গুরু, স্নিগ্ধ, বলকারক, বায়ুনাশক, উষ্ণবীর্য্য এবং চক্ষু ও গুহ্যরোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর। কাক, কঙ্ক, কুরর, চাষ, ভাস, শশঘাতী, উলূক, চিল্লী, শ্যেন এবং গৃধ্রপ্রভৃতি জন্তুকে প্রসহ বলিয়া জানিবে। এই সকল কাকাদির মাংস—রস, বীর্য্য ও বিপাকে সিংহাদি জন্তুর সমানগুণবিশিষ্টকর। বিশেষতঃ শোষ-রোগে বিশেষ হিতকর। মদ্গু, মূষিক, বৃক্ষশায়িকা, অবকুশ, পুতিঘাস এবং বানর প্রভৃতিকে পর্ণমৃগ বলে। ইহাদিগের মাংস—মধুর, গুরু, তেজস্কর, চক্ষুরোগের এবং শোষরোগের হিতকর। মূত্র ও মলবর্দ্ধক, কাশ, অর্শ এবং শ্বাসরোগনাশক। সমুদ্রজাত জন্তুর মাংস অপেক্ষা নদীজাত জন্তুর মাংসের পুষ্টিকারিতা অধিক, সুতরাং এই উভয়বিধ মাংসের মধ্যে নদীজাতজন্তুরমাংসই অধিকতরগুণবিশিষ্ট। শ্বাবিৎ(কুক্কুর সদৃশজন্তু),শল্যক, গোধা, শশক, বৃষদংশ, লোপাক,লোমশ,কর্ণকদলী, মৃগপ্রিয়ক, অজগর, সর্প, মূষিক, নকুল এবং মহাবভ্রু প্রভৃতি জন্তুকে বিলেশয় জাতীয়জন্তু বলে। ইহাদিগের মাংস—মল ও মূত্ররোধক,উষ্ণ-বীর্য্য, স্বাদুপাক, বাতনাশক, শ্লেষ্মা ও পিত্তজনক, স্নিগ্ধ, কাস শ্বাস এবং কৃশতানাশক। এই সকল জন্তুর মধ্যে শশকের মাংস—কষায় এবং মধুর, পিত্ত ও শ্লেষ্মনাশক, অতিশয় শীতবীর্য্য নয় বলিয়া বায়ুর সমতাকারক। গোধামাংস—মধুরবিপাক, কষায়, কটু এবং বায়ু ও পিত্তের শান্তিকর, পুষ্টিকারক ও বলবর্দ্ধক। শল্যক মাংস—স্বাদু, পিত্তনাশক, লঘু, শীতল ও বিষদোষনাশক। মৃগপ্রিয়ক মাংস—বায়ু-জনিত রোগসমূহে বিশেষ হিতকর। অজগর মাংস—অর্শরোগে বিশেষ হিতকারী। সর্প মাংস—অর্শরোগ, বায়ু এবং দোষসমূহনাশক, ক্রিমি ও দূষীবিষের শান্তিকর, চক্ষুর হিতকর, মধুরপাকী, মেধা ও

অগ্নিবর্দ্ধক। পূর্ব্বোক্ত মাংসসমূহের মধ্যে ফণাধারী সর্পের মাংস—অগ্নিদীপ্তিকর, কটুপাকী, মধুররস, চক্ষুরোগের অতিশয় হিতকর, মল, মূত্র ও বায়ুবর্দ্ধক। অশ্ব, অশ্বতর, গো, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, বস্ত (ছাগ) মেষ এবং পুচ্ছক প্রভৃতি জন্তুকে গ্রাম্য বলিয়া জানিবে। গ্রাম্য জন্তুর মাংস—বায়ুনাশক, পুষ্টিকারক, শ্লেষ্মা ও পিত্তবর্দ্ধক, মধুরপাকী, মধুররস, অগ্নিদীপ্তিকর এবং বলবর্দ্ধক। পূর্ব্বোক্ত মাংসসমূহের মধ্যে ছাগমাংস—অনভিস্যন্দি, পীনসরোগ (নাসিকা হইতে জলবৎ শ্লেষ্মা) নাশক, অতিশয় শীতল নহে, গুরু, স্নিগ্ধ, পিত্ত ও শ্লেষ্মার অল্পতাকারক। মেষ মাংস—পুষ্টিকারক, পিত্ত ও শ্লেষ্মাবর্দ্ধক এবং গুরু। মেদ ও পুচ্ছকের মাংস—মেষমাংসসদৃশ গুণশালী এবং বৃষ্য। গোমাংস—শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায় ও বিষমজ্বরনাশক, পরিশ্রমী ও অত্যগ্নিদিগের হিতকর, পবিত্র এবং বায়ুনাশক। একক্ষুরবিশিষ্ট জন্তুর মাংস—লবণযুক্ত হইলে মেষমাংসের ন্যায় গুণশালী হইয়া থাকে। অল্প অভিষ্যন্দি জাঙ্গল মাংসবর্গ বলা হইল। যে সকল পশু ও পক্ষী লোকালয়ে এবং জলাশয়ের অধিক দূরে বাস করে, তাহাদিগের মাংস—অল্পাভিষ্যন্দী। এবং যে সকল পশু ও পক্ষী লোকালয় এবং জলাশয়ের নিকটবর্ত্তীস্থানে বাস করে, তাহাদিগের মাংস মহাভিষ্যন্দি বলিয়া জানিবে। আনূপপশু পাঁচ প্রকার যথা—কূলচর, প্লব, কোশস্থ, পাদী ও মৎস্য। এই সকলের মধ্যে হস্তী, গো, মহিষ, রুরু, চমর, সৃমর, রোহিত, বরাহ, খড়্গি, গোকর্ণ, কালপুচ্ছ, কোন্দ্র, শঙ্কু এবং আরণ্য গো প্রভৃতিকে কূলচর পশু বলে। এই সকলের মাংস—বাতপিত্তনাশক, বৃষ্য, মধুরপাকী ও মধুররস, শীতল, বলবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, মূত্র ও কফবর্দ্ধক। ইহাদের মধ্যে হস্তিমাংস—রুক্ষ, লেখনকর, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তদূষক, স্বাদু, অম্ল ও লবণ রস, শ্লেষ্মা এবং এবং বাতনাশক। গবয় মাংস—স্নিগ্ধ, মধুররস, কাসের শান্তিকর, মধুরপাক এবং স্ত্রীসংসর্গশক্তিবর্দ্ধক। মহিষ মাংস—স্নিগ্ধ, উষ্ণ, মধুররস, বৃষ্য, তৃপ্তিজনক, গুরু এবং নিদ্রা, পুরুষত্ব, বল ও স্তন্যবর্দ্ধক ও মাংসের দৃঢ়তাকারক। রুরু মাংস—মধুর ও পশ্চাৎ কষায়রস, বায়ু

ও পিত্তের শান্তিকর, গুরু এবং শুক্রবর্দ্ধক। চমরমাংস—স্নিগ্ধ, মধুর, কাসনাশক, মধুরপাকী এবং বায়ু ও পিত্তের শান্তিকর। সৃমরের মাংস—পশ্চাৎ কষায় রস, বায়ু ও পিত্তের শান্তিকর, গুরু এবং শুক্রবর্দ্ধক। বরাহ মাংস—স্বেদকর, পুষ্টিকর, বৃষ্যকর, শীতল, তৃপ্তিজনক, গুরু, স্নিগ্ধ, শ্রম ও বায়ুর শান্তিকর এবং বলবর্দ্ধক। খড়্গিমাংস—কফনাশক, কষায়, বায়ুর শান্তিকর, পবিত্র, আয়ুবর্দ্ধক, মূত্ররোধক এবং রুক্ষ। গোকর্ণমাংস—মধুর, স্নিগ্ধ, মৃদু, কফবর্দ্ধক, মধুরপাক ও মধুররস এবং রক্তপিত্তবিনাশক। হংস, সারস, ক্রৌঞ্চ (কবুতর), চক্রবাক, কুরর, কাদম্বর, কারণ্ডব, জীবঞ্জীবক, বক, বলাকা, পুণ্ডরীক, প্লব, শরারীমুখ, নন্দীমুখ, মদ্গু, উৎক্রোশ, কাচাক্ষ, মল্লিকাক্ষ, শুক্লাক্ষ, পুষ্করশায়ী, কাকোনাল, কাম্বু, কুক্কুটিকা, মেঘরাব এবং শ্বেতচরণ প্রভৃতিকে প্লবজাতীয় জন্তু বলে। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া জলে বিচরণ করিয়া থাকে। ইহাদিগের মাংস রক্তপিত্তনাশক, শীতল, স্নিগ্ধ, বৃষ্য, বায়ুর শান্তিকর, মলমূত্রবর্দ্ধক, মধুররস ও মধুরপাক। এই সকলের মধ্যে হংসের মাংস—গুরু, উষ্ণ, মধুররস, স্নিগ্ধ, স্বর, বর্ণ ও বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং বায়ুনাশক। শঙ্খ, শঙ্খনখ, শুক্তি, শম্বুক এবং ভল্লূক প্রভৃতিকে কোশস্থ প্রাণী বলে। কূর্ম্ম, কুম্ভীর, কর্কটক, কৃষ্ণকর্কটক এবং শিশুমার প্রভৃতিকে পাদী বলে। অর্থাৎ এই সকলজন্তু পাদবিশিষ্ট বলিয়া ইহাদিগকে পাদী বলে। শঙ্খকূর্ম্মাদির মাংস—রসে ও পাকে মধুর, বাতনাশক, শীতল, স্নিগ্ধ, পিত্তের হিতকর, শ্লেষ্মবর্দ্ধক। এই সকলের মধ্যে কৃষ্ণকর্কটকের মাংস—বলকারক, ঈষদুষ্ণ ও বাতনাশক, শুক্লকর্কটকমাংস—সন্ধানকর, মলমূত্রবর্দ্ধক এবং বায়ু ও পিত্তের শান্তিকর। মৎস্য দুই প্রকার, নদীজাত ও সমুদ্রজাত। নদীজাত মৎস্য যথা—রোহিত, পাঠীন (পুঁঠি), পাটলা, রাজীব, বর্ম্মি, (বাণিমাচ) গোমৎস্য, কৃষ্ণমৎস্য, বাগুঞ্জার, মুরল এবং সহস্রদংষ্ট্রা প্রভৃতি। নদীজাতমৎস্য—মধুর, গুরু, বাতনাশক, রক্তপিত্তকর, উষ্ণ, বৃষ্য, স্নিগ্ধ এবং মলের অল্পতাকারক। ইহারা শস্প (ঘাস) শৈবাল প্রভৃতি ভোজন করিয়া

থাকে। রোহিত মৎস্য—পশ্চাৎ কষায়রস, বায়ুনাশক অথচ অতিশয় পিত্তপ্রকোপকারী নহে। পাঠীনমৎস্য—শ্লেষ্মবৰ্দ্ধক, বৃষ্য, নিদ্রাজনক, অম্লপিত্তকে দূষিত করে এবং কুষ্ঠরোগের শান্তিকর। মুরল মৎস্য—পুষ্টিকারক, বৃষ্য এবং স্তন্য ও শ্লেষ্মাজনক। সরোবর ও তড়াগজাত মৎস্য—স্নিগ্ধ, মধুররস। মহাহ্রদজাত মৎস্য—বলবৰ্দ্ধক। অল্প জলজাত মৎস্য বলবৰ্দ্ধক নহে। তিমি, তিমিঙ্গিল, কুলিশ পাকমৎস্য, নিরালক, নন্দিবারলক, মকর, গর্গরক, চণ্ডক, মহামীন এবং রাজীব প্রভৃতিকে সমুদ্রজাত মৎস্য বলিয়া জানিবে। সমুদ্রজাত মৎস্য—গুরু, স্নিগ্ধ, মধুররস, অতিশয় পিত্তকারী নহে, উষ্ণ, বাতনাশক, বৃষ্য, মল ও শ্লেষ্মবৰ্দ্ধক। সমুদ্রজাত মৎস্যসমূহ মাংসাহারী বলিয়া ঐ সকল মৎস্য অতিশয় বলকারক। সমুদ্রজাত মাৎস্য অপেক্ষা কূপ ও ক্ষুদ্রকূপজাত মৎস্য,বাতনাশক বলিয়া প্রধানগুণশালী। বাপীজাত মৎস্যসমূহ—স্নিগ্ধ এবং মধুরপাকী বলিয়া পূর্ব্বোক্ত উভয়বিধ মৎস্য অপেক্ষা অধিকতর গুণবিশিষ্ট। নদীজাত মৎস্যসমূহেরা মুখ এবং পুচ্ছদ্বারা বিচরণ করে বলিয়া উহাদের মধ্যদেশ গুরু। সরোবর এবং তড়াগজাত মৎস্যসমূহের শিরোদেশ (মুড়া) অতিশয় লঘু। যে সকল মৎস্য মৃত্তিকার নিকটবর্ত্তী স্থানে বিচরণ করে এবং উৎসেধ জলপান করিয়া জীবনধারণ করে, তাহাদের শিরোদেশের কিঞ্চিদংশ ব্যতীত সকলস্থানই গুরু বলিয়া জানিবে। সরোবরজাত মৎস্যসমূহের অধোভাগ গুরু এবং উরোদেশ অর্থাৎ মধ্যদেশ দ্বারা বিচরণ করে বলিয়া মধ্যদেশ লঘু বলিয়া জানিবে। অতিশয় শ্লেষ্মজনক জলচর মাংসবর্গ বলা হইল। পূর্ব্বোক্ত মাংসসমূহের মধ্যে শুষ্ক, পূতি (পচা), পীড়িত, বিষাক্ত, সর্পদষ্ট, বিষলিপ্ত, বিদ্ধ, জীর্ণ, কৃশ,অল্পবয়স্ক এবং অস্বাস্থ্যকর মাংসসমূহ অভক্ষ্য বলিয়া জানিবে।৷ শুষ্ক ও পচা মাংস বিগতবীর্য্য বলিয়া এবং পীড়িত, বিষাক্ত সর্পাহত ও বিষলিপ্ত মাংস সমূহ বিকৃতবীর্য্য বলিয়া এবং বিকৃতমাংস, নষ্টবীর্য্য,জীর্ণমাংস,পরিণতবীর্য্য; কৃশমাংস, অল্পবীর্য্য ও অল্পবয়স্ক মাংস অসম্পূর্ণবীর্য্য বলিয়া ইহাদের মাংস নানাবিধ দোষের

আকর বলিয়া জানিবে। শুষ্কমাংস—অরুচিকর, প্রতিশ্যায়জনক এবং গুরুপাকী। বিষ এবং ব্যাধিদ্বারা হত জন্তুর মাংস ভোজনে মৃত্যু হয়। অল্পবয়স্ক জন্তুর মাংসে ছর্দ্দি জন্মে। জীর্ণমাংসে—কাস ও শ্বাসরোগ জন্মায়। পীড়িত মাংস ত্রিদোষকে কুপিত করে। ক্লেদযুক্ত মাংসে, বমি হয়; কৃশ মাংসে বায়ু প্রকুপিত হয়। এই সকল মাংস ভিন্ন অন্যান্য সকল মাংসই উপাদেয়। চতুষ্পাদ জন্তুর মাংসের মধ্যে স্ত্রীজাতির মাংস উৎকৃষ্ট, বিহঙ্গের মাংসের মধ্যে পুংজাতীয়ের মাংস শ্রেষ্ঠ। মহা-শরীরীর মাংসের মধ্যে অল্পকায় জন্তুর মাংস শ্রেষ্ঠ এবং অল্পশরীরীর মধ্যে বৃহৎ শরীরমাংস প্রধানতম। একজাতীয় জন্তুর মধ্যে বৃহৎকায় বিশিষ্ট জন্তু অপেক্ষা অল্পকায়বিশিষ্ট জন্তুর মাংস উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবে। যে সকল জন্তুর যে যে স্থান এবং যে যে ধাতু গুরু ও লঘু তাহা বলিতেছি যথা—রক্ত, মাংস, মেদ অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র এই কয়েকটী ধাতু উত্তরোত্তর গুরু, যথা—রক্ত অপেক্ষা মাংস গুরু এবং মাংস অপেক্ষা মেদ গুরুতর ইত্যাদি। ঊরু, স্কন্ধ, ক্রোড়, শিরঃ, পাদ, কর, কটী, পৃষ্ঠ, চর্ম্ম, কালেয়ক, যকৃৎ এবং অন্ত্র, ইহাদের মধ্যে শিরঃ, স্কন্ধ, কটী, পৃষ্ঠ এবং ঊরু ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরু বলিয়া জানিবে। এবং ধাতুসমূহ পরপর গুরু বলিয়া জানিবে। সকল প্রাণীরই মধ্যদেশ গুরু বলিয়া জানিবে। পুংজাতীয় প্রাণীর পূর্ব্বভাগ গুরু এবং স্ত্রীজা-তীয় প্রাণীর অধোভাগ গুরু। পক্ষীদিগের উরোদেশ ও গ্রীবা অতিশয় গুরু। পক্ষীরা পক্ষদ্বয় ঊর্দ্ধদিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া বিচরণ করে বলিয়া উহাদের মধ্যদেশের মাংস মধ্যম গুণবিশিষ্ট। যে সকল পক্ষীরা ফলাহার করে, তাহাদের মাংস অতিশয় রুক্ষ এবং মাংসাশী পক্ষীদিগের মাংস বিশেষ পুষ্টিকারক। মৎস্যাহারী পক্ষীসমূহের মাংস-পিত্তবর্দ্ধক এবং ধান্যাহারী পক্ষীগণের মাংস-বাতঘ্ন। জলজাত, আনূপজাত, গ্রাম্য, মাংসাহারী, একশফ, প্রসহ, বিলেশয়, জঙ্গাল, প্রতুদ এবং বিষ্কির প্রভৃতি জন্তুর মাংস ক্রমশঃ পরপর লঘু এবং অল্পাভিষ্যন্দি, অর্থাৎ জলজাত জন্তুর অপেক্ষা আনূপ (সজলদেশ

জাত) জন্তুর মাংস লঘু এবং অল্পশ্লেষ্মাকারী ইত্যাদি। এই সকল প্রাণী ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর মাংস ক্রমশঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব লঘু এবং অল্পশ্লেষ্মাকারী। স্বস্ব জাতির মধ্যে যে সকল জন্তু প্রমাণাধিক, তাহাদের মাংস অল্পবলকারী এবং গুরুপাকী। সকল প্রাণীরই শরীরের মধ্যে যে যে ভাগ প্রধানতম অর্থাৎ যকৃৎ প্রদেশবর্ত্তী মাংসসমূহ গ্রহণ করিবে। প্রধানতমের অভাবে মধ্যমবয়স্ক সদ্য এবং অক্লিষ্ট ও উপাদেয় মাংস গ্রহণ করিবে। এই মাংসাদিবর্গে প্রাণীসমূহের বয়স, শরীরের অবয়ব, স্বভাব, ধাতু, ক্রিয়া চিহ্ন, প্রমাণ, সংস্কার, মাত্রা এবং পরীক্ষা প্রভৃতি বলা হইল। ইতি মাংসাদিবর্গ।

অথ ফলবর্গ।

সংপ্রতি ফলবর্গ বর্ণন করিতেছি। যথা— দাড়িম, আমলক, বদর (শেয়াকুল), কোল (কুল), কর্কন্ধু (ছোট কুল) সৌবীর (মহাবদর) শিম্বিতিকাফল (শমীফল). কপিত্থ (কয়েদবেল). মাতুলুঙ্গ (টাবালেবু), আম্র (আঁব), আম্রাতক (আমড়া) করমর্দ্দক (করমচা), পিয়াল, লকুচ, (ডহুয়া), ভব্য (চালতা), পারাবত (গাবফল), বেত্রফল, প্রাচীন আমলক, তিন্তিড়িক (তেঁতুল), নীপ (কদম্ব) কোশাম্র, (কেওরা), অম্লীকা, নারঙ্গ, এবং জম্বীর, (গোঁড়ালেবু) এই সকল ফল অম্লরসবিশিষ্ট, গুরুপাকী, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, বায়ুনাশক এবং কফবমনকারী। এই সকল ফলের মধ্যে দাড়িম—পশ্চাৎ কসায় রসবিশিষ্ট, অথচ অতিশয় পিত্তকর নহে, অগ্নিদীপক, রুচিকারক, মনের প্রীতিকর এবং মলরোধক। এই দাড়িম মধুর ও অম্লভেদে আবার দুই প্রকার, তন্মধ্যে মধুররস দাড়িম-ত্রিদোষনাশক এবং অম্লরস দাড়িম বায়ু এবং কফের শান্তিকর। আমলকী—অম্ল, মধুর, তিক্ত, কষায়, কটুক, সারক, চক্ষুর হিতকর, সকল প্রকার দোষনাশক এবং বৃষ্য। আমলকী অম্লরসবিশিষ্ট বলিয়া বায়ুনাশক এবং মাধুর্য্য ও শীতলতাপ্রযুক্ত পিত্তকে প্রশমিত করে, রুক্ষ ও কষায়রসপ্রযুক্ত কফ নষ্ট করে। অতএব আমলকীফল, সকলপ্রকার ফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কর্কন্ধু,

কোল, বদর; ইহারা অপক্কাবস্থায় পিত্ত এবং কফ বৃদ্ধি করে এবং পক্কাবস্থায় পিত্ত ও বায়ুরশান্তিকারক, স্নিগ্ধ, মধুররস এবং সারক। ইহারা পুরাতন হইলে তৃষ্ণানাশক, শ্রমহর, অগ্নিদীপক ও লঘু। সৌবীর ও বদর—স্নিগ্ধ, মধুররস, বায়ু ও পিত্তের শান্তিকর। শিম্বিতিকাফল—কষায় ও মধুররস, সংগ্রাহী এবং শীতল। কাঁচাকদবেল—স্বরন্ন, কফনাশক, সংগ্রাহী ও বাতবর্দ্ধক। পক্ক হইলে কফ ও বাতনাশক, মধুর, অম্লরস এবং গুরু। মাতুলুঙ্গ (টাবালেবু) ফল—শ্বাস, কাস এবং অরুচিনাশক, তৃষ্ণার শান্তিকর, কণ্ঠশোধক, লঘু, অম্লরস, অগ্নিদীপক এবং মনের প্রীতিকর। ইহার ত্বক্ (ছাল), তিক্তরস, অজীর্ণকারক, বায়ু, ক্রিমি ও কফনাশক। ইহার শাঁস মধুররস, শীতল, গুরু, স্নিগ্ধ, বায়ু ও পিত্তনাশক, মেধাজনক এবং শূলরোগ, বায়ু, ছর্দ্দি, (বমি) কফ ও অরুচিনাশক। ইহার কেশর—অগ্নিদীপ্তিকর, লঘু, সংগ্রাহী, গুল্ম এবং অর্শনাশক। ইহার রস শূলরোগ, অজীর্ণ, মলমূত্রের রোধকতা, মন্দাগ্নি এবং কফ ও বায়ুর শান্তিকারক। বিশেষত অরুচিরোগে, অতিশয় উপকারী বলিয়া জানিবে। কচি আম্র—পিত্ত ও বায়ুজনক, বদ্ধকেশর আম্র (যে সকল আম্র হইতে মুকুল পড়িয়া গিয়াছে) পিত্তবর্দ্ধক, মনের আহ্লাদকর, বর্ণ ও রুচিকর এবং রক্ত, মাংস ও বলকারক, পশ্চাৎ কষায়রস, মধুর, বাতনাশক, পুষ্টিকারক ও গুরুপাকী। সম্যক্‌পক্ক আম্র—পিত্তের অবিরোধী, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, মধুররস, বলকারক, গুরুপাক এবং বিষ্টম্ভপাক হইয়া পরে জীর্ণ হয়। আম্রাতকফল (আমড়া)—বৃষ্য, স্নেহযুক্ত এবং শ্লেষ্মাবর্দ্ধক। লকুচ (ডেহুয়া)-ত্রিদোষকর, বিষ্টম্ভপাকী এবং শুক্রনাশক। করমর্দ্দক (করমচা) ফল—অম্লরস, তৃষ্ণানাশক, রুচিকারক এবং পিত্তকর। পিয়ালফল—বায়ু ও পিত্তনাশক, বৃষ্য, গুরুপাক এবং শীতল। ভব্য (চাল্‌তা) ফল—মনের আন্দনজনক, মধুর, কষায় ও অম্লরস এবং মুখশোধক। পারাবতফল—মধুররস, মুখরোচক এবং অত্যগ্নি ও বায়ুনাশক। নীপ এবং পক্ক আমলকফল-বিষনাশক। অপক্কতিন্তিড়ীক (কাচাতেঁতুল)

বায়ুনাশক, পিত্ত ও শ্লেষ্মাজনক। পক্বতিন্তিড়ী—মলরোধক, উষ্ণ, অগ্নিদীপক, রুচিকর এবং কফ ও বায়ুর শান্তিকর। কোশাম্র (কেওড়া) তিন্তিড়ী হইতে কিঞ্চিদল্পগুণবিশিষ্ট বলিয়া জানিবে। অম্লিকাফল (তিন্তিড়ীবিশেষ) পক্ব হইলে তিন্তিড়ীর সদৃশ গুণবিশিষ্ট এবং মলভেদক। নারঙ্গ ফল—অম্লরস, মধুর, মনের প্রীতিকর বিশদ রুচিকর, বায়ুনাশক, অজীর্ণকর এবং গুরু। জম্বীরফল—তৃষ্ণা, শূল কফবমন, ছর্দ্দি ও শ্বাসরোগের শান্তিকর। বায়ু ও শ্লেষ্মাজন্য বিবন্ধরোগনাশক, গুরুপাকী ও পিত্তজনক। ঐরাবতফল (লেবুবিশেষ) দন্তের জড়তাকারক, অম্লরস এবং রক্তপিত্তজনক। ক্ষীরবৃক্ষফল, জাম্বব, রাজাদন, তোদন, তিন্দুক, বকুল, ধন্বন, অশ্মন্তক, অশ্বকর্ণ, ফল্গু, পরুষক, গাঙ্গেরুকী, পুষ্করবর্ত্তী, বিল্ব এবং বিম্বি প্রভৃতি ফলসমূহ শীতল, শ্লেষ্মা ও পিত্তনাশক, মলরোধক, রুক্ষ, কষায় ও মধুররস। এই সকল ফলের মধ্যে ক্ষীরবৃক্ষের ফল গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, শীতল, কষায়, মধুররস এবং অম্ল অথচ বায়ুর প্রকোপকারী নহে। জাম্ববফল—অতিশয় বাতবর্দ্ধক, মলসংগ্রাহী এবং শ্লেষ্মা ও পিত্তের শান্তিকর। রাজাদনফল—স্নিগ্ধ, মধুররস, কষায় এবং গুরুপাকী। তোদনফল—কষায় ও মধুররস, রুক্ষ এবং কফ ও বায়ুর শান্তিকর, অম্লরস এবং উষ্ণবীর্য্য, লঘু, মলসংগ্রাহী, স্নিগ্ধ, পিত্ত ও অগ্নিবর্দ্ধক। কাঁচা তিন্দুকফল—কষায়রস, মলরোধক ও বাত প্রকোপক। এবং পক্ব হইলে গুরুপাক, মধুররস এবং কফ ও পিত্তের শান্তিকর। বকুলফল—মধুর ও কষায়রস, স্নিগ্ধ ও মলরোধক, দন্তের দৃঢ়তাসম্পাদক এবং বিশদ। ধন্বনফল—কষায়রস, শীতল, মধুররস এবং কফ ও বায়ুর সমতাকর। গাঙ্গেরুক এবং অশ্মন্তকফলও এই প্রকার গুণবিশিষ্ট বলিয়া জানিবে। ফল্গুজফল—বিষ্টম্ভপাকী, মধুররস, স্নিগ্ধ, তৃপ্তিজনক এবং গুরুপাকী, অপক্ব পরুষকফল—অতিশয় অম্ল ও ঈষৎ মধুররস এবং পশ্চাৎ কষায়রস, লঘু, বায়ুনাশক এবং পিত্তজনক। এই ফল পক্ব হইলে মধুররস এবং বায়ু ও পিত্তের শান্তিকর। পুষ্করবর্ত্তীফল—মধুররস, বিষ্টম্ভী, বলকারক, মধুরপাকী, শীতল, রক্তপিত্তের শান্তিকর,

শ্লেষ্মাজনক এবং গুরুপাকী। কচিবিল্বফল—শ্লেষ্মা ও বায়ুনাশক, তীক্ষ্ণ, স্নিগ্ধ, মলরোধক, অগ্নিদীপ্তিকর, কটু, তিক্ত ও কষায়রস এবং উষ্ণবীর্য্য। পক্কবিল্বফল—পশ্চাৎ মধুররস, গুরু ও বিদাহপাকী, বিষ্টম্ভকারী, দোষজনক এবং বায়ুদূষিতকর। বিম্বীফল এবং অশ্মন্তকফল—স্তন্যজনক, কফ ও পিত্তের শান্তিকারক এবং তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস এবং ক্ষয়রোগবিনাশক। তাল, নারিকেল, কাঁটাল, মোচ, (কদলী) প্রভৃতিফল রসে ও পাকে মধুর। বায়ু ও পিত্তনাশক, বলকারক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক এবং শীতল। তালফল—মধুররস, গুরুপাক ও পিত্তের শান্তিকর। ইহার বীজ (তালশাঁস) মধুরপাক, মূত্রবর্দ্ধক, বায়ু ও পিত্তের শান্তিকর। নারিকেলফল—গুরু, স্নিগ্ধ, পিত্তনাশক। মধুররস, শীতল, বল ও মাংসকর, মনের প্রীতিকর, পুষ্টিকারক এবং বস্তিশোধক। পনস (কাঁটাল)—কষায়, স্নিগ্ধ, মধুররস এবং গুরুপাক। মোচ (কদলী) মধুররস, কষায়, অতিশয় শীতল নহে, রক্তপিত্তের শান্তিকর, বৃষ্য, রুচিকারক, শ্লেষ্মাজনক এবং গুরুপাকী। দ্রাক্ষা (কিস্‌মিশ), কাশ্মর্য্য (গম্ভারী), মধুকপুষ্প ও খর্জ্জুর প্রভৃতি ফল—রক্তপিত্তের শান্তিকর, গুরুপাক এবং মধুররস। ইহাদের মধ্যে দ্রাক্ষা—সারক, স্বরের হিতকর, মধুররস, স্নিগ্ধ ও শীতল, রক্তপিত্ত, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা, দাহ এবং ক্ষয়রোগনাশক। গাম্ভারীফল—মনের প্রীতিকর, মূত্রবন্ধের শান্তিকর, রক্তপিত্তের শান্তিকর, বায়ুনাশক, কেশের হিতকর, রসায়ন এবং মেধাজনক। খর্জ্জুরফল—উরঃক্ষত ও ক্ষয়রোগের শান্তিকর, মনের প্রীতিকর, তৃপ্তিজনক গুরু, মধুররস ও মধুরপাক এবং রক্তপিত্তের শান্তিকারক। মধূকপুষ্প—পুষ্টিকারক, মনের অপ্রীতিকর ও গুরু। ইহার ফল—বায়ু ও পিত্তের শান্তিকর জানিবে। বাতাম (বাদাম), আক্ষোড় (আক্ষোটফল), অভিষুক, নিচুল, পিচু, (ময়নাফল) নিকোচক (আকোড়ফল) ও উরুমাল প্রভৃতি ফল—পিত্ত ও শ্লেষ্মানাশক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, গুরু, পুষ্টিকারক, বায়ুনাশক, বলকারক এবং মধুর। লবলীফল—কষায়, কফ ও পিত্ত-

নাশক, কিঞ্চিৎ তিক্ত, রুচিকারক, মনের প্রীতিকর, সুগন্ধি এবং বিশদ। বসীর (গজপিপ্পলী) শীতপাকী, ব্রণকর, মলমূত্ররোধক, বিষ্টম্ভী, অজীর্ণকর, রুক্ষ, শীতল বাতনাশক, মধুরপাকী এবং রক্তপিত্তনাশক। ঐরাবত এবং দন্তশঠফল—অম্লরস এবং রক্তপিত্তকর। টঙ্ক (নীলকপিত্থ) শীত, কষায়, মধুররস, বাতজনক এবং গুরু। ইঙ্গুদীফল—স্নিগ্ধ, উষ্ণ, তিক্ত, মধুর, বায়ু ও শ্লেষ্মানাশক। শমীফল—গুরু, স্বাদু, রুক্ষ, উষ্ণ এবং কেশের অহিতকর। শ্লেষ্মাতকফল—গুরুপাক, শ্লেষ্মকর, মধুর এবং শীতল। করীর, অক্ষক এবং পীলু এই সকল ফল—মধুর, তিক্ত, কটু ও উষ্ণ এবং কফ ও বায়ুনাশক। ইহাদের মধ্যে পীলু—তিক্ত, পিত্তজনক, সারক, কটুপাকী, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, স্নেহবিশিষ্ট এবং কফ ও বায়ুর শান্তিকর। অরুষ্কর ও তুবরকফল—কষায়, কটুপাকী, উষ্ণ এবং ক্রিমি, জ্বর, আনাহ, মেহ ও উদাবর্ত্ত প্রভৃতি রোগের শান্তিকর। করঞ্জ, কিংশুক এবং নিম্বফল—প্রমেহনাশক। বিড়ঙ্গ—রুক্ষ, উষ্ণ, কটুপাক, লঘু এবং বায়ু ও কফনাশক, ঈষৎ তিক্ত, বিষদোষনাশক, ক্রিমিহর। অভয়া (হরিতকী) ফল—ব্রণের হিতকর, উষ্ণ, সারক, মেধাজনক, দোষহর, শোথ এবং কুষ্ঠনাশক, কষায়, অগ্নিদীপক, অম্লরস এবং চক্ষুর হিতকর। অক্ষফল (বহেড়া) ভেদক, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণ স্বরের অহিতকর, ক্রিমিনাশক, চক্ষুর হিতকর, মধুরপাকী, কষায় এবং কফ ও পিত্তের শান্তিকর। পূগফল (সুপারী) কফ ও পিত্তনাশক, রুক্ষ, মুখের ক্লেদ ও মলানাশক, কষায় ও ঈষৎ মধুর রস এবং কিঞ্চিৎ সারক। জাতীকোষ (জয়ত্রী) কর্পূর, জাতীফল, কটুক (কটকি), কক্কোলক এবং লবঙ্গ ইহারা তিক্ত, কটু, কফনাশক, লঘু, তৃষ্ণানাশক, মুখের ক্লেদ এবং দুর্গন্ধনাশক কর্পূর—তিক্ত, সুগন্ধি, শীতল, লঘু, লেখনকর, তৃষ্ণা, মুখশোষ ও মুখের বিরসতা প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারী। লতাকস্তুরিকা পূর্ব্বোক্তগুণসম্পন্ন এবং শীতল ও বস্তিশোধক। পিয়ালমজ্জা—মধুররস, বৃষ্য, পিত্ত ও বায়ুনাশক। বিভীতকমজ্জা-মত্ততা-

জনক এবং কফ ও বায়ুনাশক। কোলমজ্জা—কষায়, মধুর, পিত্ত-নাশক, তৃষ্ণা, ছর্দ্দি ও বায়ুনাশক। আমলকমজ্জাও এইরূপ গুণ-বিশিষ্ট। বীজপূরক (টাবালেবু), শম্পাক, (সোঁদাল) এবং কোসা-ম্রের মজ্জা,—স্বাদুপাক, অগ্নি ও বলকর, স্নিগ্ধ, পিত্ত ও বায়ুনাশক। যে যে ফলের বীর্য্য যেরূপ যেরূপ উক্ত হইয়াছে, সেই সেই ফলের মজ্জারও সেইরূপ বীর্য্য বলিয়া জানিবে। বিল্ব ভিন্ন অন্যান্য সকল ফলই পরিপক্ক হইলে অধিক গুণশালী হয়, কিন্তু বিল্ব অপক্ক অবস্থা-তেই বিশেষ উপকারী বলিয়া জানিবে। অপক্কবিল্ব—মলরোধক, উষ্ণ, দোষনাশক, কষায়, কটু এবং তিক্তরসবিশিষ্ট। সকল ফলই ব্যাধিযুক্ত, কীটদষ্ট, অধিকতর পক্ক, অকাল-জাত এবং বিপরীত ঋতু-জাত হইলে পরিত্যাগ করিবে। ইতি ফলবর্গ।

অথ শাকবর্গ।

সংপ্রতি আমরা শাকবর্গ বলিতেছি। অলাবু (লাউ) এবং কালিন্দক প্রভৃতি পুষ্পফল। ইহারা পিত্তনাশক, বাতজনক, শ্লেষ্মার অল্পতাকারক, মূত্র ও মলবর্দ্ধক, মধুররস ও মধুরপাক। এই সকলের মধ্যে নূতন কুষ্মাণ্ড পিত্তনাশক,মধ্যপাক এবং কফজনক। পক্ক (পুরাতন) কুষ্মাণ্ড—লঘু, উষ্ণ, ক্ষারযুক্ত, অগ্নিদীপক, বস্তিশোধক, সকল প্রকার দোষনাশক, মনের প্রীতিকর, এবং মানসিক ব্যাধি পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ সুপথ্য। কালিন্দক—দৃষ্টিশক্তি ও শুক্রক্ষয়কারী, কফ ও বায়ুবর্দ্ধক। অলাবু (লাউ) মলভেদক, রুক্ষ, গুরু ও অতিশয় শীতল। তিক্ত অলাবু—মনের প্রীতিকর, বমনকারক, বায়ু ও কফবর্দ্ধক। ত্রপুষ (শশা), এর্ব্বারু (কাঁকুড়), কর্কারু (কুষ্মাণ্ড) এবং শীর্ণবৃন্ত (তরমুজ) প্রভৃতি গুরু, বিষ্টম্ভী, শীতল, কফজনক, মলমূত্রবর্দ্ধক, ক্ষারযুক্ত এবং মধুররস। ইহাদের মধ্যে নূতন ত্রপুষ (শশা) নীলবর্ণ হইলে পিত্তনাশক এবং পক্ক হইলে পাণ্ডুরোগ ও কফজনক, অম্লরস, বায়ু ও কফনাশক। উত্তমরূপ পক্ক এর্ব্বারু (কাঁকুড়) ও কর্কারু (কুষ্মাণ্ড) কফ ও বায়ুজনক, ক্ষারযুক্ত, মধুররস, রুচিকারক, অগ্নি-

দীপক এবং অতিশয় পিত্তবর্দ্ধক নহে। শীর্ণবৃন্ত (তরমুজ) ক্ষারযুক্ত, মধুর ও কফনাশক, ভেদক, অগ্নিদীপক, মনের প্রীতিকর, আনাহ ও কুষ্ঠরোগের শান্তিকর এবং লঘু। পিপ্পলী, মরিচ, শুণ্ঠী, আর্দ্রক, হিঙ্গু, জীরক, কুস্তুম্বুরু, (ধনে), জম্বীর, সুমুখ, সুরস, অর্জ্জক, ভূস্তৃণ, সুগন্ধক, কাসমর্দ্দক (কালকাশুন্দে), কালমাল, কুঠেরক, ক্ষবক, অপামার্গ, খরপুষ্প, শিগ্রু (সজিনা) মধুশিগ্রু (রক্তশোভাঞ্জন) ফণিজ্ঝক (তুলসী বিশেষ) সর্ষপ, রাজিকা (শ্বেতসর্ষপ) কুলাহল (কুক্‌শিম) বেণুগণ্ডীর, তিলপর্ণিকা, বর্ষাভূ (পুনর্নবা) চিত্রক, মূলক, পোতিকা, লসুন, পলাণ্ডু এবং কলায় প্রভৃতি কটু, উষ্ণ, অরুচিকর, বায়ু ও শ্লেষ্মানাশক এবং নানাবিধ পাকদ্রব্যে সংস্কারার্থে প্রয়োগ করা যায়।

ইহাদের মধ্যে অপক্ক পিপ্পলী গুরু, স্বাদু, শীতল এবং শ্লেষ্মাবর্দ্ধক। ইহারা শুষ্ক হইলে কফ এবং বায়ুর শান্তি করিয়া থাকে এবং বৃষ্য ও পিত্তের অবিরোধী। পাক্য, আর্দ্রক ও মরিচ এই কয়েকটী একত্র সংযোগে গুরুপাক, কফস্রাবি ও স্বাদু। ইহারা শুষ্ক হইলে কটু, উষ্ণ, লঘু এবং কফ ও বায়ুনাশক। শ্বেতমরিচ,—অতিশয় উষ্ণবীর্য্যও নহে এবং অতিশয় শীতবীর্য্যও নহে। অন্যান্য সকল প্রকার মরীচ অপেক্ষা এই মরীচ গুণকারক এবং চক্ষু রোগে বিশেষ উপকারী। নাগর (শুণ্ঠী) কফ ও বায়ুনাশক, মধুরপাক, কটু, বৃষ্য, উষ্ণ, মুখরোচক, মনের সন্তোষজনক, স্নেহযুক্ত, লঘু ও অগ্নিদীপ্তিকর। আর্দ্রক—কফ ও বায়ুনাশক, স্বরের হিতকর, মলভেদক, আনাহ (বন্ধনবৎপীড়া) এবং শূলরোগনাশক, কটু, উষ্ণ, মুখরোচক, মনের প্রীতিকর ও বৃষ্য। হিঙ্গু (হিঙ্) লঘু, উষ্ণ, পাচক, অগ্নিদীপক, কফ ও বায়ুনাশক, কটু, স্নিগ্ধ, সারক, তীক্ষ্ণ এবং শূলরোগ, অজীর্ণ ও মলবদ্ধতা প্রভৃতির শান্তিকর। জীরক ও কৃষ্ণজীরক—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটুপাক, রুচিকর, পিত্ত ও অগ্নিবর্দ্ধক, কটুরস, শ্লেষ্মা ও বায়ুনাশক এবং গন্ধযুক্ত। কারবী, করবী এবং উপকুঞ্চিকা

(ছোটএলাচি) প্রভৃতি জীরক ও কৃষ্ণজীরকের তুল্য গুণশালী। ইহারা ব্যঞ্জন প্রভৃতি নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাঁচা কুস্তুম্বরী—স্বাদু, সুগন্ধযুক্ত এবং মনের প্রীতিকর। ইহারা শুষ্ক হইলে মধুরপাকী এবং স্নিগ্ধ, তৃষ্ণা ও দাহনাশক, দোষের শান্তিকর, কটু, কিঞ্চিৎ তিক্ত এবং স্রোতসমূহের শোধক। জম্বীর,—পাচক, তীক্ষ্ণ, কৃমি, বায়ু ও কফনাশক, সুগন্ধযুক্ত, অগ্নিদীপক, রুচিকর, মুখের বিশদতা সম্পাদক। সুরস,—কফ, বায়ু, বিষদোষ এবং শ্বাস, কাস ও দুর্গন্ধতা প্রভৃতির শান্তিকর, পিত্তজনক এবং পার্শ্ববেদনা-নাশক। সুমুখও এই প্রকার গুণশালী, অধিকন্তু সংযোগবিষের বিশেষ উপকারী। সুরস, অর্জক এবং ভূস্তৃণ প্রভৃতি কফনাশক, লঘু, রুক্ষ, স্নিগ্ধ, উষ্ণ এবং পিত্তবর্দ্ধক ও কটুরস। কাসমর্দ (কাল-কাসুন্দে) মধুররস, কফ ও বায়ুনাশক, পাচক, কণ্ঠশোধক, পিত্তের বিশেষ শান্তিকর এবং তিক্ত। শিগ্রু, (সজিনা) কটু, ক্ষারযুক্ত, মধুর, তিক্ত এবং পিত্তবর্দ্ধক। মধুশিগ্রু—সারক, তিক্তরস, শোথনাশক, অগ্নিদীপ্তি-কর এবং কটু। সার্ষপ এবং গাণ্ডীরশাক,—বিদাহপাকী, মলমূত্ররোধক, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ এবং উষ্ণবীর্য্য। চিত্রক ও তিলপর্ণীশাক—কফ ও শোথনাশক এবং লঘু। বর্ষাভূ (পুনর্নবা)—কফ ও বায়ুনাশক এবং শোথ, উদররোগ ও অর্শরোগের হিতকর, কটু, তিক্তরস, মনের প্রীতিকর, রুচিকর এবং অগ্নিদীপ্তিকর। মূলক ও পোতিকাশাক—সকল প্রকার দোষনাশক, লঘু এবং কণ্ঠের হিতকর, অপক্ব হইলে গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, তীক্ষ্ণ এবং ত্রিদোষকর। স্নিগ্ধ (ঘৃত প্রভৃতি) দ্বারা সিদ্ধ হইলে পিত্তনাশক এবং কফ ও বাতের শান্তিকর। শুষ্ক মূলক—ত্রিদোষের শান্তিকর, বিষদোষ নাশক এবং লঘু। মূলক ব্যতীত অন্যান্য শাক শুষ্ক হইলে বিষ্টম্ভী ও বাতবর্দ্ধক। এই সকল শাকের পুষ্প, পত্র এবং ফল ক্রমশঃ পর পর লঘু বলিয়া জানিবে। ইহাদের পুষ্প কফ ও পিত্তনাশক এবং ফল সমূহ কফ ও বায়ুর শান্তিকর। রশুন—স্নিগ্ধ, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, কটু, পিচ্ছিল, গুরু, সারক, মধুররস, বলকারক, বৃষ্য, মেধাবর্দ্ধক, স্বর, বর্ণ

এবং চক্ষুর হিতকর ও ভগ্ন অস্থি সমূহের সন্ধানকর এবং হৃদ্রোগ, অজীর্ণ, জ্বর, কুক্ষিশূল, মলবদ্ধ, গুল্ম, অরুচি, কাস, শোথ, অর্শ, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, বায়ু, শ্বাস, কাস এবং কফনাশক। পলাণ্ডু (পেঁয়াজ) অতিশয় উষ্ণ বীর্য্য নহে এবং বায়ুনাশক, কটুরস, তীক্ষ্ণ, গুরুপাক, অতিশয় কফজনক নহে, বলকারক, কিঞ্চিৎ পিত্তকর এবং অগ্নিবর্দ্ধক। ক্ষীরপলাণ্ডু—স্নিগ্ধ, রুচিকারক, ধাতুসমূহের স্থিরতা সম্পাদক, বলকারক, মেধা ও কফবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, স্বাদু, গুরু, রক্তপিত্তরোগীর পক্ষে বিশেষ প্রশস্ত এবং পিচ্ছিল। কলায়শাক।—পিত্তনাশক, কফের শান্তিকর, বাতবর্দ্ধক, গুরু, পশ্চাৎকষায় রস এবং মধুর পাক। চুচ্চু, (শাকবিশেষ) পুথিকা (পুঁই) তরুণী (ঘৃতকুমারী) জীবন্তী, বিম্বীতিকা, নন্দী, ভল্লাতক, ছগলান্ত্রী, বৃক্ষাদনী, ফঞ্জী (বামনহাটি) শাল্মলী, শেলু, বনস্পতি, শন, কর্ব্বুদার ও কোবিদার প্রভৃতির শাক—কষায়, স্বাদু এবং তিক্ত, রক্তপিত্তনাশক, কফনাশক ও বাতজনক, মলরোধক এবং লঘু। ইহাদের মধ্যে চুচ্চু—লঘুপাক, কৃমিনাশক, পিচ্ছিল, ব্রণের হিতকর, কষায়, মধুর, মলরোধক এবং ত্রিদোষনাশক। জীবন্তী—চক্ষুরহিতকর এবং সকল দোষের শান্তিকর। বৃক্ষাদনী (যে সকল গাছ গাছের উপর জন্মে এবং প্রচলিত কথায় যাহাকে পরগাছা বলে) বাতনাশক। ফঞ্জী—অল্প বলকারক। ক্ষীরবৃক্ষ এবং উৎপলাদির পাতা—কষায়, শীতল, মলরোধক এবং রক্তপিত্ত ও অতিসার রোগে প্রশস্ত। পুনর্নবা, বরুণ, তর্কারী (জয়ন্তী) উরুবুক (এরণ্ড) বৎসাদনী (গুড়ুচী) এবং বিল্বশাক প্রভৃতি উষ্ণ, মধুর, তিক্ত এবং বাতের শান্তিকর, ইহাদের মধ্যে পুনর্নবাশাক—বিশেষত শোথ রোগনাশক। তণ্ডুলীয়ক (নটেশাক) উপোদিকা (কলম্বীশাক) অশ্ববলা, চিল্লী, পালঙ্ক্য (পালঙ) এবং বাস্তুক (বেতোশাক) প্রভৃতিশাক—মল-মূত্রবর্দ্ধক, ক্ষারযুক্ত, মধুররস, বায়ু এবং শ্লেষ্মার অল্পতাকারক, রক্তপিত্তনাশক। ইহাদের মধ্যে তণ্ডুলীয়ক (নটেশাক) মধুররস এবং মধুরপাক, রক্তপিত্ত ও মত্ততানাশক, অতিশয় শীতল, রুক্ষ এবং বিষদোষ-

নাশক। উপোদিকা (কলম্বী) স্বাদুপাক ও স্বাদুরস, বৃষ্য, বায়ু, পিত্ত ও মত্ততার শান্তিকর, সারক, স্নিগ্ধ, বলকারক, শ্লেষ্মাজনক এবং শীতল। বাস্তূকশাক—কটুপাক, কৃমিনাশক, মেধা, অগ্নি ও বলবর্দ্ধক, ক্ষাররসযুক্ত, সকল দোষনাশক, মুখরোচক এবং সারক। চিল্লীশাক—বাস্তূক-শাকের ন্যায় গুণকারী এবং পালঙ্ক্যশাক, তণ্ডুলীয়কশাকের ন্যায় গুণকারী অধিকন্তু বাতকর, মল-মূত্ররোধক, রুক্ষ এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মার হিতকর। আশ্ববলশাক—রুক্ষ এবং মলমূত্র ও বাতরোধক। মণ্ডুক-পর্ণী, সপ্তলা (পারুল) সুনিষণ্ণক (সুষুনিশাক) সুবর্চ্চলা (অতসী) ব্রহ্মসুবর্চ্চলা, পিপ্পলী, গুড়ূচী, গোজিহ্বা, (গোজিলতা) কাকমাচী (গুড়কামাই) প্রপুন্নাড় (চাকুন্দাবৃক্ষ) অবল্গুজ (সোমরাজ) সতীন (ক্ষুদ্রমটর), বৃহতী, কণ্টকারিরফল, পটোল, বার্ত্তাকু, কারবেল্লক, (করলা) কটকী, কেবুক, উরুবুক, (এরণ্ড) পর্পটক (ক্ষেতপাপ্‌ড়া) কিরাততিক্ত (চিরতা) কর্কোটক, (কাক্‌রোল) অরিষ্ট (নিম্ব) কোশাতকী, বেত্রকরীর, (বেতেরডগা) অটরুষক (বাসকফুল) এবং অর্ক পুষ্প প্রভৃতি ইহারা রক্তপিত্তের শান্তিকর, মনের প্রীতিকর, অতিশয় লঘু এবং কুষ্ঠ, মেহ, জ্বর, শ্বাস, কাস এবং অরুচিনাশক। এই সকলের মধ্যে মণ্ডুকপর্ণী—কষায় পিত্তের হিতকর, মধুররস ও মধুর-পাক, শীতল এবং লঘু। গোজিহ্বিকাও এইরূপ গুণকারী। সুনিষণ্ণক অবিদাহী, ত্রিদোষনাশক ও মলরোধক। অবল্‌গুজ—কটুপাক, তিক্ত, পিত্ত ও কফজনক। সতীনশাক—ঈষৎ তিক্ত, ত্রিদোষনাশক এবং কটু। কাকমাচিশাক—সতীনশাকের ন্যায় গুণকারী, অধিকন্তু অতিশয় উষ্ণ-বা অতিশয় শীতল নহে এবং কুষ্ঠনাশক। বৃহতী ও কণ্টকারীরফল, কণ্ডু, কুষ্ঠ এবং কৃমিনাশক, কফ ও বায়ুনাশক এবং কটু, তিক্ত ও লঘু। পটোল—কফ ও পিত্তের শান্তিকর, ব্রণের হিতকর, উষ্ণ, তিক্ত এবং বাতবর্দ্ধক নহে, কটুপাকী, রুচিকর এবং অগ্নিদীপক। বার্ত্তাকু (বেগুণ) কফ ও বাতনাশক, তিক্ত, মুখরোচক, কটু, লঘু, এবং অগ্নি-দীপক। ইহা পক্ক হইলে ক্ষারযুক্ত ও পিত্তবর্দ্ধক হয়। কর্কোটক এবং

কারবেল্লকশাক, উক্তপ্রকার গুণকারী। অটরুষক, বেত্রকরীর, গুড়ূচী, নিম্ব, পটোল এবং কিরাততিক্ত (চিরতা) ইহারা পিত্ত ও কফনাশক। বরুণ ও প্রপুন্নাড়শাক কফনাশক। কালশাক, রুক্ষ, লঘু, শীতল এবং বায়ু ও পিত্তেরপ্রকোপকর, অগ্নিদীপক, সংযোগ বিষনাশক, এবং কটু-রস। কুসুম্ভশাক—মধুররস। রুক্ষ,উষ্ণ,শ্লেষ্মনাশক, এবং লঘু। নালিকা-শাক—পিত্তনাশক এবং মধুররস। চাঙ্গেরীশাক গ্রহণী ও অর্শরোগ-নাশক, অম্লরসযুক্ত, বায়ু ও কফেরহিতকর, উষ্ণ, কষায়, মধুরপাক এবং অগ্নিদীপক। লোণিকা, জতুকপর্ণী, পত্তুর,জীবক,সুবর্চলা, অতসী, কুরু-বক (রক্তঝিণ্টা) কঠিঞ্জর, (তুলসী) কুন্তলিকা এবং কুরণ্টাকা (পীত-ঝিণ্টী) প্রভৃতি মধুররস ও মধুরপাক, শীতল, কফনাশক, অতিশয় পিত্তবর্দ্ধক নহে, পশ্চাৎ লবণরস, রুক্ষ ক্ষাররসযুক্ত, বাতবর্দ্ধক এবং সারক। কুন্তলিকা মধুর ও তিক্ত। কুরণ্টিকা কষায়রসবিশিষ্ট। রাজ-ক্ষবকশাক এবং শটী, সংগ্রাহী, শীতল, লঘু,এবং দোষের বিপরীতকারী নহে। হরিমন্থ (ছোলাশাক) স্বাদুপাক, ও স্বাদুরস এবং অজীর্ণকারক।

কলায়শাক—ভেদক, মধুররস, রুক্ষ এবং অতিশয় বাতবর্দ্ধক। পূতিকরঞ্জপত্র (নাটাকরঞ্জ)সন্ধিস্থানসমূহের শিথিলতাসম্পাদক,কটুপাক, লঘু, বায়ু এবং কফনাশক। তিন্তিড়ী—শোথনাশক এবং উষ্ণবীর্য্য। তাম্বুলপত্র—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটু, পিত্তপ্রকোপকর, সুগন্ধি, বিশদ, তিক্ত, স্বরের হিতকর, বায়ু ও কফনাশক, শিথিলতাসম্পাদক, কটুপাক, কষায়, অগ্নিদীপক, মুখের কণ্ডূ এবং মলা, ক্লেদ ও দুর্গন্ধ প্রভৃতির শান্তিকর। ইতি শাকবর্গ।

অথ পুষ্পবর্গ।

কোবিদার (রক্তকাঞ্চন) শণ এবং শাল্মলীপুষ্প—মধুররস, এবং মধুরপাক ও রক্তপিত্তনাশক। বৃষ (বাসক) ও অগস্ত্য (বক) পুষ্প,তিক্ত, কটুপাক, এবং ক্ষয় ও কাসনাশক। মধুশিগ্রু (রক্তশোভাঞ্জন) ও করীর পুষ্প কটুপাক, বায়ুনাশক, মূত্র ও মলবর্দ্ধক। অগস্ত্য (বক)-পুষ্প—অতিশয় শীতল ও নহে এবং অতিশয় উষ্ণও নহে এবং রাত্র্যন্ধ-

ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ হিতকর। রক্তবৃক্ষ,নিম্ব,মুষ্কক (ঘণ্টাপারুল) অর্ক এবং অসন(পীতশাল)ইহাদের পুষ্প—কফ ও পিত্তনাশক এবং কুষ্ঠরোগের শান্তিকর। কুটজপুষ্পও কুষ্ঠনাশক। পদ্মপুষ্প—তিক্ত, মধুর, শীতল এবং কফ ও পিত্তের শান্তিকর। কুমুদ—মধুর,পিচ্ছিল, স্নিগ্ধ,আহ্লাদজনক ও শীতল। কুবলয় (নীলকুমুদ) ও নীলোৎপল, কুমুদ হইতে কিছুভিন্ন গুণ-কারী। সিন্ধুবার (নিসিন্দা)পুষ্প—পিত্তবিনাশকারী ও হিতকর। মালতী ও মল্লিকাপুষ্প,—তিক্ত,সুগন্ধি ও পিত্তনাশক। বকুল ও পাটলপুষ্প,—সুগন্ধযুক্ত,বিশদ এবং মনের প্রীতিকর। নাগকেশর—শ্লেষ্মা,পিত্ত ও বিষ দোষনাশক। কুঙ্কুমপুষ্পও এইরূপগুণকারী। চম্পক—রক্তপিত্তনাশক, শীতল, উষ্ণ এবং কফনাশক। কিংশুক (পলাশ [illegible] ও পিত্তনাশক। কুরণ্টকও এইরূপ গুণশালী। যে যে বৃক্ষের যে যে গুণ উক্ত হইয়াছে, সেই সেই পুষ্পেরও সেই সেই গুণ জানিবে। মধুশিগ্রু ও করীর, কটু ও শ্লেষ্মানাশক। ক্ষবক, কুলেচর ও বংশকরীর প্রভৃতি কফনাশক এবং মল ও মূত্রবর্দ্ধক। ইহাদের মধ্যে ক্ষবক-কৃমিবর্দ্ধক, স্বাদুপাক, পিচ্ছিল, বিষ্যন্দি, বাতবর্দ্ধক, অতিশয় পিত্ত ও শ্লেষ্মকর নহে। বংশকরীর (বাঁশের কোঁড়) কফবর্দ্ধক, মধুররস ও মধুরপাকী, বিদাহী, বাতজনক, কষায় এবং রুক্ষ। পলাল, ইক্ষু, করীষ, বেণু এবং ভূমিজাত উদ্ভিদ-প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে পলালজাত মধুররস ও মধুরবিপাক, রুক্ষ এবং দোষের শান্তিকর। ইক্ষুজাত,—মধুররস এবং পশ্চাৎকষায়রস,কটু,এবং শীতল। কারীষ পূর্ব্বের ন্যায় গুণকারী,অধিকন্তু উষ্ণ, কষায়রস এবং বায়ুপ্রকোপকর। বেণুজ—কষায় ও বায়ুপ্রকোপকর। ভূমিজাতপুষ্প,গুরু ও বাতবর্দ্ধক এবং ভূমিজাত বলিয়া ভূমির ন্যায় রসবিশিষ্ট। পিণ্যাক, তিলকল্ক, স্থূণিকা এবং শুষ্কশাক প্রভৃতি সকল দোষের প্রকোপকর। সকল প্রকার পিষ্টক—বিষ্টম্ভী, এবং বাতপ্রকোপকর। সিণ্ডাকী বাতবর্দ্ধক, সান্দ্র, রুচিকর এবং অগ্নিদীপক। সকল প্রকার শাকই মল-ভেদক, গুরু, রুক্ষ, বিষ্টম্ভী, অজীর্ণকর, কষায়রস এবং স্বাদু। পুষ্প, পত্র, ফল, নাল (ডাল), কন্দ (মূল) ইহারা ক্রমশ পরপর গুরু। কর্কশ,

অতিশয়জীর্ণ এবং কীটক্ষত, অদেশ-জাত এবং অকাল-জাত পত্র ও শাক-প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে। ইহারপর সংপ্রতি আমরা কন্দ বলিতেছি। বিদারী-কন্দ, (ভূমিকুষ্মাণ্ড), শতাবরী (শতমূলী) বিষমৃণাল, শৃঙ্গাটক, (পাণিফল) কশেরুক (কেশুর) পিণ্ডালু, মধ্বালু (মৌ আলু) হস্ত্যালু, কাষ্ঠালু, শঙ্খালু (শাখআলু) রক্তালু (রাঙ্গা আলু) ইন্দিবর (সুন্দি) উৎপল (পদ্ম) কন্দ প্রভৃতি—ইহারা রক্তপিত্তনাশক, শীতল, মধুররস, গুরু, শুক্রবর্দ্ধক এবং স্তন্যবৃদ্ধিকর। ইহাদের মধ্যে বিদারিকন্দ (ভূমিকুষ্মাণ্ড) মধুররস, পুষ্টিকারক, বৃষ্য, শীতল, স্বরের হিতকর ও মূত্র-বর্দ্ধক, বলকারক এবং পিত্ত ও বাতনাশক। শতাবরী (শতমূলী) বায়ু ও পিত্তনাশক, বৃষ্য, স্বাদু ও তিক্ত, মনের অতিশয় প্রীতিকর এবং মেধা, অগ্নি ও বলবর্দ্ধক, গ্রহণী ও অর্শ রোগনাশক, বৃষ্য, শীতল এবং রসরক্তাদিধাতুবর্দ্ধক। ইহার অঙ্কুর কফ ও পিত্তনাশক এবং তিক্ত-রস। বিস (পদ্মের মূল) অবিদাহী, রক্তপিত্তের প্রসন্নতাসম্পাদক, বিষ্টম্ভী, অজীর্ণকর, রুক্ষ, বিরস এবং বায়ুবর্দ্ধক। শৃঙ্গাটক (পাণিফল) ও কশেরুক (কেশুর) গুরু, বিষ্টম্ভী, এবং শীতল। পিণ্ডালু, কফকর এবং বায়ুপ্রকোপকর। সুরেন্দ্রকন্দ—শ্লেষ্মনাশক, কটুপাক এবং পিত্তকর। বংশকরীর, গুরু এবং কফ ও বাতপ্রকোপকর। স্থূলসূরণ (ওল) এবং মাণক (মাণকচু) প্রভৃতিও কন্দ। ইহারা ঈষৎ কষায়-রস, কটু, রুক্ষ, বিষ্টম্ভী, গুরু, কফ ও বাতবর্দ্ধক এবং পিত্তনাশক। মাণক (মাণকচু) মধুররস, শীতল এবং গুরুপাক বলিয়া কথিত হইয়াছে। স্থূলকন্দ—অতিশয় উষ্ণবীর্য্য নহে। সূরণ (ওল) অর্শরোগ-নাশক। কুমুদ, নীলোৎপল এবং পদ্মেরকন্দ—ইহারা বাত প্রকোপ-কর, কষায় রস, পিত্তেরশান্তিকর, মধুরপাক এবং শীতল। বরাহকন্দ কফনাশক, কটুরস ও কটুপাক, প্রমেহ, কুষ্ঠ এবং কৃমিনাশক বল-কারক, বৃষ্য এবং রস ও রক্তাদি ধাতুবর্দ্ধক। তাল, নারিকেল ও খর্জ্জুর প্রভৃতি বৃক্ষের মস্তকের মজ্জা (মাথি) স্বাদুরস ও স্বাদুপাক এবং রক্তপিত্তনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক এবং কফ বৃদ্ধিকর। নূতন

জাত এবং বিপরীত ঋতুজাত, জীর্ণ, ব্যাধিযুক্ত, কীট-ভক্ষিত এবং যে সকল কন্দ ভালরূপে জন্মে নাই, সেই সকল কন্দ পরিত্যাগ করিবে। ইতি শাকবর্গ।

অথ লবণবর্গ।

সৈন্ধব, সামুদ্র, বিড়, সৌবর্চ্চল, রোমক এবং ঔদ্ভিদ্ প্রভৃতিকে লবণ বলে। ইহারা পরপর উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, কফ ও পিত্তকর এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্নিগ্ধ, স্বাদু এবং মল ও মূত্রজনক। সৈন্ধব—চক্ষুর হিতকর, মনের প্রীতিকর, রুচিকর, লঘু ও অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, মধুররস, বৃষ্য, শীতল এবং দোষশান্তির পক্ষে শ্রেষ্ঠ ঔষধ। সামুদ্র লবণ—মধুরপাক, অতিশয় উষ্ণ নহে, অবিদাহী, মলভেদক, ঈষৎ স্নিগ্ধ, শূলবেদনানাশক এবং অতিশয় পিত্তবর্দ্ধক নহে। বিট্‌লবণ—ক্ষাররসবিশিষ্ট, অগ্নিদীপ্তিকর, রুক্ষ এবং শূল ও হৃদ্রোগনাশক, রুচিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ এবং বায়ুর অনুলোমকারী। সৌবর্চ্চললবণ—লঘুপাক, উষ্ণবীর্য্য, বিষদ ও কটু, এবং গুল্ম, শূলবেদনা ও বিবন্ধ (মলবদ্ধতা) নাশক, মনের প্রীতিকর, সুগন্ধি ও রুচিকর। রোমক (পাংশু লবণ)—তীক্ষ্ণ, অতিশয় উষ্ণ, স্ত্রীসংসর্গের শক্তিবর্দ্ধক, কটুপাক, বায়ুনাশক, লঘু, বিষ্যন্দি, সূক্ষ্ম, মলভেদক ও মূত্রবর্দ্ধক। ঔদ্ভিদ লবণ—লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, উৎক্লেদী, সূক্ষ্ম, বায়ুর অনুলোমকারী, তিক্তরসযুক্ত, কটু ও ক্ষাররসবিশিষ্ট। গুটিকা লবণ—কফ, বায়ু এবং ক্রিমিনাশক, লেখনকর, পিত্তপ্রকোপ কর, অগ্নিদীপ্তিকর, পাচক এবং মলভেদক। ঊষক্ষার (ক্ষারমৃত্তিকাসম্ভূত লবণ), বালুকেল, পর্ব্বতের মূলদেশস্থ আকরোদ্ভব লবণ, ইহারা কটুপাক এবং ছেদনকর। যবক্ষার, সর্জিকাক্ষার (সাজিক্ষার), পাকিম, টঙ্কণক্ষার, ইহারা গুল্ম, অর্শ, গ্রহণীদোষ, শর্করা এবং অশ্মরী প্রভৃতি রোগনাশক। সকল প্রকার ক্ষারই পাচক এবং রক্তপিত্তকর। সর্জ্জক এবং যবশূকজাতক্ষার—অগ্নিসমান গুণকারী, শুক্র, শ্লেষ্মা, মলবদ্ধতা, অর্শ, গুল্ম এবং প্লীহানাশক। ঊষক্ষার—উষ্ণ, বায়ুনাশক, প্রক্লেদী ও

বলনাশক। পাকিমক্ষার—মেদনাশক এবং মূত্র ও বস্তি শোধনকর। টঙ্কণক্ষার—রুক্ষ, বাতকর, কফনাশক এবং পিত্ত দুষ্টকর, অগ্নিদীপক, ও তীক্ষ্ণ। সুবর্ণ—স্বাদু, মনেরপ্রীতিকর, পুষ্টিকারক, রসরক্তাদি ধাতু বর্দ্ধক, দোষত্রয়নাশক, শীতল, স্নেহযুক্ত এবং পিত্ত ও বাতের শান্তিকর। রৌপ্য—(রূপা) অম্ল, সারক, শীতল, স্নেহযুক্ত এবং পিত্ত ও বায়ুনাশক। তাম্র—কষায়রস, মধুর, লেখনকর, শীতল এবং সারক। কাংস্য (কাঁসা)—তিক্ত, লেখনকর, চক্ষুরহিতকর এবং কফ ও বাতের শান্তিকর। লৌহ—বায়ুকর, শীতল, তৃষ্ণা, পিত্ত ও কফনাশক। ত্রপু (রাঙ্) ও সীসক—কটু ও ক্রিমিনাশক, লবণরস এবং লেখনকর।

মুক্তা, বিদ্রুম, বজ্র (হীরক), ইন্দ্রনীল, বৈদুর্য্য এবং স্ফটিক প্রভৃতি মণিসমূহ—চক্ষুর হিতকর, শীতল, লেখনকর এবং বিষদোষ নাশক। এই সকল মণি ধারণে পবিত্রতা জন্মে এবং পাপ, অলক্ষ্মী ও মলনাশক। ধান্যবর্গ, মাংসবর্গ, ফলবর্গ এবং শাকবর্গ এই সকল বর্গোক্ত দ্রব্য সমূহের অসংখ্যেয়তা প্রযুক্ত যে সকল দ্রব্যের গুণ বলা হইল না, বুদ্ধিমান্ চিকিৎসকগণ পঞ্চ ভূতের গুণ ও দ্রব্যের আস্বাদ বিবেচনা করিয়া গুণ নির্ণয় করিবেন।

ধান্য বর্গের মধ্যে ষষ্টিক, গোধূম, লোহিতশালি, মুদ্গ, আঢ়কী এবং মসূর প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ। লাব, তিত্তির, সারঙ্গ, কুরঙ্গ, এণ, কপিঞ্জল ময়ূর, বর্ম্মি এবং কূর্ম্ম এই সকল জন্তু মাংসবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দাড়িম, আমলক, দ্রাক্ষা, খর্জ্জুর, পরুষক, রাজাদন এবং মাতুলুঙ্গ এই সকল ফল, ফলবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সতীন, বাস্তুক, চুচ্চু, চিল্লী, মূলক, পোতিকা, মণ্ডূকপর্ণী ও জীবন্তী প্রভৃতি শাকবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ক্ষীরবর্গের মধ্যে গব্য দুগ্ধ ও ঘৃত শ্রেষ্ঠ। লবণরসের মধ্যে সৈন্ধব শ্রেষ্ঠ। অম্ল রসের মধ্যে আমলকী ও দাড়িম শ্রেষ্ঠ। কটু রসের মধ্যে পিপ্পলী ও শুণ্ঠী শ্রেষ্ঠ। তিক্ত রসের মধ্যে পটোল ও বার্ত্তাকু শ্রেষ্ঠ। মধুর রসের মধ্যে ঘৃত ও মধুই শ্রেষ্ঠ। কষায় রসের মধ্যে পরুষক ও পূগফল (সুপারী) শ্রেষ্ঠ। ইক্ষু বিকৃতির মধ্যে শর্করা শ্রেষ্ঠ।

পানীয় দ্রব্যের মধ্যে মদ্ধ্বাসব ও মৈরেয় শ্রেষ্ঠ। সংবৎসরাতীত ধান্য এবং মধ্যম বয়স্ক পশুর মাংস, সংস্কৃত ও যথামাত্রায় গৃহীত এবং অপর্য্যুষিত অন্ন শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। যথাকালজাত ফল এবং অশুষ্ক, নূতন শাক প্রশস্ত বলিয়া জানিবে।

সংপ্রতি কৃতান্নের গুণ বিস্তার পূর্ব্বক বলিতেছি। শরীর বিশুদ্ধ অর্থাৎ ব্যাধিশূন্য হইলে লাজমণ্ডই পথ্য এবং পাচন ও অগ্নিদীপক। লাজমণ্ড, পিপ্পলী ও শুণ্ঠীর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বায়ুর অনুলোমকারী ও মুখপ্রিয় হইয়া থাকে। পেয়া—স্বেদ ও অগ্নিজনক, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, বস্তিশোধক, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রম ও গ্লানিনাশক এবং বায়ুর অনুলোমকারী। বিলেপী—তৃপ্তিজনক, মুখপ্রিয়, মলরোধক, বলবর্দ্ধক, পথ্য, মধুররস, লঘু, অগ্নিদীপক এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণার শান্তি-কর। যবাগু—মুখপ্রিয়, সন্তর্পণকারক, বৃষ্য, রসাদি ধাতুরবর্দ্ধক এবং বলকারী। যবাগু এবং লাজমণ্ড প্রভৃতি শাক, মাংস কিম্বা কোন ফলের সহিত সেবন করিলে দুর্জর অর্থাৎ সহজে জীর্ণ হয় না বলিয়া জানিবে। সিক্থশূন্য হইলে মণ্ড এবং সিক্থযুক্ত হইলে পেয়া, বহুল পরিমাণে সিক্থযুক্ত হইলে বিলেপী এবং যবাগু অতিশয় গাঢ় বলিয়া জানিবে। পায়স—বিষ্টম্ভপাকী, বলকারক, মেদ ও কফকর এবং গুরু। কৃশরা (খিচুড়ী)—কফ ও পিত্তকর, বলকারক এবং বাতনাশক।

ধৌত, নির্ম্মল, শুদ্ধ, মনোজ্ঞ, সুগন্ধি, উত্তম সিদ্ধ, সুপ্রস্রুত, উষ্ণ এবং বিশদ অন্ন—লঘু। অন্ন অধৌত অপ্রস্রুত ও অসিদ্ধ হইলে এবং শীতল হইলে গুরু বলিয়া জানিবে। ভৃষ্টতণ্ডুল—লঘু, সুগন্ধি এবং কফনাশক। এই ভৃষ্ট তণ্ডুল যদি স্নেহদ্রব্য, মাংস, ফল, কন্দ, বিদল, অম্ল, অথবা দুগ্ধের দ্বারা পাক করা হয়, তাহা হইলে গুরুপাকী, রসাদিধাতুবর্দ্ধক এবং বলকারক হয়। সূপ্য—সুসিদ্ধ, তুষরহিত, কিঞ্চিৎ ভর্জিত হইলে লঘু ও হিতকর হয়। শাক সিদ্ধ করতঃ জল বাহির করিয়া ঘৃত কিংবা তৈল দ্বারা সংস্কার করিলে হিতকর; কিন্তু ইহার অন্যথা অর্থাৎ সিদ্ধ ও রস বাহির না করিলে এবং স্নেহরহিত হইলে

অহিতকর বলিয়া জানিবে। মাংস স্বভাবতই বৃষ্য এবং স্নিগ্ধ ও বলবর্দ্ধক। স্নেহদ্রব্য, ঘোল, ধান্যাম্ল, ফলাম্ল এবং কটুরসের সহিত সিদ্ধ হইলে মাংস—হিতকর, বলকারক, মুখরোচক, রসাদিধাতু বর্দ্ধক, এবং গুরু হয়। এই মাংস পুনরায় ঘোল ও সুগন্ধিদ্রব্য দ্বারা সংস্কার করিলে পিত্ত ও কফজনক এবং বল, মাংস ও অগ্নিবর্দ্ধক বলিয়া জানিবে। পরিশুষ্ক মাংস—স্থির, স্নিগ্ধ, হর্ষজনক, প্রীতিকর; গুরু, মুখরোচক এবং বল, মেধা, অগ্নি, মাংস, ওজঃ ও শুক্রবর্দ্ধক। অগ্নিপক্ব মাংস—পরিশুষ্ক মাংসের ন্যায় গুণবিশিষ্ট হয় বলিয়া অগ্নিপক্ক-মাংস লঘু। শূলিকাগ্রথিত ও প্রদিগ্ধ মাংস অঙ্গারে পাক করিলে গুরুপাকী হয়। উল্লুপ্ত, ভর্জিত, পিষ্ট, প্রতপ্ত, কিম্বা কটাহে পক্ক, পরিশুষ্ক, প্রদগ্ধ এবং শূল্য কিংবা এইরূপ অন্য যে কোন প্রকারে পক্কমাংস গুরুতর বলিয়া জানিবে। তৈলদ্বারা পক্কমাংস—উষ্ণবীর্য্য, পিত্তকর এবং গুরুপাকী। ঘৃতদ্বারা পক্কমাংস—লঘু, অগ্নিদীপক, হৃদয়ের হিতকর, রুচিকর, দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক এবং মনের প্রীতিকর। মাংসরস (মাংসের যূষ) তৃপ্তিকর; বলকারক; শ্বাস, কাস ও ক্ষয়রোগনাশক, বায়ুপিত্ত ও শ্রমেরশান্তিকর এবং হৃদয়ের হিতকর। দাড়িমরসযুক্ত মাংসরস—স্মৃতি ও ওজঃবর্দ্ধক এবং স্বরহীন, জ্বর, ক্ষীণ ও উরঃক্ষত ব্যক্তিদিগের এবং ভগ্ন ও বিশ্লিষ্ট-সন্ধি ব্যক্তিদিগের এবং কৃশ ও ক্ষীণরেতঃ ব্যক্তিদিগের সংঘাতকর, শুক্র, ওজঃ ও বলবর্দ্ধক, সন্তোষকর, বৃষ্য এবং দোষনাশক। যে মাংসের রস গ্রহণকরা হইয়াছে, সেই মাংস পুষ্টি বা বলকারক হয় না, পরন্তু উহা বিষ্টম্ভপাকী, অজীর্ণকর, রুক্ষ, বিরস ও বাতবর্দ্ধক হইয়া থাকে। দীপ্তাগ্নি ব্যক্তিদিগের খানিষ্ক অর্থাৎ অস্থিশূন্য ও সুসিদ্ধ এবং শিলে-চূর্ণীকৃত মাংস—একান্ত পথ্য এবং ইহা অতিশয় গুরুপাকী। পিপ্পলী, শুণ্ঠী, মরীচ, গুড় এবং ঘৃত এই সকল দ্বারা একত্র উত্তম পক্কমাংসকে বেসবার বলে। বেসবার—গুরু, স্নিগ্ধ, বলকারক, বাতজনিত-বেদনানাশক, সকল ধাতুর পক্ষেই তৃপ্তিকর, বিশেষত মুখশোষাদিগের

অতিশয় তৃপ্তিকর। সৌরাব—ক্ষুধা ও তৃষ্ণানাশক, মধুররস, শীতল, কফনাশক, অগ্নিদীপক, এবং বমন কিংবা বিরেচনদ্বারা শুদ্ধশরীর ব্যক্তিদিগের হৃদয়ের প্রিয়। মুদ্গযূষ—অতিশয় পথ্য, দাড়িম ও দ্রাক্ষাদ্বারা মুদ্গযূষ প্রস্তুত করিলে উহাকে রাগষাড়ব বলে। রাগষাড়ব—রুচিকর, লঘুপাক এবং দোষসমূহের অবিরোধী। মসূর, মুদ্গ, গোধূম, কুলত্থ, এবং লবণ এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিতকরতঃ পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে সংস্কৃত করা হইলে ইহা কফ ও পিত্তের অবিরোধী হয় এবং বাত ব্যাধিতে প্রশস্ত বলিয়া জানিবে। ঐ সকল দ্রব্য যদি পুনরায় দ্রাক্ষা ও দাড়িমের সহিত মিলিত করিয়া সংস্কার করা যায়, তাহা হইলে বায়ু রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপকারী হইয়া থাকে। অপিচ ইহা রুচিকর, অগ্নিদীপক, হৃদয়ের হিতকর, এবং লঘুপাকী। পটোল ও নিম্বেরযূষ—কফ ও মেদঃশোষক, পিত্তঘ্ন, অগ্নিদীপক, হৃদয়ের হিতকর, এবং কৃমি ও কুষ্ঠনাশক। মূলকযূষ—শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, প্রসেক (নাসাস্রাব), অরুচি, জ্বর, এবং মেদঃ ও গলরোগের শান্তিকর। কুলত্থ যূষ—বাতনাশক, শ্বাস, পীনস, তূণী ও প্রতূণী (বায়ুজনিত রোগবিশেষ) কাস, অর্শ, গুল্ম এবং উদাবর্ত্ত প্রভৃতি রোগের শান্তিকর। দাড়িম ও আমলককৃত যূষ—হৃদয়ের হিতকর, দোষসমূহের সংশমনকর ও লঘু, আয়ুঃ ও অগ্নিবর্দ্ধক, মূর্চ্ছা, মেদ, পিত্ত ও বায়ুরশান্তিকর। মুদ্গ ও আমলকযূষ—মলরোধক, পিত্তকফের হিতকর। যব, কোল এবং কুলত্থের যূয—কণ্ঠের হিতকর, ও বায়ুনাশক। সকলপ্রকার ধান্যকৃতযূষ—পূর্ব্বোক্তযূষ সমূহের ন্যায় রসাদিধাতু ও আয়ুর্বর্দ্ধক। খড় ও কাম্বলিক যূয—হৃদয়ের হিতকর, বায়ু ও কফের শান্তিকর। দাড়িমাম্ল—বলকারক, অগ্নিদীপক, কফ ও বায়ুর শান্তিকর। দধ্যম্ল—শ্লেষ্মা ও বলকর, স্নিগ্ধ, বাতের শান্তিকর এবং গুরু। তক্রাম্ল—পিত্তকর এবং বিষ ও রক্ত দূষিত করে। খড়যূষ, যবাগু, যাড়ব এবং পানকপ্রভৃতি অন্যান্য কৃতান্ন সমূহ বৈদ্যের নিকট অবগত হইয়া প্রস্তুত করিবে। তৈল, ঘৃত, লবণ ও ঝাল প্রভৃতি ব্যতীত যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত

করা হয়, তাহাকে "অকৃত" বলে এবং তৈল, ঘৃত, লবণ ও ঝাল প্রভৃতি দ্বারা যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহাকে কৃত বলে। দধি, কাঞ্জিক এবং ফলাম্ল দ্বারা প্রস্তুত করা দ্রব্য উত্তরোত্তর লঘু এবং হিতকর। অপিচ সংস্কৃত দ্রব্য অপেক্ষা অসংস্কৃত দ্রব্যও ক্রমশঃ উত্তরোত্তর লঘু ও হিতকর। দধিমস্তু অম্লরসদ্বারা পক্ব হইয়া যে রস প্রস্তুত হয়, তাহাকে কাম্বলিক বলে। তিল, পিন্যাক, শুষ্কশাক, অঙ্কুরিতশাক এবং সিণ্ডাকী এই সকল দ্রব্য গুরু, কফ ও পিত্তকর। বটকসমূহও সিণ্ডাকী প্রভৃতির ন্যায় গুণকারী, পরন্তু বিদাহী ও গুরুপাকী। রাগষাড়ব—লঘু, রসাদি ধাতুবর্দ্ধক, বৃষ্য, মনের প্রীতিকর, মুখরোচক, অগ্নিদীপ্তিকর, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, ছর্দ্দি ও ক্লান্তিনাশক। রসালা—রসাদিধাতুবর্দ্ধক, বলকারক, স্নিগ্ধ, বৃষ্য ও মুখরোচক। গুড়সংযুক্তদধি—স্নিগ্ধকর, মনের প্রীতিকর, ও বায়ুনাশক। ঘৃতযুক্ত ও শীতল জলদ্বারা আপ্লুত, অতিশয় দ্রবও নয় এবং অতিশয় ঘনও নয়, এইরূপ প্রণালীতে প্রস্তুত করা শক্তুকে মন্থ বলে। মন্থ—সদ্যবলকারক, পিপাসা ও শ্রমজনিত ক্লান্তি নাশক। অম্লরস—তৈলও গুড় সংযোগে প্রস্তুত করা হইলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও উদাবর্ত্তের শান্তিকর। শর্করা—ইক্ষু ও দ্রাক্ষাযুক্ত হইলে পিত্তরোগের শান্তিকর। দ্রাক্ষা ও মধুক সংযোগে কফরোগ বিনাশ করিয়া থাকে এবং বর্গত্রয়ের সহিতযুক্ত হইলে মলও দোষের অনুলোমক হয়। গুড়েরপানা অম্লরসযুক্ত হইলে কিংবা অম্লরসবিহীন হইলেও গুরু ও মূত্রবর্দ্ধক হইয়া থাকে। ঐ গুড়েরপানা মিছরি, দ্রাক্ষা, ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত করিলে অম্লরসবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণ, এবং সুশীতল হইয়া থাকে। দ্রাক্ষার পানা—শ্রমনাশক, মূর্চ্ছা, দাহ এবং তৃষ্ণানাশক। পরুষক ও কুলেরপানা—মনের প্রীতিকর, এবং বিষ্টম্ভপাকী। দ্রব্যের সংযোগ, সংস্কার এবং মাত্রা, এই সকল অনুসারে দ্রব্যের গুরুত্বও লঘুত্ব জানিবে। ইতি কৃতান্নবর্গ

ইহার পর আমরা রস, বীর্য্য ও বিপাক অনুসারে ভক্ষ্যদ্রব্য সমূহ বিশেষ করিয়া বলিতেছি। ক্ষীরজাতদ্রব্য—বলকারক, শুক্র

বর্দ্ধক, মনের প্রীতিকর, উত্তমগন্ধযুক্ত, অবিদাহী, পুষ্টিকর, অগ্নিদীপক এবং পিত্তনাশক। ঘৃতপক্কদ্রব্য—মনের প্রীতিকর, কফবর্দ্ধক, বায়ু ও পিত্তের শান্তিকর, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু, এবং রক্ত ও মাংসবর্দ্ধক। গুড়জাত ভক্ষ্যদ্রব্য—রসাদিধাতুবর্দ্ধক, গুরু, বাতনাশক, অবিদাহী, পিত্তের শান্তিকর, এবং শুক্র ও কফবর্দ্ধক। মধুমস্তক (পিষ্টকবিশেষ) এবং গোধূমচূর্ণজাত পিষ্টক সকল বিশেষ গুরুপাকী ও রসাদিধাতু বর্দ্ধক। মোদকসমূহ—অতিশয় অজীর্ণকারক। সদৃক্ (পিষ্টকবিশেষ) মুখরোচক, অগ্নিদীপক, স্বরের হিতকর, পিত্ত ও বায়ুনাশক, গুরু, আয়ুর্বর্দ্ধক, মনের প্রীতিকর, সুগন্ধি, মধুরস, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মকর, বায়ুনাশক, তৃপ্তিকর, এবং বলকারক। ফেণকাদিভক্ষ্যদ্রব্য—রসাদিধাতুবর্দ্ধক, বায়ু ও পিত্তনাশক, বলকারক, হৃদয়ের হিতকর এবং লঘু। মুদ্গাদিদ্বারা প্রস্তুতকরা বেসবার প্রভৃতি—বিষ্টম্ভপাকী। মাংসযুক্ত বেসবার-গুরু এবং রসাদিধাতুবর্দ্ধক। পালন (পিষ্টকবিশেষ)—শ্লেষ্মজনক। সষ্কুল্ব (পিষ্টকভেদ) কফ ও পিত্তবর্দ্ধক। পৈষ্টিক—উষ্ণবীর্য্য, কফ ও পিত্তপ্রকোপনকর, বিদাহপাকী, অতিশয় বলকারক নহে এবং বিশেষ গুরুপাকী। বৈদল (পিষ্টক বিশেষ) লঘু, কষায়রস, বায়ুর সঞ্চয়কর। মাষকলাই দ্বারা প্রস্তুতকর পিষ্টক—বিষ্টম্ভকারক, পিত্তের শমতাকারক, শ্লেষ্মানাশক, মলভেদক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং গুরুপাক। কুর্চ্চিকাকৃত পিষ্টক—গুরু এবং অতিশয় পিত্তকর নহে। অঙ্কুরিত ফলকৃত ভক্ষ্যদ্রব্য—গুরু, বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক, বিদাহপাকী, উৎক্লেশজনক, রুক্ষ এবং দৃষ্টির হ্রাসকর। ঘৃতদ্বারা পক্কপিষ্টকাদি মনের প্রীতিকর, উত্তম গন্ধযুক্ত, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু ও বাতপিত্তনাশক, বলকারক এবং দৃষ্টিশক্তিবর্দ্ধক। তৈলকৃতভক্ষ্যদ্রব্য—বিদাহজনক, গুরু, উষ্ণ, বায়ু ও দৃষ্টিশক্তিনাশক, পিত্তবর্দ্ধক, এবং ত্বক্‌দূষিতকর। ফল, মাংস, ইক্ষুবিকৃতি (চিনিপ্রভৃতি) তিল এবং মাষকলাই, এই সকল দ্বারা উপসংস্কৃতভক্ষ্যদ্রব্য সকল—বলকারক, গুরু, রসাদিধাতুবর্দ্ধক, মনের প্রীতিকর। কপাল ও অঙ্গারপক্ক ভক্ষ্যদ্রব্য—লঘু ও বায়ু প্রকোপকর। উত্তমরূপ পক্কভক্ষ্যদ্রব্য—অতিশয় লঘুপাক। কিলাটাদি ভক্ষ্য-

দ্রব্য—গুরু এবং কফবর্দ্ধক। কুল্মাষ (অর্দ্ধসিদ্ধ গোধূমাদি) বাতবর্দ্ধক, রুক্ষ, গুরু এবং মলভেদক। বাট্য—উদাবর্ত্তরোগনাশক, কাস, পীনস ও মেহরোগ নাশক। ধানোলুম্ব—লঘু, এবং কফ ও মেদশোষক। শক্তু—রসাদিবর্দ্ধক, শুক্রবর্দ্ধক, তৃষ্ণা, পিত্ত ও কফনাশক, সদ্যবলকারক, মলভেদক, এবং বায়ুনাশক। পিণ্ডাকার শক্তু (ছাতু) গুরু ও তীক্ষ্ণ। ইহার বিপরীত অর্থাৎ তরল হইলে লঘু। শক্তুর অবলেহ—কোমলতা প্রযুক্ত শীঘ্রজীর্ণকর। লাজ (খই) বমন ও অতীসারনাশক, অগ্নিদীপক ও কফনাশক, বলকারক, কষায় ও মধুররস, লঘু এবং তৃষ্ণা ও মল-নাশক। লাজসক্তু—(খইর ছাতু) তৃষ্ণা বমি, দাহ এবং ঘর্ম্ম-নাশক. রক্তপিত্তের শান্তিকর, এবং দাহ ও জ্বরনাশক। পৃথুকা (চিঁড়ে) গুরু, স্নিগ্ধ এবং রসাদিধাতু ও শ্লেষ্মাবর্দ্ধক। দুগ্ধমিশ্রিত চিপিটক (চিঁড়ে)—বলকারক, বাতনাশক, এবং মলভেদক। নূতনতণ্ডুল—অজীর্ণকর, মধুররস, এবং রসাদি ধাতুবর্দ্ধক। পুরাতন তণ্ডুল—সন্ধানকর এবং মেহনাশক। দ্রব্যের সংযোগ, সংস্কার এবং ব্যাধি এই সকল বিবে-চনা পূর্ব্বক দ্রব্যোৎপত্তির কারণ অবধারণ করতঃ ভোক্তার ইচ্ছানুসারে এবং শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে ভক্ষ্য দ্রব্য সকল নির্দ্দেশ করিবে। ইহার পর আমরা সকল প্রকার অনুপান বলিতেছি। কোন কোন ব্যক্তি অম্লরস পরিত্যাগ করিয়া মধুররসেই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে, কেহ কেহ বা এই উভয়বিধরসেই পরিতৃপ্ত হয়। ইহাদের নানাবিধ পথ্য বলা যাইতেছে। যথা—শীতল এবং উষ্ণজল, আসব, মদ্য, যূষ, ফলাম্ল, ধান্যাম্ল এবং দুগ্ধ, এই সকল রসের মধ্যে যাহার পক্ষে যে রসের অনুপান হিতকর বলিয়া বোধ হইবে, বুদ্ধিমান চিকিৎসকগণ ব্যাধি এবং কাল বিবেচনাপূর্ব্বক ভোজ্যদ্রব্য এবং সেই সেই অনুপান, মাত্রানুসারে প্রয়োগ করিবেন। সকলপ্রকার অনুপানের মধ্যে পরিষ্কার পাত্রস্থ পবিত্রজলই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। মনুষ্যমাত্রেরই জন্মাবধি তোয়াত্মক সকল প্রকার রস পান প্রশস্ত দেখা যায়। সংক্ষেপতঃ সকল প্রকার অনুপান বলা হইল, ইহার পর বিস্তার পূর্ব্বক বলিতেছি।

ভল্লাতক এবং তুবরকের স্নেহপান ভিন্ন অন্যান্য সকল প্রকার স্নেহপান করিয়াই উষ্ণ জলপান করা প্রশস্ত। কোন কোন পণ্ডিতেরা বলেন যে, তৈল পান করিয়া যূষ ও অম্লকাঞ্জিক অনুপান করিবে। মধু এবং সকল প্রকার পিষ্টান্ন ভোজনের পর শীতল জলপান করিবে। দধি, পায়স ও মদ্যপানজনিত রোগগ্রস্ত ব্যক্তি এবং বিষরোগী, শীতল জল অনুপান করিবে। কোন কোন পণ্ডিতেরা বলেন যে,পিষ্টান্ন ভোজনের পর উষ্ণ জল পান করিবে। শালি এবং মুদ্গ যূষ ভোজনের পর দুগ্ধ ও মাংসের যূষ পান করা কর্ত্তব্য। যুদ্ধ, পথশ্রম, রৌদ্র, কিম্বা অগ্ন্যাদির সন্তাপ এবং বিষ ও মদ্যাদি দ্বারা পীড়িত বক্তি মাষকলাই কিংবা ধান্যাম্ল বা দধিমস্তু অনুপান করিবে। মদ্য পানাভ্যস্ত ব্যক্তির সকল প্রকার মাংস ভোজনের পর মদ্যানুপানই প্রশস্ত। যাহারা মদ্য পান না করে, তাহাদের মাংস ভোজনের পর জল কিম্বা ফলাম্ল (তেঁতুল প্রভৃতি) অনুপান করা বিধেয়। রৌদ্র,পথশ্রম, অধিক কথোপকথন এবং স্ত্রীসংসর্গ, এই সকল দ্বারা ক্লান্ত ব্যক্তির পক্ষে দুগ্ধই অমৃততুল্য অনুপান বলিয়া জানিবে। কৃশ ব্যক্তি মদ্যপান দ্বারা এবং স্থূল ব্যক্তি, মধু মিশ্রিত জল দ্বারা অনুপান করিবে। নীরোগী ব্যক্তি আহারের মধ্যকালে চিত্রক (চিতা) অনুপান করিবে।

বায়ু রোগে স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ দ্রব্য এবং কফ রোগে রুক্ষ ও উষ্ণ দ্রব্য উত্তম পথ্য। পিত্তরোগে মধুর এবং শীতল দ্রব্য অনুপান বিশেষ হিতকর। রক্তপিত্ত—পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে দুগ্ধ ও ইক্ষুরস হিতকর। বিষ—পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে আকন্দ, শ্লেষ্মাতক ও শিরীষের আসব অতিশয় হিতকর। ইহার পর আমরা যথাক্রমে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বর্গসমূহের অনুপান বলিতেছি। বর্গসমূহের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত শস্যজাতীয় এবং বদর, অম্ল ও বৈদল ভোজনের পর ধান্যাম্ল অনুপান করিবে। জঙ্গাল ও ধন্বজ (মরুদেশজাত) পশুর মাংস ভোজনের পর পিপ্পলীর আসব পান করিবে। বিষ্কির জন্তুর মাংস ভোজনের পর কোল এবং বদরের আসব পান করিবে। প্রতুদ জন্তুর মাংস ভোজনের পর ক্ষীরবৃক্ষের

আসব পান করিবে। গুহাশয় জন্তুর মাংস ভোজনের পর খর্জ্জুর এবং নারিকেলের আসব পান করিবে। প্রসহ জন্তুর মাংস ভোজনের পর অশ্বগন্ধা আসব পান করিবে। পর্ণমৃগমাংস ভোজনের পর কৃষ্ণগন্ধা (শোভাঞ্জনবৃক্ষের) আসব অনুপান বিধেয়। বিলেশয় জন্তুর মাংস ভোজনের পর ফলসারের আসব অনুপান বিধেয়। একশফ জন্তুর মাংসের পক্ষে ত্রিফলাসব হিতকর। অনেকশফ জন্তুর মাংসের পক্ষে খদিরাসব পান করিবে। কূলচর জন্তুর মাংস সেবনের পর পাণিফল ও কেশুরের আসব অনুপান করা কর্ত্তব্য। কোশবাসী ও যাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পা আছে, সেই সকল জন্তুর মাংস ভোজনের পরও পাণিফল ও কেশুরের আসব অনুপান হিতকর। প্লবজাতীয় জন্তুর মাংসাহারের পর ইক্ষুরসের আসব অনুপান হিতকর। নদীজাত জন্তুর মাংসাহারের পর মৃণালাসব পান করিবে। সমুদ্রজাতজন্তুরমাংসের পক্ষে মাতুলুঙ্গের আসব হিতকর।

অম্লফল ভক্ষণের পর পদ্ম ও উৎপলের কন্দাসব অনুপান হিতকর। কষায় ফলের পক্ষে দাড়িম ও বেত্রের আসব অনুপান প্রশস্ত। মধুররসের পক্ষে ত্রিকটুযুক্ত কন্দাসব অনুপান বিধেয়। তালফলাদির পক্ষে ধান্যাম্ল অনুপান হিতকর। কটুকরসযুক্ত ফলাদি সেবনের পর দূর্ব্বা ও বেত্রের আসব অনুপান করিবে। পিপ্পল্যাদি ফলের পক্ষে গোক্ষুর ও অর্কবৃক্ষের আসব অনুপান অতিশয় হিতকর। কুষ্মাণ্ডাদি ভোজনের পর দারুহরিদ্রা ও করবীরাসব অনুপান করিবে। চুচ্চূ প্রভৃতি ফলভোজনের পর লোধ্রাসব অনুপান প্রশস্ত। জীবন্তি প্রভৃতি শাক ভক্ষণের পর ত্রিফলাসব আনুপান হিতকর। কুষ্মণ্ডশাকের পক্ষেও ত্রিফলাসব অনুপান হিতকর। মণ্ডূকপর্ণ্যাদির পক্ষে মহাপঞ্চমূলাসব হিতকর। তালবৃক্ষাদির মস্তকমজ্জা ভোজনের পর অম্লফলের আসব হিতকর। সৈন্ধবাদির পক্ষে সুরাসব এবং আরনাল অনুপান প্রশস্ত। জল সর্ব্বত্রই অনুপানে প্রশস্ত বলিয়া জানিবে। সকল প্রকার অনুপানের মধ্যে বর্ষার জলই শ্রেষ্ঠ অনুপান। যাহার পক্ষে যে জল সাত্ম্য(অভ্যস্ত) তাহার পক্ষে সেই জলই হিতকর বলিয়া জানিবে। বায়ু ও কফে

উষ্ণজল এবং রক্তে ও পিত্তে শীতল জল অনুপান হিতকর। ভুক্তদ্রব্য দোষবিশিষ্ট, কিম্বা গুরু বা অপরিমিত হইলে যথোক্ত অনুপান সেবনে অতি সহজেই জীর্ণ হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে অনুপান উত্তমরূপ সেবিত হইলে মুখরোচক, রসাদিধাতুবর্দ্ধক, বৃষ্য, দোষ-সংঙ্ঘাতভেদক, তৃপ্তিকর, মার্দ্দবকর, শ্বাস ও ক্লান্তিনাশক, সুখকর, অগ্নিদীপক, দোষের শান্তিকর, অতিশয় তৃষ্ণানাশক, বলকারক, এবং বর্ণকর হইয়া থাকে।

অনুপান প্রথমে পীত হইলে শরীর কৃশ হয়, মধ্যে পীত হইলে সমভাবে থাকে এবং অন্তে পীত হইলে রসাদিধাতুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব বিশেষ বিবেচনা করিয়া অনুপান প্রয়োগ করিবে। যাঁহারা ভোজনসময় বা ভোজন করিয়া দ্রব বস্তু পান না করেন,তাঁহাদের ভুক্ত অন্ন,স্তম্ভিত ও অক্লিন্নহওতঃ নানাবিধ রোগ জন্মিয়া থাকে। অতএব অবশ্যই আহারের পর অনুপান সেবন করিবে। শ্বাসরোগী, কাসরোগী, ঊর্দ্ধজত্রুগরোগী, উরঃক্ষতরোগী এবং যাহার মুখ ও নাসিকা হইতে জলস্রাব হয় ও যাহার স্বরভঙ্গ হইয়াছে এই সকল ব্যক্তি অনুপান করিবে না। অনুপান সেবন করতঃ পথশ্রম, অধ্যয়ন, গান,এবং নিদ্রা এই সকল অনুশীলন করিবে না। অনুপান সেবন করিয়া এই সকল অনুশীলন করিলে কণ্ঠ ও হৃদয়স্থিত ভুক্ত অন্ন আমাশয়কে দূষিত করিয়া অগ্নিমান্দ্য ও বমি প্রভৃতি নানাবিধ রোগ জন্মাইয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তি সুকুমারপ্রকৃতি ও সুখাভ্যস্ত, তাহারা আলস্যবশতঃ শ্রমকর কার্য্য না করায় মন্দাগ্নি প্রভৃতি নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত দ্রব্যের গুরুত্ব,,লঘুত্ব, স্বভাব, সংস্কার, মাত্রা এবং কাল এই সকল বিচার, তাহাদিগের পক্ষেই কর্ত্তব্য। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি বলবান্, দীপ্তাগ্নিবিশিষ্ট, এবং গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া কালাতিপাত করে, ও নিত্য পরিশ্রমজনক কার্য্য করে, তাহাদের পক্ষে এই সকলি বিচার অবশ্যকর্ত্তব্য নহে।

ইতি সর্ব্বানুপান বর্গ।

হে বৎস সুশ্রুত! অনন্তর সকল প্রকার আহারবিধি বিস্তার পূর্ব্বক বলিতেছি শ্রবণকর। বিশ্বস্ত-জনবেষ্টিত, অসংকীর্ণ এবং পবিত্র এই প্রকার মহানস অর্থাৎ পাকস্থান করিবে। চিকিৎসক এই রূপ স্থানে আপ্ত কর্ত্তৃক নানাবিধ গুণযুক্ত, সুসংস্কৃত ভক্ষ্যদ্রব্য সমূহ রন্ধন করাইয়া অতি গোপনভাবে পবিত্র স্থানে রাখিয়া দিবেন। অনন্তর বিষনাশক ঔষধাদি স্পর্শ করাইয়া জলার্দ্র তালবৃন্ত দ্বারা জলসিক্ত করিবে, পরে সিদ্ধমন্ত্র পাঠ করিয়া বিষদোষনাশ করতঃ সিদ্ধান্ন নিবেদন করিয়া দিবে।

অতঃপর সকল প্রকার আহার-রচনার বিষয় বলিতেছি, অর্থাৎ ভক্ষ্য এবং পাণীয় দ্রব্য সমূহ যে যে পাত্রে পরিবেশন করিবে তাহাই বলিতেছি। ঘৃত কার্ষ্ণায়সে অর্থাৎ অয়স্কান্ত মণিময় পাত্রে দিবে, পানীয় দ্রব্য রজতময় পাত্রে দিবে, ফলসমূহ এবং অন্যান্য ভক্ষ্য দ্রব্যসমূহ বৈদলপাত্রে প্রদান করিবে। পরিশুষ্ক ও প্রদিগ্ধ (প্রলিপ্ত) দ্রব্য সুবর্ণময় পাত্রে প্রদান করিবে। প্রদ্রব (তরল) ও রসময় দ্রব্য রজতপাত্রে রাখিবে। কট্বর (তক্র ও দধিসর,) এবং খড় (পূর্ব্বোক্ত পাণীয় বিশেষ) এই সকল প্রস্তরময় পাত্রে প্রদান করিবে। সুশীতল ও সুপক্ক দুগ্ধ তাম্রময় পাত্রে রাখিবে। পাণীয় (জল) পানক (গুড়, চিনি প্রভৃতির পানা) এবং মদ্য প্রভৃতি মৃন্ময় পাত্রে প্রদান করিবে। রাগষাড়ব এবং সট্টক প্রভৃতি ভক্ষ্যদ্রব্য সুশীতল ও মনোজ্ঞ কাচ কিংবা স্ফটিক, অথবা বৈদুর্য্যমণিময় পাত্রে প্রদান করিবে। নির্ম্মল ও সুবিস্তীর্ণ এবং মনোরম পাত্রে ব্যঞ্জন, সূপৌদন, (পক্ক ডাইল মিশ্রিত অন্ন) এবং সুসংস্কৃত প্রদেহপ্রভৃতি সম্মুখে রাখিবে। ফল ও সকল প্রকার ভক্ষ্য এবং পরিশুষ্ক ও খাদ্য সমূহ ভোক্তার দক্ষিণপার্শ্বে রাখিয়া দিবে। প্রদ্রব, রস, পাণীয়, পানক, দুগ্ধ, খড়, যূষ এবং অন্যান্য পেয় দ্রব্য ভোক্তার বামপার্শ্বে রাখিবে। সকল প্রকার গুড়জাত দ্রব্য, রাগষাড়ব এবং সট্টক প্রভৃতি সম্মুখে অথবা বাম ও দক্ষিণপার্শ্বের মধ্যবর্ত্তী স্থানে স্থাপন করিবে। বুদ্ধিমান্

চিকিৎসক, এই প্রকারে আহারীয় দ্রব্য রচনা করিয়া জনতাশূন্য, রমণীয়, শুভজনক, পবিত্র এবং সুগন্ধি পুষ্পশোভিত সমতল প্রদেশে ভোক্তাকে ভোজন করাইতে লইয়া যাইবে। অনন্তর উৎকৃষ্ট ঈপ্সিত সংস্কার দ্বারা ও ইপ্সিত রসাদি দ্বারা মনোজ্ঞ এবং পবিত্র, নাতি-শীতোষ্ণ, সদ্যপক্ক ও হিতকর আহারীয় দ্রব্য সমূহ ভোজন করিতে দিবে। ভোজন করিতে বসিয়া প্রথমে মধুররস ভোজন করিবে, মধ্যে অম্ল ও লবণরস এবং পরিশেষে অবশিষ্ট রসসমূহ ভোজন করিবে। চিকিৎসকগণ এই প্রকারে ভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অগ্রে দাড়িমাদি ফল ভোজন করিবে। তারপর পেয় দ্রব্য পান করিবে। পরে নানাবিধ ভক্ষ্য ও ভোজ্য দ্রব্য আহার করিবে। কেহ কেহ এই সকল নিয়মের বিপরীত বলেন,—তাঁহাদের মতে প্রথমে গাঢ় পদার্থ ভোজন করা উচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভোজনের আদিতে অন্তে এবং মধ্যে স্বাস্থ্যকর ও দোষনাশক আমলক ফল ভক্ষণ করা প্রশস্ত। বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক, ভোজনের পূর্ব্বে মৃণাল, বিস, শালুক, কন্দ, এবং ইক্ষু প্রভৃতি ভোজন করিতে দিবেন। কখনই ভোজনের পর এই সকল ভক্ষণ করিতে দিবেন না। ক্ষুধাতুর ব্যক্তি উচ্চ আসনে সমভাবে সুখে উপবেশন করত যথাকালে আহারে তৎপর হইয়া প্রকৃতির হিতকর, লঘু, স্নিগ্ধ, উষ্ণ এবং দ্রবপ্রধান দ্রব্যসমূহ অতি-সত্বর মাত্রা বিবেচনা করিয়া ভোজন করিবে। যথাকালে অন্নভোজন করিলে তৃপ্তিকর হয়, সাত্ম্য (অভ্যস্ত) অন্ন আহার করিলে কোন প্রকার পীড়াকর হয় না। লঘু অন্ন ভোজন করিলে অতি শীঘ্রই পরিপাক হয়। স্নিগ্ধ ও উষ্ণ দ্রব্য ভোজনে বল ও অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। শীঘ্রভোজন করিলে ভুক্ত অন্ন সমকালে পরিপাক হয়। দ্রবপ্রধান দ্রব্য ভোজন করিলে কোন প্রকার দোষকর হয় না। মাত্রানুসারে সেবিত অন্ন সুখে জীর্ণ হয় এবং ধাতু সমূহের সমতাকর হয়। যে সকল ঋতুতে রাত্রি অতিশয় বড়, সেই সকল ঋতুতে ঋতুদোষহর আহারীয় দ্রব্য সমূহ প্রাতঃকালে ভোজন করিবে। যে সকল ঋতুতে দিবস

অতিশয় দীর্ঘ, সেই সকল ঋতুতে ঋতুবিহিত আহারীয় দ্রব্য অপরাহ্ণে ভোজন করিবে। যে সকল ঋতুতে রাত্রি এবং দিবা সমান, সেই সকল ঋতুতে দিবারাত্রি সমান ভাগ করিয়া আহারীয় দ্রব্য ভোজন করিবে। অপ্রাপ্তকালে অর্থাৎ ক্ষুধা হইবার পূর্ব্বে এবং অতীতকালে অর্থাৎ ভোজনকাল অতীত হইলে ভোজন করিবে না। এবং অল্প পরিমাণে বা অধিক পরিমাণে ভোজন করিবে না। অপ্রাপ্তকালে ভোজন করিলে শরীর অলঘু অর্থাৎ গুরু হয় এবং নানা প্রকার ব্যাধি জন্মে, এমন কি মরণ পর্য্যন্তও হইতে পারে। ভোজনকাল অতীতে ভোজন করিলে বায়ু প্রকুপিত হইয়া জঠরাগ্নিকে নষ্ট করে, সুতরাং অতি কষ্টে আহারীয় দ্রব্য পরিপাক হয় এবং দ্বিতীয়বার আর আহার করিবার অভিলাষ থাকে না। অল্পমাত্রায় আহার করিলে মনের তুষ্টি হয় না এবং ক্রমশঃ বলহ্রাস হইতে থাকে। অধিক মাত্রায় ভোজন করিলে আলস্য, শরীরের গুরুতা, আটোপ (বায়ুজনিত উদরে আধ্মান) এবং শরীরের অবসন্নতা প্রভৃতি হইয়া থাকে। অতএব এই সকল দোষবর্জ্জিত এবং পূর্ব্বোক্ত গুণ-সম্পন্ন সুসংস্কৃত অন্নভোজন করিবে। ঋতুজন্য দোষ এবং ভোজনের কালদ্বয় বিভাগ করিয়া অচোক্ষ অর্থাৎ নিঃসার, দূষিত, উচ্ছিষ্ট, পাষাণ, তৃণ ও লোষ্ট্রযুক্ত, দ্বিষ্ট, পর্য্যুষিত, স্বাদুরসবিহীন এবং পূতি অর্থাৎ দুর্গন্ধ যুক্ত অন্ন পরিত্যাগ করিবে। অধিক সিদ্ধ বা অল্প সিদ্ধ অন্ন ও শীতল অন্ন ভোজন করিবে না। এবং শীতল অন্ন পুনর্ব্বার উষ্ণ করিয়া ভোজন করিবে না। উপদগ্ধ এবং স্বাদুরসবিহীন অন্ন ভোজন করিবে না। উত্তরোত্তর স্বাদু, স্বাদুতর আহার করিবে, ভোজন করিবার সময় পুনঃপুনঃ মুখ প্রক্ষালন করিবে। এই প্রকার মুখ প্রক্ষালন করিলে জিহ্বা বিশুদ্ধ হয় এবং অন্নে রুচি হয়। একবার স্বাদুরস দ্বারা জিহ্বা তর্পিত হলে পুনরায় জিহ্বা প্রক্ষালন না করিলে অপর স্বাদুরসের আস্বাদ উপলব্ধি হয় না, অতএব মধ্যে মধ্যে মুখ প্রক্ষালন করিবে। অন্ন স্বাদুরসবিশিষ্ট হইলে মনের প্রিয়তা, বল, পুষ্টি, উৎসাহ এবং সুখ

জন্মায়, স্বাদুরসবিহীন হইলে এই সকল গুণের বিপরীত গুণ হইয়া থাকে। প্রথমে যে দ্রব্য একবার ভোজন করিয়া পুনরায় তাহা ভোজন করিবার অভিলাষ জন্মে, তাহাকে স্বাদুভোজন বলে। ভোজনের মধ্যে মধ্যে এবং ভোজনের পর যুক্তিপূর্ব্বক জলপান করিবে। আচমন করিবার সময় দন্তমধ্যগত অন্ন আস্তে আস্তে বাহির করিবে। দন্তমধ্যগত অন্ন বাহির না করিলে ঐ সকল অন্ন মুখের দুর্গন্ধতা জন্মাইয়া থাকে। অন্ন জীর্ণ হইলে বায়ু, বিদগ্ধপাক হইলে পিত্ত এবং ভুক্তমাত্র কফের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, অতএব ভুক্তমাত্রে কফ হরণ করিবে। ধূমের দ্বারা বা মনঃপ্রিয় কষায়, কটু এবং তিক্তরস দ্বারা কিম্বা পূগ, কক্কোল, কর্পূর, লবঙ্গ ও সুমনঃফল দ্বারা অথবা মুখ পরিষ্কারক, কটু, তিক্ত, কষায়রস দ্বারা এবং তাম্বুলপত্রের সহিত সুগন্ধদ্রব্য দ্বারা মুখশোধন করিবে। ভোজনের পর ভোজনের ক্লান্তি দূর না হওয়া পর্য্যন্ত রাজার ন্যায় সুখে উপবেশন করিবে। অনন্তর শতপদ গমনাগমন করিয়া বামপার্শ্বে শয়ন করিবে। ভোজনের পর মনের প্রীতিকর শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ এবং স্পর্শ উপভোগ করিলে ভুক্তান্ন উত্তমরূপে জীর্ণ হয়; এবং নিন্দিত অর্থাৎ মনের অপ্রীতিকর শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, এবং অপবিত্র অন্ন গ্রহণেও অতিশয় হাস্যে ভুক্তদ্রব্য বমন হইয়া যায়। দ্রবপ্রধান দ্রব্য ভোজন করিয়া শয়ন বা উপবেশন করিবে না। ভোজন করিয়া, অগ্নি বা সূর্য্যতাপ এবং সন্তরণ ও যানবাহনে ভ্রমণ করিবে না। কখনও একরস ভোজন করিবে না। শাক এবং দূষিত অন্ন ও অতিশয় অম্লরস ভোজন করিবে না। সকল রস মিশ্রিত করিয়া বা একসময়ে সকল রস এক একটী করিয়া সেবন করিবে না। পূর্ব্বভুক্ত অন্ন জীর্ণ না হইলে পুনর্ব্বার ভোজন করিবে না। পূর্ব্বভুক্ত অন্ন বিদগ্ধপাক হইলে অগ্নি নষ্ট হইয়া থাকে। কঠিন দ্রব্য অধিক মাত্রায় ভোজন করিবে না। পিষ্টক প্রভৃতি ভোজন করিবে না। ভোজন করিলেও অল্পমাত্রায় ভোজন করিবে এবং দ্বিগুণ পরিমাণ জল পান করিবে, ইহাতে ভুক্ত পিষ্টক উত্তম রূপ জীর্ণ হইয়া

থাকে। পেয়, লেহ্য,চোষ্য এবং চব্য, এই চতুর্ব্বিধ আহার উত্তরোত্তর গুরু। গুরুদ্রব্য অর্দ্ধ তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করিবে এবং লঘু দ্রব্য তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করিবে। দ্রবপ্রধান দ্রব্যের কোনরূপ মাত্রাই গুরু হয় না। দ্রবদ্রব্য শুষ্ক হইলেও উত্তমরূপ জীর্ণ হইয়া থাকে। শুষ্ক অন্ন অভ্যস্ত থাকিলেও উত্তমরূপ পরিপাক হয় না। পিণ্ডীকৃত এবং সম্যক্ অক্লিন্ন অন্ন,বিদগ্ধপাক হইয়া থাকে। অন্নবাহী নালীতে কিম্বা পাকস্থানে পিত্ত থাকিলে অথবা অন্য কোন বিদগ্ধপাকী দ্রব্য ভোজন করিলে ভুক্তান্ন বিদগ্ধপাকী হইয়া থাকে। শুষ্ক,বিরুদ্ধ এবং বিষ্টম্ভী অন্ন ভোজন করিলে অগ্নি নষ্ট হয়। কফ, পিত্ত ও বায়ু কর্ত্তৃক যথাক্রমে আম, বিদগ্ধ এবং বিষ্টব্ধ পাক হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, রসশেষ দ্বারা চতুর্থ অজীর্ণ নামক রোগ জন্মিয়া থাকে। অতিশয় জল পান করিলে, অকালে বা অতিমাত্রায় ভোজন করিলে মলমূত্রের বেগ ধারণ করিলে এবং নিদ্রার বিপর্য্যয় ঘটিলে সাত্ম্য(অভ্যস্ত)এবং লঘু দ্রব্য যথাকালে ভোজন করিলেও পরিপাক হয় না। ঈর্ষা, ভয় বা ক্রোধ-যুক্ত হইয়া কিম্বা লোভ, রোগ ও দৈন্যতা দ্বারা পীড়িত হইয়া অথবা অন্নে বিরক্ত হইয়া ভোজন করিলে সম্যক্ পরিপাক হয় না। ভুক্ত অন্ন মধুরভাব হইলে তাহাকে আম বলে এবং অম্লভাব হইলে বিদগ্ধ বলে। আহারীয় দ্রব্য কিঞ্চিৎ পরিপাক হইয়া যদি অতিশয় তোদ (সূচীবিদ্ধ-বদ্বেদনা) এবং শূলবেদনা থাকে তাহা হইলে তাহাকে প্রকুপিত বাত-জনিত বিষ্টব্ধপাক বলে। যদি উদ্গার শুদ্ধি থাকিয়াও ভোজনের ইচ্ছা না থাকে এবং হৃদয়ের গুরুতা ও প্রসেক থাকে, তাহা হইলে তাহাকে চতুর্থ রসশেষ নামক অজীর্ণ বলে। মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমি, প্রসেক, শরীরের অবসন্নতা এবং ভ্রম, অজীর্ণরোগে এই সকল উপদ্রব জন্মিয়া থাকে, এমন কি ইহাতে মৃত্যু পর্য্যন্তও হইতে পারে। আমাজীর্ণে লঙ্ঘন; বিদগ্ধপাকে বমন ও বিষ্টব্ধপাকে স্বেদ প্রয়োগ করিবে। রসশেষাজীর্ণে শয়ন করিয়া থাকিবে। পরন্তু লবণমিশ্রিত উষ্ণ জলপান দ্বারা অতিশীঘ্র তাহাকে বমন করাইবে। এবং যে পর্য্যন্ত উত্তমরূপ

সুস্থ না হইবে সে পর্য্যন্ত উপবাস দিবে। যে পর্য্যন্ত শরীর লঘু এবং প্রকৃতিস্থ না হইবে, সেই পর্য্যন্ত উপবাস করিবে। হিতাহিত বিবেচনা পূর্ব্বক আহার করিলে তাহাকে সমশন কহে। অল্প বা অধিক পরিমাণে এবং অকালে আহার করিলে তাহাকে বিষমাশন কহে। পূর্ব্বভুক্ত অন্ন জীর্ণ না হইতে ভোজন করাকে অধ্যশন কহে। এই তিন প্রকার আহার দ্বারা অতিশীঘ্রই মৃত্যু হইতে পারে, অথবা নানা প্রকার উৎকট ব্যাধি জন্মিয়া থাকে। ভুক্ত অন্ন বিদগ্ধপাক হইলে শীতল জল পান করিলে অতিশীঘ্রই পরিপাক হয়, শীতল জল পানে পিত্তবিনষ্ট হইয়া থাকে এবং ভুক্ত অন্ন ক্লেদভাব প্রাপ্ত হইয়া অধোদিকে গমন করে। ভুক্তমাত্রে যাহার হৃদয়, কণ্ঠ এবং গলদেশ জ্বালা করে, তাহার পক্ষে দ্রাক্ষা এবং হরীতকী অথবা মধুর সহিত হরীতকী লেহন প্রশস্ত। স্নিগ্ধ এবং বলবান্‌ব্যক্তির অজীর্ণ হইবার আশঙ্কা হইলে হিতার্থী ব্যক্তি ভোজনান্তে এবং প্রাতঃকালে হিতকর শুণ্ঠী ও হরিতকী ভক্ষণ করিবে। অল্প বর্দ্ধিত অপক্ব দোষসমূহ লীন হইয়া থাকায় অগ্নির পথরোধ করিতে পারে না, এই নিমিত্ত এইরূপ অজীর্ণে ক্ষুধাও হইয়া থাকে। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি এই ক্ষুধা বুঝিতে না পারিয়া ভোজন করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত ঐ সকল ভুক্তান্ন বিষের ন্যায় প্রাণবিনাশক হইয়া থাকে।

ইহার পর গুণসমূহের কর্ম্ম বিস্তার পূর্ব্বক বলিতেছি। কর্ম্মসমূহের দ্বারা দ্রব্যসমূহের গুণ অনুমীত হইয়া থাকে। শীতল গুণ—মনের আহ্লাদজনক, স্তম্ভনকারক এবং মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, স্বেদ ও দাহনাশক। উষ্ণগুণ—এই সকল গুণের বিপরীতগুণকারী এবং অধিকন্তু ইহা বিশেষ পাচক। স্নিগ্ধগুণ—স্নেহ ও মার্দ্দবকর এবং বল ও বর্ণকর। রুক্ষগুণ—পূর্ব্বোক্ত গুণের বিপরীত এবং অধিকন্তু ইহা স্তম্ভনকারক ও খর। পিচ্ছিল গুণ—জীবনীয়, বলকর, সন্ধানকর, শ্লেষ্মল ও গুরু। বিশদগুণ—এই গুণ হইতে বিপরীত গুণকারী এবং ক্লেদশোষক, ব্রণরোপণকর, দাহকর, পাককর, তীক্ষ্ণ এবং আস্রাবকর। মৃদুগুণ—

ইহার বিপরীত এবং অবসন্নকর, লেপজনক, বলকর, গুরু, তৃপ্তি-জনক এবং রসাদিধাতুবর্দ্ধক। লঘুগুণ—ইহার বিপরীত এবং লেখন-কর ও রোপণকর। গুণসমূহের কর্ম্মবিশেষ দ্বারা দশ প্রকার গুণের কর্ম্ম বলা হইল। সংপ্রতি দশ প্রকার দ্রব্যের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। দ্রব—ক্লেদকর। সান্দ্র—স্থূল ও বন্ধনকারক। শ্লক্ষ্ণ—পিচ্ছিলের ন্যায় গুণকারী। কর্কশ—বিশদের ন্যায় গুণবিশিষ্ট এবং সুখানুবন্ধী ও সূক্ষ্ম। সুগন্ধ—রুচিকর এবং মৃদু। দুর্গন্ধ—ইহার বিপরীত এবং হৃল্লাস ও অরুচিকর, সারক, অনুলোমকর, মদকর এবং যাত্রার পক্ষে মঙ্গলকর। ব্যবায়ী—সমস্তদেহ ব্যাপ্ত হইয়া পাককর, বিকাসী, প্রফুল্লতাকারক, ও ধাতুর বন্ধন সমস্ত শিথিলকর। আশুকারী—জলের উপর তৈলের ন্যায় ব্যাপ্তশীল। সূক্ষ্ম—সূক্ষ্মতাপ্রযুক্ত সূক্ষ্মশিরা সমূহে গমনশীল। এই প্রকারে বিংশতিটী গুণের কর্ম্ম বলা হইল। ইহার পর সংপ্রতি আহারের গতিনিশ্চয় ব্যাপার বলিতেছি। পাঞ্চভৌতিক দেহে পাঞ্চ-ভৌতিক আহার পাঁচ প্রকারে পরিপাক হইয়া স্বীয় স্বীয় গুণবৃদ্ধি করে। কফ ও পিত্ত অবিদগ্ধ এবং বায়ু বিদগ্ধ। আহার উত্তমরূপ পরিপাক হইয়া নিঃসার হইলে শরীরস্থ ধাতুসমূহ পুষ্ট হইয়া থাকে। আহারের সারভাগ যে রস, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বিষ্ঠা এবং মূত্র, আহা-রের মল বলিয়া জানিবে। আহারের সারভাগ, ব্যান বায়ুকর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত হইয়া সকলধাতুর পুষ্টিসাধন করে। কফ, পিত্ত, মল, স্বেদ, নখ, রোম, চক্ষুর মল এবং ত্বকস্থ স্নেহ যথাক্রমে এই সকল ধাতু সমূ-হের মল বলিয়া জানিবে। পদ্ম যেরূপ দিবসে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে, মনুষ্যগণও সেইরূপ দিবসে জাগ্রত থাকে বলিয়া তাহাদের দেহস্থ স্রোতঃ সমূহ বিকসিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত রাত্রির ভুক্ত অন্ন অক্লিন্ন থাকিয়া ধাতুরূপে পরিণত না হইলেও দিবসে ভোজন করা অবিধেয় নহে। মনুষ্যগণ রাত্রিকালে নিদ্রিত থাকে বলিয়া তাহাদের শরীরস্থ স্রোতঃ সমূহ বদ্ধ থাকে, এই নিমিত্ত দিবসের ভুক্ত অন্ন অক্লিন্ন অবস্থায় থাকিলে রাত্রিকালে ভোজন বিধেয় নহে। মহামুনি এবং রাজর্ষি-সম্মত এই বিধি যিনি যত্নপূর্ব্বক অধ্যয়ন করেন, তিনিই ভূপতিদিগের ঔষধাদিপ্রস্তুতকরত চিকিৎসাদি করিতে সমর্থ এবং মহাত্মাদিগের মধ্যে সূরিসত্তম হইয়া থাকেন।

ইতি সুশ্রুতাচার্য্য বিরচিত-আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে সুশ্রুতের সূত্রস্থান সমাপ্ত।